



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2018

ব্রাহ্মণদের সংসার - বেগমপুর (দুঃখহীন দুনিয়া)

আজ বেগমপুরের বাদশাহ তাঁর মাস্টার বেগমপুরের বাদশাহদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। এই সভা সঙ্গমযুগী বাদশাহদের সভা। এই বাদশাহী থেকে তোমরা ভবিষ্যৎ প্রারম্ভ প্রাপ্ত করো। বাপদাদা দেখছিলেন যে, বাচ্চারা সবাই বে-গম অর্থাৎ সবরকম দুঃখের উর্ধ্বে গিয়ে বাদশাহ হয়েছে কিনা। ব্রাহ্মণদের সংসার বেগমপুর। আত্মারা সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ সংসারের অধিকারী অর্থাৎ বেগমপুরের বাদশাহ। সম্বন্ধেও দুঃখের লহর থাকবে না, এমন ভাবনাহীন বাদশাহ হয়েছে? সদা সুখময় সংসারে সুখশম্যায় নিজেদের বেগমপুরের বাদশাহ অনুভব করো? ব্রাহ্মণদের সংসার বা ব্রাহ্মণ জীবনে দুঃখের লেশমাত্র থাকেনা, কারণ ব্রাহ্মণদের ধনভান্ডারে অপ্রাপ্ত কোনও বস্তু নেই। অপ্রাপ্তি দুঃখের কারণ, প্রাপ্তি সুখের সাধন। সুতরাং, সর্বপ্রাপ্তিস্বরূপ অর্থাৎ সুখস্বরূপ। এইরকম সুখস্বরূপ তোমরা হয়েছে? সুখের সাধন অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে সম্বন্ধ আর সম্পত্তি। একটু ভাবো - তোমরা অবিনাশী সুখের সম্বন্ধ প্রাপ্ত করেছ, করেছ তো, তাই না! সম্বন্ধেও যদি কোনো একটা সম্বন্ধ কম হয় তো দুঃখের লহর আসে। ব্রাহ্মণ সংসারে বাবার সাথে সর্ব সম্বন্ধ অবিনাশী। কোনও একটা সম্বন্ধেরও অভাব আছে কি? সর্ব সম্বন্ধ অবিনাশী, তো দুঃখতরঙ্গ কিভাবে সেখানে আসবে? সম্পত্তির ক্ষেত্রেও সর্ব খাজানা বা সর্ব সম্পত্তির শ্রেষ্ঠ খাজানা জ্ঞান ধন, যা থেকে সকল ধনের প্রাপ্তি স্বতঃই হয়ে যায়। যখন সম্পত্তি, সম্বন্ধ সবকিছু প্রাপ্ত করেছ তবে তো তোমরা বেগমপুর সংসারেই আছ। তোমরা সুখের সংসারে যে বালক সেই মালিক অর্থাৎ বাদশাহ হয়েছে। বাদশাহ হয়েছে নাকি এখন হচ্ছে? বাপদাদা বাচ্চাদের দুঃখতরঙ্গের কথা শুনে বা দেখে কি ভাবেন? যে বাচ্চারা সুখসাগরের, যে তোমরা বেগমপুরের বাদশাহ, তবে তাদের দুঃখের লহর কোথা থেকে এলো! তোমরা নিশ্চয়ই সুখসাগরের বাউন্ডারি থেকে বাইরে চলে যাও। কোনো না কোনো আর্টিফিসিয়াল আকর্ষণ বা নকল রূপের পেছনে আকৃষ্ট হচ্ছে! ঠিক যেমন পূর্ব কল্পের স্মৃতিচিহ্নরূপ কথাকাহিনীতে দেখানো হয়, সীতা স্বর্নমৃগের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মর্যাদার রেখা অর্থাৎ সুখসংসারের বাউন্ডারি (সীমা) পার করেছে, তার ফলস্বরূপ সে কোথায় পৌঁছেছে? শোক বাড়িকায়। যখন বাউন্ডারির ভেতরে আছ তখন জঙ্গলেও মঙ্গল হয়, ত্যাগেও ভাগ্য আছে; বিনা কড়িতে তোমরা বাদশাহ হয়ে যাও। বেগারি জীবনেও তোমরা প্রিন্সের জীবন যাপন করো। এইরকম অনুভব হয়, তাই না? সমগ্র সংসার থেকে দূর মধুবনে যখন আসো, তখন কি অনুভব করো? এক কোনে ছোট একটা জায়গা, কিন্তু এখানে পৌঁছানোর সাথে সাথে তোমরা বলো যে, সত্যযুগী স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ সংসারে তোমরা পৌঁছে গেছ। তাহলে, জঙ্গলে মঙ্গল অনুভব করো? করো তো? রুক্ষ-শুষ্ক পাহাড়কে হীরের মতো শ্রেষ্ঠ সুখের সংসার অনুভব করো? সংসারই বদলে গেছে, এইরকম তো অনুভব করো, তাই না! একইভাবে, তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা যেখানেই থাকো, দুঃখের বায়ুমন্ডলের মধ্যেও কমল সমান। দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন, বেগমপুরের বাদশাহ। কোনো দৈহিক রোগের দুঃখের লহর, বা মনে ব্যর্থ ওঠাপড়ার দুঃখের লহর বা বিনাশী ধনের অপ্রাপ্তি বা অভাবের দুঃখের লহর, নিজের দুর্বল সংস্কার-স্বভাবের বা অন্যের দুর্বল সংস্কার -স্বভাবের দুঃখের লহর, বায়ুমন্ডল বা ভাইব্রেশনের আধারে দুঃখের লহর, সম্বন্ধ-সম্পর্কের আধারে দুঃখের লহর নিজের দিকে আকৃষ্ট করে না তো! তোমরা সেসব থেকে আলাদা, তাই না? যখন তোমাদের সংসার বদলে গেছে তো সংস্কারও বদলে গেছে। স্বভাব বদলেছে এইজন্য সুখময় সংসারের অংশ হয়েছে তোমরা। বাস্তবে, তোমরা বেগার্স হয়েছিলে অর্থাৎ এই দেহরূপী ঘরও নিজের নয়। বেগার হয়ে গেছ, তাই না! যতই

হোক, বাবার সর্ব খাজানার মালিকও তো হয়ে গেছ। স্বরাজ্য অধিকারীও হয়ে গেছ। এইরকম নেশা, খুশি থাকে? একেই বলা হয়ে থাকে বেগমপুরের বাদশাহ। সুতরাং, এখানে সবাই তোমরা বাদশাহ বসে আছো, তাই তো? তোমাদের বাদশাহীর অবস্থা ঠিক চলছে? রাজ্য কারবারীরা সব তোমাদের অর্ডারে চলছে? তাদের কেউই তোমরা-বাদশাহদের ঠকায় না তো? যারা হ্যাঁ হাজির, হ্যাঁ হজুর করছে, তারা সব তোমাদের রাজ্য কারবারী? নিজেদের দরবার বসাও? রাজাদের তো দরবার বসে, সব দরবারী যথার্থ কাজ করছে কিনা চেক করতে। তোমাদের ধনভান্ডারে সব ধন ভরপুর আছে। তোমাদের ভান্ডার কি এতই পরিপূর্ণ যা মহাদানী হয়ে দান করলেও, ভান্ডার অফুরন্ত থাকবে? তোমরা এটা চেক করো? তোমরা ব্রহ্মাকুমার তো হয়ে গেছ, যোগীও হয়ে গেছ, অতএব, এই অসাবধানতার নেশায় নিজেকে চেকিং করতে ভুলে যাওনা তো? সদা নিজের রাজ্য কারবারীদের চেকিং করো। বুঝেছ তোমরা! চেকিং করতে জানো তো! পুরানো অনুভাবীদের মেজরিটির সংগঠন, তাই না! অনুভাবী অর্থাৎ অথরিটি থাকা। কোন অথরিটি? স্বরাজ্যের অথরিটি। এইরকম অথরিটি তোমাদের আছে, তাই না! তোমরা তো মাত্র আজই এসেছ, চেকিং করাতে। সার্টিফিকেট নিতে এসেছ নাকি যথায় বাদশাহ হয়েছ কিনা দেখতে এসেছ! তোমরা তো সার্টিফিকেট নিয়ে যাবে, তোমরা কোন ধরনের রাজা, নামেমাত্র রাজা নাকি যেমন কাজ তেমন রাজা, শিশমহলে তোমরা নিজেকে দেখেই নেবে। আচ্ছা -

সুখসংসারে থাকা বেগমপুরের বাদশাহকে, সদা রাজ্য অধিকারী সমর্থ আত্মাদের, সদা সর্বদুঃখতরঙ্গের উর্ধ্বে এবং সুখদাতা বাবার প্রিয়, এইরকম অনুভবের অথরিটি থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

দাদীদের সাথে :- বাবা সমান সব বাচ্চাদের দেখে বাপদাদা পুলকিত হন। সদা বাবা সমান আত্মারা অতি প্রিয় লাগে। সুতরাং, এই সারা সংগঠন সমান আত্মাদের। বাপদাদা সদা সমান বাচ্চাদের তাঁর সাথীরূপে দেখেন। তিনি যখন বিশ্ব পরিক্রমা করেন এবং যখন বাচ্চাদের দেখভাল করতে যান, তখন এমন বাচ্চারাই তাঁর সাথে থাকে। তারা সদা সাথে সাথেই থাকে এইজন্য সমান আত্মারা সদাই যোগী।

তাদের যোগ লাগাতে হয়না, কিন্তু তারা সদা লাভলীন থাকে। তারা তো আলাদাই নয়, সুতরাং কি স্মরণ করবে! তাদের স্বাভাবিকভাবে নিজে থেকেই স্মরণ হয়। যেখানে সদা সাথ থাকে তো স্মরণও স্বতঃই থাকে। সমান আত্মাদের স্টেজ হলো সদা সমান হওয়ার এবং অন্তর্লীন হওয়ার। তাইতো সদা প্রতি পদে বাচ্চারা আগে আগে আর পিছনে পিছনে বাবা। সর্বকার্যে সদা আগে। বাচ্চারা সামনে থাকে এবং বাবা শুধু সকাশ দেননা, সদা সাথে থাকার অনুভব করান। বাবা যেমন অন্যদের সকাশ দেন তেমনই সমান বাচ্চারাও সকাশ দেওয়ায় সমর্থ হয়ে গেছে। যদি নাস্ত্রার ঘোষিত হয় বা নাস্ত্রার দেওয়া হয় তবে কোশ্চেন উঠবে, কিন্তু তোমরা স্বতঃই নস্বরক্রমে সেট হয়ে যাচ্ছ। আচ্ছা-

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্য

গডলি ইয়ুথ গ্রুপ। লৌকিকে সেই ইয়ুথ গ্রুপ নিজের নিজের বুদ্ধি অনুসারে কার্য করছে, কিন্তু তাদের কাজ লোকসান করা। তোমাদের কাজ হলো স্থাপনার কার্যে সদা সহযোগী হওয়া। কখনো কোনও কারণ বা বিঘ্ন এলে তার নিবারণ সহজে করতে পারো? কুমার গ্রুপের প্রতি বাপদাদার সদা আশা

থাকে । যদি সমগ্র ইয়ুথ সাহস আর উদ্যম বজায় রেখে সদা বিজয়ী হয়, তো বিশ্বে বিজয় পতাকা উড়িয়ে সারা বিশ্ব পরিক্রমা করতে পারে । সদা উড়তি কলায় যাচ্ছ, তোমরা কেউ বন্ধন কলায় যাচ্ছ না তো ? ইয়ুথ গ্রুপ অর্থাৎ যারা সদা শক্তিশালী সেবা করে । ইয়ুথ যা চায় তা করতে পারে । সেই ইয়ুথরা বিনাশকারী, সেখানে তোমরা স্থাপনার কার্য চালিয়ে যাচ্ছ । তারা অশান্তি ছড়ায় আর তোমরা শান্তির প্রতিমূর্তি, শান্তি ছড়িয়ে দাও । কুমারদের জন্য অনেক প্রস্তুতি করা হচ্ছে । তোমরা এমন শক্তিশালী কুমার যাদের স্থিতি কখনো ওঠানামা করেনা । এটা হতে দিওনা, এখানে তোমার নাম মহিমাম্বিত আর ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে তোমরা পুরানো দুনিয়ায় ফিরে যাও । কোনো কোনো কুমার প্রথমে অনেক উদ্যম উৎসাহে সেবাতে চলে, কিন্তু যখন সামান্যও দ্বন্দ্ব হয় তো পুরানো দুনিয়াতে চলে যায় । যে জিনিস তুমি ছেড়ে দিয়েছ, সেই জিনিস গিয়ে আবার ফিরিয়ে নিতে কি ভালো লাগে ! তোমরা সবাই পুরানো দুনিয়া তো ছেড়ে দিয়েছ, তাই না ? যদি কোনো রসিয়ার বাঁধন থাকে তো সেটা ধরেই এগোতে থাকো, সেইজন্য সদা নিজেদের গডলি ইয়ুথ গ্রুপ মনে করো । তোমরা সব কুমাররা রিফ্রেশ হয়ে, খাজানায় ভরপুর হয়ে ফিরে গেলে, তখন তারা তোমাদের দেখে বলবে, তোমরা দেবাত্মা হয়ে এসেছ । এইরকম কোনো চমৎকার প্ল্যান বানাও । ইয়ুথদের দেখে গভর্নমেন্টও ঘাবড়ে যায় । গভর্নমেন্টকেও রাস্তা দেখানোর নিমিত্ত তোমরাই হবে । কুমারদের সদা সেবার শক্তিশালী প্ল্যান বানানো উচিত । যাই হোক, সদা স্মরণ এবং সেবার ব্যালেন্স থাকতে হবে ।
আচ্ছা -

তোমরা নির্বিঘ্ন থাকাকালীন যখন গুড মর্নিং হবে, তখনই তো নির্বিঘ্ন থাকবে, তাই না ! সত্যযুগের গুড মর্নিং যখন হবে তখন তোমরা নির্বিঘ্ন হবে । এখন নির্বিঘ্ন হওয়ার গুড মর্নিং । তোমরা শুভ দিন বোলো, তাই না ! তোমরা শুভ প্রাতঃ বললে শুভ প্রাতঃ হয় । শুভ দিন এবং শুভ রাত্রি হয় । সুতরাং সদা নির্বিঘ্ন অর্থাৎ শুভ, এইজন্য নির্বিঘ্ন ভব র গুড মর্নিং । আচ্ছা -

কুমারীদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্যঃ -

কুমারী জীবন অর্থাৎ স্বতন্ত্র জীবন, এই স্বতন্ত্রতার দ্বারা তোমরা কি লাভ করো এবং তোমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য যিনি বানিয়েছেন, সেই এক -এর থেকে তোমরা কি লাভ করেছ তা সদা স্মৃতিতে থাকে ? নাকি ভাবো যে তোমরা তো এখনও কলেজে পড়া কুমারী ? সদা স্মৃতিতে রাখো যেমন বাবা তেমন আমি ? বাবা কে ? বাবা সেবক ! সুতরাং সবাই তোমরা সেবা করছো তো ? তোমরা সব কুমারীরা বাবার মালার দানা হয়েছো ? তোমরা নিশ্চিত ? আর কারও গলার মালা তো হবে না ? যারা বাবার গলার মালা হয়ে গেছে, তারা অন্যের গলার মালা হতে পারেনা । তোমাদের কি সঙ্কল্প ছিলো ? স্বপ্নেও আর কোথাও তোমরা যেতে পারো না । তোমরা এইরকম মজবুত ? এক বাবার হয়ে সর্ব ধনভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে গেছ । সর্ব অধিকার ছেড়ে দু'পয়সার পেছনে যাবে কি ! সেই দু'পয়সাও তোমরা পাও যখন তোমাদের দুই চড় লাগানো হয় । প্রথমে দুঃখের, অশান্তির চড় লাগে তারপর দুটো রুটি খাও । এইরকম জীবন তো তোমরা পছন্দ করোনা, তাই না ? কার্যতঃ, কুমারী জীবন ভাগ্যবান জীবন, এখন আরও ডবল ভাগ্যবান হয়ে গেছে । তোমরা সবাই এখন প্র্যাকটিক্যাল পেপার দেবে, তাই না ! কাগজের পরীক্ষা নয় ! সদাসর্বদা এই স্মৃতি রাখতে হবে, আমি সদা শিবশক্তি, আমি কন্সাইন্ড । কুমারীদের কোথাও না কোথাও (বিয়ের পরে) তো যেতেই হয় । তোমরা যদি এমন শ্রেষ্ঠ ঘর খুঁজে পাও তো আর কি চাই ! কুমারীরা ভাবে, ভালো বর, আর সমৃদ্ধশালী

ঘর । এই ঘর কতো সমৃদ্ধশালী, যেখানে কোনও অপ্রাপ্তি নেই । এইরকম ভাগ্য সবার পাওয়া উচিত । বাহু আমার ভাগ্য সদা এই গীত গাও । চন্দের জ্যোৎস্না যেমন সবার ভালো লাগে, তেমনই জ্ঞানের আলো প্রদানকারী হও । জ্ঞান চন্দ্রমাসম হও । যেমন তোমার ভাগ্যতারা চমকিত হচ্ছে, তেমন অন্যের ভাগ্যতারাও চমকিত করো । তখন সবাই তোমাদের বারবার আশীর্বাদ দেবে ।

তোমরা সব কুমারীরা স্কলারশিপ লাভ করবে, তাই না ! স্কলারশিপ প্রাপ্তি অর্থাৎ বিজয়মালায় আসা । এমন তীব্র পুরুষার্থ করতে হবে, যাতে বিজয়মালায় আসতে পারো । তোমরা এত যে পালনা নিচ্ছ, তার রিটার্ন তো দেবে, তাই না ? পালনার রিটার্ন হলো বাবা সমান হওয়া, স্কলারশিপ নেওয়া । অতএব, সদা এই দৃঢ় সঙ্কল্প রাখো, বিজয়ী হয়ে বিজয়মালার দানা হওয়ার । এই জীবনে সবাই তোমরা সন্তুষ্ট ? কখনো সেই জীবনের খাওয়া-দাওয়া, ঘোরা-ফেরা মনে আসে না তো ? অন্যকে দেখে এইরকম স্মরণে আসে না তো আমরাও একটু চেখে দেখি ! ওই জীবন পতন অভিমুখের আর এই জীবন উত্তরণের । উত্তরণের থেকে কে পতন অভিমুখে যাবে ! সদা এভার রেডি থাকো । নিজের রীতিতে সদা রেডি থাকো । পড়ার রীতি অনুসারে আগ্রহের কোনো বন্ধন নেই । যেখানে কুমারীদের সংগঠন আছে, সেখানে সেবায় বৃদ্ধি অনিবার্য । যেখানে শুদ্ধ আত্মারা সেখানে সদাই শুভ কার্য হয় । সবাই নিজেদের মধ্যে সংস্কার মিলিয়ে নেওয়ার সাবজেক্টে পাস করেছো, তাই না ? কোনো ঝগড়া নেই, দৃষ্টি বৃদ্ধি কোথাও আকৃষ্ট হয়না । এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই, বিশেষ কুমারীদের এই বিষয়ে সার্টিফিকেট নিতে হবে । নাম যেমন বাল-ব্রাহ্মচারিণী, সেইরকম সঙ্কল্পও পবিত্র হতে হবে, একেই বলা হয়ে থাকে স্কলারশিপ নেওয়া । তারপর তোমরা তো রাইট হ্যান্ড, এমন শিবশক্তি যাদের সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই । এটাই স্মরণে যদি রাখো তো কোনপ্রকারের মায়া তোমাদের কৌশলে ভুলপথে চালিত করতে পারবেনা । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময়ঃ - সদগুরুর কৃপা তোমার উত্তরাধিকার, এইজন্য কৃপা করো এই সঙ্কল্প করারও আবশ্যিকতা নেই । তোমরা তো বৃক্ষপতিরই বাচ্চা । সুতরাং, বৃক্ষপতির দশা, গুরুর কৃপা সব স্বতঃই প্রাপ্ত হয় । চাওয়ার আবশ্যিকতাই নেই । চাওয়া থেকে নিস্তার পেয়েছ, সেইসব চাওয়ার সঙ্কল্প করা থেকেও তোমাদের রেহাই দেওয়া হয়েছে । এখনো চাওয়ার কিছু বাকি আছে কি ! তোমরা বাবারও মস্তক-মুকুট হয়ে গেছ । এমন বাচ্চা কিসের জন্য চাইবে ! সুতরাং, সকল বাচ্চাদের বৃক্ষপতি দিবসের, বৃক্ষপতির দশার স্মরণ স্নেহ আর অভিনন্দন ।

বরদানঃ- লৌকিক বৃত্তি দৃষ্টির পরিবর্তন করে অলৌকিকতার অনুভবকারী জ্ঞানী আত্মা ভব

তোমরা লৌকিক সম্বন্ধে থাকাকালীন হৃদের সম্বন্ধ না দেখে আত্মাকে দেখ । আত্মাকে দেখলে হয় তুমি খুশি হবে অথবা দয়া হবে । বেচারী এই আত্মা পরবশ, অ-জ্ঞান, নিরীহ; আমি জ্ঞানবান আত্মা, সুতরাং এই নিরীহ আত্মার প্রতি ক্ষমাশীল মনোভাবে নিজের শুভ ভাবনা দিয়ে বদল করে দেখবো । নিজের বৃত্তি এবং দৃষ্টির পরিবর্তনই অলৌকিক জীবন, যে কাজ অ-জ্ঞানী করে, তা তোমরা জ্ঞানী তু আত্মা করতে পারোনা । তোমার সঙ্গের রঙে তাদের রঙীন করতে হবে ।

স্লোগানঃ - নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ম দ্বারা ঈশ্বরের নাম মহিমাম্বিত করাই বিশ্ব কল্যাণকারী হওয়া ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য সর্বদা শ্রীমতে চলতে থাকো, লক্ষ্মী - নারায়ণও এই শ্রীমতেই এমন শ্রেষ্ঠ হয়েছিলেন"

প্রশ্ন :- ভক্তিতে গোমুখের স্মরণিক কেন বানানো হয়েছে ?

উত্তর :- কেননা এই সঙ্গম যুগে বাবা জ্ঞানের কলস মায়েদের উপর রেখেছেন । মায়েরা, তোমাদের মুখ থেকেই জ্ঞান অমৃত বেরোয়, যার দ্বারা সকলেই পবিত্র হয়ে যায় তাই ভক্তিতে গোমুখের স্মরণিক বানানো হয়েছে । তোমরা হলে গো মাতা, তোমরাই সকলের মনোকামনা পূরণ করো, তাই তোমাদের স্মরণিক বানানো হয়েছে ।

গীত :- নয়নহীনকে পথ দেখাও

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গান শুনেছে । ভক্তিমাগের বাচ্চারা বাবাকে ডাকতে থাকে যে, আমরা যে নয়নহীন, বুদ্ধিহীন হয়ে গেছি, আমাদের পথ দেখাও । হে প্রভু জী, এই বলে তারা তাদের বাবাকে স্মরণ করে । তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয় । সমস্ত জীবের আত্মারা বাবাকে স্মরণ করে । আমরা এই পতিত দুনিয়াতে অত্যন্ত দুঃখী । আমরা দোরে দোরে ধাক্কা খাচ্ছি । যেখানেই যাই তাদের অক্যুপেশন কিছুই জানি না যে আমরা কার কাছে যাই ? শিবের মন্দিরে যায় কিন্তু মানুষ জানে না যে শিব কে ? যেখানেই যাবে, সেখানেই মাথা ঠুকবে । জানেই না যে তিনি কে বা কবে এসেছেন । লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরেও যায় কিন্তু জানেই না যে এনারা কবে এসেছিলেন, কিভাবে রাজ্য করেছিলেন, কিছুই জানে না । দিলওয়ারা মন্দিরে যায়, সেখানে আদিদেব, বসে আছে কিন্তু মানুষ জানেই না ইনি কে ? জগদম্ভার কাছেও যায় কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, কি করেছিলেন, কিছুই জানে না কেবল মাথা ঠুকতে থাকে । তারা প্রার্থনা করে, সন্তান দাও, এই দাও, ওই দাও কিন্তু কিছুই জানে না । গোমুখেও যায়, কত পরিশ্রম করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকে, কিন্তু কিছুই জানে না যে সেখানে কি রাখা আছে । এক পাথরের গরুর মুখ বানানো আছে, বলা হয় গরুর মুখ থেকে গঙ্গা জল বেরিয়েছে । এখন কোনো জন্তুর মুখ থেকে অমৃত খোড়াই বেরোবে । তীর্থে যায় কিন্তু কারোর অক্যুপেশন জানেই না যে, ইনি কখন এসেছিলেন এবং এসে কি করেছিলেন ? আমরা কেন এদের পূজো করি ? বুদ্ধিহীন হওয়ার কারণে ডাকতে থাকে --- হে প্রভু, হে বাবা, কেননা তিনিই সকলের বাবা । মানুষের তিনজন বাবার কথা বলা হয় -- এক হলো আত্মাদের বাবা শিব, দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টি বা মনুষ্য ঝাড়ের রচয়িতা প্রজাপিতা ব্রহ্মা আর তৃতীয় হলো লৌকিক বাবা । ভক্তরাও এক ভগবানকে স্মরণ করে যে --- নয়নহীনকে এসে পথ দেখাও, যাতে আমরা সদা এমন হতে পারি । এই কলিযুগ তো হলো দুঃখধাম । সত্যযুগ হলো সুখধাম আর যেখান থেকে আমরা আত্মারা অভিনয় করতে আসি তাকে শান্তিধাম বলা হয় । আত্মা এই শরীররূপী বাজনা অথবা এই কর্মেন্দ্রিয় এখানেই পায়, যা দিয়ে আত্মা কর্ম করে । আত্মা হলো অবিনাশী আর শরীর হলো বিনাশী । এই আত্মা হলো পারলৌকিক পরম পিতা পরমাত্মার সন্তান । এই শরীর হলো লৌকিক বাবার সন্তান । আত্মার বাবা একজনই, তাঁকে স্মরণ করলেই আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় । বেহদের শান্তি আর সুখের আশীর্বাদী বর্ষা কোনো মানুষের থেকে পাওয়া সম্ভব নয় । যে কেউই হোক না কেন, এমনকি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়, পরমাত্মা হলেন এক শিব । শিব পরমাত্মায় নমঃ, ব্রহ্মা

পরমাত্মায় নমঃ এমন বলা হবে না । তাই এই যে সব মন্দির ইত্যাদি আছে তাদের কারোর অকুপেশন কেউই জানে না । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন পরমাত্মা শিব, তারপর তিনিই রচনা করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের । নিরাকার শিব হলেন আলাদা আর শঙ্কর হলেন আকারী দেবতা । পরমাত্মা হলেন একজন, এ কথা খুব ভালো করে বোঝা উচিত । সর্বপ্রথমে তো বাবাকে জানা উচিত যে বাবা এই স্বর্গের রচয়িতা । ভক্তিতে মানুষ তো ধাক্কা খেতেই থাকে । লক্ষ্মী - নারায়ণ হলেন স্বর্গের মালিক, সেখানে তো সর্বদা সুখই সুখ । এখানে সকলেই দুঃখী । এই দুনিয়াই হলো পতিত । সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিলো, যেখানে যেমন রাজা - রানী তেমন প্রজা সকলেই পবিত্র ছিলেন । পরম পিতা পরমাত্মাই একমাত্র পতিতকে পবিত্র করেন । রাধা - কৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের প্রিন্স - প্রিন্সেস, যারা স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী - নারায়ণ হন । এই স্বর্গকে বলা হয় শিবালয় । এখন বাবা এই ভারত মাতাদের দ্বারা সবাইকে পবিত্র করছেন, যেই মায়েদের উপরই জ্ঞানের কলস রাখা হয় । এই ভারতেই ছিলো পবিত্র রাজ্য, এখন হলো অপবিত্র রাজ্য । গৃহস্থ ধর্মের পরিবর্তে গৃহস্থ অধর্ম হয়ে গেছে, তখন বাবা এসেই সব পবিত্র করেন । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন -- আমি পরম পিতা পরমাত্মা এসেছি । আত্মা, পরমাত্মা বহুকাল আলাদা আছে । তোমরা অনেক দিন আমার থেকে আলাদা হয়ে গেছো । এখন সম্পূর্ণ রোগী, পতিত, কড়ি তুল্য হয়ে গেছ, এখন তোমাদের যদি আমার মতো হতে হয় তাহলে পুরুষার্থ করো । এই ভারত মাতারা হলো শক্তির অবতার । এরা শিব বাবাকে নিজের বাবা বলে মানেন । তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত হলে শক্তি পাওয়া যায় যাতে তোমরা পাঁচ বিকারের উপর জয়লাভ করে মায়াজীত, জগতজীত হও । এ হলো হার জীতের খেলা । ওয়ার্ল্ডের এই হিস্টি - জিওগ্রাফী বুঝলে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হতে পারো । বাবাই স্বর্গের জন্য তোমাদের পবিত্রতা, সুখ, শান্তির বার্ষা দেয় । এ হলো রাজযোগ, কোনো হঠযোগীই রাজযোগ শেখাতে পারে না ।

এখন বাচ্চারা, তোমরা শ্রীমত পাচ্ছো যার দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে । রাবণের মতে চলে তোমরা ভ্রষ্ট হয়েছে । এখন ভারত রাবণের মতে চলে এতো দুঃখী আর কাঙ্গাল হয়েছে । জগদম্বা সকলের মনোকামনা পূরণ করতেন, তিনিও মাতা ছিলেন । জগদম্বা শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন তাই তাঁর এতো মহিমার গায়ন করা হয় । পবিত্রতা ছাড়া তোমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে না । অর্ধকল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে । এখন বাবা বলছেন , পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হলে, এসে সব বোঝো । এখন যখন শ্রীমত পাচ্ছো, তখন সেই অনুসারে তোমাদের চলতে হবে । আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউই নেই --- মানুষ তো ৮৪ জন্ম নেয় । তোমরা হলে শক্তি স্বরূপা । শিব বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হলে তোমরা শক্তি পাবে । না হলে কখনোই স্বর্গের মালিক হতে পারবে না । পারলৌকিক বাবার থেকে এই সঙ্গম যুগে ২১ জন্মের আশীর্বাদী বার্ষা পাওয়া যায়, এইজন্য পুরুষার্থ করতে হবে । বাচ্চাদেরও কল্যাণ করতে হবে । তাহলেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে । এ হলো রাজযোগের পাঠশালা । ভগবান উবাচঃ বাচ্চারা, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই, যাতে তোমরা রাজার রাজা, স্বর্গের মালিক হতে পারবে । কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে । বাবা তোমাদের সুখধামে পাঠিয়ে দেবে । বাবা বলেন, আমি এসেই সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যাই । সত্যযুগ আর ত্রেতায় এই ভক্তি ইত্যাদি হয় না । সেখানে তো ২১ জন্ম অঁখে সুখ থাকে । বাবা এখন বলছেন এই বারণের উপর জয়লাভ করো তাহলেই বিকারের কারণে বিয়ে করা হলো নিজের ঋতি করা । পরম পিতা পরমাত্মা অর্ডিন্যান্স জারি করেছেন যে, পবিত্র হও তাহলেই এই জগতের মালিক হতে পারবে । এই দুঃখধাম থেকে শান্তিধাম আর সুখধামে যেতে চাইলে এই কথাকে বোঝো ।

তোমরা জানো যে, একমাত্র বাবা ছাড়া আর কাউকে ভগবান বলা সম্পূর্ণ ভুল। ভগবান হলেনই একজন। এখন তোমরা বাচ্চারা শিব পরমাত্মার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর, লক্ষ্মী - নারায়ণ আদি সকলের জীবনী জানো। এখন তোমরা শ্রীমতে চলে লক্ষ্মী - নারায়ণের সমান শ্রেষ্ঠ হতে পারো। পবিত্র তো তোমাদের অবশ্যই হতে হবে। পরম পিতা পরমাত্মার শ্রীমতে এক বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে আর পবিত্র হলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্য পাবে। এ কতো সহজ কথা। এই কথা বুঝতে পারলে তোমরা ভক্তির ধাক্কা থেকে কাল্পনিকটির থেকে ২১ জন্মের জন্য মুক্তি পেতে পারো। তোমাদের বুঝতে হবে যে সত্যযুগের স্থাপনা কিভাবে হয় আর এই চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে। সম্পূর্ণ ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফীকে বোঝো। এ তো মানুষই বুঝতে পারে। এক বাবার শ্রীমতে চলতে হবে। সকলের উপর দয়া এক বাবাই তো করেন। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। তিনিই মায়েদের জ্ঞানের কলস দেন যাতে তারা সবাইকে পবিত্র বানাতে পারে। বাকি এই জলের গঙ্গা কখনো পবিত্র বানাতে পারে না। তোমরা হলে গো মাতা। যারা এই জ্ঞানের কলস পায়। এখানে তো পড়তে হয়, এই পড়া পড়ে দেবতা হতে হবে। ব্রাহ্মণ দেবতা, ঋত্বিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র --- এ হলো বর্ণ। এমনভাবেই এই ৮৪ জন্মের চক্র ঘুরতে থাকে। এই চক্রে জানলেই তোমরা চক্রবর্তী রাজা - রানী হতে পারো। আচ্ছা।

হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদা আর জগদম্মা মায়ের স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পবিত্রতার শক্তিতে, শ্রীমতে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করতে হবে। সবাইকে এক বাবার অর্ডিন্যান্স শোনাতে হবে যে, পবিত্র হও তাহলেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে।

২) প্রত্যেককে তিনজন বাবার পরিচয় দাও, দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাবার পথ দেখাতে হবে। বিভ্রান্ত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করতে হবে।

বরদান :- সর্বশক্তিমানের সাথে অনুভূতির দ্বারা সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করে তৃপ্ত আত্মা হও

যেখানে সর্বশক্তিমান বাবা আছেন, সেখানে সর্বপ্রাপ্তির অনুভব স্বতঃই হয়। বীজের মধ্যেই তো বৃক্ষ সমাহিত থাকে। এমনই সর্বশক্তিমান বাবার সাথে থাকলে সদা ভরপুর, সদা তৃপ্ত, সদা সম্পন্ন থাকতে পারবে। কখনোই কোনো বিষয়ে দুর্বল হবে না, কখনোই কমপ্লেন করবে না সদা কমপ্লিট। কি করবো ---- কিভাবে করবো ---- এই অভিযোগ নয়। কেন -র লাইন সমাপ্ত। যারা সর্বদা সাথে থাকে তারা বাবার সাথেই যাবে।

স্লোগান :- নয়নে যেমন মণি সমায়ািত থাকে তেমনই বুদ্ধিতে যেন শিব পিতার স্মরণ সমায়ািত থাকে।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য

১) জ্ঞান দাতার দ্বারা প্রাপ্ত নতুন জ্ঞানের মুখ্য পয়েন্টস

আমাদের মনুষ্য আত্মাদের সর্বপ্রথম কোন্ মুখ্য পয়েন্ট বুদ্ধিতে থাকে, যার ওপর খুব অ্যাটেনশন রাখতে হয় ? সর্বপ্রথম তো নিজেদের এই পাকা নিশ্চয়তা রাখতে হয় যে, আমাদের কে পড়ান ? দ্বিতীয় পয়েন্ট হলো - আমরা সকলে মনুষ্য আত্মা আর পরমাত্মা হলেন আমাদের পিতা । আমরা আত্মা বাচ্চারা আর পরমাত্মা বাবা, দুইই আলাদা -আলাদা । তৃতীয় পয়েন্ট হলো - ঈশ্বর অন্তহীনও নন, ঈশ্বর সর্বত্রও নন, এখন এই জ্ঞান বুদ্ধিতে রাখতে হবে, তাই আমাদের জ্ঞান অন্যদের থেকে পৃথক, যদিও দুনিয়ার মানুষ ভাবে, আমাদের পরমাত্মার জ্ঞান আছে, এখন তাদের জিজ্ঞেস করো - আপনার মধ্যে কোন্ জ্ঞান আছে ? তখন তারা বলবে - ঈশ্বর সর্বব্যাপী । এখন পরমাত্মা তো বলেন, আমার জ্ঞান আমার দ্বারাই পাওয়া যায়, যেমন ব্যারিস্টার কাছে ব্যারিস্টারী বা ডাক্তারের কাছে ডাক্তারী শেখা যায় । যদিও ওখানে অনেক ব্যারিস্টার থাকে, এক ব্যারিস্টার না পড়ালে অন্য ব্যারিস্টার পড়াবে । এক ডাক্তারের কাছে না পড়লে অন্য ডাক্তার পড়াবে কিন্তু এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান এক পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ, তা সে সাধু - সন্ত বা মহাত্মাই হোক না কেন, কেউই পড়াতে পারে না । তাহলে আমরা কি করে বুঝবো যে এদের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান আছে আর চতুর্থ পয়েন্ট - পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন না বরং পরমাত্মা প্রতি কল্পে কল্পে একইবার এই সঙ্গম যুগে অর্থাৎ কলিযুগের অন্তে আর সত্যযুগের আদিতে, এই সঙ্গমের সময়ই আসেন, আর অনেক অধর্মের বিনাশ করিয়ে এক আদি সনাতন সত্য ধর্মের স্থাপনা করেন । এখন মানুষ কিভাবে বলে যে, পরমাত্মা যুগে যুগে আসেন আবার এও বলে যে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দ্বাপরে এসেছিলেন । এখন এই সব কথাকে সিদ্ধ করতে হবে, গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন, শিব পরমাত্মা আর তিনিও দ্বাপরে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন এই সঙ্গম যুগে । পাঁচ নম্বর পয়েন্ট - গুরু ছাড়া কিভাবে ঘোর অন্ধকার হয়েছে, সেই গুরু কে ? মনুষ্য সৃষ্টির উল্টো ঝাড় কেমন আর আমরা পাঁচ বিকারকে জয় কিভাবে করবো ? ছয় নম্বর পয়েন্ট হলো - আমরা সেই পাণ্ডব যোদ্ধা, যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরমাত্মা আছেন, তাদেরই জিত হবে । সাত নম্বর পয়েন্ট হলো পরমাত্মা স্বয়ং সর্বশক্তিমান, তাই যে পরমাত্মার সাথ নিয়েছে, তারাই পরমাত্মার কাছ থেকে লাইট আর মাইটের তাজ পাবে । এখন এই সব কথাই বুদ্ধিতে রাখতে হবে, একেই জ্ঞান বলা হয় ।

২) "দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্যের ফাউন্ডেশন কি ?"

দুর্ভাগ্য আর সৌভাগ্য এই দুই শব্দ কিসের উপর চলে ? এ তো আমরা জানি যে আমাদের সৌভাগ্যবান করেন স্বয়ং পরমাত্মা, আর দুর্ভাগ্যবান স্বয়ং মানুষই নিজেদের করে । মানুষ যখন সর্বদা খুশী থাকে, তখন তাকে সৌভাগ্যের অধিকারী বলা হয়, আর যখন মানুষ নিজেকে দুঃখী মনে করে, তখন সে নিজেকে দুর্ভাগ্যবান মনে করে । আমরা এমন বলবো না যে - দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য পরমাত্মার কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা নয় । এ মনে করা মূর্থতা । পরমাত্মা তো আমাদের সৌভাগ্যবান করেন, কিন্তু সেই ভাগ্যকে সুন্দর করা বা বিগড়ে দেওয়া এ সবই আমাদের কর্মের উপর নির্ভর করে । এ সবই মানুষের সংস্কারের উপর নির্ভর করে । তাই যেমন পাপ আর পুণ্যের সংস্কার ভরতে থাকে তেমনই ভাগ্য হতে থাকে কিন্তু মানুষ এই রহস্য না জানার কারণে পরমাত্মার উপর দোষ দিয়ে দেয় । এখন দেখো, মানুষ নিজেদের সুখী রাখার কারণে মায়ার কতো উপায় বের করেছে আর সেই মায়ার উপায়েই কেউ নিজেকে সুখী মনে করে আবার কেউ সেই মায়ার সন্ন্যাস

করে মায়া ত্যাগ করাতেই নিজেকে সুখী মনে করে, অর্থাৎ অনেক প্রকারের প্রয়াস করে কিন্তু এতো উপায় করেও রেজাল্ট দুঃখের দিকেই নিয়ে যায় । যখন এই সৃষ্টিতে দুঃখের ভার বৃদ্ধি পায়, তখন সেই সময় স্বয়ং পরমাত্মা গুপ্ত রূপে আসেন আর নিজের ঈশ্বরীয় যোগ শক্তির দ্বারা দৈবী সৃষ্টির স্থাপনা করে সমস্ত মনুষ্য আত্মাকে সৌভাগ্যের অধিকারী করেন ।

আম্হা । ওম শান্তি ॥

"মিষ্টি বাচ্চারা -- জ্ঞান হল অমৃত এবং যোগ হল অগ্নি, জ্ঞান ও যোগের দ্বারা তোমাদের সব দুঃখ কষ্ট মিটে যাবে"

প্রশ্ন:- জ্ঞানের দ্বারা কোন্ রস প্রাপ্ত হয়, ভক্তির দ্বারা হয় না ?

উত্তর :- জীবনমুক্তির রস। ভক্তির দ্বারা কেউ জীবনমুক্তির রস প্রাপ্ত করতে পারেনা। বাবা যখন আসেন তখন বাচ্চাদের যা নির্দেশ দেন, সেইটি হল জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান অনুযায়ী চললে স্বর্গের রাজ্য অধিকার প্রাপ্ত হয় ।

গান :- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের ভোলা বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। এঁনাকেই বলা হয় শিব ভোলা বাবা। শিবকে সদা বাবা বলা হয়। কেউ চিত্র দেখুক বা না দেখুক কিন্তু স্মরণ করে শিব ভোলানাথকে। শঙ্কর বা বিষ্ণু বা ব্রহ্মাকে ভোলানাথ বলা যাবে না । ভোলা শব্দ বললে মানুষের বুদ্ধিতে নিরাকার শিববাবার চিত্র আসে। এখন তোমরা বাচ্চারা প্রাক্টিক্যালো জানো। এবারে ভোলানাথ বাবা বললে ভক্তিমাগে ভক্তজনের মুখ মিষ্টি হয়না। যতই মহিমা করুক মুখ মিষ্টি হবেনা। এখন তোমরা বাচ্চারা শিববাবাকে স্মরণ কর। শিব ভোলানাথ বাবা বললে মুখ মিষ্টি হয়। শিববাবা আমাদের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের মালিক করেন। বাবা বললে বাচ্চাদের সম্পত্তির কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে। তোমরা বাচ্চারা জানো তিনি হলেন শিববাবা , যাঁকে মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপও বলা হয়। বৃক্ষের একটিই বীজ থাকে। সুতরাং মনুষ্য সৃষ্টি রূপী বৃক্ষেরও একটি মাত্র বীজ আছে যাঁর দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি রচনা হয়। কারণ তিনি হলেন পিতা তাইনা ! বাকিরা হল ওঁনার সন্তান। ভক্তদের ভগবান পিতা একজনই। ভক্ত স্মরণ করে ভগবানকে কিন্তু তাদের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই। এসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট রয়েছে। বাচ্চাদের এই জ্ঞান ও যোগ বলের দ্বারা সদা সুখী করে আমি গোপনে নিবাস করি। জ্ঞান সাগর হলেন একজনই। যেমন জলের সাগর একটি হয়। সাগরকে তো ভাগ করা হয়েছে - ইন্ডিয়ান সাগর, অমুক সাগর ইত্যাদি। বাস্তবে সাগর তো হল একটি। সত্যযুগে এই সাগরকে ভাগ করা সম্ভব নয়। সাগর একটাই থাকে, তোমরা যার মালিক হবে। সেখানে এত খন্ড খোড়াই থাকে। একমাত্র পিতার একটি রাজধানী থাকে। এই ভারতেই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির একটি রাজ্য ছিল। দেবী দেবতাদের রাজ্যকে ভগবান ভগবতীর রাজ্যও বলা হয়। বিদেশে গড গডেজ বলে। কিন্তু জানেনা যে তাঁরা কবে রাজত্ব করেছিল। কিভাবে রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল।

জ্ঞান সাগর হলেন একমাত্র বাবা, তিনি জ্ঞানের দ্বারা সকলের সদগতি করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমাদের সামনে জ্ঞান সাগর বিরাজিত আছেন। ওঁনার থেকে জ্ঞান গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বকে সদগতি প্রদান করছে। একেই জ্ঞান অমৃত বলা হয়। অমৃত শব্দ থেকেই পূজারীরা চরণ ধুয়ে অমৃত তৈরি করে পান করে। বাস্তবে সেসব অমৃত নয়। আজকাল ওষুধের নাম অমৃত রাখা হয়, যার দ্বারা সব দুঃখ দূর হয়। সেও কোনো কথা নয়। এইসব তো এখন বাবা বসে বাচ্চাদের যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। যোগকে অমৃত বলা যায় না । যোগ অগ্নি দ্বারা তোমাদের সব রোগ বিনষ্ট হবে। তারপরে কখনও রুগী হবেনা। তোমরা পুরুষার্থ কর বাবার কাছে হেল্থ, ওয়েলথ প্রাপ্তির জন্যে।

সেখানে কোনো রোগ ইত্যাদি হয়না। আমি তোমাদের এমন কর্ম করা শেখাই যে কখনও কোনো রোগ হবেনা। বলা হয় ব্যাস ভগবান শাস্ত্র রচনা করেছেন ... কিন্তু এসব তো সৃষ্টি রূপী নাটকেই রয়েছে। নাম পড়েছে ব্যাস দেবের। এ হল পূর্ব থেকেই রচিত ড্রামা। যা কিছু তোমরা দেখ সে সবই ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে, অনাদি, পূর্ব থেকেই তৈরি করা আছে। সেসব পরিবর্তন হবেনা। ভক্তিমার্গ দ্বাপর থেকে আরম্ভ হয়। কেউ যতই ভক্তি করুক, শাস্ত্র পড়ুক কিন্তু ফিরে যেতে পারবেনা। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান স্টেজে আসতেই হবে। এই কর্ম ক্ষেত্রের বাইরে কেউ যেতে পারেনা। তোমরা জানো আমরাই সতোপ্রধান ছিলাম, এখন আমরাই তমোপ্রধান হয়েছি। ড্রামা অনুসারে হতেই হয়। ভক্তিমার্গে রাত শুরু হয়ে অন্ধকার হয়। প্রথমে এত অন্ধকার থাকেনা এখন যত আছে। রাত্রিকেও প্রথমে সতোপ্রধান তারপরে সতো, রজো, তমো বলা হয়। ধীরে ধীরে কলা হীন হতে হতে ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। এখন সৃষ্টিতে বেহদের গ্রহণ লেগেছে। একেবারে ঘোর অন্ধকার। এই চাঁদের কথা নয়, এ হল সম্পূর্ণ বিশ্বের কথা। রাবণের গ্রহণ লেগেছে। দ্বাপর থেকে সম্পূর্ণ বিশ্বকে গ্রহণ লাগা আরম্ভ হয়। একটু একটু করে লাগতে থাকে। ২৫০০ বছর লাগে যদিও অন্ত সময়ে ভারত একেবারেই কালো হয়ে যায়। এখন হল একেবারেই ঘোর অন্ধকার। সম্পূর্ণ সকাল অর্থাৎ রাতকে দিন করেন শিববাবা। পতিতকে পবিত্র করেন শিববাবা। মায়া রাবণ রাত বা ঘোর অন্ধকার করে। ভক্তি করতে করতে সবাই ভগবানকে স্মরণ করেই থাকে। ভগবান , ভগবানকে স্মরণ করেনা। সর্বব্যাপী-র জ্ঞানে জ্ঞানীদের বোঝান উচিত গড ফাদার ইজ ওয়ান। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। বাকি সব ঠাঁর রচনা। রচনার এমন মহিমা কখনও হতে পারেনা। যদি কেউ আত্মাকে পরমাত্মা বলে তাহলে ঠাঁর মহিমা গায়ন হবেনা। গায়ন তো একমাত্র বাবার-ই হয়। তিনি হলেন পতিত পাবন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য। আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর তিনি। কোনও মানুষের এমন মহিমা হতে পারেনা।

জ্ঞানের দ্বারা জীবনমুক্তির রস এক সেকেন্ডে প্রাপ্ত হয়। ভগবানুবাচ গীতায় রয়েছে না - যজ্ঞ , তপ, তীর্থ ইত্যাদি করা বেদ শাস্ত্র পড়া - এই সব হল ভক্তিমার্গ। এসবের দ্বারা কেউ আমার কাছে আসতে পারেনা। পরে সবাইকে পার্ট প্লে করতে আসতেই হবে। গড ফাদার ইজ ওয়ান, তিনি-ই হলেন করন-করাবনহার অর্থাৎ যিনি সবকিছু করান। তাই ব্রহ্মা দ্বারা সত্যযুগী আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করান। মানুষকে করন-করাবনহার বলা যাবেনা। গডকে ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টর বলা হয়। তিনি বাচ্চাদের ডাইরেকশন দিতে থাকেন। ডাইরেকশনকে জ্ঞান বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের নিজে বসে বোঝান। আত্মা এই স্কুল চোখ দিয়ে দেখে। আত্মা ক্রুকুটির মাঝখানে অবস্থান করে। এই মুখ দিয়ে কথা বলে। পরম পিতা পরমাত্মা যখন আসবেন তখন মুখ দিয়ে জ্ঞান শোনাবেন। বলেন আমি এই রথে রথী রূপে বিরাজিত রয়েছি। তোমাদের সহজ রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করি। তোমরা হলে রাজাধি। এমন কোনো মানুষ নেই যে বলবে হে প্রিয় বাচ্চারা তোমরা হলে রাজাধি। বাবা ছাড়া কারো এমন কথা বলার শক্তি নেই। বাবা-ই বলেন - হে বাচ্চারা! এনার (ব্রহ্মার) আত্মাও শুনছে। এনাকেও বলেন - হে বাচ্চা, তুমিও হলে রাজাধি। তোমাদের রাজ্য দেওয়ার জন্যে আমরা শিক্ষা দিতে হয়। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়েছি। প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে আমি শিক্ষা দিতে আসি। এমন কোনও সাধু সন্ন্যাসী এমন বলতে পারেনা। বাবা-ই বোঝান ঠাঁকে কান্ডারী বা মাঝিও বলা হয়। যথায় যথায় ভাবে তোমাদের বিষয় সাগর থেকে বের করে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যাই। তোমরা আরাম করে বসে থাকবে।

এখন তোমরা জানো বাবা বলেন আমি ব্রহ্মার দেহে প্রবেশ করি। তখন এই ব্রহ্মা সরস্বতী বিষ্ণু রূপে পরিণত হয়ে যান। তোমরা বিষ্ণুপুরীর মালিক হও তাইনা। এ সব হল সব গুপ্ত কথা। তোমরা বাচ্চারা জানো আর কেউ জানেনা। সর্ব প্রথম যখন কেউ আসে তখন তাদের বোঝান উচিত গড ফাদার ইজ ওয়ান, ফলে বাকিরা সবাই ওঁনার সন্তান। পরম পিতা পরমাত্মা একজন-ই। তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সব ভক্তের ভগবান, সবাইকে সুখ প্রদান করেন। এখানে কলিযুগে সবাই খুব দুঃখে আছে। মানুষ হাহাকার করে। সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথা নেই। এখানে তো পুরো দুনিয়ায় অনেক ভক্ত আছে। এই মন্দির মসজিদ ইত্যাদি সব ভক্তি মার্গের সামগ্রী। সত্যযুগে এইসব হয়না। সে সব হল ভক্তি কাল্ট, এ হল গুণান কাল্ট। যখন রাত আরম্ভ হয় তখন সর্ব প্রথম সোমনাথের মন্দির তৈরি হয়। অতএব তোমাদের কাছে যখন কেউ আসে তখন প্রথমে তাদের বোঝাও যে গড ফাদার ইজ ওয়ান। ভারতেই গায়ন হয় তুমি মাতা - পিতা.... এ হল মাদার ফাদার কান্ডি। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতা দুজনেই আছেন। দিলওয়ারা মন্দিরও এক্যুরেট তৈরি হয়েছে। লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র এক্যুরেট বানানো হয়েছে। কিন্তু অরিজিনাল চিত্র তো কেউ তৈরি করতে পারেনা। কোনো অ্যাক্টরের চিত্র দেখেই তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা রাজত্ব করেছেন সত্যযুগে। মানুষ বলে সত্যযুগে লক্ষ্মী নারায়ণের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী নারায়ণের শৈশবের কোনো হিস্টি নেই। রাধা কৃষ্ণের আছে। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন হয় তারপর নারায়ণ অষ্টমী কোথায় হয় ! কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাধা কৃষ্ণ হলেন প্রিন্স প্রিন্সেস, দুজনই নিজের রাজধানীতে বাস করেন, নিশ্চয়ই স্বয়ম্বরের পরে রাজ সিংহাসনে বসেছেন। রাধা কৃষ্ণের রাজ্য তো নেই। সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী বংশ রয়েছে। চন্দ্রবংশীতে সূর্যবংশী কৃষ্ণ তো আসবেনা। সবাই খুব কনফিউজড। সুতরাং সর্ব প্রথম বোঝাতে হবে গড ফাদার হলেন একজন। এক হলেন দৈহিক পিতা। স্ত্রী দ্বারা সন্তানকে জন্ম দেন। স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করেন, জন্ম দেননা। বেহদের বাবাও বলেন আমি ব্রহ্মার ভিতরে প্রবেশ করে অ্যাডপ্ট করি। ভগবান সৃষ্টি রচনা কিভাবে করেন ! সেসব কারো জানা নেই। এমন নয় যে প্রলয় হয় তারপরে সাগরে পাতায় চেপে আসেন। যদি এমনই হয় তাহলে একা কৃষ্ণ সৃষ্টি রচনা করবেন কিভাবে। তখন দুইজন চাই। ফিমেল চাই। কিন্তু তেমন কোনো কথা নেই। বাবা বলেন আমি অ্যাডপ্ট করি। তোমরা সবাই বল - বাবা আমরা আপনার মুখবংশী সন্তান। আমি এই মুখের আধার নিয়ে বলি - হে বাচ্চারা। তোমরাও বল- হে শিববাবা, আমরা আপনার সন্তান ছিলাম, আবার হয়েছে। বাবা বলেন বাচ্চারা তোমাদের জন্যে আমি বৈকুণ্ঠের উপহার এনেছি। তোমরা এখানে বসে আছ মালিক হওয়ার জন্যে। এ হল রাজযোগ, রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। অন্য প্রিন্সেপ্টর (ধর্ম গুরু) এমন কথা বলবেনা যে আমি খৃষ্টান রাজ্য স্থাপন করি বা শিখ রাজ্য স্থাপন করি। না। তোমরা নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করার জন্যে শিক্ষা গ্রহণ করছ। এ হল আশ্চর্য বিষয়, তাইনা। গড ফাদার হলেন স্বর্গের রচয়িতা। অতএব ওঁনার কাছে আমাদের স্বর্গ রাজ্য প্রাপ্ত করার অধিকার অবশ্যই আছে, তাইনা ! সত্যযুগে আমাদের রাজত্ব ছিল। মনুষ্য সৃষ্টি কিভাবে রচনা হয়, এখন তোমরা জানো। ভগবানুবাচ - এ হল আমার মুখ বংশাবলী। বাকিরা সবাই হল রাবণের কুখ বংশাবলী। ঐ ব্রাহ্মণরা হল কুখ বংশাবলী ; তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে মুখ বংশাবলী। তোমরা বোঝাতে পারো ব্রহ্মার সন্তান নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হবে তাইনা। ব্রহ্মা হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, ফলে ওঁনার সন্তান ব্রাহ্মণ হবে। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয় কিনা। তোমরা হলে ব্রহ্মার প্রকৃত সন্তান ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হল সবচেয়ে উঁচুতে। ব্রাহ্মণদের শিখায় স্থান দেওয়া হয়। যেমন উঁচু থেকে উঁচু ভগবান শিববাবাকে ত্রিমূর্তির ছবি থেকে লুপ্ত করেছে তেমনই উঁচু থেকে উঁচু ব্রাহ্মণদেরও শিখা থেকে লুপ্ত করা হয়েছে। বিরাট রূপে ব্রাহ্মণদের দেখানো হয়না। শুধু বলে দেয় দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ... সর্ব প্রথম হলে

তোমরা ব্রাহ্মণরা। তোমরা কত বিশাল সেবা কর ! উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, তাঁর দ্বারা রচিত সন্তান হলে তোমরা। শিববাবা তো নতুন সৃষ্টিতে আসেন না । তোমরা আস। শিববাবা বলেন আমি তোমাদের রাজস্ব প্রদান করি। তবুও আমার নাম লুপ্ত হয়ে যায়। আমি গুপ্ত থাকি। আমি কি করি, কিভাবে সৃষ্টি রচনা করি , এইসব কেউ জানেনা।

নতুন কেউ এলে বেশি চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই। সর্ব প্রথম পিতার পরিচয় দিতে হবে । তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। দেবতারা স্বর্গের মালিক ছিলেন। তারপরে ৮৪ বার জন্ম নিয়ে এখন তাঁরা শূদ্র বর্ণের হয়েছে। পুনরায় তাঁদেরই ব্রাহ্মণে পরিণত করেন। বর্ণ আছে কিনা। বিরাট রূপের চিত্রও আছে। ব্রাহ্মণদের শিখার সম্মুখে শিব নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত। যেমন ত্রিমূর্তির উপরে শিব দেখানো হয় , তেমনই ব্রাহ্মণের উপরেও শিব দেখানো উচিত। বোঝাতে হয় শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। তারা পুনরায় ব্রাহ্মণ-রাই দেবতা, তারা-ই ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়। প্রথমে তো সবাইকে 'অল্ক' (আল্লাহ = বাবা) বোঝাতে হবে। পিতা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি রচনা করেন তাহলে তো সবাই ভাই-বোন হয়ে গেল। শিবের সন্তান তো সব আত্মারাই। তারপরে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মা, সরস্বতী, ব্রাহ্মণ পরে দেবতা , ঋত্রিয় ... স্বরূপে পরিণত হয়। এমনভাবে এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝড় বা বৃষ্ণ বৃদ্ধি পায়। সেই পিতাকেই সবাই ভুলে গেছে। দেখো, বাপদাদা কত ক্রিয়ার করে বোঝান। বাচ্চাদেরও শিখতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) আমরা হলাম রাজস্বমি। স্বয়ং ভগবান আমাদের রাজযোগ শিখিয়ে রাজ্য অধিকার দেন, এই নেশাতেই থাকতে হবে ।

২) যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম গুলি দক্ষ করে সবরকমের রোগের হাত থেকে সদাকালের জন্যে মুক্ত হতে হবে। এই জন্মের কর্ম ভোগ, স্মরণে থেকে মিটিয়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- পরিস্থিতি গুলিকে সাইড সীন ভেবে পার করে এগিয়ে যেতে পারা মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

ব্যাখা: সর্বদা নিজের মাস্টার সর্বশক্তিমান স্বরূপের স্মৃতিতে থাকো তাহলে প্রতিটি পরিস্থিতি এমন অনুভব হবে যেন এক সাইড সীন। পরিস্থিতি ভাবলে ঘাবড়ে যাবে কিন্তু সাইড সীন অর্থাৎ পথের দৃশ্য ভাবলে সহজেই পার করে নেবে কারণ পথের দৃশ্য দেখে খুশীর অনুভব হয়, ভয় অনুভব হয়না , বিদ্ব - বিদ্ব নয় কিন্তু এগিয়ে যাওয়ার সাধন। পরীক্ষার আধারে ক্লাস এগিয়ে যায়, তাই কখনও কোনো কথায় থামবেনা, সর্বদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতিতে উড়ন্ত কলার অনুভব করতে থাকো ।

স্লোগান - এমন সহজ যোগী হও যে তোমাদের দেখে অন্যরাও যেন যোগযুক্ত হয় ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – জীবিত থেকেও জীবন্ত হও। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা – এই প্রথম পাঠটিকে প্রতিদিন ভালোভাবে রপ্ত করতে থাকো।”

প্রশ্ন:- কাকে সম্পূর্ণ সমর্পিত বলা যাবে?

উত্তর- যে সম্পূর্ণ সমর্পিত হবে, সে দেহী-অভিমানী হবে। এই দেহটাও আমার নয়। এখন আমরা শরীর-হীন হচ্ছি অর্থাৎ তন-মন-ধন যা কিছু আছে, সেইসব বাবাকে অর্পণ করছি। সকল প্রকার “আমার-আমার”-কে সমাপ্ত করে পুরোপুরি ট্রাস্টি হয়ে থাকাই হল সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার হওয়া। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার হয়ে যাও এবং অন্য সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও। ব্যবসা কর, সামলাও, মা-বাবাকে দেখাশোনার জন্য উপার্জন কর। কিন্তু বাবার শ্রীমৎ অনুসারে ট্রাস্টি হয়ে কর।

গীত:- তোমার দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে, হৃদয় এনেছি হাতে নিয়ে, যাব না ফিরে ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল। গীতের মধ্যে নিশ্চয়ই অর্থ আছে এবং বাবা স্বয়ং এর অর্থ বোঝাচ্ছেন। একেই বলা হয় জীবিত থেকেও মৃত্যুবরণ করে বাবার হওয়া। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে টিচার কিংবা গুরু করে। এমন নয় যে সকলেই লৌকিক গুরু করে। তবে অধিকাংশই গুরু করে। খ্রিস্টানরাও বাচ্চার জন্ম হলে তাকে খ্রিস্টানাইজ করে, গুরুর কোলে বসিয়ে দেয়। পাদ্রী হোক অথবা যেই হোক, সে তো নিশ্চয়ই যীশুখ্রীস্ট নয়। ওরা বলে, তার নাম নিয়ে আমরা খ্রিস্টান হই। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আগে আমরা বাবার বাচ্চা হই। নিজের শরীর-মন-সম্পত্তি যা কিছু আছে, সব বাবাকে অর্পণ করি। জীবিত থেকেও মৃত্যুবরণ করি, অর্থাৎ আমরা আত্মারা তাঁর হয়ে যাই। এটা বুদ্ধিতে থাকতে হবে। আমার যা কিছু রয়েছে - আমার শরীর, আমার ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ভুলতে হবে। মারা যাওয়ার পরে তো সবকিছু ভুলে যায়। কত উঁচু লক্ষ্য। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা - এইটা পাক্ষা করতে হবে। এমন নয় যে তোমরা শরীর ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ কর। না, আত্মা তো কমপ্লিট পিওর হয়নি। হয়তো বাবার বাচ্চা হয়েছ, কিন্তু বাবা বলছেন - তোমরা আত্মারা এখন অপবিত্র। আত্মার ডানা এখন ভেঙে গেছে। তাই আত্মা এখন উড়তে পারবে না। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য একজন আত্মাও ফেরত যেতে পারবে না। মায়া আত্মাদের ডানা পুরোপুরি ছেঁটে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মা হল ক্লাইং স্কাইড। সবথেকে দ্রুতগামী। এর থেকে দ্রুতগামী আর কিছু হয় না। আত্মাকে কেউ ধরতে পারবে না। অস্তিত্বে মশার মতো সব আত্মারা ফেরত যাবে। কোথায় যাবে? অনেক অনেক দূরে, চন্দ্র-সূর্যের থেকেও ওপরে। ওখান থেকে আর ফিরে আসতে হবে না। ওরা তো সূর্য পর্যন্তই পৌঁছাতে পারে না। তোমাদেরকে এর থেকে আরও অনেক দূরে যেতে হবে। সূক্ষ্মবতনের থেকেও ওপরে মূলবতনে যেতে হবে। ঝট করে চলে যায়। আত্মা তার ডানা পেয়ে যায়। হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। এই বিনাশকালের অনেক মহিমা লেখা রয়েছে। সকল আত্মাকে হিসাবপত্র মিটিয়ে ফেরত যেতে হবে। এখন তো সব আত্মা-ই ময়লা এবং পাপ আত্মা। এখানেই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। তোমরা জানো যে এটা হল অসীমের নাটক। অভিনয় করার জন্য সকল অভিনেতাকে ওখান থেকে অবশ্যই আসতে হবে। সকল আত্মা-ই স্টেজের ওপর আসবে। বিনাশের সময় হলে সবাই এসে যায়। ওখানে থেকে

কি করবে? অভিনেতা কি অভিনয় না করে ঘরে বসে থাকবে? নাটকের মধ্যে তো আসতেই হবে। ওখান থেকে যখন সব আত্মা চলে আসে, তখন বাবা সবাইকে নিয়ে যান। বাবা বলছেন - আমি হয়তো এখানে আছি, কিন্তু এখনও আত্মারা আসছে। ক্রমানুসারে বৃদ্ধি হচ্ছে। তারপর তোমরা ক্রমানুসারে ফেরত যাবে। সবকিছু তোমাদের স্থিতির ওপরেই নির্ভরশীল, তাই জীবন্ত হতে হবে। আমি হলাম আত্মা - এইটা মনে রাখার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে দেহ-অভিমাণে আসার ফলে ভুলে যায়। তখনই দেহী-অভিমাত্রী হবে যখন সম্পূর্ণ সমর্পিত হবে। বাবা, এই সবকিছু তোমার। আমিও তোমার। এই দেহটাতো আমার নয়। এটাকে আমি ত্যাগ করেছি। বাবা, আমি তোমার। বাবা বলেন - আমার সন্তান হয়ে অন্য সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে এখানে এসে বসে যাবে। তোমাদেরকে নিজ নিজ ব্যবসাও করতে হবে, ঘর সামলাতে হবে। বাচ্চাদের জন্য উপার্জন করতে হবে। মা-বাবার সেবা করে তাদের ঋণ শোধ করতে হবে। মা-বাবা যে লালন পালন করে, সেই ঋণের বোঝা বাচ্চার ওপরে চাপে। এখন এই বাবা তোমাদের লালন পালন করছেন, তাই আগে থেকেই তোমাদেরকে সমর্পিত করিয়ে নেন। সবকিছু দিয়ে দাও। সেইগুলো দিয়ে এরপর তোমাদের লালন পালনও হয়। এটা হল শিববাবার ভাণ্ডার। মাতা-পিতা তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে লালন পালন করছেন। আদিতে যারা এসেছিল, তারা ঝট করে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছিল। নিজের কাছে কিছুই রাখেনি। সমর্পণ করার পরে সেই সম্পত্তি থেকে বিনা অনুমতিতে কাউকে টাকা পয়সা দিতে পারবে না। শাস্ত্রে যেমন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী রয়েছে। কিন্তু যথার্থভাবে কিছুই নেই। ভারত সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। ভারতবাসীদের মত পবিত্র এবং সুখী আর কেউ হয় না। ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থ যেখানে পতিত-পাবন বাবা এসে পঞ্চতন্ত্রসহ সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র বানান। এখন এইসব তত্ত্ব শত্রু হয়ে গেছে। ভূমিকম্প হবে, তুফান আসবে। কারণ এইগুলো সব তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, অনেক দুঃখ দেবে। এইসময়ে সকল জিনিসই দুঃখ দেয়। সত্যযুগে সবকিছু সুখদায়ী হবে। ওখানে এইরকম তুফান কিংবা আবহাওয়া গরম হওয়া ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। এইসব তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই বুঝতে পারে। আজ আছে, কিন্তু কাল আর নেই - তাহলে বলা হবে যে সে কিছুই বুঝত না। হয়তো এখানে আসে, কিন্তু সবাই তো টিকে থাকে না। এখান থেকে যাওয়ার ১০ দিন পরেই খবর দেয় যে বাবা, অমুককে মায়া খেয়ে নিয়েছে। এইরকম তো হতেই থাকে। ফুল এখন ছোট আছে। বড় হলে তাতে ফল ফলবে। ফল হয়ে গেলে অন্যকেও নিজসম বানানোর ক্ষমতা থাকে। এইরকম ফুলগুলো ফল ধারণ করে। যেহেতু বাবার বাচ্চা হয়েছে, তাই প্রজাও বানাতে হবে। ওয়ারিশও বানাতে হবে। এমন যেন না হয় যে কেবল পান্ডা হয়ে বাবার কাছে এলাম আর বললাম - ব্যস, আমি পৌঁছে গেছি। না, তোমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু। বাচ্চারা বলে - অনেক মায়াবী তুফান আসে। এটাও বলে - বাবা, আমি তোমারই ছিলাম, তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম, এরপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্ম পার করে পুনরায় তোমার হয়েছি। আমি তো তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেবই। তাই এইরকম বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদেরকে নিজসম বানিয়ে তার প্রতিদান দিতে হবে। নাহলে মালিক কিভাবে হবে? নিজের ওয়ারিশ বানাতে কিভাবে? প্রজার সাথে সাথে ওয়ারিশও দরকার যে গদিতে বসবে। বাবার কাছে তো অনেকেই আসে, কিন্তু তারপরে সঙ্গ ত্যাগ করে দেয়। বুদ্ধিযোগ ছিল হলেই খেল খতম। কোনো কোনো বাচ্চা বাবার কাছে এসে জিপ্তোস করে - বাবা, অবস্থাকে কিভাবে পরিপক্ব করব যাতে কোনো তুফান লাগবে না। তাদের তো রাস্তা বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ কর। তুফান তো লাগবেই। বস্ত্রিং-এ কি এইরকম কখনো দেখেছ যে কেবল একজনই থাপ্পড় খাচ্ছে। নিশ্চয়ই দুইজনের মধ্যেই সেই হিম্মত থাকবে। একজন একটা থাপ্পড় মারলে অন্যজন

দশটা থাপ্পড় মারবে। এটাও তো বক্সিং। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে মায়া ক্রমশ পলায়ন করবে। কিন্তু ঝট করে তো হবে না। মায়ার সাথে কুস্তি লড়তে হবে। এমন ভেবো না যে মায়া থাপ্পড় মারবে না। সে যেই হোক না কেন, সবার জন্যই এটা একটা কঠিন বক্সিং। অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। মায়া একদম প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেয়। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র, তাই না? বুদ্ধিযোগ লাগানোর ক্ষেত্রে মায়া অনেক সমস্যা তৈরি করে। সকল পরিশ্রম কেবল যোগের ক্ষেত্রেই। হয়তো বাবা বলেন যে জ্ঞানী আত্মা আমার প্রিয়। কিন্তু এমন নয় যে কেবল জ্ঞানদানকারী বাচ্চা আমার প্রিয়। আগে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়াবী বিঘ্নগুলোকে ভয় পেও না। তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও। ১৬১০৮ এর মালা অনেক বড়। অস্তিত্বে গিয়ে সম্পূর্ণ হবে। ত্রেতাযুগের অন্তিম পর্যন্ত এতজন প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। কিছু না কিছু নিদর্শন তো আছে, তাই না? ৮ এবং ১০৮-এর নিদর্শনও রয়েছে। এইগুলো একেবারে সঠিক। ত্রেতাযুগের অন্তিম পর্যন্ত এতজন (১৬১০৮) প্রিন্স-প্রিন্সেস হয়। শুরুতে তো এতজন থাকবে না। প্রথমে খুব কমজন থাকবে। পরে পরে বৃদ্ধি পাবে। ওরা সবাই এখানেই তৈরি হয়। এখন খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অনেক পরিশ্রম করতে হবে। গান করে - মরে যাব, তবুও কখনো ছাড়ব না। বাবা বলেন- এইসব তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্যই। বাচ্চারাও বলে - আমার সবকিছু কেবল তোমার। অনেকে বলে - এই সবকিছু ভগবানের দান। কিন্তু বাবা এখন বলছেন, এইসব তো বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিনাশ তো হবেই, তাই না? তোমাদের কাছে কি আছে? এই শরীরটারও তো বিনাশ হয়ে যাবে। এখন আমি পুনরায় তোমাদেরকে বদলি করে দিচ্ছি। তোমরা তো কেবল এক্সচেঞ্জ করছ, তাই না? তাই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী হও। আমাকে স্মরণ কর, সবকিছু সমর্পণ কর। বাবা বলছেন, আমি এইসব শাস্ত্রসমূহের সারকথা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। যে শাস্ত্রগুলো পড়েছে, সে বুঝতে পারে। বাবা বলেন, আমি ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। আমি আগের কল্পেও তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজা-রানী বানিয়ে ছিলাম। এখন পুনরায় বানাচ্ছি। কখনো মানুষ মানুষকে গীতা শুনিবে, রাজযোগ শিখিয়ে, রাজা-রানী বানাতে পারবে না। তাহলে গীতাপাঠ শুনে কি লাভ? বাবা বলছেন, আমি স্বয়ং কল্পে-কল্পে এসে তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। যদি আমার হও, তবেই তো ওয়ারিশ হবে, তাই না? সুতরাং তোমরা যত বেশী যোগযুক্ত থাকবে, তত শুদ্ধ হতে থাকবে। বাবা, এই সবকিছু তোমার। আমি তো কেবল ট্রাস্টি। তোমার আদেশ ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিভাবে শরীর নির্বাহ করতে হবে, তার জন্যও মতামত নিতে হবে। সাধারণতঃ গরিবরাই সম্পূর্ণ চাট দেয়। যারা ধনী, তারা দিতে পারবে না। সারেন্ডার হতে পারবে না। এইরকম খুব কমজনই বেরিয়ে আসে। যেমন রাজা জনকের নাম রয়েছে। সন্তানরা থাকলে, জয়েন্ট প্রোপার্টি থাকলে আলাদা হবে কিভাবে? ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি কিভাবে ত্যাগ করবে যাতে তারা সারেন্ডার হবে। বাবা তো হলেন দীননাথ। মাতারা হল সবথেকে গরিব, কন্যারা তাদের থেকেও আরও গরিব। কন্যাদের মধ্যে কখনো উত্তরাধিকার পাওয়ার নেশা থাকে না। কিন্তু পুত্রদের পিতার সম্পত্তির প্রতি নেশা থাকে। তাই সেইসব ত্যাগ করে বৈকুণ্ঠের উত্তরাধিকার নিতে হবে। দান সর্বদা গরিবদেরকেই করা হয়। ভারত হল সবথেকে গরিব। আমেরিকা সবথেকে ধনী। ওকে কি উত্তরাধিকার দেওয়া হয়? ভারত সবথেকে ধনী ছিল, অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। কেবল ভারতবাসীরাই ছিল। একটাই ভাষা ছিল। ঈশ্বর এক। আমি এক সাম্রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষার স্থাপন করি। ওয়ান অলমাইটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করি। ওয়ান থেকে তারপর টু, থ্রী হবে। এখন তো কত ধর্ম আছে। এরপর অবশ্যই এক ধর্ম আসবে। এইসব ৫ হাজার বছরের কথা। মানুষ মনে করে অমুক ব্যক্তি মরে গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে, হয়তো সে ওপরে চলে গেছে। দিলওয়াড়া মন্দিরেও উপরে ছাদে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। এর ফলে মানুষ

সংশয়াপন্ন হয়ে যায়। বাস্তবে ওপরে কোথাও স্বর্গ নেই। তোমরা এখন জেনেছ যে বাবার কাছে যেতে হবে এবং তারপর এখানে এসে রাজত্ব করব। এই জ্ঞান সর্বদা বুদ্ধিতে থাকতে হবে যাতে অন্য কাউকে বোঝাতে পার। যদি কাঁচা হও, তাহলে মায়াও কাঁচা চিবিয়ে থাকবে। বাবার কাছে থবর আসে - অমুক ব্যক্তি এমন একটা তীর মেরেছে যে আমি বাবার হয়ে গেছি। শাস্ত্রে লেখা আছে যে কুমারীর দ্বারা তীর মেরেছে। একেই জ্ঞানবান বলা হয়। কেবল বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এছাড়া কোনো স্থূল তীরের কথা নয়। কিছুই জানে না। মানুষের যা মনে হয়েছে তাই লিখে দিয়েছে। নোংরামিতে ভরপুর। যারা ঋদ্ধি-সিদ্ধি দেখায়, তারাও আজকাল সংখ্যায় অনেক হয়ে গেছে। যখন সত্য প্রকাশিত হয়, তখন মিথ্যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তোমরা এখন বুঝেছ যে শিববাবা হলেন নিরাকার এবং এই ব্রহ্মা হল সাকার। এছাড়া নাভি ইত্যাদির কোনো গল্প নেই। মিথ্যার প্রভাবে মানুষ সত্যকে বুঝতে পারছে না। আজকাল এত সুন্দর নকল গয়না বেরিয়েছে যে আসল গয়না চাপা পড়ে গেছে। তোমরা যখন কাউকে সত্যকথা শোনাও তখন যেন তাদের গায়ে লঙ্কা লাগে। আরে! প্রিয়তম বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তো নিতে হবে। তিনি কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন? সর্বব্যাপী শব্দের তো কোনো অর্থই হয় না। যেহেতু গড ফাদার স্বর্গ স্থাপন করেন, সুতরাং আমাদের উচিত স্বর্গের মালিক হওয়া। তাহলে এত কাঙাল হয়ে গেছি কেন? যেহেতু আমরা বাবার বাচ্চা, তাহলে আমরা কেন স্বর্গের মালিক নয়? আমরা কিভাবে নরকের মালিক হয়ে গেছি? গড তো হলেন নুতন দুনিয়ার রচয়িতা। এমন নয় যে তিনি পুরাতন দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা তো পুরাতন ঘর বানাবেন না। সর্বদা এইরকম চিন্তন করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়াবী বিঘ্নগুলোকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। বাবার স্মরণের দ্বারা সকল বিঘ্নকে দূর করতে হবে।

২) বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু সমর্পণ করে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানী আত্মার সাথে সাথে যোগী আত্মাও হতে হবে।

বরদান:- নিরন্তর যোগী এবং পবিত্র হয়ে সকল বিকারকে বিদায় করতে সক্ষম শক্তি স্বরূপ, পূজ্য স্বরূপ হও

বাবার কাছ থেকে সকল বাচ্চারা দুটি মুখ্য বরদান প্রাপ্ত করে - ১) "সর্বদা যোগী হও" এবং ২) "পবিত্র হও" । যে সর্বদা এই বরদানকে জীবনে অনুভব করে সে কেবল দুই চার ঘন্টার জন্য যোগী হয়না, সে নিরন্তর যোগী হয়। কখনো কখনো পবিত্র নয়, সকল বিকারকে বিদায় দিয়ে সদা পবিত্র হয়ে যায়। এমন হয় না যে কখনো ক্রোধ কিংবা মোহ এসে যায়। কোনোরূপ বিকারই স্মৃতি স্বরূপ হতে দেবে না। সুতরাং এইরকম যোগীই হল শক্তি স্বরূপ এবং সদা পবিত্র পূজ্য স্বরূপ।

শ্লোগান:- সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকলে ভাগ্যরূপী ছায়া তোমার সাথেই থাকবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজেদের মধ্যে অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের আদান-প্রদান করে, একে অন্যকে পালনা দাও ও জ্ঞান-রত্নের দান করতে থাকো"

প্রশ্ন :- নিজেকে নিজেই অপার খুশীতে রাখার পুরুষার্থ কি ?

উত্তর :- খুশীতে থাকার জন্য জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন কর। নিজেই নিজের মনের সাথে বার্তালাপ করতে শেখো। যদি কোনও কর্মভোগ আসে, তবুও খুশীতে থেকেই সেগুলির বিচার করে দেখবে। তোমার এই শরীর তো পুরোনো জুতোর মতন। আগামী ২১-জন্ম তোমরা নিরোগী কাঞ্চন-কায়া হতে চলেছো। এভাবেই জন্ম-জন্মান্তরের কর্মভোগ শেষ হচ্ছে এখন। যখন কোনও রোগ সেরে যায়, অর্থাৎ আপদ বিদায় নেয়, তখন মন খুবই খুশী হয় -তাই না ! এমন সব বিচার-সাগর মন্থন করেই খুশীতে থাকো।

গীত :- মাতা ও মাতা, তুমিই যে মা
বিশ্বের ভাগ্য-বিধাতা।

ওঁ শান্তি! এই গীতে আছে মাতাদের মহিমা। "বন্দে মাতরম্"- এইভাবেও মাতাদের বন্দনা করা হয়। হে মাতা, শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই তুমি সবাইকে পালন কর। কিন্তু কি প্রকারের সেই পালনা ? তা হলো অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের পালনা, অর্থাৎ জ্ঞান-অমৃতের কলস থেকে সেই পালনা হয় যা শিববাবার ভাণ্ডার থেকেই সেই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের সম্পদ পেয়ে থাকো তোমরা। বাস্তবে, মূল মহিমা কিন্তু শিববাবারই। একমাত্র উনিই হলেন "করন-করাবনহার"। আর জগদম্বা হলেন বিশ্বের মাতা। এমন আরও অনেক মাতাও নিশ্চয় আছেন সেখানে। তাই এই মহিমা সব মাতাদেরই উদ্দেশ্যে। এই মাতারাই আমাদেরকে খুব ভালভাবে লালন-পালন করতে পারেন। শিববাবার এই রুদ্র-যজ্ঞে যারা আছে তাদেরকে যেমন পালন করে, তেমনি বাবার অবিনাশী জ্ঞান-রত্নও মাতাদের দ্বারাই লালিত-পালিত হয়। যেহেতু সংখ্যাধিক্য তো মাতাদেরই। অবশ্য ভাইদের মধ্যেও এমন অনেক আছেন, যারা বোনেরদেরও পালন করে। বি.কে.রা একে অপরের মাধ্যমে এভাবেই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের পালনা করে। ফলে ভাই-এর যেমন বোনের প্রতি, বোনেরও তেমনি ভাই-এর প্রতি সেই ঈশ্বরীয় প্রীতি ও ভালবাসা থাকে। কিন্তু জাগতিক দুনিয়ায় তো একে অপরের প্রতি কেবল শত্রুতা ভাবই থাকে। তারা একে অপরের প্রতি কাম-বিকারের ভাবই আদান-প্রদানে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন সম্পদের আদান-প্রদানই চলে। তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে কেবলমাত্র ভাই-বোনেরই সম্পর্ক। তাই তো তোমাদের এত মান-সন্মান, নাম-ডাক। যেহেতু তোমরা বি.কে.-রা প্রজাপিতা ব্রহ্মার পুত্র ও কন্যা। খুব বোধ-বুদ্ধি দিয়ে এসব বোঝারও ব্যাপার আছে। আর তোমরা তা করো বলেই তো গীতের মাধ্যমে মাতাদের এত মহিমা করা হয়। সরস্বতী অর্থাৎ জগৎ-অম্বা যিনি, ওনার তো তবে অনেক বাচ্চা-কাচ্চাও থাকবে। অর্থাৎ তার পরিবারও তো থাকবে। সাধারণ কথাতেই তো অবশ্যই বোঝা যায় তা। বোর্ডে "প্রজাপিতা" শব্দ তো লেখাই আছে। এই ব্রহ্মাবাবাকেই বলা হয় প্রজাপিতা। অতএব নিশ্চয় কোনও না কোনও সময়ে ব্রহ্মার দ্বারা সেই প্রজার রচনা হয়েছিল। ব্রহ্মাই এই সাকারী সৃষ্টির প্রকৃত পিতা। একথাও প্রচলিত আছে যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ কুলের রচনা হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ তারাই, যারা

ব্রহ্মার আদি-সনাতন বাস্কা। বাস্কাবে আদি-সনাতন দেবী-দেবতা বলাটাও ভুল। এটা তো সত্যযুগের ধর্মের নাম। এই আদি-সনাতন ধর্ম কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদেরই ধর্ম। যা এখন প্রায় লোপ হয়ে গেছে। এমন কি দেবতা ধর্মেরও পূর্বে সৃষ্ট এই ব্রাহ্মণ ধর্ম। যা সকল ধর্মের শিরোমণি, যাকে বলা যেতে পারে সঙ্গমযুগী আদি-সনাতন ব্রাহ্মণ ধর্ম। অন্যদেরকে বোঝাবার জন্য কত সুন্দর রহস্য এটা।

বাস্কাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন- নতুন যে কেউ আসুক না কেন, সর্বাগ্রে তাদেরকে জানাতে হবে বাবার সঠিক পরিচয়। এটাই মুখ্য ব্যাপার। বর্তমান দুনিয়ায় ব্রাহ্মণদের কোনও রাজধানীই নেই। একথা তো লিখিতই আছে যে, সত্যযুগ দেবী-দেবতাদের শ্রেষ্ঠ-সার্বভৌম রাজত্ব, যা তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মের প্রাপ্ত অধিকার, অর্থাৎ যা প্রকৃত দেবী-দেবতা ধর্মের। অন্যদেরকেও এটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে, সেই রাজধানী কবে আর কিভাবে তা পাওয়া যায়। তাই তাদের সামনে ত্রিমূর্তির চিত্র রাখতে হবে অবশ্যই। তাতেই লেখা আছে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব ব্রাহ্মণদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। কিন্তু সেই অধিকার আসে কিসের দ্বারা ? সেসবও লিখতে হবে তাতে। এমনই বোর্ড বানিয়ে প্রত্যেকেই নিজ-নিজ বাড়ীর বাইরে তা লাগাবে। যেমন সরকারী অফিসারদের বাড়ীর বাইরে বোর্ড লাগানো থাকে। কেউ কেউ আবার তাদের পোষাকে ব্যজ বা মেডেলও লাগিয়ে রাখে - যা তাদের নিজের নিজের পদ ও প্রতীক বোঝায়। তোমাদেরও তেমনি প্রতীকি থাকা দরকার। এমনই নির্দেশ দিচ্ছেন বাবা। কিন্তু নির্দেশ পালন করার কর্তব্য ও অভ্যাস - সে তো বাস্কাদেরই কাজ। দ্রুততার লক্ষ্যে বিহঙ্গ-মার্গের নানা সেবা করারও প্রয়োজন আছে। এই বিহঙ্গ-মার্গ সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন ডাক্তার-ব্যারিস্টারেরা তাদের বাড়ীর বাইরে বোর্ড লাগায়, তেমনি তোমাদেরও বোর্ড লাগানো থাকলে, লোকেরা এসে তোমাদের কাছে তা জানতে পারবে, কিভাবে শিববাবা ব্রহ্মার মাধ্যমে তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব দিয়ে থাকেন। এসব জেনে মানুষেরা আশ্চর্যই হয়ে যাবে। আরও জানার আগ্রহে তখন তারা নিজেরাই ভিতরে আসবে। বহুতল বাড়ীগুলির বাইরের দেওয়ালেও তা লাগাতে পার। আর তাতে তোমাদের নিজের নিজের জীবিকা, ব্যবসা এসবেরও উল্লেখ থাকবে বোর্ডে। বাস্কারা, তোমরা এভাবে সেবা না করতে পারলে, এই মহান সেবা-কার্য তো এগোবেই না। একেই তো চতুর্দিকে মায়ার প্রকোপ, ফলে বাস্কাদের মধ্যেও সেভাবে নিশ্চয়তা আসে না যে তারা (পরমাত্মা) বাবার কাছেই আসছে। এই জন্মেই যেখানে তোমাদের ৮৪-জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ হচ্ছে, তখন তো আগামী নতুন দুনিয়া অর্থাৎ স্বর্গরাজ্যে যাবার আশীর্বাদী-বর্সা নিতেই হবে - অথচ, সেটাই যে তোমাদের মনে থাকে না। তাই বাবা বলছেন, কর্ম-কর্তব্য যত সময় ধরে, যত কিছুই কর না কেন, সময় পেলেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। যেখানে তোমরা নিজেরাই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করছো - এটাই তোমাদের সবার অন্তিম জন্ম। পুনর্জন্মে আর এই মৃত্যুলোকে ফিরে আসবে না তোমরা। যেহেতু তোমরা এখন জেনেই গেছো, এই মৃত্যুলোকের বিনাশ হতে চলেছে। এরপর প্রথমে যেতে হবে নির্বাণধামে, যা আত্মাদের শান্তিধাম। এই বিষয়গুলিই নিজেরা নিজেদের সাথে বাক্যালাপ করতে থাকবে আর সেগুলির বিচার সাগর মন্থন করবে।

বাবা বলছেন- বাস্কারা তোমরা হলে কর্মযোগী। তোমাদের কি কচ্ছপের মতন বিচক্ষণতাও নেই ? সেও কিন্তু শরীর নির্বাহের জন্য ঘাস, লতা-পাতা খেয়ে নিজের কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে আয়ত্নে রেখে শান্ত ভাবেই বসে থাকে। তোমাদেরও তেমনি শান্ত হয়ে বাবার স্মরণে বসা উচিত। স্ব-দর্শন চক্র ঘুরিয়ে নিজেকেই সবকিছু বুঝতে হবে। নিজেকে মাস্টার বীজরূপ ভাবতে হবে। বীজের মধ্যেই যে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান থাকে। কিভাবে তার উৎপত্তি হয়, তার লালন-পালন, বৃদ্ধি ইত্যাদি কিভাবে

হয়। ঠিক তেমনি ভাবেই জানতে হবে ড্রামার ৮৪-চক্রের আবর্তনের বিষয়টা। ৮৪-জন্মের চক্রকে বোঝাবার জন্যই গোলার চিত্র বানানো হয়েছে, যাতে মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সহজেই জ্ঞান আসতে পারে। বাবা এটাও ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে একমাত্র বি.কে.-রাই ৮৪-জন্মের চক্রে এসে থাকে। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের হবে অর্থাৎ যারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয় - তারাই ৮৪-জন্ম লাভ করে। যেহেতু ৮৪-জন্মের ব্যাপারটা একমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। একথা তো প্রচলিতই আছে, ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত - যা এই ৮৪-জন্মের মধ্যেই আসে। অতএব ত্রিমূর্তির একটা বোর্ড বানিয়ে তাতে লেখা উচিত - (স্বর্গ-রাজ্য) ঈশ্বরীয় সন্তানদের জন্মসিদ্ধ অধিকার। এই সুযোগকে যদি নিতে চাও তো এখানে এসে তা নাও। আর যদি তা এখনই না কর, তবে আর কখনই তা হবে না। তোমাদের যা কিছু পুরুষার্থ করার তা মহাভারতের ভয়ানক যুদ্ধ শুরু হবার আগেই তা করতে হবে। আর এই বোর্ড বানানোটাও খুবই সহজ ব্যাপার। তা ত্রিমূর্তিরই লাগাও কিংবা শিববাবারই লাগাও। তাতে তো পরমপিতা পরমাত্মা শিবেরই নাম লেখা থাকবে। এক ও একমাত্র উনিই যে গীতার ভগবান। গীতাতেও কেবলমাত্র এই রাজযোগের কথাই লেখা আছে। এইভাবেই তোমরা লিখবে- "দৈবী স্বরাজ্য ঈশ্বরীয় সন্তানদের জন্মসিদ্ধ অধিকার।" এখানে দুজন একত্রে, একজন শিববাবা আর একজন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, এনার মাধ্যমেই আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া যায়। সেই বর্ষার দ্বারা তোমরা স্বর্গ-রাজ্যের রাজা-রানী হও। রাম, যার প্রকৃত অর্থ শিব-তিনি (জীবাত্মাদের) কি দেন, আর রাবণই বা কি দেন - বাচ্চারা, সেকথা তোমরা খুব ভালই জানো। অর্ধ-কল্প থাকে রামরাজ্য আর বাকী অর্ধ-কল্প রাবণরাজ্য। কিন্তু এমনটা মোটেই নয় যে, পরমাত্মা তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেবে। আর তা আসে ৫-বিকারের কারণে। বিকারই তোমাদের দুঃশ্চরিত্র বানায় - যা রাবণের দ্বারা সৃষ্ট। সত্যযুগ মানেই শিবালয়। বাচ্চারা, এখানে তোমরা রোজই এমন নানা প্রকারের বিভিন্ন মতবাদ জানতে পারো। অতএব তোমাদেরও খুব খুশীতেই থাকা উচিত। যেখানে তোমরা জানো, স্বয়ং শিববাবা এই পাঠ পড়াচ্ছেন তোমাদের। তবে এমনটা যেন না হয় যে তোমরা কোনও সাকারীকে অর্থাৎ দেহধারীকে স্মরণ করবে। একমাত্র শিববাবাই ব্রহ্মার দ্বারা এই সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। শিববাবা স্বয়ং অধিষ্ঠিত হন প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীরে। তাই ইনি ছাড়া আর কারওকেই প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা চলে না। এছাড়াও রুদ্র-যশ্বে ব্রাহ্মণেরও প্রয়োজন অবশ্যই আছে।

শিববাবা স্বয়ং এসে প্রকৃত তথ্যগুলি জানান। এ কথাও প্রচলিত আছে যে, মুহূর্তেই পাওয়া যায় রাজ্য-ভাগ্য। বাচ্চারা, তোমরাও তো এমনই বলা যে, তোমরা শিববাবারই সন্তান। একমাত্র উনিই স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অতএব তিনি তো অবশ্যই ওনার বাচ্চাদের অর্থাৎ বি.কে.-দেরকেই সেই স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্বের সাথে সাথে আরও অনেক কিছুই দেবেন - তাই না ? সত্যি, কতই না সুন্দর এই বাবা। আবার একথাও প্রচলিত আছে যে, মাত্র এক সেকেন্ড সময়ের মধ্যেই জনক রাজা জীবনমুক্তি পেয়েছিল। তোমরাও তা খুব ভালভাবেই জানো, তোমরা বি.কে.-রাই শিববাবার সেই অধিকারী বাচ্চা। অতএব সেক্ষেত্রে তো অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণে রাখতেই হবে। যেখানে উনি তোমাদেরকে দত্তক সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তার উপরে আবার যার থেকে স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্বাদী-বর্ষাও পাওয়া যায়। এমন সুন্দর বাবাকে আর ওনার আশীর্বাদী-বর্ষাকে কি আর স্মরণ না করে থাকা যায় ? লৌকিকেও যখন কোনও বাচ্চাকে দত্তক নেওয়া হয়, সেই বাচ্চা কিন্তু তা জানে, সে আগে কার বাচ্চা ছিল আর এখন কার বাচ্চা হলো। তখন তার মন পূর্বের মাতা-পিতার সম্পর্ক ভুলতে থাকে, আর নতুন মাতা-পিতার সম্পর্কের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। এখানেও তেমনি

তোমরা বলবে যে, তোমরা বি.কে.-রা এই শিববাবার দত্তক সন্তান। তবে আর পূর্বের (লৌকিক দেহধারী) বাবাকে স্মরণ করে কি লাভ ? এই বাবা যেখানে প্রিয় থেকেও প্রিয়তম, আবার এত বিশাল বিত্ত-সম্পদও দিতে চলেছেন উনি। বাবাও কতই না চেষ্টা করছেন, বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জন্য। আর এমন কর্তব্যশীল বাবাকেই তোমরা মুহূর্তে-মুহূর্তে ভুলে যাও কি করে ? যেখানে অন্য যারা, তারা তো কেবল তোমাদের জীবনে এত দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়, তবুও তোমরা তাদেরকেই স্মরণ করতে থাকো আর শিববাবার মতন এমন বাবাকেও ভুলে যাও। তোমরা নিজেদের ঘর-সংসারেই থাকো, কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। এই পুরুষাণ্ডেই যা তোমাদের কষ্ট - কিন্তু এর দ্বারাই তো তোমাদের পাপের বিনাশ হবে। এক হিসাবে বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন একটা কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একবার যখন তোমরা আমার বাচ্চা হয়েছে, বিশ্বের মালিক তো তোমরা হবে। তোমরাও তা ভালভাবেই জানো, একবার যখন বাবার বাচ্চা হতে পেরেছো, স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী তো তোমরা অবশ্যই হবে। এই ধারণাতেই তো তোমাদের খুশীর পারদ আরও চড়তে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা তো এও জানো যে, তোমাদের শরীরও এখন অনেক পুরোনো হয়ে গেছে। তার উপর আবার কর্মফলের কর্মভোগও ভুগতে হবে। বাবা ও মাম্মাও খুশী মনেই তাদের কর্মভোগ ভুগেছেন। এর পরের ২১-জন্ম আবার কত অপার সুখ। বর্তমানের এই শরীরটা তো পুরোনো জুতোর মতন। এখন এই জন্মে কর্মভোগ ভোগের পর আগামী ২১-জন্ম আর কোনও কর্মভোগ ভুগতেই হবে না। ঠিক যেমন কোনও রোগের উপশম হলে, সবাই খুব খুশীই হয়। তেমনি কোনও আপদ-বিপদ এসে তা চলে গেলে, মনে কেমন আনন্দের জোয়ার আসে। তেমনি তোমরা এটাও বুঝতে পারো, এই (শেষ) জন্মেই তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের আপদ-বিপদ সবকিছুই আসে। তাই তো এই জন্মেই বাবার কাছে আসতেই হয় তোমাদের। এই ধরনের পয়েন্টগুলি মনন-চিন্তনে এনে তার উপর বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। বাবা তো শিখিয়েই দেন, কিভাবে নিজেই নিজের সাথে বার্তালাপ করবে। বি.কে.-দের এই জন্মটাই ৮৪-জন্মের অন্তিম জন্ম পুরো হচ্ছে। অতএব বাবার কাছে তো আসতেই হবে। তবেই তো বাবার আশীর্বাদী-বর্ষা পাবে। এমন কি সাক্ষ্যাংকারও হয় তাতে। যা আবার পরোক্ষে বা অপরোক্ষে হয়। যেমন মাম্মার কোনও সাক্ষ্যাংকারই হয়নি কখনও। (ব্রহ্মা) বাবার হয়েছে, বিনাশ ও স্থাপনার। আগামী ভবিষ্যতে কি ঘটতে চলেছে, তার নিখুঁত সাক্ষ্যাংকার হয়েছে। যদিও শুরুতেই ওনার সে সবার অর্থ সেভাবে বোধগম্য হতো না যে ওনাকেই বিষ্ণু হতে হবে। ধীরে ধীরে পরে তা বুঝতে পেরেছেন। তিনি বুঝেছিলেন, এই বিকারী গৃহস্থ-ধর্ম থেকে এখন নির্বিকারী গৃহস্থ-ধর্মে যেতে হবে - তত্ স্বম্ (তোমাদেরও তাই করতে হবে) ! বাচ্চারা, বাবার এই জ্ঞানের পাঠে তোমরাও এমনটা হতে পারো। তবে প্রতিযোগিতা মূলক মনোভাব রাখতে হবে এর জন্য। গীতের মাধ্যমে তো মাম্মার মহিমা শুনেছো। এবার নিশ্চয় বুঝে গেছো জগৎ-অশ্বা কাকে বলা হয়। প্রকৃত অর্থে মাতা-পিতাই বা কে ? যিনি নিরাকার, মন-বুদ্ধিতে বসে আছেন। তিনি ঈশ্বরীয় পিতা অর্থাৎ "গড়-ফাদার"- এবার তো বুঝলে! তিনি নিরাকার। মাতা কিন্তু নিরাকার হয় না। কেবলমাত্র পিতাই নিরাকার। পিতা যখন তিনি, তবে তো আশীর্বাদী-বর্ষাও অবশ্যই দেবেন তিনি। আর সে কারণেই ওনাকে আসতেও তো হবে এবং ওনাকেই ওনার প্রকৃত পরিচয়ও জানাতে হবে। যে কারণে ওনাকেই মাতা-পিতা উভয়ই হতে হয়। সে হিসাবে ইনিই হলেন বড় মাতা। আর দাদা অর্থাৎ দাদু হলেন গিয়ে নিরাকার। অতি আশ্চর্য-জনক তথ্য এগুলি। কিন্তু এক্ষেত্রে দাদী অর্থাৎ ঠাকুমা কেউ হন না। জন্মসূত্রে ব্রহ্মা তো পুরুষ, উনিও (শিবের) মুখ-বংশাবলী দত্তক সন্তান। বাবা

জানাচ্ছেন - কত গুহ্য রহস্যের কথা জানিয়ে এসব বোঝাচ্ছেন বি.কে. বাচ্চাদেরকে। যা সাধারণ বুদ্ধিধারীদের মগজে তা নেই যে প্রকৃত মাতা-পিতা কে! জাগতিক লোকেরা তো ভাবে, কৃষ্ণই তা। মূল তফাৎ-টা হয়েছে তো এই কারণেই। একেই বলা হয় "গোড়ায় গলদ"! কিন্তু তারও তো কিছু কারণ থাকতে হবে। আর এই কারণেই ভারত আজ এত দুঃখী। কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পারছো কার ছলনায় তোমরা তা ভুলে গেছো। চিরকালই এই মায়া-রাবণ তোমাদেরকে এভাবেই ভ্রমিত করে বিপথে পরিচালিত করে। বাবা যেমন করন-করাবনহার, মায়াও তেমনি করন-করাবনহার। কিন্তু সুখদাতা বাবা হলেন সুখের করন-করাবনহার আর দুঃখদাত্রী মায়া হল দুঃখের করন-করাবনহার। মায়া সর্বদাই চেষ্টা করে বাচ্চাদেরকে বাবার থেকে বিমুখ করতে। তাই বাবা স্বয়ং এখন তোমাদেরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, "ওহে আত্মারা, নিরন্তর তোমরা কেবলমাত্র এই নিরাকার পরমাত্মাকেই স্মরণ করতে থাকো।" যেমন, এই পরমাত্মাই তোমাদের প্রকৃত পিতা, তেমনি তোমরা আত্মারাও পরমাত্মার সন্তান। আর তোমরা যদি ওনার আশীর্বাদী-বর্ষা পেতে চাও, তবে নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তাতেই তোমাদের বিকর্মগুলির বিনাশ হবে।

অসীম বেহদের সেই বাবার কাছ থেকে এই শ্রীমৎ তোমরা পাও ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা। জাগতিক লোকেরাই তো বলে -গুরু হিসাবে একমাত্র ব্রহ্মাই জগৎ বিখ্যাত। তারপরেও তারা বলে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী, কিস্বা ঈশ্বরের অর্থ অসীম অনন্ত। বাচ্চারা, ইতিপূর্বে তোমরাও তাই ভাবতে, হয়ত ওদের কথাই ঠিক। কিন্তু এখন তোমরা তা বুঝতে পারছো, রাবণ-মায়ার মোহে পড়ে তারা এমন সব ভুল কথা প্রচার করছে। একদিকে যেমন বলছে, ঈশ্বরের কোনও নাম-রূপ হয় না, তার সাথে সাথে এও বলছে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। দুটি বিপরীত-ধর্মী কথা তো আর একসাথে চলতে পারে না। তাদের এমনই করুণ অবস্থা যে, গুরু যা কিছুই বলুক না কেন, সেটাই মানতে হবে। তাই খুব সহজেই মায়া তাদেরকে ভ্রমিত করতে পারে, অধঃপতনে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বাবা আসেন তোমাদেরকে অভুল বানিয়ে উল্লতির সোপানে চড়াতে। বাবা তো ওঁনার সাধ্যমতন খুব ভালভাবেই চেষ্টা করেন, এরপর যার যার নিজের কর্মফল অনুযায়ী নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়ে। তাই সদাই বাবাকে স্মরণে রাখতে হবে। যা খুবই কত সহজ পন্থা। বিবাহের পূর্বে কন্যার যখন বাগদান (সাগাই) হয়ে যায়, তখন থেকে সে নিজে বাইরের জগৎ থেকে একেবারেই পৃথক হয়ে থাকে তেমনি তোমাদেরও বাগদান হয়েছে শিববাবার সাথে, তাই তোমরাও তেমনি বাইরের জগতের প্রথাগুলি থেকে আলাদা থেকে নিজেদেরকে উজ্বল-পবিত্র বানাবে। আর তার জন্য দরকার লাগাতার বাবাকে স্মরণ করা। কারণ তোমাদের আত্মা পবিত্র হলেই তো তোমরা বাবার সাথে যেতে পারবে। তখন বাবা ওনার চোখের পলকে বসিয়ে তোমাদের নিয়ে যাবে। বাবা স্বয়ং গ্যারান্টির সাথে বলছেন- কেবলমাত্র ওনাকে স্মরণ করতে পারলেই, তোমরা পাপমুক্ত হতে পারবে। তেমন কোনও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য না থাকলে পুরুষার্থ করবেই বা কি প্রকারে? এখানে কোনও প্রকারের অন্ধশ্রদ্ধার প্রশ্নই নেই। এটা শিববাবার জ্ঞানের-কলেজ। যিনি স্বয়ং স্বর্গ-রাজ্যের রচয়িতা। অমরলোকের জন্য এই পাঠ তিনি পড়াচ্ছেন। আর বর্তমানের এই দুনিয়াটা হলো মৃত্যুলোক। যখন এই মৃত্যুলোকের বিনাশ হয়, তারপরে অবশ্যই সত্যযুগ আসে। অবিনাশী এই সৃষ্টি-চক্র এভাবেই ঘুরতে থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কষ্ণপের মতন সকল কর্ম-ইন্দ্রিয়গুলিকে গুঁটিয়ে নিয়ে বাবা আর বাবার আশীর্বাদী-বর্সাকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে কর্মযোগী হতে হবে। নিজেই নিজের সাথে জ্ঞান-রত্নের চর্চা করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞান-রত্নের আদান-প্রদান করে একে অপরকে পালনা করতে হবে। সবার সাথেই ঈশ্বরীয় ভালবাসা রাখতে হবে।

বরদান :- দুট সংকল্পের দ্বারা ব্যর্থের মতন রোগকে সদা কালের জন্য শেষ করার প্রতিমূর্তি হয়ে সফলতা-মুচুত হও

ব্যাখ্যা :- সফলতার প্রতিমূর্তি হওয়ার জন্য সকল বাচ্চাকেই এই দুট সংকল্প করতে হবে যে, কখনই কোনও ব্যর্থ চিন্তা করবো না, ব্যর্থ কিছু দেখবো না, ব্যর্থ কিছু শুনবো না, ব্যর্থ কিছু বলবো না এবং কোনও প্রকার কোনও কিছুই ব্যর্থ কর্ম করবোই না। সর্বদাই সতর্ক থেকে, ব্যর্থের নাম-গন্ধও যেন সমাপ্ত করতে পারো। কারণ, এই ব্যর্থের রোগ একনাগাড়ে বাড়তেই থাকে। ব্যর্থতা কাউকেই যোগী হতে দেয় না, যেহেতু তা কেবল বিস্তার হতেই থাকে। সেই বিস্তারে ভ্রমিত হওয়া থেকে বুদ্ধিকে গুঁটিয়ে নেবার শক্তি দ্বারা সার স্বরূপে নিজেকে স্থিত করতে পারলেই, সহজযোগী ও সফলতার প্রতিমূর্তি হতে পারবে।

স্লোগান :- বলে-কয়ে অন্যকে শেখানোর চাইতে নিজেই তা করে দেখানোর উদাহরণ স্বরূপ হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা --- মাম্মা - বাবার মতো সার্ভিস করার জন্য বুদ্ধিকে সতোপ্রধান করো ।
সতোপ্রধান বুদ্ধি সম্পন্নরাই নিজে ধারণ করে অন্যকে ধারণ করতে পারে"

প্রশ্ন :- উঁচুর থেকে উঁচু পুরুষার্থ কি, যা এখন তোমরা বাচ্চারা করছো ?

উত্তর :- মাতা - পিতার হৃদয় সিংহাসন জয় করা, এটাই হলো উঁচুর থেকে উঁচু পুরুষার্থ । এমন নাস্বার ওয়ান হওয়ার লক্ষ্য রাখো যাতে মাম্মা - বাবা এসে তোমাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে । এরজন্য উঁচুর থেকেও উঁচু সেবা করতে হবে । অনেককেই নিজের সমান বানাতে হবে । দুঃখী মানুষদের সুখী করতে হবে । এই অবিনাশী জ্ঞান রত্নকে বুদ্ধি রূপী পাত্রে ধারণ করে অন্যকে তার দান দিতে হবে ।

গীত :- ভোলানাথের মতো অনুপম আর কেউ নেই

ওম্ শান্তি । এখন বাচ্চারা তো চিনেই গেছে যে, আমাদের বাবা অথবা মাতা - পিতাই শেখান । বাচ্চাদেরই এই খুশীতে থাকতে হবে । এখন তো আমরা বেহদের বাবার হয়েছি । বাচ্চারা প্রতিজ্ঞাও করে -- বাবা, আমরা এখন আপনার হয়েছি । আমরা এখন ঈশ্বরের এখন অসুরের সম্বন্ধে নেই । আমরা আসুরী মতে চলি না । আসুরী মত কাকে বলা হয় ? যারা শ্রীমতে না চলে আসুরী কর্ম করে । এক হলো ঈশ্বরীয় কর্ম আর দ্বিতীয় হলো আসুরী কর্ম । এ কথা কেউই জানে না যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম কে কবে স্থাপন করেছিলেন, এখন সমস্ত ধর্মের লোকেরা তাদের নিজের নিজের ধর্মকে জানে । সন্ন্যাসীরা বলবে, আমাদের ধর্ম শংকরাচার্য স্থাপন করেছিলেন । দেবী - দেবতা ধর্ম তো এখন আর নেই, তাহলে কে বলবে ? লক্ষ্মী - নারায়ণ ইত্যাদি সম্বন্ধে কেউই জানে না । বাবাকেই জানে না তাই বাবার থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে । এও এই নাটকেই লিপিবদ্ধ আছে । এখন বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বেহদের বাবা সত্যযুগের জন্য এখন আমাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছেন । তোমাদের বৈকুণ্ঠের মালিক হতে হবে । কৃষ্ণপুরীতে যেতে হবে । এ হলো কংসপুরী । কংস আর কৃষ্ণ একসঙ্গে থাকতে পারে না । এখন বাচ্চারা তোমাদের এই নেশায় মত্ত থাকা উচিত যে, আমাদের পরম পিতা, পরমাত্মা সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন । বাবা বলেন - আমি পরমধাম থেকে এসেছি, পুরানো এই রাবণের দুনিয়ার পুরানো শরীরে । মানুষ যখন পিন্ড খাওয়ায় তখন সেই আত্মা পুরানো শরীরে আসে । তারজন্য পুরানো দুনিয়া বলা হবে না । পুরানো শরীরে আসে, তখন তাকে খাওয়ানো বা পান করানো হয় । এই রীতি ভারতে চলে আসছে । এ হলো এক ভাবনা । মানুষ বলে, আমার পতির আত্মা এই ব্রাহ্মণের শরীরে এসেছে । তারা এমন ভাবনা করে । পতির নাম রূপকে স্মরণ করে । আত্মা এসেই অঙ্গীকার বা স্বীকার করে । এ হলো এখনকার রীতি - রেওয়াজ । সত্যযুগে এইসব কথা থাকে না । অকারণে খরচ করা, ধাক্কা খাওয়া - এ হলো ভক্তিমার্গের রেওয়াজ । তবে এই ভাবনা রাখার কারণে অল্পকালের সুখ, সেও মানুষ বাবার কাছেই প্রাপ্ত করে । বাবা কখনোই দুঃখ দেন না । মানুষ তো না জানার কারণে বলে দেয় যে, সুখ - দুঃখ পরমাত্মাই দেন । বাবা বলেন বাচ্চারা, এই খেলা বানানোই আছে, যারা দেবী - দেবতা ধর্মের হবে তারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে । বুঝতে পারা যায় যে, এ আমার কুলের, আমরা অনেক ভক্তি করেছিলাম । কেউ যেমন খুব ভালো পড়াশোনা করলে ভালো পদ পায় । তেমনই যারা খুব ভক্তি করেছে, বাবা এসে বলেন, আমি তাদের ভক্তির ফল দিতে এসেছি ।

ভক্তিতে তো দুঃখ থাকে । কতো বিভ্রান্ত হতে হয় । এখন আমি তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্ত করি । যদি তোমরা শ্রীমতে চलो তবেই । বাবা কখনোই উল্টো মত দেবেন না । তিনি সামনে এসে শ্রীমত দেন । এমন বলা হবে না যে রাবণ বলে কেউ মানুষের বুদ্ধিতে বসে মত দেয় । এ সবই এই ড্রামায় লিপিবদ্ধ আছে । মায়ার কারণে মানুষ সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায় । তোমরা জানো যে, আমরা এখন দেবতা হবো তারপর অর্ধেক কল্পের পরে পতিত হতে শুরু করবো । এই ব্রহ্মা বাবাও তো বয়স্ক একজন অনুভবী । ইনি সাধু - সন্ত ইত্যাদি সবাইকেই দেখেছেন । তিনি শাস্ত্রও পড়েছেন । বাবা নিশ্চই কোনো অনুভবী রথের আসবেন । এরও অবশ্যই কোনো হিন্দি আছে যে কেন তিনি এই এক রথই নিয়েছিলেন । ভাগীরথ বা ভাগ্যশালী রথের গায়ন আছে । বলা হয় যে ভাগীরথের থেকে গঙ্গা নির্গত হয়েছিলো । এখন জলের গঙ্গা তো আর বের হতে পারে না । আগে আমরাও বুঝতাম না । ভাগ্যশালী রথ তো এই ব্রহ্মারই, তাই না, যাঁর মধ্যে পরমপিতা পরমাত্মা প্রবেশ করেন । মানুষ তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যায় -- এই ব্রহ্মার মধ্যে তিনি কিভাবে আসবেন ? তোমরা এই মানুষকে ব্রহ্মা বলা ? ব্রহ্মা তো ভগবান । তিনি সূক্ষ্ম বতনে থাকেন, তোমরা এই মানুষকে ব্রহ্মা বানিয়ে রেখেছো -- এমন এমন কথা বলতে থাকবে । এ তো এনার কল্পনা - ব্রহ্মা, বিষ্ণুর, শঙ্কর ওখানে কিভাবে আসবে ! আরে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হলে তারা তো এখানেই থাকবে তাই না । যা কিছুই হয়ে গেছে, তা তো আবারও হবে । মুসলমান কিভাবে এসেছিলো, কি কি হয়েছিলো, সে সব আবারও হবে । তোমরাই এই নাটকের রহস্যকে জানো, আর কেউই তা জানে না । তারা তো এই নাটকের আয়ু লাখ বছরের বলে দেয় । আবার তারা বলে, প্রলয়ও হয় । এখন কৃষ্ণ যদি আসেন, তিনি তো সত্যযুগেই আসবেন । তাহলে তাঁকে দ্বাপরে কেন নিয়ে গেছে ? প্রলয় তো কখনোই হয় না । মানুষ এই গান গায় যে - হে পতিত পাবন এসো, তাহলে তো তিনি এই পতিত দুনিয়াতেই এসে পতিতদের পবিত্র করবেন, তাই না । বাবা বলেন, আমি একবারই আসি -- পতিত মানুষদের পবিত্র বানাতে । আমি জ্ঞানের সাগরই এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বোঝাতে পারি । পুরানো দুনিয়াকে আমি কিভাবে নতুন বানাই - সেই কথা বসে বাচ্চাদের বোঝাই । সে হলো হদের ঘর আর এ হলো বেহদের ঘর । বাবার ভালোবাসা তো থাকেই, তাই না । তাই তো তিনি ভক্তি মার্গেও এতো সাহায্য করেন । মানুষ তো করতেই পারে না । বলা হয়, ঈশ্বর সুখ দেন । কারোর কাছে অনেক টাকা থাকলে বলে যে, ঈশ্বর দিয়েছেন । এরপর তিনি যদি নিয়ে নেন তাহলে দুঃখ কেন হওয়া উচিত ? এখন বাবা বলছেন, বাবা ছাড়া আর কারোর কথা শুনো না । বাবা - টিচার এবং সঙ্কর -- এই তিন রূপেই তিনি অভিনয় করে দেখান । সন্নতিদাতা হলেনই একজন । অন্ধের লাঠি এক প্রভু ---- পতিতকে পবিত্র করেন এক প্রভু ---- বাবা বলেন, আমি সাধুদেরও উদ্ধার করতে আসি ।

তোমরা সকলেই ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারী । সত্যযুগে ছিলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । এখন হয়েছে অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ, যাকে বিকারের প্রবৃত্তি মার্গ বলা হয় । মানুষ যে কতো দুঃখী সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । তারা গ্রাহি - গ্রাহি করতে থাকে, কাল্পনিকটি, মারামরি করে । এখানে অনেক ধর্ম আছে, সত্যযুগে ছিলো এক ধর্ম, যা এক বাবাই স্থাপন করেন । গীতায় কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ লিখে দিয়েছে । এই হলো একমাত্র ভুল । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন নিরাকার, তাঁর নাম হলো শিব । আত্মার নাম একই থাকে । অন্য হয় না । শরীরের নাম পরিবর্তন হয় । এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিলে নামের পরিবর্তন হয়ে যাবে । বাবার নাম এক শিব বাবা, তাঁর শারীরিক নাম হয় না । আত্মা, যারা ৮৪ জন্ম ভোগ করে তাদের শরীরের নাম হয় । বাবা বলেন, আমার তো একই নাম । যদিও আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি কিন্তু শরীরের মালিক তো এই দাদার আত্মা, যাঁর মধ্যে প্রবেশ করে প্রজা রচনা

করছি। প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানে চাই। মানুষ তো এইসব কথা জানে না। এ একটাই কলেজ, যেখানে সবাই পড়ে। মুরলী সব জায়গায় যায়, কিন্তু কারোর বুদ্ধি সতোপ্রধান, কারোর সতো, কারোর রজো, কারোর আবার তমো ---- একদম ধারণা হয় না, তাহলে তাদের কর্ম এমনই আছে। বাবা কি করবেন? সবাই তো আর এক সমান হতে পারবে না। এ হলো ঈশ্বরীয় কলেজ। পড়ান একমাত্র ঈশ্বরই, যাদের পড়ান তারা ধারণা করে পড়ানোর জন্য টিচার হয়। প্রত্যেকেই নিজেকে দেখা উচিত, আমার বুদ্ধি কি সতোপ্রধান? আমি কি বাবা -মাম্মার মতো বোঝাতে পারি? বাবার কাছে তো সব সেন্টারের খবর আসা উচিত যে কতজন স্টুডেন্ট রেগুলার আসে? কতদিন ধরে তারা পবিত্র আছে? বাবার তো সব পোতামেনই জানা উচিত। মাতা - পিতা তো বড়। জগদম্মা মা'ও তো ছোট বয়সের। এই বাবা তো এই দুনিয়ারও অনুভাবী। নাটকে তো মুখ্য অভিনেতাকে দেখা হয়। বাবা এই রথই নিয়েছিলেন তাহলে অবশ্যই কিছু আছে। আদি দেব ব্রহ্মার তো কতো নাম। মানুষ বুঝতেই পারে না যে আদি দেব কাকে বলা হয়। বাস্তবে আদি দেব এবং আদি দেবী, মাতা - পিতা এনারাই হন। এরপর ঐর মুখ থেকে সরস্বতী মার জন্ম হয়, তাহলে সবাই তো বাচ্চা হয়ে গেলো। ইনি বলেন, আমি শিব বাবার বাচ্চাও আবার যুগলও কারণ তিনি আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমার মুখ থেকে সন্তানের জন্ম দেন। এ কতো গুহ্য কথা। যারা সতোপ্রধান বুদ্ধির, তারাই খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে। নম্বরের ক্রমানুসার তো থাকেই। রাজ পরিবার আর প্রজার মধ্যে তফাৎ তো থাকেই। প্রজাও নিজের পুরুষার্থেই হয় আবার রাজাও নিজের পুরুষার্থেই হয়। বাবা বলেন, তোমরা যদি ভালো করে পড় তাহলে উঁচু পদ পেতে পারবে। উত্তরাধিকারী যে হবে সে তো রাজ ঘরানাতেই আসবে। বাবা বলেন, সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করো, আমি তো এসেছি তোমাদের রাজত্ব দিতে। তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে -- আমরা মাতা - পিতার থেকে স্বর্গের বাদশাহীর আশীর্বাদী বর্সা নিতে এসেছি। না হলে ক্ষত্রিয় হয়ে যাবে। স্টুডেন্ট নিজেই সব বুঝতে পারে। ওই স্কুলে তো কেউ পাস করতে না পারলে আবার পড়তে হয়। এখানে তো আবার পড়তে পারবে না। পাস করতে না পারলে ফেলই থাকবে, তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। অনেককেই নিজের সমান বানানো --- এই হলো উঁচুর থেকে উঁচু সেবা। দুঃখী মানুষদের সর্বদা সুখী করতে হবে। তোমাদের কাজই হলো এই। বাবা সবসময় বলতেন, এমন মনে করো না যে সিন্ধু শহরে অনেকেই ঘরবাড়ি ছেড়েছিলেন বলে আমাদেরও ছাড়তে হবে। না, এ তো নাটকেই লিপিবদ্ধ ছিলো। বাকি পালিয়ে যাবার তো কোনো কথাই নেই। ভগবান খোড়াই খারাপ কাজ করবে। এ হলো মিথ্যা কলঙ্ক।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, প্রথম নম্বরে এই মাম্মা - বাবা পদ পায়। তোমরাও তারপর বাবা - মাম্মার হৃদয় আসন জয় করো। যে প্রথম নম্বরে আসবে সে আবার নীচে নামতে থাকবে। বাচ্চারা বড় হয়ে সিংহাসনে বসলে মাম্মা - বাবা দ্বিতীয় নম্বরে চলে যাবে। প্রথম রাজা - রানী আবার ছোটো হয়ে যাবে। তাই পুরুষার্থ করে বাবা - মাম্মার হৃদয় আসনকে জয় করা চাই। এখনের জয় নয়, ভবিষ্যতের সিংহাসনের জন্য জয় পেতে হবে যাতে মাম্মা - বাবা তোমাদের উত্তরাধিকারী হয়ে আসতে পারে। বাবা বাচ্চাদের কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন। এই জ্ঞান হলো পারদের মতো যা চট করে উড়ে যায়। কারোর কাছে তো সামান্যতম ধারণাও নেই। এ তো অতি আশ্চর্য।

এখন তোমরা বাচ্চারা তো নিশ্চিত যে এখানে নিরাকার ভগবান পড়ান, কৃষ্ণ নয়। এ তো ভগবান উবাচঃ। ভগবানকে তো তোমরা শরীরের আকার দিতে পারো না। শিব ভগবান উবাচঃ কৃষ্ণের শরীরের মাধ্যমে -- এমন তো কোথাও লেখা নেই। এ হলো ভগবান উবাচঃ। বাবা বলেন যে,

প্রথম - প্রথম এই কথা মনে আসা উচিত যে, বাবা আমাদের বসে পড়াচ্ছেন। বাবা অক্ষর স্মরণে আসলে আশীর্বাদী বর্ষাও স্মরণে আসা চাই। আমরা যত পড়ব, ততই স্বর্গে উঁচু পদ পাবো। আমরা বাবাকে যত স্মরণ করবো, ততই আমাদের বিকর্মের বোঝা শেষ হয়ে আসবে। স্মরণ করলে বুদ্ধি সোনার পাত্রের তুল্য হয়ে যাবে। আর দান করতে থাকলে ধারণাও হতে থাকবে। তোমরা ধন দান করলে সেই ধন কখনোই শেষ হবে না। বাবাও তোমাদের উপর খুশী হবে। তোমরা ব্রাহ্মণরা এখন অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করো। ওই শাস্ত্র যারা শোনে তারাও জ্ঞানের জন্য শোনে। তারা মনে করে এ হলো লাখ তুল্য সম্পত্তি কিন্তু তা হলো কড়ি তুল্য তাই বাবা বলেন, বাচ্চাদের মনে হওয়া উচিত যে বাবা আমাদের শিক্ষক, তিনিই সঙ্গুরু আবার তিনিই সাথে করে নিয়ে যাবেন। তিনিই আমাদের মুক্তি বা জীবনমুক্তিতে নিয়ে যাবেন। এই জ্ঞান হলো অমৃত। বাচ্চারা যেহেতু স্কুলে পড়ে, তাই তারা ব্রহ্মচারী থাকে। যদি বিকারের গন্ধ এসে যায় তাহলেই এই পড়া ঠান্ডা হয়ে যায়। বুদ্ধিও একদম মলিন হয়ে যায়। আবার এ হলো রুহানী বিদ্যা, ব্রহ্মচর্যতে না থাকলে ধারণা হবে না। বাবা বলেন, এখন তোমরা পড়ো না হলে কল্প - কল্প স্বর্গের মালিক হতে পারবে না। নিজের পুরুষাণেই স্বর্গের মালিক হতে পারবে। বাবা যদি আশীর্বাদ করেন, তাহলে তো তিনি সবাইকেই রাজা বানিয়ে দেবেন। বাবা বলেন, এ হলো পড়া। লেখাপড়া করলে নবাব হতে পারবে। আর যদি বুদ্ধি ধাক্কা খেতে থাকে, তাহলে খারাপ হয়ে যাবে। এ হলো অনেক বড় কলেজ। এর নামই হলো ব্রহ্মাকুমার - কুমারীদের ঐশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ঐশ্বরের স্থাপন করা। ঐশ্বরকেই বাবা বলা হয়। তাই বাবাই হলেন - বাবা, টিচার এবং সঙ্গুরু। তোমরা ছাড়া এ কথা কেউই বুঝতে পারে না। তিনি সঙ্গুরু রূপে সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। দুনিয়াতে তো গুরু দেহ রাখলে তার অনুসরণকারীকে গদিতে বসানো হয়। এ তো ব্যভিচারী হয়ে গেলো। বাবা তো গ্যারান্টি দেন - আমি সবাইকেই ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। কোথায়? যারজন্য তোমরা অর্ধেক কল্প ভক্তি করে এসেছো। আমি তোমাদের মুক্তিধামে নিয়ে যাবো। আর যারা শ্রীমতে চলবে তারাই বৈকুণ্ঠের মালিক হতে পারবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই ঐশ্বরীয় পড়াকে ধারণ করে অন্যকেও পড়ানোর উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে। মাশ্বা - বাবার সমান সেবা করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করে দুঃখী মানুষদের সুখী বানাতে হবে। এই পড়া খুব ভালোভাবে পড়তে হবে।

বরদান :- আওয়াজের উর্ধ্বে শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থেকে, শান্তির শক্তির অনুভব করে বীজরূপ হও

আওয়াজের উর্ধ্বে থাকার শ্রেষ্ঠ স্থিতি, সর্ব ব্যক্ত আকর্ষণের উর্ধ্বে পৃথক আর প্রিয় শক্তিশালী স্থিতি। এক সেকেন্ডও যদি এই শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত হয়ে যেতে পারো তাহলে তার প্রভাব সারাদিন কর্ম করেও নিজে বিশেষ শান্তির শক্তির অনুভব করতে পারবে। এমন স্থিতিকে কর্মাতীত স্থিতি, বাবার

সমান সম্পূর্ণ স্থিতি বলা হয় । এই হলো মাস্টার বীজরূপ, মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি, এই স্থিতির দ্বারাই সর্ব কার্যে সফলতার অনুভব হয় ।

স্লোগান :- সে-ই মহান আত্মা যার প্রতিটি বাণীই মহাবাক্য।

"মিষ্টি বাচ্চারা - একে অপরকে খুশির খোরাক খাওয়াতে থাকো, সর্বদা খুশির মেজাজে থাকা এবং খুশি বিতরণ করা, এটাই হল সব চেয়ে বড় আতিথেয়তা"

প্রশ্ন :- নিজের অবস্থাকে উচ্চ বানানোর বিধি কি? কি-কি মুখ্য বিষয়ে সচেতন থাকতে হয় ?

উত্তর :- উচ্চ অবস্থা বানাতে হলে -

১. নষ্ট-মোহ হওয়ার সাহস রাখতে হবে। ২. নিজের চার্ট রাখতে হবে যে, বাবাকে স্মরণ করার সময় তাঁর সাথে কি-কি বার্তালাপ করলে? কতক্ষণ স্মরণ করলে। ৩. নিদ্রাজয়ী হতে হবে। ৪. পুরানো শরীরের যন্ত্রণা নিতে হবে আবার তাকে ভুলতেও হবে। ৫. দৈবী স্বভাব যুক্ত হতে হবে। স্বভাবের বশীভূত হয়ে কাউকে পীড়ন করবে না। ৬. সব ডিফেক্ট (ত্রুটি বিচ্যুতি) বার করে দিয়ে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে।

৭. সকলকে সুখ প্রদানকারী সুগন্ধি ফুল হতে হবে।

ওম্ শান্তি। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রদানকারী অলৌকিক বাবা বসে অলৌকিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এখন বাচ্চারা তোমাদের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া বদলাতে যাচ্ছে। বেচারী মানুষ জানেনা যে কে পরিবর্তন করেন এবং কি ভাবে পরিবর্তন করেন। কেননা তাদের কাছে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র নেই। বাচ্চারা তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় প্রাপ্ত হয়েছে। তাই তোমরা সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তের রহস্য জানো। এ হল জ্ঞানের স্যাকারিন। এক ফোঁটা স্যাকারিনও কত মিষ্টি হয়। জ্ঞানেরও একটি শব্দ মন্মথানাভব - সব থেকে মিষ্টি। নিজেকে আল্লা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা শান্তিধাম ও সুখ ধামের রাস্তা বলছেন। বাবা এসেছেন বাচ্চাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। তাহলে বাচ্চাদের কতো খুশি থাকা উচিত! এটা বলাও হয় খুশির মতন পুষ্টিকর কিছুই নেই। যারা সদা সর্বদা খুশি থাকে তাদের জন্য এটা হল খোরাক। ২১ জন্ম সুখে থাকার জন্য এ হল এক দারুন খোরাক। এই খোরাক সর্বদা এক এক জনকে খাওয়াতে থেকো। একে অন্যের খুব ভালো আতিথেয়তা করতে হবে। এরকম আতিথেয়তা অন্য কোনো মানুষ, মানুষের জন্য করতে পারে না।

এখন তোমরা শ্রীমতে চলে সকলের অলৌকিক আতিথেয়তা করছ। কারো সত্যিকারের হিতসাধনই হল তাকে বাবার পরিচয় দেওয়া। মিষ্টি বাচ্চারা জানে বেহদের বাবার দ্বারাই আমরা জীবনমুক্তির খোরাক পাই। সত্য যুগে ভারত জীবন মুক্ত ছিল, পবিত্র ছিল। বাবা অনেক বড়ো ও উচ্চ খোরাক দেন, তাই তো গাওয়া হয় অতীন্দ্রিয় সুখ কী, তা জানতে হলে গোপ গোপিনীদের জিজ্ঞাসা করো। এই জ্ঞান ও যোগের কত ফার্স্ট ক্লাস ওয়ান্ডারফুল খোরাক। এই খোরাক মাত্র একজন অলৌকিক সার্জনের কাছেই আছে। আর কেউ এই খোরাকের বিষয়ে জানেনা। বাবা বলেন, বাচ্চারা আমি তোমাদের জন্য হাতের মুঠোয় উপহার এনেছি। মুক্তি, জীবনমুক্তির এই উপহার আমার কাছেই থাকে। প্রতি কল্পে আমি এসে তোমাদের দিই অতপর রাবণ কেড়ে নেয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের খুশির পারদ তো উর্ধ্বগামী হওয়া উচিত। তোমরা জানো আমাদের একজনই বাবা, শিক্ষক এবং সত্যিকারের সঙ্গী আছেন যিনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে যান। মোস্ট বিলাভেড বাবার কাছে আমরা বিশ্বের

রাজশাহী প্রাপ্ত করি। এটা কি কম কথা ! সর্বদা খুশি থাকা উচিত। গডলি স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। এটা এখনকারই গায়ন তাই না ! পুনরায় নতুন দুনিয়ায় তোমরা সর্বদা খুশিতে পূর্ণ থাকবে। দুনিয়া জানেনা সত্যিকারের খুশি কবে পালন করা হয় । মানুষদের তো সত্যযুগের জ্ঞানই নেই তাই এখানেই খুশি পালন করতে থাকে। কিন্তু এই পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়াতে খুশী কোথা থেকে আসবে ! এখানে তো মানুষ গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকে। এ কতো দুঃখের দুনিয়া।

বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের কত সহজ রাস্তা দেখান। গৃহস্থ জীবনে থেকেও পদ্ম ফুলের মতো থাকবে। নিজের-নিজের কাজ-কারবারে নিযুক্ত থেকেও আমাকে স্মরণ করতে থাকো । যেমন প্রেমিক- প্রেমিকারা হয় । তারা তো একে অন্যকে স্মরণ করতে থাকে। একজন হল প্রেমিক আর একজন হল তার প্রেমিকা। এখানে সে সব ব্যাপার নেই । এখানে তো তোমরা সকলেই এক মাশুক বা প্রীতমের জন্ম-জন্মান্তরের প্রেমিকা হয়ে থাকো । বাবা কখনই তোমাদের প্রেমিক হন না। তোমরা সেই প্রেমিকের আগমনের জন্য তাকেই স্মরণ করতে থাকো। যখন দুঃখ বেশি হয় তখন বেশি করে স্মরণ হয়। তাই তো বলা হয় দুঃখে সবাই তাঁকে স্মরণ করে, সুখের সময় কেউ করে না । এই সময় বাবাও হলেন সর্বশক্তিবান। দিন দিন মায়াও সর্বশক্তিবান তমোপ্রধান হতে থাকে। সেই কারণেই বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা জেনে আমাকে, বাবাকে স্মরণ করো, তার সাথে-সাথে দৈবী গুণ ধারণ করো। তবেই এমন (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হয়ে যাবে। এই পড়াশুনোয় প্রধান কথাটাই হলো স্মরণের। উঁচু থেকে উঁচুতে স্থিত বাবাকে পরম আদরে, স্নেহে, স্মরণ করা উচিত। সেই উঁচু থেকে উঁচুতে থাকা বাবাই নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। বাবা বলেন আমি এসেছি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নতুন দুনিয়ার মালিক বানানোর জন্য, তাই এখন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের অনেক জন্মের পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবা বলেন, তোমরা অনেক পতিত হয়ে গেছো তাই আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। পতিত পাবন বাবাকেই তো ডাকে তাই না ! এখন বাবা এসেছেন তো নিশ্চয় পবিত্র হতে হবে । বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখপ্রদানকারী। অবশ্যই সত্যযুগে পবিত্র দুনিয়া ছিল, তাই সকলেই সুখী ছিল। এখন বাবা আবার বলছে, - বাচ্চারা শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করতে থাকো। এখন হলো সঙ্গমযুগ। মাঝি (কান্ডারী হলেন বাবা) তোমাকে এপার থেকে ওপারে নিয়ে যায়। এ কোনো একটি নৌকা নয়, পুরো দুনিয়ায়ই যেন একটা বড় জাহাজ, সেটাকেই ওপারে নিয়ে যান। বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন নিজেকে আত্মা জ্ঞানে বাবাকে স্মরণ করো। তুমিও বাবার সেবায় নিয়োজিত হও। অন গডফাদারলি সার্ভিস। বাবাই তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছেন। যে ভালো পুরুষার্থ করে তাকে মহাবীর বলা হয়। দেখা হয় এমন মহাবীর কে আছে যে বাবার নির্দেশানুসার চলে। বাবার আদেশ (ফরমান) নিজেকে আত্মা জ্ঞানে, সকলকে ভাই - ভাই মনে করো। এই শরীর ভুলে যাও। বাবাও এই শরীরকে দেখেন না । বাবা বলেন আমি আত্মাদের দেখি। যদিও এই জ্ঞান তো আছেই যে আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। আমিও এই শরীরে এসেছি। লোন নিয়েছি। শরীরের দ্বারাই আত্মা এই পড়া পড়তে পারে। এখানেই বাবার বৈঠকি। এটা হলো অকাল তখ্ত। আত্মা হল অকালমূর্ত। আত্মা কখনো ছোটো বড় হয় না। শরীর ছোট বড় হয়। সকল আত্মাদের আসন (তখ্ত) হলো এই ক্রকুটি মাঝখানে । শরীর তো সকলের আলাদা - আলাদা হয়। কারো অকাল সিংহাসন পুরুষের তো কারো স্ত্রীর। কারো আসন বাচ্চার । বাবা বসে বাচ্চাদের অলৌকিক ড্রিল করাচ্ছেন। যখন কারো সাথে কথা বলবে, নিজেকে আত্মা ভাববে। আমি আত্মা অমুক ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। বাবার বার্তা দিতে

হবে হবে যে শিববাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই জং পরিষ্কার করতে হবে। সোনাতে যখন খাদ পড়ে তখন সোনার মূল্য কমে যায়। তোমাদের আত্মাদেরও জং লেগে যাওয়ায় তোমরা ভ্যালুয়েস হয়ে গেছো। এখন আবার পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছ। সেই নেত্রের দ্বারা নিজের ভাইদের দেখ। ভাই, ভাইকে দেখলে কর্মেন্দ্রিয় চঞ্চল হবে না। রাজ ভাগ্য নিতে হবে। বিশ্বের মালিক হতে হলে এই পরিশ্রম তো করতেই হবে। ভাই-ভাই মনে করে সকলকে জ্ঞান বিতরণ করো। তাহলে এই বোধ পাকা পোক্ত হয়ে যাবে। তোমরা সকলেই হলে সত্যিকারের ভাই। বাবাও উপর থেকে এসেছেন এবং তোমরাও ভাই। বাবা বাচ্চাদের সাথে সেবা করছেন। সেবা করবার জন্য বাবা সাহস জোগাচ্ছেন। হিম্মাতে মর্যাদা (মানুষ সাহস দেখালে ভগবান তার সাথ দেন) তো এই প্রাক্তিস করতে হবে। আমি আত্মা ভাইকে পড়াই। আত্মা পড়ে ভাই না ! একেই স্পিরিচুয়াল নলেজ (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) বলা হয়। যা অলৌকিক বাবার কাছেই পাওয়া যায়। সঙ্গমে এসেই বাবা এই নলেজ দেন, নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা নগ্ন এসেছিলে এবং শরীর ধারণ করে এখানে ৮৪ জন্মের জন্য ভূমিকা পালন করেছো। এখন আবার ফিরে যেতে হবে, ভাই নিজেকে আত্মা ভেবে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টির দ্বারা দেখতে হবে। এই পরিশ্রম করতে হবে। নিজের পরিশ্রম নিজেকেই করতে হয়, অন্য কিছুতে আমাদের কি আসে যায়। চ্যারিটি বিগিস অ্যাট হোম অর্থাৎ আগে নিজেকে আত্মা ভাবো তারপর ভাইদেরকে বোঝাও। তাহলে ভালো ভাবে তীর লাগবে। সার্ভিসে এই ধার ভরতে হবে। পরিশ্রম করলে তবেই উঁচু পদ পাবে। কিছু-কিছু সহ্যও করতে হয়।

কেউ উল্টো পাঁটা কথা বললে তুমি চুপ করে থেকো। তুমি চুপ থাকলে অন্যেরা কি করবে ! তালি দুই হাতে বাজে। একজন মুখের তালি বাজাচ্ছে, দ্বিতীয় জন চুপ করে থাকলে সে নিজেই চুপ হয়ে যাবে। তালি দিয়ে তালি বাজালেই আওয়াজ হয়। বাচ্চাদের একে অপরের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা সর্বদা খুশি থাকতে চাও তো "মন্বনাভব" (তোমার মন আমাকে নিযুক্ত করো)। নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। আত্মা ভাইকে দেখো। ভাইদেরকেও এই জ্ঞান দাও। এটা অভ্যাস হয়ে গেলে এই ক্রিমিনাল চোখ আর ধোকা দিতে পারবে না। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা তৃতীয় নেত্রকে দেখ। বাবাও তোমাদের আত্মাকেই দেখেন। চেষ্টা এটাই করতে হবে যেন সর্বদা আত্মাকেই দেখি। শরীরকে যেন না দেখা হয়। যোগ করানোর সময়ও নিজেকে আত্মা ভেবে ভাইদের দেখবে তাহলে ভালো সেবা হবে। বাবা বলেছেন ভাইদেরকে বোঝাও। ভাইরা সকলেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পায়। এই অলৌকিক জ্ঞান তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা একবারই পাও। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হতে যাচ্ছ। এই সঙ্গম যুগ ত্যাগ করবে ভাবছ? তাহলে পার কি করে হবে। লাফ দেবে নাকি ! এটা হলো ওয়ান্ডারফুল সঙ্গম যুগ। বাচ্চাদের অলৌকিক (ক্লহানি) যাত্রায় থাকার অভ্যাস করতে হবে। আমি তোমাদের ভালোর জন্যই বলছি। বাবার শিক্ষা ভাইদের দিতে হবে। বাবা বলেন আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের জ্ঞান দিচ্ছি। আত্মাদেরই দেখি। মানুষ - মানুষের সাথে কথা বললে তার মুখের দিকে তো তাকালে, ভাই না ! তোমরা আত্মাদের সাথে কথা বলো ভাই আত্মাদেরই দেখবে। এই শরীরের দ্বারা জ্ঞান দিলেও কিন্তু শরীরের ভাব ত্যাগ করতে হয়। তোমাদের আত্মা অনুভব করে পরমাত্মা বাবা আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন। বাবাও বলেন আমি আত্মাদের দেখি, আত্মারাও বলে আমরা পরমাত্মা বাবাকে দেখি। তাঁর থেকে জ্ঞান নিচ্ছি, এটাকেই বলে স্পিরিচুয়াল জ্ঞানের আদান-প্রদান, আত্মার সাথে আত্মার। আত্মাতেই জ্ঞান অন্তর্নিহিত থাকে। আত্মাকেই জ্ঞান দিতে হবে। এ যেন তরবারির ধার। তোমাদের জ্ঞান এই রকম ধারাল

হয়ে গেলে, কাউকে বোঝালে তৎক্ষণাৎ তীর লেগে যাবে। বাবা বলে প্র্যাক্টিস করে দেখো তীর লাগে কি না। এই নতুন অভ্যাস করলে আর দেহানুভূতি থাকবে না। মায়ার ঝড় কম আসবে, খারাপ চিন্তা আসবে না। ক্রিমিনাল দৃষ্টিও থাকবে না। আমরা আত্মারা ৮৪ চক্র পরিক্রমা করি । এখন নাটক সম্পূর্ণ হচ্ছে। এখন বাবার স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারাই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। কত সহজ ব্যাপার । বাবা জানেন বাচ্চাদের এই শিক্ষা দেওয়াও আমারই পার্ট, কোনো নতুন ব্যাপার নয়। প্রতি ৫০০০ বছর অন্তর আমাকে আসতে হয়। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাচ্চাদের বসে বোঝাই - মিষ্টি বাচ্চারা অলৌকিক স্মরণের যাত্রাপথে থাকো তাহলে "অন্ত মতি তেমনই গতি" হয়ে যাবে । এটা অন্তিম তাই না ! মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের সদগতি হয়ে যাবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারা পায়া আরো মজবুত হয়ে যাবে । এই দেহী - অভিমাত্রী হওয়ার শিক্ষা একবারই তোমরা বাচ্চারা পাও। কি ওয়ান্ডারফুল এই জ্ঞান ! বাবা ওয়ান্ডারফুল তাই বাবার জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল, যা আর কেউই দিতে পারে না।

এ হলো তোমাদের ব্রাহ্মণদের সর্বোত্তম উঁচু থেকে উঁচু কুল। এই সময় তোমাদের জীবন হল অমূল্য, তাই, এই শরীরও সামলাতে হবে। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য শরীরের আয়ুও কম হয়ে গেছে। এখন তোমরা যত যোগে থাকবে, তত আয়ু বাড়বে। সত্য যুগে তোমাদের আয়ু বাড়তে-বাড়তে ১৫০ বৎসর হয়ে যাবে। তাই শরীরের খেয়াল রাখতে হবে। এমন ভেবো না যে এটা তো মাটির পুতুল, কখন ভেঙে যাবে। না, এটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই জীবন হল অমূল্য ! কেউ অসুস্থ হলে বিরক্ত হওয়া উচিত নয় । তাকেও বলো শিববাবাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে তত তার পাপ খন্ডন হতে থাকবে। তাদের সেবা করা উচিত । বেঁচে থাকুক, শিববাবারকে স্মরণও করতে থাকুক।

বাচ্চাদের নষ্ট-মোহ হওয়ার সাহস চাই। ঝট করে নষ্ট-মোহ হয়ে যাওয়া উচিত। বেহদের বাবাকে পেয়েছো তাই ওনার কাছ থেকে পুরো সম্পদ নিতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন, চার্ট রেখা - বাবাকে স্মরণ করার সময় কি কথা বলেছো ? বাবার কত মহিমা গান করেছো, খাবার সময় কত স্মরণ করেছো, পুনরায় ভুলে গেছো। নিজের স্থিতিকে উঁচু বানানো খুব দরকার। নিদ্রার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। স্মরণ আরো বাড়তে হবে। অন্যদেরকেও শেখাতে থাকো, এতে নষ্ট-মোহ অবশ্যই হতে হয়। পুরানো শরীর বিস্মৃত হতে হয়, বাবার হয়েছো তাহলে তাকেই স্মরণ করতে হয়। যে বাবা আমাদের হীরের মতন তৈরী করেন, তাঁকে কত ভালোবাসা সহকারে স্মরণ করা উচিত। নিজের পরীক্ষা নিজেই করতে হয় যে - আমার কী দৈবী স্বভাব ? মানুষকে নিজের স্বভাব খুব কষ্ট দেয়। সকলেই নিজের তৃতীয় নেত্র পেয়েছে, তাহলে তার দ্বারাই পরীক্ষা করা উচিত। আমার স্মরণ বাবার কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় ? যা ডিফেক্ট আছে তা বের করে দিয়ে পিওর ডায়মন্ড হতে হবে। একটুও ত্রুটি থাকলে মূল্য কমে যাবে, তাই পরিশ্রম করে নিজেকে মূল্যবান হীরা তৈরী করতে হবে। বাবা জানেন কর্মজীতি অবস্থা পরে ক্রমানুসারে পুরুষার্থ অনুসারে আসবে। তাও বাবা তো পুরুষার্থ করার জন্যই বলবেন। পুরুষার্থের ক্রমানুসারে বাবাও তাদেরকে ভালোবাসবেন। যারা অন্যদের সুখ প্রদানকারী সুগন্ধিত ফুল, তারা নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না। বাবা তাও বাচ্চাদের বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে সব মলিনতা বেরিয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করার সময় মন একদম শীতল হয়ে যাওয়া উচিত। বাবার জন্য ছটফট করা উচিত। বাবা, মিষ্টি বাবা আপনি আমাদের কি থেকে কিসে রূপান্তরিত করছেন ! আর কেউ তো

জানেইনা তোমরা কিসে রূপান্তরিত হচ্ছ। তাহলে এমন মিষ্টি বাবাকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করা উচিত। কিছু বাঙ্কেলী মায়েরা (যাদের অনেক বন্ধন রয়েছে) খুব স্মরণ করে, জানিনা কি করে তারা নিজেদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। তাদের যা ভালোবাসা(বাবার প্রতি) তা অন্য বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যায় না। বাবাকে স্মরণ করতে থাকে আর অশ্রু সজল হতে থাকে। বাবা আপনার সাথে কবে মিলিত হবো? বিশ্বের মালিক বানান যে বাবা, হে বাবা কবে সম্মুখে মিলিত হব ! এইভাবে খুব প্রেমপূর্বক বাবাকে স্মরণ করে। সমস্ত দুঃখ নিবারণকারী বাবা আপনি আমাদের সৌভাগ্যবান করেছেন ! আপনি আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। স্মরণের বলও তারা অনেক পায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা এবং বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং গুড মর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) যদি কেউ আজ-বাজে কথা বলে তাহলেও চুপ থাকবে। মুখের তালি (মৌখিক বিবাদে যাবে না) বাজাবে না। সহ্য করতে হবে। একে অপরের কল্যাণ করতে হবে।

২) জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রের দ্বারা আত্মা ভাইকে দেখতে হবে। নিজেকে ভাই মনে করে ভাইকে জ্ঞান দিতে হবে। অলৌকিক ড্রিল করতে হবে এবং করাতে হবে। নিজেকে পরিশ্রম করতে হবে, অন্যকে দেখলে হবে না।

বরদান:- বিলীন হয়ে যাওয়ার ও বিলয় করে নেওয়ার শক্তির দ্বারা একাগ্রতার অনুভবকারী সার স্বরূপ ভব

দেহের, দেহের সম্পর্কের এবং বস্তু-সমূহের সুবিশাল বিস্তার, সমস্ত ধরণের বিস্তারকেই সার রূপে নিয়ে আসার জন্য বিলীন হওয়ার এবং বিলয় করে নেবার শক্তি চাই। সর্ব প্রকার বিস্তারকে একটি বিন্দুতে সীমিত করে দাও। আমি এক বিন্দু বাবাও এক বিন্দু এক বাবা রূপী বিন্দুতেই সম্পূর্ণ সংসার বিলীন হয়ে রয়েছে। তাহলে বিন্দু রূপ অর্থাৎ সার স্বরূপ হওয়া মানে একাগ্র হওয়া। একাগ্রতার অভ্যাসের দ্বারা এক সেকেন্ডে যেখানে ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা বুদ্ধি সেই স্থিতিতেই স্থিত হতে পারে।

স্লোগান:- যে সর্বদা অলৌকিক স্থিতিতে থাকে সে-ই অলৌকিক গোলাপ।

সঙ্গমযুগ - সুখানুভবের দৃশ্যাবলীর যুগ

আজ বাপদাদা তাঁর ছোটবড় বেফিকর বাদশাহদের দেখছেন। এত বড় বড় বাদশাহদের সভা একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই হয়। অন্য কোনো যুগে এত বাদশাহদের সভা হয়না। এটাই একমাত্র সময় যেটা বেফিকর বাদশাহদের সভাই বলো বা স্বরাজ্য সভা, সেটা তোমরা সবাই দেখছো। ছোটবড় তোমরা সবাই নিজেদের বাদশাহ বলে জানো আর এটাই মনে নিয়ে চলো যে, সবাই তোমরা এই শরীরের মালিক, শুদ্ধ আত্মা। আত্মা কি হবে? মালিক! স্বরাজ্য অধিকারী! সবচেয়ে ছোট বাচ্চাও নিজেকে বাদশাহ মনে করে। অতএব, বাদশাহদের সভা তথা স্বরাজ্য সভা কত বড়! আর বাদশাহদের বাদশাহ, রাজাদের রাজা বানানোর কারিগর, বর্তমানের যে রাজা সেই ভবিষ্যৎ রাজা, এইরকম রাজাদের দেখে বা বেফিকর বাদশাহদের দেখে কত আনন্দিত হবেন! সারা কল্পে এমন বাবা কেউ হবে যাঁর লাখ লাখ বাচ্চা বাদশাহ? তোমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তোমরা কি বলো? ছোট শিশুও বলবে, "আমি লক্ষ্মী অথবা নারায়ণ হবো"। বাচ্চারা তোমরা সবাই এইরকম মনে করো, তাই না? এমন রাজোচিত বাচ্চাদের জন্য বাবা কত গৌরবান্বিত হন! তোমাদের সবারও এই ঈশ্বরীয় গর্ব হয় যে তোমরাও রাজ-ফ্যামিলির! তোমরা রাজবংশী। সুতরাং, আজ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চাকে দেখছিলেন। বাবার বাচ্চারা কত ভাগ্যবান! প্রত্যেক বাচ্চা ভাগ্যবান। সেইসঙ্গে তোমাদের সময়ের সহযোগিতা আছে, কারণ এই সঙ্গমযুগ যত ছোট যুগ ততটাই বিশেষত্বে ভরা যুগ। সঙ্গমযুগে তোমার যা প্রাপ্তি হয় তা অন্য যুগে হতে পারেনা। সঙ্গমযুগ হলো মনের গভীর তৃপ্তিদায়ক দৃশ্যাবলীর যুগ। শুধুই আনন্দ, আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই, তাই না! যখন খাও তো বাবার সাথে আনন্দে খাও। যখন চলো তো ভাগ্যবিধাতা বাবার সাথে হাতে হাত দিয়ে চলো। যখন জ্ঞান অমৃত পান করো, তখনও জ্ঞানদাতা বাবার সাথেই তা পান করো। যখন তোমরা কর্ম করো সেই কর্মও তোমরা করাবনহার বাবার সাথে নিজেকে নিমিত্ত মনে করে করো। যখন তোমরা ঘুমাতে যাও তখনও স্মরণের কোলে ঘুমাও, ঘুম থেকে ওঠার সময়ও ভগবানের সাথে রুহানী বার্তালাপ করো। তোমাদের সমগ্র দিনচর্যাতে বাবা আর তোমরা। যেখানে বাবা তোমাদের সাথে সেখানে পাপ নেই। সুতরাং কি হবে! আনন্দই আনন্দ অনুভব হবে, তাই না! বাপদাদা দেখছিলেন বাচ্চারা সকলেই অতীন্দ্রিয় তৃপ্তিতে আছে। তোমরা এই ছোট জন্ম নিয়েছই মনের পরিতুষ্টি সম্পন্ন করতে। খাও দাও আর স্মরণের অতীন্দ্রিয় সুখানুভবে থাকো। এই অলৌকিক জন্মের ধর্ম অর্থাৎ ধারণা, সেবার সুখানুভবে থাকা। জন্মের লক্ষ্যই হলো মনের গভীর আনন্দে থাকা এবং সারা বিশ্বকে আনন্দপূর্ণ দুনিয়া বানানো। অতএব, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অতীন্দ্রিয় সুখানুভবের দৃশ্যাবলীর মধ্যেই তো থাকো, তাই না? দিনরাত তোমরা বেফিকর বাদশাহ হয়ে যাপন করো! সুতরাং তোমরা শুনেছিলে বতনে আজ বাবা কি দেখেছেন! বেফিকর বাদশাহদের সভা। প্রত্যেক বাদশাহ স্মরণের অতীন্দ্রিয় সুখানুভবে বাবার হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে স্মৃতির তিলকধারী ছিলো। আচ্ছা - আজ তো মিলনের দিন, এইজন্য বাবা তাঁর বাদশাহদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। আচ্ছা -

সদা বেফিকর বাদশাহ, পরিতুষ্টির জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখানুভবের দৃশ্যাবলী দেখে, সদা ভাগ্যবান বাবার সাথে থাকে, এমন স্বরাজ্য অধিকারী, হৃদয়-সিংহাসনাসীন, পদ্মাপদম্ ভাগ্যবান বাচ্চাদের স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

ছোট বাচ্চাদের সাথে :- তোমরা সব বাচ্চারা লেখাপড়া, খেলা, চলাফেরার সাথে সাথে নিজেদের মহান আত্মা মনে করো ? সদাসর্বদা এই খুশি রাখো যে তোমরা মহান আত্মা এবং নেশা থাকতে হবে যে তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান । ভগবানকে দেখেছ ? কোথায় তিনি ? যদি কেউ বলে, ভগবানের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দিতে, তোমরা তা করতে পারবে তো ? সবাই তোমরা ভগবানের সন্তান, সুতরাং ভগবানের সন্তানেরা তোমরা কখনো লড়াই করো না, করো না তো ? তোমরা কি কোনো অনর্থ করো ? ভগবানের সন্তান তো যোগী হয়, তারপরও তোমরা অনর্থ কেন করো ? সদা নিজেকে মহান আত্মা, যোগী আত্মা মনে করো । তোমরা কি হবে ? একসাথে লক্ষ্মী-নারায়ণ উভয়ই হবে ? নাকি কখনো লক্ষ্মী হবে, কখনো নারায়ণ হবে ! লক্ষ্মী হওয়া তোমরা পছন্দ করবে ? আচ্ছা - সদা নারায়ণ হতে চাও তো সদা শান্ত যোগীজীবন যাপন করতে হবে এবং রোজ সকালে ঘুম থেকে জেগে অবশ্যই বলো, গুড মর্নিং । এইরকম নয় যে দেরী করে উঠবে আর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে তোমাকে যেখানে যেতে হবে চলে যাবে । তিন মিনিটের জন্য হলেও স্মরণে বসে গুড মর্নিং অবশ্যই বলো, বার্তালাপ করো, আর তারপর তৈরি হও । এই ব্রত কখনো ভুলোনা । যদি গুড মর্নিং না বলো তো খাবারও খেও না ! যদি তোমাদের খাবার খাওয়া মনে থাকে, তবে প্রথমে গুড মর্নিং বলাও মনে থাকবে । প্রথমে গুড মর্নিং বলে তারপর তোমার খাবার খাও । তোমাদের জ্ঞানের পড়া মনে করো, ভালো গুণ ধারণ করলে, তোমরা রুহানী গোলাপ হয়ে সারা বিশ্বে সুগন্ধ ছড়াবে । গোলাপ ফুল সদা প্রস্ফুটিত অবস্থায় তার সৌরভ ছড়ায় । সুতরাং তোমরা এইরকমই সুরভিত পুষ্প, তাই না ! তোমরা সদা খুশি থাকো নাকি কখনো অল্পস্বল্প দুঃখও হয় ? যখন কোনো জিনিস চেয়েও পাওনা তখন হয়তো দুঃখ হয় অথবা তোমাদের মাশ্বি ড্যাডি কিছু বললে দুঃখ হয় । এমন কিছু কোরোই না, যাতে মাশ্বি ড্যাডিকে তোমাদের বলতে হয় । এমনভাবে চলো যেভাবে ফরিস্তারা চলছে । ফরিস্তাদের আওয়াজ হয়না, সেখানে মানুষ আওয়াজ করে । তোমরা ব্রাহ্মণ সো ফরিস্তা অর্থাৎ তোমরা ব্রাহ্মণরাই সেই ফরিস্তা, আওয়াজ করোনা । এমনভাবে চলো যাতে কেউ জানতে না পারে । পান করো আহার করো, চলো ফরিস্তা হয়ে । বাপদাদা সব বাচ্চাদের অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা খুব ভালো বাচ্চা আর সদা ভালো হয়েই থাকো । আচ্ছা ।

ছোট কন্যাদের সাথে :- কুমারী জীবনের কি মহিমা ? কুমারীদের কেন পূজা করা হয় ? তোমরা পবিত্র আত্মা । সুতরাং তোমরা সব পবিত্র আত্মারা পবিত্র স্মরণের সাথে অন্যদের পবিত্র বানানোর সেবায় নিয়োজিত, তাই না ! তোমরা ছোট হও, বা বড়, সবাইকে বাবার পরিচয় তো দিতে পারবে, তাই না ? এমনকি ছোটও কেউ ভালো ভাষণ দিতে পারে । তোমরা সব কুমারীদের সবচেয়ে ছোট থেকেও ছোট কুমারীকে বড় স্টেজে ভাষণ দেওয়ার জন্য বাপদাদা যদি বলেন, তবে তোমরা প্রস্তুত তো ? সঙ্কোচ করবে না তো ! ভয় পাবেনা তো ? সদা নিজেকে বিশ্ব কল্যাণকারী সেই আত্মা মনে করো, যে বিশ্বের সকল আত্মার কল্যাণ করে । তোমরা সাধারণ কুমারী নও, বরং শ্রেষ্ঠ কুমারী । তোমরা শ্রেষ্ঠ কুমারীর শ্রেষ্ঠ কাজই করবে, তাই না ! সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ কার্য হলো বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের বাবার বানানো । দুনিয়ার লোকে চারিদিকে ঠোকর খাচ্ছে আর খুঁজে বেড়াচ্ছে সেখানে তোমরা তাঁকে জেনেছ, পেয়েছ, তোমাদের কত সৌভাগ্য, তোমরা কত ভাগ্যবান ! তোমরা এখন ভগবানের হয়েছ, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কিছু হয় ! সুতরাং, সদা এই খুশিতে থাকো যে তুমি ভাগ্যবান আত্মা । এই খুশি যদি হারিয়ে যায় তবে কখনো কাঁদবে তো কখনো অনর্থ ঘটাবে । সদা নিজেদের মধ্যেও ভালোবেসে থাকো এবং লৌকিক মাতাপিতাও যা বলেন তার আন্তরিক হও । সদা পারলৌকিক বাবার স্মরণে থাকো, একমাত্র তখনই শ্রেষ্ঠ কুমারী হতে পারবে । সুতরাং, সদা

নিজেকে শ্রেষ্ঠ কুমারী,পূজ্য কুমারী মনে করো । বড় বড় মন্দিরে যাঁদের পূজা হয়, তোমরা তো সেই শক্তিই, তাই না ! তোমরা কুমারীরা প্রত্যেকে অনেক বড় কার্য করতে পারো । বিশ্বকে পরিবর্তন করার নিমিত্ত হতে পারো । বাচ্চারা, বাপদাদা তোমাদের বিশ্ব পরিবর্তন করার কার্য দিয়েছেন । সুতরাং সদা বাবার স্মরণে থাকো এবং সেবা করো । বিশ্ব পরিবর্তনের সেবা করার আগে, প্রথমে নিজেদের পরিবর্তন করো । তোমাদের আগের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে শুধু এই স্মৃতিতে থাকো, আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, পবিত্র আত্মা, মহান আত্মা, ভাগ্যবান আত্মা। যখন তোমরা স্কুল কলেজে যাও, এই স্মৃতি ভুলে যাওনা তো ? সপ্তের রঙ তোমাদের রঙিন করে না তো ? অর্থাৎ সঙ্গীদের প্রভাবে তোমরা প্রভাবিত হও না তো ? কখনো খাবার দাবারের দিকে তোমরা আকৃষ্ট হও না, তাই না ! 'একটু বিস্কুট বা একটু আইসক্রিম খেয়ে নিই' - কখনো তোমাদের এইরকম ইচ্ছা তো হয় না ! সদা স্মরণে থেকে তৈরি করা ব্রহ্মভোজন খাওয়ায় তোমরা দূতসঙ্কল্প, তাই না ! খেয়াল রেখো, ওখানে ফিরে গিয়ে সঙ্গতের রঙ না লাগে ! কুমারীরা যত চায় ভাগ্য বানাতে পারে । ছোটবেলা থেকে সেবা করার উৎসাহে থাকো । পড়াও পড়ো আর পড়ানোও শেখো । যদি তোমরা ছোটবেলাতেই অভিজ্ঞ হয়ে ওঠো তবে বড় হয়ে চতুর্দিকের সেবাতে তোমরা নিমিত্ত হয়ে যাবে । স্থাপনার সময়ে ছোট ছিলো, তারাই এখন কতো সেবা করছে, তোমরা তাদের থেকেও নিপুণ হ'য়ো । আগামী দিনের কীর্তিমান তোমরা । যে কেউ তোমাদের দেখলে যেন অনুভব করে যে তুমি কোনো সাধারণ কুমারী নও, কিন্তু বিশেষ কুমারী !

ওই পড়াশোনা চলাকালীন মনের যে একাগ্রতা থাকে, জ্ঞানের পড়াতেও থাকতে হবে । পড়ার পরে তোমাদের লক্ষ্য কি ? শ্রেষ্ঠ আত্মা হয়ে শ্রেষ্ঠ কার্য করার । চাকরির টুকড়ি (বোঝা) বওয়া তো নয়, তাই না ? যদি তার জন্য কোনো কারণ থাকে তো সেটা অন্য ব্যাপার ! যদি তোমাদের মাতাপিতার আয়ের অন্য কোনো উপায় না থাকে, তখন সেটা প্রয়োজনের ব্যাপার । যেমনই হোক, সদাসর্বদা তোমার বর্তমান এবং তোমার ভবিষ্যৎ মনে রেখো । তোমার কাজের কাজ কি হবে ? জ্ঞানের এই পাঠই ২১ জন্ম কাজে আসবে । অতএব, যদি নিমিত্তমাত্র লৌকিক কার্য করতেও হয়, তবুও মনের একাগ্রতা বাবা আর সেবায় থাকতে হবে । সুতরাং, সবাই তোমরা অবশ্যই রাইট হ্যান্ডস্ হও, লেফ্ট হ্যান্ডস্ নয় । যখন তোমরা সবাই রাইট হ্যান্ডস্ হয়ে যাবে, বিনাশ তখন সমাগত প্রায় ! তোমরা এত সব শক্তির যখন বিজয় পতাকা নিয়ে আসবে তখন রাবণের শাসনকাল সমাপ্ত হয়ে আসবে ।

যদি তোমরা ব্রহ্মকুমারী হতেই যাচ্ছ, তখন ডিগ্রি দিয়ে তোমরা কি করবে ? সেই পড়া তো এমন, সামান্য জেনারেল নলেজেই তোমাদের বুদ্ধি বিশাল হয়ে যায়, সেইজন্যই এই পড়াশোনা করানো হয় । এটা নয় যে এতে তোমাদের মনের কোনো প্রবল ইচ্ছা আছে । তোমরা বুঝতে পারো না, কোন্ ডিগ্রি এই বছরে নেবে, আরেকটা কোন্ ডিগ্রি পরের বছর নেবে, তারপরের বছরে আবার কোন্ একটা ...এইভাবে করতে করতে যদি কাল এসে উপস্থিত হয়, তখন ... অতএব, যারা নিমিত্ত তাদের থেকে সদা সদুপদেশ নাও, তোমরা আরও পড়বে কি পড়বে না ! কেউ কেউ এমন আছে যারা তাদের পড়ার উৎসাহে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবেনা, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রবঞ্চনা করে । শুধুমাত্র তোমার মাতাপিতা কি বলছে সেটা না করে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত তোমাকে নিজেই নিতে হবে । নিজেই নিজের জাজ হও । তোমরা শিবশক্তি, তোমাদের কেউ কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারেনা । মেষকে বন্ধনে বাঁধা যায়, শক্তির নয় । শক্তির আরোহণ সিংহের ওপর, সিংহ উন্মুক্ত পরিবেশে থাকে, বন্ধনে নয় । সুতরাং, সদা মনে রেখো, তোমরা বাবার রাইট হ্যান্ডস্ । আচ্ছা ।

টিচারদের সাথে :- সদা এই স্মৃতিতে থাকো তো যে তোমরা নিমিত্ত সেবাধারী ? করাবনহার নিমিত্ত বানিয়ে করাচ্ছেন ! সুতরাং, দায়বদ্ধতা করাবনহারের, তাই না ! নিমিত্ত যারা, তারা সদা হালকা । তোমরা ডিরেকশন পেয়েছ, কার্য করেছো আর সদা হালকা থেকেছো । তোমরা এইরকমই থাকো নাকি মাঝে মাঝে সেবার বোঝা অনুভব হয় ? যদি তোমাদেরব বোঝা মনে হয়, তবে সফল হবেনা । বোঝা মনে হলে কোনো কর্ম যথার্থ হবেনা । জাগতিক স্তরেও, যদি কোনো কাজ তোমাদের বোঝা মনে করে করো, তো তোমরা কিছু ভাঙবে, কিছু ছিঁড়বে, মন বিভ্রান্ত হবে, ডিস্টার্ব হবে, কার্যও সফল হবেনা । একইভাবে এই অলৌকিক কার্যও বোঝা মনে করে যদি করো তা' যথার্থ হবেনা । সফল হতে পারবেনা । বোঝা তখন বাড়তে থাকবে এবং সঙ্গমযুগের যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্য, হালকা হয়ে ওড়ার, তা' অনুভব করতে পারবেনা । সুতরাং, সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ হয়ে তবে কি করবে ? অতএব, সদাসর্বদা হালকা থাকো এবং নিজেকে নিমিত্ত মনে করে সর্বকার্য সম্পন্ন করো - একেই বলা হয়ে থাকে সফলতার প্রতিমূর্তি । আজকালকার দুনিয়ায় যেমন তারা পায়ের নীচে চাকা লাগানো পাদুকা (roller skates) লাগিয়ে দৌড়ায়; তারা কতো হালকা হয় ! তাদের গতি তীব্র হতে থাকে । সুতরাং, তোমাদের যখন বাবা চালাচ্ছেন, তখন শ্রীমতের পায়ো তো তোমরা লাগিয়েই নিয়েছ, তাই না ! শ্রীমতের খুঁটি থাকায় পুরুষার্থের গতি স্বতঃই তীব্র হয়ে যাবে । সদা এইরকম সেবাধারী হয়ে চলো । সামান্যতমও বোঝা অনুভব কোরোনা । করাবনহার যখন বাবা, তাহলে বোঝা কেন ? এই স্মৃতিতে সদা উড়তি কলায় যেতে থাকো । সদা শুধু উড়তে থাকো । একেই বলে হয়ে থাকে নাস্তার ওয়ান যোগ্য সেবাধারী । শুধু বাবা, বাবা আর বাবা । প্রতি সেকেন্ড এই নিঃশব্দ গীতবাদ্য বাজতে থাকুক । ব্যস্ বাবা আর আমি । সদাসর্বদা এই সুরেলা ধ্বনিতে ডুবে থাকো তো মাঝখানে তৃতীয় কেউ আসতে পারেনা । যখন উভয়েই একে অন্যের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে, উভয়েই প্রসন্ন হবে এবং তখন উভয়ের মাঝে কেউ আসতে পারে না, তখনই বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ সেবাধারী । তোমরা কি এইরকম ? অন্য কিছু দেখোনা, অন্য কিছু শুনোনা । শুনলেও তার প্রভাব পড়ে । শুধু বাবা আর আমি, সদা এই সুখানুভবে যাপন করো । তোমরা অনেক মেহনত করেছো, এখন আনন্দে সুখে যাপন করার সময় । একটা তো গীতও আছে, "মজাই মজা" , তাই না ! ওঠো, চলো, সেবা করো, ঘুমাও সবকিছু খুশি খুশিতে । খুব নাচো, গাও, খুশিতে থাকো । নাচতে নাচতে খুশির সঙ্গে সেবা করো । এমন নয় যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অর্থাৎ পড়ে যাবে, উঠবে এভাবে সেবা করোনা ! সঙ্গমযুগে তোমাদের সর্ব সম্বন্ধে গভীর তৃপ্তি থাকে । অতএব, সদা সুখানুভূতির দৃশ্যাবলীর মধ্যে থাকো । আচ্ছা !

বরদানঃ - কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে ধর্মরাজ পুরীর সাজা থেকে নিজেকে রক্ষা করে বিকর্মাজিত ভব

সাজার অনুভবকেই ধর্মরাজ পুরী বলা হয়, এমন নয় যে ধর্মরাজ পুরী কোনো আলাদা জায়গা । লাস্টে তোমার কৃতকর্মের পাপ যমদূতের ভয়াল রূপে তোমার সামনে আসে । সেই সময় অনুতাপ এবং বৈরাগ্যের মুহূর্ত, ছোট ছোট পাপও ভূতের মতন লাগে ! অনুশোচনায় গ্রাহি গ্রাহি রব ওঠে, এইজন্য সেই শাস্তির ফিলিং থেকে নিজেকে বাঁচাতে কর্মের গুহ্য গতির জ্ঞাতা হয়ে সদা শ্রেষ্ঠ কর্ম করো এবং বিকর্মাজিত হও ।

স্লোগানঃ - যারা তন-মন-ধন দ্বারা বাবার কাছে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়, তারা বাবার কন্ঠহার হয়ে যায় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- মায়ার বশ হয়ে ঈশ্বরীয় মতের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করো না, কখনোই বাবার নিন্দা করিও না"

প্রশ্ন :- মায়াও বাবার সাহায্যকারী -- কিভাবে ?

উত্তর :- মায়া যখন দেখে, কেউ শ্রীমতের অবজ্ঞা করছে, বাবার কথা শুনছে না, শ্রীমত অনুযায়ী চলছে না, তখন তাকে কাঁচা খেয়ে নেয়, খাপ্পড়ও মেরে দেয়। সে-ই চালাক, যে বাবার স্মরণে থেকে, মায়াকে চিনে নিয়ে তার বশীভূত হয় না।

গীত :- আমার আশ্রয় দাতা আমার হৃদয় তোমায় জানায় ধন্যবাদ

ওম শান্তি। বাচ্চারা এ কার মহিমা শুনছে ? পরমপিতা পরমাত্মার। বাচ্চারা জানে যে এমন বাবাকে স্মরণ করে এখন তাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে। বাবার নির্দেশই হলো, নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো আর নিজেকে আত্মা রূপে বাচ্চা মনে করো। এ হলো এক লক্ষ্য। বাবার নিবাস স্থান তো এখন মধুবনেই। এখন কিভাবে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাবে ? যে যতটা বাবাকে স্মরণ করবে, তার পাপ ততই কমতে থাকবে, আর যে বাবার আশীর্বাদী বর্ষার কথা স্মরণ করে তার ততই সম্পত্তি জমা হতে থাকে। এ এক ধরনের ব্যবসা যা বাবা আমাদের শেখান। এমন বাবাকে তো নিরন্তর স্মরণ করা উচিত। যদি স্মরণ না করো তাহলে মায়া পাথর ছুঁড়ে মারবে। যতই কেউ বলুক যে আমি বাচ্চা, মায়া কোনো কম কিছু নয়। যদিও স্থূল বা সূক্ষ্ম সেবা করে কিন্তু বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে যদি না জানে তাহলে তাকে সুপুত্র সন্তান কখনোই বলা যাবে না। বাবা তো কখনোই কারোর উপর রাগ করেন না, কখনোই অন্য দৃষ্টিতে দেখেন না, কিন্তু এমন চলন দেখলে বুঝতে পারেন যে, এ হলো আসুরী মতের। মায়া এক ঘুষিতেই একেবারে শেষ করে দেয়। তখন কতো বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাদের যত পাপ হয়ে যায়, অজ্ঞানী মানুষের তেমন হয় না। কেউ কাছে থেকেও সামান্যতম বাবাকে চেনে না। বাবা বলেন, এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে, যারা শুনেও শুনবে না। তাহলে বাবা কি করবে ? আজকাল মানুষকে যতই আশীর্বাদ করো বা ভালোবাসো কিন্তু তারা বসে বসে নিজেদেরই ভস্মাসুর বানিয়ে ফেলে। বাস্তবে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় আর আসুরী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাত দিনের তফাত। এই দুনিয়াতে কারোরই বাবার সাথে কোনো যোগ নেই। এমন মানুষদের বাবা এসেই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ের করেন। তোমাদের মধ্যেও তো কেউ কেউ ঈশ্বরের হয়ে তাঁর শ্রীমতে চলে আর যারা চলে না তারা ভস্মাসুর হয়ে জ্বলে মরে। তোমরা ঈশ্বরীয় মতে চলে স্বর্গের মালিক দেবতা হও আর বাকিরা স্বর্গে যাওয়ার পরিবর্তে কাম চিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

বাবা বাচ্চাদের কতো যুক্তি দিয়ে তুলে ধরেন কিন্তু মায়া এমনই যে আঘাত করে যে নিন্দা করানোর নিমিত্ত হয়ে যায়, আর যারা চালাক বাচ্চা, তারা প্রতি পদে পদে বাবার শ্রীমতে চলে। বাবার প্রথম আঙ্গাই হলো - আমি, পারোলৌকিক বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের পরিবর্তন হবে। যারা বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হয় না, শ্রীমত অনুযায়ী চলে না, তাহলে মায়া কন্যা তাদের খেয়ে ফেলে। মায়াকে মেয়ে বলা হয় কেননা মায়া সাহায্য করে। বাবা তো পরমধাম থেকে এসেছেন, বাচ্চাদের পড়িয়ে নর থেকে নারায়ণ বানাতে তবুও তোমরা এমন বাবার অবোধ হয়ে যাও। বাইরে

বেরোলেই তোমরা মায়ার খপ্পড় খাও তারপর আবার ক্ষমা চাও । বেচারী গরীব কন্যা বা মাতাদের উপর কোথায় না কোথায় বন্ধন এসে যায় । কামের হালকা নেশা থাকলেও নেমে যায়, আবার মেয়েদের উপর কতো অত্যাচার হয় । কতো বাধা এসে যায় । এতো সব পাপ তাদের উপর তখন আসে । অনেক কঠিন সাজা খেতে হয়, সে কথা আর জিজ্ঞেস করো না । মায়ী জানে যে, আগের কল্পের কারা ছিলো যারা মায়াকে জয় করে বাবার দিকে চলে গিয়েছিলো । সেও সেয়ানা । সে দেখে যে, এ বাবার অবস্থা করছে তখন তালা বন্ধ করে দেয় । বাবা জানেন যে, এই আবলা কন্যারাই ভারতের কল্যাণ করে । বাবা এই মায়েদের সম্বন্ধে খুবই সতর্ক । বাচ্চারা, তোমাদেরও এই মায়েদের খেয়াল রাখা উচিত । নিজের অহংকার থাকা উচিত নয় । বাবা নিজেই বলেন, বন্দে মাতরম্ । খুব সাবধানে থাকতে হবে । কোনো নোংরা চলন রাখবে না । নিজেকেই নিজে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, আমি কোনো উল্টো কাজ করছি না তো ? বাবা বলেন যে, তোমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নাও । তোমরা এখানে দেবতা হতে এসেছো । ধর্ম স্থাপনাতে তো অনেক বিঘ্নই আসে । ক্রাইস্টের সময়ও এমন অনেকেই ছিলো যারা নিন্দা আদি করতো । আসুরী সম্প্রদায় তাঁকে মেরে ফেলেছিলো, চিনতেই পারে নি । এখন তাঁর কতো চার্চ বানানো হয়েছে কিন্তু তাতে কিছুই লাভ নেই । মায়ার হয়ে মানুষ তমোপ্রধান হয়ে যায় । যেখানেই যায়, সেখান থেকে কিছুই পায় না । দিনে দিনে আরো দুঃখী, তমোপ্রধান হতে থাকে । মনে করো, গুরু নানকের কাছে গেলে, সেখান থেকে কি পাবে ? তিনি কেবল বলবেন, তোমাদের পবিত্র হয়ে থাকতে হবে । কিন্তু অপবিত্রই থাকে । কেবল তাঁর ভজন গাইতে থাকে কিন্তু কিছুই পায় না । এখন দেখো, সবাই কবরে শায়িত হয়ে গেছে । জ্ঞানের কথা কেউ কিছুই জানে না । ক্রোধও খুব কড়া, যাতে ভস্মাসুর করে দেয় । তখন জমা হওয়ার পরিবর্তে ঘাটতি হয়ে যায় । আসে নিজের ভাগ্য বানাতে । বলে, বাবার থেকে স্বর্গের বর্ষা নিতে এসেছি । আচ্ছা, তাহলে বাবাকে সম্পূর্ণ স্মরণ করতে হবে । তাঁর শ্রীমতে চলতে হবে । যদি না চলো, তাহলে যেমন ছিলে ঠিক তেমনই থেকে যাবে । তখন প্রতি কল্পে এমনই নেমে যাবে । তখন কখনোই আর উঠতে পারবে না । এখন যদি পুরুষার্থ করো, তাহলে উঁচুর থেকেও উঁচু হতে পারবে ।

বাবা কতো করে বোঝান, বোর্ডেও লেখা থাকে - ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়, পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপন করেছেন । তাঁর থেকে স্বর্গের রাজত্বের আশীর্বাদী বর্ষা নিতে হবে । যদি এখানে এসে আবার চলে যাও তাহলে সবাই বলবে, তাহলে হয়তো ঈশ্বর এখানে নেই, এমনভাবে ছেড়ে বেরিয়ে এলো । তখন কতো সংশয় বুদ্ধির হয়ে যাবে । তার উপর সবার পাপের দায়ভার এসে যায় । শ্রীমত অনুযায়ী না চললে কেমন করে শ্রেষ্ঠ হবে ? আর শ্রীমত অনুযায়ী চললে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না । তিনি বাবাও আবার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজও । ধর্মরাজ দেখেন যে, মানুষ কি কি পাপ করে ? আমার গ্লানি করে । এখনকার নিয়ম খুব শক্ত কিন্তু কিছু বাচ্চারা তা বুঝতে পারে না । তোমরা হাত তোলো যে - আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণকে বিয়ের উপযুক্ত কিন্তু এমন কাজ করো যে আর বলার নয় । এর পরে এই কেল্লা এমন হয়ে যাবে যে কোনো পতিতই আর ভিতরে আসতে পারবে না । এখন তো মায়ী অনেকেরই নাক ধরে নেয় । সেই নিরাকার বাবা এনার চোখকে ধার নিয়ে দেখছেন যে, এই বাচ্চা ফার্স্টক্লাস আর এ হলো কাঁটার তুল্য । বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা, তোমাদের তো স্বর্গের মালিক হওয়া উচিত । তোমরা এমন পুরুষার্থ কেন করো না । বাবা হলেন সর্বশক্তিমান । তিনি আমাদের মায়াকে জয় করতে এসেছেন । তিনি বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, সাজাকে তো ভয় পাও । বাবার শ্রীমতে চলে আঞ্জাকারী হও । নিজেকে দয়া করো । মায়ার বশে এসে কিছু করলে ভূত হয়ে যাবে । ভবানী মাতা বলা হয়, কেউ তো ভবানী মায়ের উত্তরাধিকারী হয়ে যায় আবার কেউ ভূত হয়ে যায় । তোমরা

সকলেই ভবানী মাতা, তোমরাই জ্ঞান অমৃত পান করাও । বিশ্বাসী বাচ্চাদের উপর মাতা - পিতার আশীর্বাদ থাকে । যদি বিশ্বাসী না হয় তাহলে শান্তিতে কোথাও দূরে গিয়ে থাকে, সেও ভালো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

রাত্রি ক্লাস -- ১৭ - ০৬ - ৬৮

মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে আসে, তখন তারা মনে করে যে, আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি । বাবার থেকেই তারা শোনে । যখন নিজের - নিজের সেন্টারে যায়, তখন সামনে বাপদাদা থাকে না । কোথাও কোথাও আবার গোপেরা চালায় । মুরলী তো সহজ । যে কেউ ধারণ করে ক্লাস করতে পারে । ব্রাহ্মণীরা তো বসেই আছে । বাবা জিঞ্জিৎস করেন, কেউ মুরলী পড়ে মুরলীর সার শোনাও কি ? কেউ মুরলী পড়ে শোনায় । যারা মুরলী হাতে নিয়ে শোনায়, তারা হাত তোলো । যারা মুরলী হাতে না নিয়ে অর্থাৎ মুরলী ছাড়াই শোনায়, তারা হাত তোলো । মুরলী তো হাতে থাকা উচিত, তাই না । তারা পড়েছে তারপর বসে সার শোনায় । কেউ আবার মুরলী পড়ে শোনায়, এমন নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই । যেমন মহারথী, ঘোরসওয়ার এবং পেয়াদা । সবাই তো আর একরকম পড়ে না । কেউ আবার পড়ে, অ্যাডিশন করে নানা রহস্যও শোনায়, রসাত্মক নমুনা । সকলেই এমনভাবে বোঝাতে পারে না । এখানে তো বাবা বসে আছেন । বাবা বাচ্চাদের বলেন, কোনো বিষয়েই সংশয় হওয়া উচিত নয় । এক বাবাই সবকিছু শোনান । দুনিয়ার ওই স্কুলে তো অনেকেই পড়ায় । আলাদা - আলাদা পড়ান । এখানে তো একজনই পড়ান । এখানে একটাই এইম অবজেক্ট । এতে কোনো প্রশ্ন থাকে না । ভোরবেলা এখানে বসে আমি বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রায় সাহায্য করি । এমন নয় যে কেবল তোমাদেরই স্মরণ করি, সমস্ত বেহদের বাচ্চারা স্মরণে থাকে । তোমাদের এই স্মরণের দ্বারাই সম্পূর্ণ বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে । তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যে আগুল তোলো ? সম্পূর্ণ দুনিয়াকেই তো পবিত্র করতে হবে । তাই বাবা সমস্ত বাচ্চাদের উপরই নজর রাখেন । সকলেই শান্তিতে চলে যাবে । সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করো, যার যোগ ভালো, সেই ধারণ করতে পারে । বাবা তো বেহদেই এসে বসবেন । আমি এসেছি সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র বানাতে । সম্পূর্ণ দুনিয়াকে আমি কারেন্ট দিচ্ছি যাতে পবিত্র হয়ে যায় । যাদের যোগ হবে তারা বুঝতে পারবে, বাবা এখন বসে এই স্মরণের যাত্রা শেখাচ্ছেন, যাতে এই বিশ্বে শান্তি হয় । বাচ্চাদেরও স্মরণ করা হয় । তারাও যদি স্মরণে থাকে তাহলে বাবার সাহায্য পায় । খুব সামান্যই আছে যারা খুব ভালোভাবে স্মরণ করে । সাহায্যকারী বাচ্চাদেরও তো চাই, তাই না । ঈশ্বরের সাহায্যকারী । তারা নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে স্মরণ করবে, তাই না । তোমাদের প্রথম বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া । তোমরা বাবার সাথে নিমিত্ত হও । মানুষ বাবাকে স্মরণ করে - হে পতিত - পাবন, এসো । এখন তিনি একা কি করবেন ? সাহায্যকারী তো চাই, তাই না । তোমরা জানো যে, এই বিশ্বকে শান্ত করে তোমরাই তাতে রাজত্ব করবে । এমন বুদ্ধি থাকলে তবেই নেশা চড়ে থাকবে । বাচ্চারা, তোমাদেরই এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে হবে । তোমরা জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে চলে আমাদের নিজেদের যোগবলের দ্বারা রাজধানী স্থাপন করছি । এই নেশা তো থাকা উচিত, এতে কোনো স্কুল কথা নেই । এ হলো রুহানী । বাচ্চারা বুঝতে পারে, প্রতি কল্পে বাবা এই রুহানী শক্তিতেই আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান । এও তারা বুঝতে পারে, শিববাবা এসেই এই স্বর্গের স্থাপনা করেন । দুনিয়া এও জানে না যে, পরমপিতা পরমাত্মা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন

কিন্তু কবে বা কিভাবে তা কেউই জানে না। গীতায়ও আটায় নুনতুল্য সঠিক। বাকি সবই তো মিথ্যাই মিথ্যা। বাবা এসেই সত্য কথা বলেন। এই ভারতের যোগবল তো খুবই প্রসিদ্ধ। বাবা বলেন যে হঠযোগী রাজযোগ শেখাতে পারেন না কিন্তু আজকাল তো মিথ্যা অনেক বেড়ে গেছে। সত্যের সামনে নকল অনেককিছুই হয়ে গেছে তাই খুব মুশকিলেই কেউ সত্যকে জানতে পারে। এ তো বাবা এসেই এই রাজযোগ শেখান। বাবা বলেন যে, কল্পে কল্পে এমনই হয়। এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হয়ে গেছো। প্রাচীন ঋষি - মুনিরাই জানে না তাহলে অন্যদের কাছে কি করে আসবে? গীতার জ্ঞানকেও জানে না। এই দাদাও অনেক পড়তেন। এখন তিনি জ্ঞান পেয়েছেন। তোমরা জানো যে এই দুনিয়া তমোপ্রধান। মানুষ কিছুই বোঝে না। ভারত একসময় সমঝদার ছিলো। এ হলো ভারতেরই খেলা। অন্য ধর্ম কখন আসে এও বাচ্চারাই বোঝে। তোমরা মূল বতন এবং সূক্ষ্ম বতনকেও বুঝতে পেরেছো। কেবলমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণরাই এই জ্ঞান পাও। দেবতাদের তো এই জ্ঞানের দরকার হয় না। এখন তোমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বের জ্ঞান আছে। তোমরা আগে শূদ্র বর্ণের ছিলে। তারপর ব্রহ্মাকুমার হলে এই জ্ঞান দেওয়া হয় যাতে তোমাদের দৈবী সাম্রাজ্য স্থাপন হচ্ছে। বাবা এসেই ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সেও এই সঙ্গম যুগেই স্থাপন করেন। অন্য ধর্মের লোকেরা চট করে সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারে না। তাদের গুরু বলা যায় না। বাবা এসেই ধর্মের স্থাপনা করেন। বাবা বলেন, এখন তোমাদের মাথায় বাবাকে স্মরণের দায়িত্ব আছে। যা তোমরা মূর্ত্তে মূর্ত্তেই ভুলে যাও। পুরুষার্থ করে যেমন কাজ কারবারও করতে হবে তেমনই স্মরণও করতে হবে হেলদি থাকার জন্য। বাবা অনেক তীব্র গতিতে কামাই করান। এতে সবকিছুই ভুলে যেতে হয়। আমি আত্মা চলে যাচ্ছি -- এই অভ্যাস করানো হয়। যখন তোমরা অল্প গ্রহণ করো, তখন কি বাবাকে স্মরণ করতে পারো না? কাপড় সেলাই করার সময়ও যেন স্মরণ বাবারই থাকে। আবর্জনা তো দূর করতে হবে। বাবা বলেন, শরীর নির্বাহের জন্য যদিও বা কাজ করো, এ হলো খুবই সহজ। তোমরা বুঝে গেছো যে -- ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন বাবা রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী রিপোর্ট হয়। আগের কল্পের মতোই তা রিপোর্ট হচ্ছে। এই রিপোর্টেশনের রহস্যও বাবাই বুঝিয়ে বলেন। মানুষ বলেও থাকে ----- ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট। ওয়ান গড, ওয়ান রিলিজিয়ন, এমন বলে থাকে। সেখানেই শান্তি হবে। সে হলো অদ্বৈত রাজ্য। দ্বৈত মানে আসুরী রাবণ রাজ্য। ওরা হলো দেবতা আর এরা দ্বৈত। এই আসুরী রাজ্য আর দৈবী রাজ্যের খেলা ভারতের জন্যই বানানো আছে। ভারতেই আদি সনাতন ধর্ম ছিলো। ভারতেই ছিলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। আবার বাবা এসেই সেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ তৈরী করেন। আমরাই সেই দেবতা ছিলাম। তারপর আমাদের কলা কম হয়ে গিয়েছে। আমরাই শূদ্র সাম্রাজ্যে চলে এসেছিলাম। বাবা আমাদের এমনভাবে পড়ান যেমনভাবে টিচাররা পড়ায় আর স্টুডেন্টরা শোনে। ভালো স্টুডেন্টরা সম্পূর্ণ মনোযোগ দেয়, কখনোই মিস্ করে না। এই পড়া প্রত্যহ অভ্যাস করা উচিত। এমন গডলী ইউনিভার্সিটিতে অনুপস্থিত হওয়া উচিত নয়। বাবা এইসব গুহ্য কথা শোনান। আচ্ছা - গুড নাইট। রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার আঙুলাকারী, বিশ্বাসী হয়ে আশীর্বাদ নেওয়ার পাত্র হতে হবে। কোনো অবজ্ঞা করো না।

২) কখনোই কোনো উল্টো চলন করে নিজের ভাগ্যের গন্ডী টেনে দিও না । ভস্মাসুর হয়ো না ।
ধর্মরাজের সাজার ভয় পেতে হবে ।

বরদান :-- স্বচিন্তন এবং স্বদর্শন দ্বারা হীরে সমান অমূল্য জীবনের অনুভব করে বেদাগ হও

হীরে সমান অমূল্য জীবনের অনুভব করার জন্য সদা স্বচিন্তন করো আর স্বদর্শন চক্রধারী হও
কেননা হীরেকে দাগী করে কেবল দুটি বিষয়, -- এক পরদর্শন আর দ্বিতীয় পরচিন্তন ।। এই দুটি
বিষয় সঙ্গের রংয়ে স্বচ্ছ হীরেতে দাগ লাগিয়ে দেয় তাই এই মূল বীজকে সমাপ্ত করে স্বচিন্তন করো
আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাও তাহলেই ধুলো আর দাগ লাগতে পারবে না । সদা দাগহীন প্রকৃত হীরা,
ঝলমলে অমূল্য হীরা হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- বিচিত্র বাবার চিত্র আর চরিত্রকে যে স্মরণ করে সেই চরিত্রবান ।

“মিষ্টি বাচ্চারা – অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে অনেক জ্বালাতন করেছে। এখন তোমরা বাবার স্মরণে এসেছ। বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রেখে তোমাদেরকে মায়া-জিৎ এবং জগৎ-জিৎ হতে হবে”

প্রশ্ন:- সঙ্গমযুগে ভগবানকেও কোন্ পরিশ্রম করতে হয়?

উত্তর:- আত্মারূপী ময়লা কাপড়কে পরিষ্কার করতে হয়। তোমরা বাচ্চারা নিজের পাপের খাতা সাফ করার জন্য বাবার কাছে এসেছ। যত বেশি দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করবে, তত বিকর্মাজিৎ হবে। বাবা ছাড়া অন্য কারোর সাথে বুদ্ধির যোগ যুক্ত করলে ভস্মাসুর হয়ে যাবে। তাই শ্রীমৎ অনুসারে চলো।

গীত:- ওম্ নমো শিবায় ...

ওম্ শান্তি। তোমরা বাচ্চারা বাবাকে নিজের অবলম্বন বানিয়েছ অথবা বাবার শরণে এসেছ। ইনি কোনো লৌকিক পিতা নন, ইনি হলেন পারলৌকিক পিতা। অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে হয়রান করেছে। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এটা হল দুঃখধাম অর্থাৎ আসুরি দুনিয়া। প্রতি কল্পেই তোমরা বাচ্চারা বাবার কাছে শরণ নাও। তোমরা হলে শরণাগত। মায়া খুব দুঃখী করে দিয়েছে। তোমাদের যেটুকু ইচ্ছিত ছিল, সেটা মায়া নষ্ট করে দিয়েছে। এইসকল কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। মানুষ যখন দুঃখী হয়, তখন অন্যের কাছে গিয়ে শরণ নেয়। তোমরাও এখানে অর্ধেক কল্প ধরে মায়ার শরণে ছিলে। বর্তমানে তোমরা যাঁর শরণে এসেছ, তিনি বসে আত্মাদেরকে বোঝাচ্ছেন। দুনিয়ার মানুষ তো জানে না যে আমরা কবে থেকে দুঃখী হয়েছি। আমরা স্বর্গের ফুল ছিলাম, তারপর মায়া কিভাবে কাঁটা বানিয়ে দিয়েছে সেটা এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো। তা সত্ত্বেও মানুষই আছ, জানোয়ার তো হয়ে যাওনি। বাচ্চারা বলে – তুমিই মাতা-পিতা আমি তোমার বালক ... আমরা তোমার শরণে এসেছি, আমাদেরকে এই মায়া রাবণের হাত থেকে রক্ষা করো। তাই তিনি এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে মায়ার হাত থেকে মুক্ত করে স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। মায়া তোমাদেরকে অনেক হয়রান করেছে। হয়রান হলেই ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে। সবই ড্রামা অনুসারে। যারা স্বর্গবাসী ছিল, তাতেই শত্রু হয়ে গেছে মায়া। এটা কেউই জানে না যে মায়া অর্ধেক কল্প ধরে শত্রুতা করছে। এটা খুবই গুহ্য বিষয় যেটা বুঝতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা অনেক স্মরণ করে এসেছ যে এই সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্ত হবে। বাবা এসে আমাদেরকে আপন বানিয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। বর্তমানে তোমরা হলে রিফিউজি (উদ্বাস্তু)। আজকাল উদ্বাস্তু সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তারা কোথাও গিয়ে আশ্রয় বা শরণ নেয়।

তোমরা জানো যে মায়া ভারতকে অনেক দুঃখী করে দিয়েছে। ভারতে যখন স্বর্গ ছিল তখন দেবী দেবতার অর্ধেক সখী ছিল। ইউরোপবাসীরাও জানে যে ভারত অনেক প্রাচীন দেশ। যখন আমরা ছিলাম না তখন কেবল ভারতই ছিল। প্রাচীন ভারত অনেক সমৃদ্ধশালী এবং সুখী ছিল। একেই স্বর্গ অথবা হেভেন বলা হয়। এ হল ৫ হাজার বছরের কথা। সেই ভারতই এখন কাঙাল এবং কড়িতুল্য হয়ে গেছে। এইরকম কে বানিয়েছে? মায়ারূপী রাবণ। অর্ধেক কল্প ধরে অধঃপতন হতে হতে ভারত

এখন কড়ি তুল্য হয়ে গেছে। বাবা বলছেন, অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে হয়রান করেছে। এখন তোমরা প্রভুর কাছে আশ্রয় চাইছ - ভগবান তুমি এসো, আমরা তোমার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব। পরমপিতা পরমাত্মা-ই পুনরায় ভারতকে হিরেতুল্য বানান। তাই ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে বলে - হে ঈশ্বর, শরণে নাও। এটাও বলে যে আমার সম্মান রক্ষা করো, তুমি হলে দয়াময়। কিন্তু আবার সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। একেই বলা হয় ধর্ম গ্লানি। তোমরা জানো যে অর্ধেক কল্প ধরে মায়া তোমাদেরকে একেবারে অধঃপতিত করে দিয়েছে। বাবা বলছেন, কল্পে কল্পে যখন এইভাবে ভারত ধর্মব্রষ্ট এবং কর্মব্রষ্ট হয়ে যায় তখন আমি আসি। নিজের ধর্মকেও জানে না। এটাই হল ভবিতব্য। যখন লুপ্ত হয়ে যায়, তখনই বাবা এসে পুনঃস্থাপন করেন। এখন এই ধর্ম লুপ্তপ্রায়। ড্রামা অনুসারে এইরকম হবে। তাহলেই ড্রামা অনুসারে বাবা এসে পুনরায় ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপন এবং শঙ্করের দ্বারা নরকের বিনাশ করান। এটা তো বিনাশের সময়, তাই না? বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে। তোমরা হলে প্রীত বুদ্ধি সম্পন্ন। মায়ার ওপরে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমরা সর্ব শক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শরণ নিয়েছ। তোমরা সহজ রাজযোগ এবং জ্ঞান প্রাপ্ত করছ। বাবা বলছেন, তোমরা আমাকে অর্থাৎ বাবাকে ভুলে গেছ। মায়া তোমাদেরকে আমার থেকে বিমুখ করে দিয়েছে। বাবা বসে ব্রহ্মার মুখের দ্বারা শিক্ষা দেন। মায়া প্রবেশ করার ফলে এইরকম গ্লানিপূর্ণ কথা লিখে দিয়েছে। তোমরা জানো যে বাবা ছাড়া আর কেউ রাজযোগ শেখাতে পারবে না। বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আত্মাই কথা বলে। তোমাদেরকে দেহী-অভিমানী বানানো হয়। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। আত্মার ওপরেই প্রলেপ পড়ে। ওরা মনে করে আত্মা হল নির্লেপ, শরীরের ওপরেই কিছু না কিছু দোষ লাগে। তাই গঙ্গা স্নান করে। কিন্তু গঙ্গা জলের দ্বারা তো পাপ দূরীভূত হওয়া সম্ভব নয়। তাই বাবা বলছেন, দেহ সহিত সবকিছু ভুলে যাও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমাকে অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মা শিব কে স্মরণ করো। শিব হলেন নিরাকার। শিব জয়ন্তী পালন করে থাকে, কিন্তু কেউই তাঁকে জানে না। সোমনাথের মন্দির তো কত বড়, কিন্তু তিনি কবে এসেছেন, কীভাবে এসেছেন, এসে কী করেছেন - কোনো কিছুই জানে না। নিশ্চয়ই কোনও শরীরেই এসে থাকবেন। সর্বব্যাপীর জ্ঞান সবাইকে সব কিছু ভুলিয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলছেন শ্রীমতে চলো।

শিববাবা এই শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের নলেজ দিচ্ছেন। এই শরীর (ব্রহ্মাবাবার) লোন নিয়েছেন। এই রথের রথী হয়ে তোমাদের জ্ঞান প্রদান করছেন । বাকি কোনো ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদির কোনও ব্যাপার নেই। ওনাকে (ব্রহ্মাবাবা) ভাগীরথ বা নন্দীগণও বলা হয়। বলাও হয়ে থাকে - ভাগীরথ গঙ্গা আনয়ণ করেছিলেন। মাথা থেকে কী কখনও নির্গত হতে পারে? সেইজন্য বাবা বলেন ওই সব বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করলে আমাকে পাওয়া যায় না। আমাকে তো আসতেই হবে। এসে তোমাদেরকে শরণে নিই। মানুষ কী খোড়াই জানে যে রাবণ কী জিনিস ? এখন তো হল রাবণ রাজ্য। রাবণের আসুরি মতে চলছে সবাই। এখন তোমরা শ্রীমতে চলে ২১ জন্মের জন্য শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। আসুরি মত দ্বাপর থেকে শুরু হয়, যাকে ভিশস (পাপের দুনিয়া) ওয়ার্ল্ড বলা হয়। ভিশস ওয়ার্ল্ড স্থাপন করে রাবণ। ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড (পাপ রহিত) স্থাপন করেন রাম, শিববাবা। গীতও তোমরা শুনেছ - শিবায় নমঃ । ব্রাহ্মা, বিষ্ণু, শংকর দেবতায় নমঃ বলা হয়। এমন নয় যে ব্রাহ্মা পরমাত্মায় নমঃ বলা হবে। না। পরমাত্মা তো একজনই। সকলের বাবা হলেন একজন। এখন তোমাদের বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা বা উওরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে । এটা হল পার্থশালা - মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার । গড ফাদারলী কলেজ হল এটা ভগবানুবাচ যে। নামই লেখা রয়েছে ঈশ্বরীয় বিশ্ব-শান্তির বিদ্যালয়। এইম অবজেক্টও লেখা রয়েছে। নর থেকে শ্রী নারায়ণ, নারী

থেকে শ্রী লক্ষ্মী হতে হবে। তোমরা আবার নর থেকে নারায়ণ হচ্ছ। শ্রীমত অনুসারে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। সেইজন্য বাবা বলেন - রাত জেগেও বাবাকে স্মরণ করো। বাবা আমরা তোমাকেই স্মরণ করব। তোমার কাছেই যেতে হবে, তারপর তুমি আমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবে। বাবা তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করেন। তোমরা যোগে থেকে ভারতকে পবিত্র বানাবে। তোমাদের যোগের শক্তির দ্বারা আবার ২১ জন্ম ভারতে শান্তি থাকে। সেখানে মায়া থাকে না। সদা সুখী থাকে। দেহ-অভিমানের কারণেই মানুষ দুঃখী হয়। এখন বাবা তোমাদের দেহী - অভিমানী বানান। সত্যযুগে যারা দৈবী গুণের ছিল, তারাই এখন আসুরি গুণের হয়ে পড়েছে। এখন তোমরা আবার শিবালয়, অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিষ্কো। এটা হল কলেজ। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিনাশ হচ্ছে বাবা পড়তেই থাকবেন। কেননা অর্ধ কল্পের বোঝা মাথার উপরে রয়েছে এখনও। সেটাকে দূর করতে হবে। এতে পরিশ্রম আছে। এই সময়ে সকলেই হল পাপ আত্মা। পবিত্র আত্মা একজনও নেই। বলা হয়ে থাকে - হে পতিত পাবন এসো, কিন্তু এটা বোঝে না যে এটা হল পতিত দুনিয়া।

এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। ব্রাহ্মার সন্তান তোমরা সংখ্যায় কতো অল্প ! এরপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে, তারপর ঋত্রিয় হবে। এটাই হল স্বদর্শন চক্র। পুনর্জন্ম নিতে নিতে আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করি। এসব কথা শাস্ত্রে নেই। ব্রাহ্মার হাতে শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে তারা। সূক্ষ্ম বতনবাসী ব্রাহ্মা হতে পারে না। নাম হল প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাকে অ্যাডম বা আদম বলা হয়, তিনিই হলেন এই সমগ্র জিনোলজিক্যাল ড্রির (বংশলতিকা বা কল্পবৃক্ষের) হেড। সে তো তোমরা জানো। আমরা হলাম রুদ্র মালার দানা। আমরা আত্মারা ওখান থেকে আসি। আমাদের নিবাস স্থল হল সেই পরমধাম। প্রত্যেক আত্মাকে ৮৪ জন্মের অবিনাশী পাট প্রাপ্ত হয়েছে। ও সব কথা তো পতিত মানুষ বুঝতে পারবে না। পতিত থেকে পাবন তো বাবা-ই বানাবেন, তাই না ! তিনিই সকলের প্রতি দয়া করতে পারেন। আর কেউ সমগ্র দুনিয়ার উপর দয়া করবার লীডার হতে পারে না। সে তো বাবা-ই একমাত্র হতে পারেন। বাবার তো দয়া হয়। যখন মানুষ খুব দুঃখী হয়ে পড়ে, তখনই আমি আসি। তোমরা বাচ্চারা, তন - মন - ধনের দ্বারা ভারতের সেবা করে ভারতকে স্বর্গ বানাও। যেমন গান্ধীজী বিদেশীদের হাত থেকে রাজ্য নিয়ে নিয়েছিলেন, তবে তা হল মৃগতৃষ্ণার সমান। এখন মায়াও হল ফরেনার্স। অর্ধেক কল্প রাজত্ব করেছে। বাবা এসে তার থেকে মুক্ত করেন। মায়া তোমাদের খুবই দুঃখী করে দিয়েছে। সেইজন্য বাবা বলেন - আমি আসি তোমাদের মুক্ত করতে। এখন তোমরা শ্রীমতে চলো। নাহলে মায়া একদম কাঁচা খেয়ে নেবে তোমাদের। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হও। তোমরাই হলে শিব শক্তি পান্ডব সেনা। তোমাদের স্মরণিক দিলওয়ারা মন্দিরে রয়েছে। প্র্যাকটিক্যাল দিলওয়ারা মন্দির হল অ্যাকুরেট। রাজযোগের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হও। ভারত স্বর্গ ছিল। এখন তোমরা পরমপিতা পরমাত্মার শরণে এসেছ বাবার কাছ থেকে বেহদের অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিতে। ২১ প্রজন্ম দেবী - দেবতাদের রাজত্ব চলে। তোমরা আসো স্বর্গের মালিক হতে। মায়া ভস্মাসুর বানিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের বর্ষা করেন। বাবা তাঁর শরণে নেন। তারপর মায়া ট্রেটর বানিয়ে দেয়। তখন অবলাদের উপরে কত নির্যাতন হয়। এখন তো কোনোই সার্বভৌমত্ব নেই। বাবা এসে দৈবী সার্বভৌমত্ব স্থাপন করেন। সত্যযুগ ইত্যাদিতে মহারাজা - মহারানী ছিল। এখন তো নো সার্বভৌমত্ব। প্রজার উপরে প্রজার রাজত্ব এখন। একেই বলা হয় অধর্ম। মায়া অধর্মের রাজত্ব স্থাপন করে। বাবা আবার এসে ধর্ম রাজ্য স্থাপন করেন। এখন তো নো রিলিজিয়ন (কোনো ধর্মই নেই)। বলে আমরা ধর্ম মানি না। সেইজন্যই শক্তিও নেই। এটাও হল অল্প কালের

স্বরাজ্য। নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে শেষ হয়ে যাবে। বাবা এসে তোমাদের অমরপুরীর মালিক বানান। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন। বাচ্চারা, তোমাদের দেহী-অভিমানী হতে হবে।

বাবার সাথে যত বেশি যোগযুক্ত হবে তত বিকর্মের বোঝা নেমে যাবে আর তোমার বিকর্মজীত হয়ে যাবে। যে বাবা স্বর্গের মালিক বানান তাঁকেই তালুক দিলে, বুদ্ধির যোগ আর কারো সাথে জুড়লে ভস্মাসুর হয়ে যাবে। এখন তোমরা বসেছ নিজের কর্মের খাতা সাফ করতে। পাপের বোঝা কম জমে নেই। বাবা বলেন - আমি এসে অজামিলের মতো পাপীদেরকে উদ্ধার করতে। বাবা জ্ঞান অমৃতের দ্বারা আমাদের কত শুদ্ধ বানান ! আবার শ্রীমতে চলতে চলতে আশ্চর্যবৎ ভাগিনী হয়ে যায়। ভগবান এসে বাচ্চাদের উপরে পরিশ্রম করেন, যারা ময়লা বস্ত্র তারা ছিন্ন হয়ে যায়। সেইজন্য বাবা অজামিল নাম রেখেছেন। বাবার হয়ে যাওয়ার পরে তারপর তাঁকে তালুক যারা দিয়ে দেয় তারা হল নাস্ত্রার ওয়ান অজামিল। তাদের মতো পাপাত্মা আর কেউ হয় না। সেইজন্য বাচ্চারা তোমাদের খুব ভালো ভাবে শ্রীমতে চলতে হবে। যদি শ্রীমত ছেড়ে দাও তবে মায়া খেয়ে ফেলবে। তারপর কল্প - কল্পান্তরের জন্য অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা হারিয়ে ফেলবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) তন-মন-ধনের দ্বারা ভারতের সেবা করে একে স্বর্গ বানাতে হবে। মায়া রূপী শত্রুর থেকে মুক্ত করতে হবে।

২) দেহী-অভিমানী হওয়ার জন্য দেহ সহ সব কিছু ভুলতে হবে। যে যে পুরানো কর্মের খাতা রয়েছে সেগুলিকে যোগবলের দ্বারা সাফ করতে হবে। বিকর্মজীত হতে হবে ।

বরদান : - সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে সকলের প্রতি শুভ ভাবনা রেখে চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত ভব

কোনো কোনো বাচ্চা চিন্তন করে যে অমুকের ওই অসুখ যেন ঠিক হয়ে যায়, আমার বাচ্চা বা পতি জ্ঞানে যেন আসে, কাজ কারবার যেন ঠিক হয়ে যায়.... এসব ভাবনা তো ভালো। কিন্তু তোমাদের এই সব চাওয়া তখনই পূর্ণ হবে যখন নিজে হাল্কা হয়ে বাবার থেকে শক্তি নেবে। তার জন্য বুদ্ধি রূপী পাত্রটি খালি হওয়া চাই। সকলের কল্যাণ যদি চাও তবে নিজে শক্তিরূপ হয়ে সর্বশক্তিমানের সাথী হয়ে শুভ ভাবনা রেখে চলো। চিন্তন বা চিন্তা মুক্ত হও, বন্ধনে ফাঁসে যেও না।

স্লোগান : - যে প্রশ্ন থেকে উদ্বেগ থাকে সে-ই সদা প্রসন্নচিত্ত থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন সুইট হোম ফিরে যেতে হবে তাই পুরানো দুনিয়ার কর্মের দেওয়া -নেওয়া বা হিসাব-নিকেশ মেটাও, যোগবলের দ্বারা বিকর্মজীত হও"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা লাইট হাউস স্বরূপে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হও কেন ?

উত্তর :- কারণ সবাইকে এই নরক রূপী নোনা সাগর পার করাতে হবে তোমাদের । তোমরা মুক্তিধাম ও জীবনমুক্তিধাম যাওয়ার জন্যে যোগে বসে প্রত্যেককে সার্চ লাইট প্রদান কর। তোমরা হলে রুহানী পান্ডা , সবাইকে সুইট হোমের পথ ঠিকানা বলে দিতে হবে তোমাদের। সবাইকে জ্ঞান ও যোগের ডানা প্রদান করতে হবে ।

গান :- প্রিয়তম এসে মিলিত হও

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যখন অন্ধকার রাত হয় তখনই প্রিয়তমাদের প্রিয়তম আসেন অর্থাৎ সজনীদের সজন আসেন। সজনী কেন বলা হয় ? কারণ আত্মা যখন দেহের সঙ্গে থাকে তখন হয় সজনী । সজনীর নিজের অশরীরী সজনকে স্মরণ করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা জানো পরম পিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসে এই দেহে প্রবেশ করে পড়ান ! গুহ্য কথা শোনান। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নিজেকে অশরীরী ভাবো। আমি আত্মা, এই হল আমার শরীর। আত্মার নিশ্চয় হয়েছে এখন হল ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ দুনিয়া হল তমোপ্রধান। এই দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে, অশরীরী স্বরূপে ফিরে গেলে চারিপাশ নিঃশব্দ হয়ে যাবে। আত্মা যখন অশরীরী হয় তখন বাড়িতেও ঘন নিঃশব্দতা ছেয়ে যায়। রাত্রে আত্মা যদিও শরীরে থাকে তবুও আত্মা ক্লান্ত হয়ে অশরীরী হয়ে যায়। শরীরের অনুভূতি থাকেনা তাকেই নিদ্রা বলা হয়। তোমরা বাচ্চারা এখানে বসে নিজেকে অশরীরী অনুভব করো, তাহলে শান্তি পূর্ণ নিঃশব্দতা হয়ে যাবে। বুঝবে, এখানে যেন সবাই অশরীরী রূপে বসে আছে। ঘর পরিবার থেকে একজন সদস্যও চলে গেলে কত নিঃশব্দতা হয়ে যায় ! কোটি কোটি মানুষ মরবে। এ তো বেহদের ঘর তাই না ! সব আত্মারা ফিরে যাবে।

তোমরা জানো বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। যদি সর্বব্যাপী বলা হবে তাহলে অনেকেই জ্ঞানের সাগর পতিত পাবন হয়ে যাবে, কিন্তু এমন হয় না। বাবা বসে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলেন যে যেমন আমি পরম আত্মা হই স্টারের মতন, তেমনই তোমরাও হলে স্টারের মতন। আমি শুধু জন্ম মরণের চক্রে আসি না। তোমাদের জন্ম মরণের চক্রে এসে পার্ট প্লে করতে হয়, ৮৪ জন্মের। যেমন তোমরা হলে আত্মা , আমিও হলাম আত্মা। কিন্তু মহিমা সবার পৃথক পৃথক রয়েছে। প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিস্টার সবার আলাদা আলাদা পার্ট আছে। তেমনই আমার পার্টও একেবারে আলাদা। আমি হলাম নলেজফুল, এখন বাচ্চাদের নলেজ প্রদান করি। তোমরা জানো যে আমরা ফিরে যাই বাবার বাড়িতে অর্থাৎ পরমধাম। বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাবা হলেন আমাদের গাইড, লিডের, দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদান করেন। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। তোমরা জানো আমরা যাত্রা করছি, আমাদের পান্ডা হলেন স্বয়ং পরম পিতা পরমাত্মা। তোমরাও পথ বলে দাও। সুতরাং তোমরাও রুহানী পান্ডা হলে ।

তারা ব্রাহ্মণরা হল দৈহিক পান্ডা। সবাইকে বলতে হবে - যাত্রা করবেন ? মিত্র আত্মীয়দের সবাইকে বলো - রুহানী যাত্রা করবেন ? যেমন কেউ যাত্রা করতে যাওয়ার আগে নিজেদের কাছে আত্মীয়দের জিজ্ঞাসা করে, ঠিক তেমনই বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন যাত্রা করবে ? এই রুহানী যাত্রা কেবল রুহানী পান্ডা-ই শেখাতে পারেন। সুইট হোমের পথ শুধু তিনিই জানেন। দৈহিক পান্ডা রুহানী হতে পারে কিন্তু রুহানী পান্ডা দৈহিক পান্ডা হতে পারেনা। বাবা তোমাদের খোড়াই বলবেন যে দৈহিক যাত্রা করতে যাও। পান্ডা তখনই হতে পারবে যদি নিজে দেখে এসেছে। এমন তো কেউ নেই যে সুইট হোম দেখে এসে সেখানে নিয়ে যাবে। সুইট হোম বা পরমধামকে কেউ জানে না। আত্মার ডানা ভেঙে গেছে। যতক্ষণ বাবা না আসেন ততক্ষণ নতুন ডানা প্রাপ্ত হয়না। মলম পড়ি কেউ করতে পারেনা। যোগের দ্বারা-ই নতুন ডানা প্রাপ্ত হয়। ফিরে যেতে হবে সবাইকে। কেউ যোগবলের দ্বারা বিকর্মজীত হয় , কেউ সাজা ভোগ করে হিসেব নিকেশ মেটায়। দুঃখের সম্পূর্ণ হিসেব নিকেশ ক্লিয়ার হয়। এইসব ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে, নিজের বিকর্মের সাক্ষাৎকার গর্ভেই হয় , তারপর সাজা ভোগ করে জন্ম হয়। এখন তো অসংখ্য মানুষ মরছে। সবাইকে নিজের নিজের হিসেব মেটাতে হবে। পুরোনো দুনিয়ার কর্মের খাতার হিসেব মিটিয়ে এখন তোমাদের নতুন দুনিয়ার হিসেবের খাতায় জমা করতে হবে।

বাবা বলেন তোমরা স্মরণে থাকো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তারপর স্বদর্শন চক্র ঘোরালে তোমাদের অনেক সম্পত্তি জমা হবে। যোগের দ্বারা হেল্থ, জ্ঞানের দ্বারা ওয়েলথ প্রাপ্ত হয়। বাবাকে যত স্মরণ করবে তত নিরোগী সুস্থ শরীর প্রাপ্ত হবে। দুনিয়া এই কথা জানেনা। তারা তো বিষ্ণুকে স্ব দর্শন চক্রধারী ভাবে। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি ঔঁনাকে দিয়েছে। এবারে ঔঁনাকে শঙ্খ ধ্বনি খোড়াই করতে হবে ! এইসব তো তোমাদের কাছে আছে। তোমাদের শঙ্খ ধ্বনিত কর। বলা হয় মন্মথনাভব, মধ্যাজিভব। কত সহজ। তোমরা হলে লাইট হাউস। সবাইকে মুক্তিধামের পথ বলে দাও, তারপরে আসবে জীবনমুক্তিধামে। যোগ যুক্ত হও। তোমরা এই নরক বা নোনা বিষয় সাগর পার করার সার্চলাইট দাও। মুক্তিধাম যেতে হবে। তারপরে সার্চলাইট দাও যে এখানে জীবনমুক্তিতে আসতে হবে। এই হল বেহদের ড্রামা যার চলার গতি হল উঁকুনের মতন। আমরা হলাম অ্যাক্টর, এই ড্রামায় আমাদের ৮৪জন্মের পার্ট আছে। ভগবান এসে সহজ রাজ যোগের শিক্ষা দিচ্ছেন, এই কথা কেউ জানেনা। ভগবানকে আসতেই হয় কল্পের সঙ্গমযুগে । তোমরা এখন জানো যে কল্প পূর্বেও সঙ্গম যুগে দেখা হয়েছিল এবং বার বার এই সাক্ষাৎকার হতেই থাকবে। অনেক বাচ্চাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে। কোনো কোনো বাচ্চা কুসঙ্গে গিয়ে পড়াশোনা ছেড়ে চলেও যায়। চলতে চলতে কারো প্রতি আকৃষ্ট হলে পড়াশোনার নেশা শেষ হয়। ব্রহ্মচর্যে থাকলে ভালো পড়াশোনা হয়। খুব কমজন-ই বিবাহের পরে রাজযোগের এই কোর্স করে। কেউ ভালো ভাবে পাস করে , কারো সময় লাগে কারণ বিকারগ্রস্ত হলে ধারণা হয়না। সে রাজ-বিদ্যা হোক বা রুহানী বিদ্যা , আসলে বিদ্যা ধারণ তো আত্মা করে। ব্যারিস্টারির সংস্কার আত্মায় ভরা থাকে ফলে আত্মা সেই সংস্কার নিয়ে চলে যায়। পুনঃ জন্ম নিয়ে ব্যারিস্টারি পড়া আরম্ভ করে দেয়। তোমাদের তো সেখানে ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার দরকার নেই। তোমাদের বুদ্ধি অটোমেটিক্যালি সতোপ্রধান থাকে। তোমরা জানো যেমন কল্প পূর্বে মহল নির্মাণ করা হয়েছিল তেমনই ভাবে মহল নির্মাণের কার্য উদ্ধার হবে। ড্রামা সেসবই রিপিট করবে যা কল্প পূর্বে হয়েছিল। কোনো রকম পরিশ্রম করতে হবেনা। কিন্তু ভাষা ইত্যাদি শিখতে হবে। সেখানে স্কুলে যাওয়ার জন্যে বিমান ব্যবহার হবে। বিশাল বাড়ি হবে সেখানে অর্থাৎ স্বর্গে। ধরো যত খানি এরিয়া আবুতে ততখানি এরিয়া নিয়ে একটি বাড়ি হবে। পাশে আবু

রোড সম এরিয়া নিয়ে আরেকটি মহল থাকবে। জমি অফুরন্ত হয় কিনা। প্রজাদেরও বিশাল জমিদারি, বিরাট মহল থাকবে। এখনও দেখো মুম্বাইতে কত মানুষ আছে তখন মুম্বাই থাকবেনা। করাচীও থাকবেনা। সবকিছু মিঠা জলের উপরে অবস্থান করবে। নদী ইত্যাদি নিয়ম কায়দা অনুসারে থাকবে। কোনো নদীর ডেউ তোলার সাধ্য নেই। সব তত্ত্ব গুলি অর্ডার অনুযায়ী থাকবে। তোমরা প্রকৃতিকে পরাজিত করে বিজয়ী হও। ৫ ত্বের উপরে তোমরা রাজত্ব কর। প্রকৃতি কখনোই চঞ্চল হবেনা।

সূতরাং বাবার শ্রীমং অনুযায়ী চলতে হবে। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু, এই শত্রুকে পরাজিত কর, নাহলে বর্সা প্রাপ্ত হবেনা। এইসময় ফেল হলে কল্প কল্প ফেল হবে তখন আর চান্স পাবেনা। লৌকিক পড়াশোনায় ফেল হলে দ্বিতীয় চান্স থাকে। এখানে নেই। কল্প কল্পের চান্স আছে। প্রাপ্তি খুবই উচ্চ মানের। বোঝান উচিত - সন্ন্যাসী জন বলেন দুইজনের পবিত্র থাকা অসম্ভব। তাদের বলো- না, এতো সম্ভব। সন্ন্যাসীদের জন্যে অসম্ভব কেন? কারণ তাদের হঠ যোগ কিনা, ঘর সংসার ত্যাগ করতে হয়। তবুও সেই শঙ্করাচার্য আসবেন। ভারত যখন পতিত হওয়া আরম্ভ করে তখন সন্ন্যাসীরা এসে থামায়। এই সেবার ফল তাঁরা প্রাপ্ত করেন, গভর্নমেন্টের গুরু পদে বিরাজিত হন। বাচ্চারা তোমাদের হল সর্বশ্রেষ্ঠ মান। তোমাদের যা উপার্জন হয় সেসব কারো হয়না। যে গরিব এক পয়সা দান করে, সেও মহল প্রাপ্ত করে। প্রত্যক্ষ ফলের সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টি দ্বারা হয়। দিব্য দৃষ্টি দাতা স্বয়ং এসে তোমাদের পড়ান। নাহলে মুখ্য উদ্দেশ্য টি জানবে কিভাবে তাই মাতাদের সাক্ষাৎকার করাই। মীরা কত তপস্যা সাধনা করেছে কিন্তু সে বৈকুণ্ঠের মালিক হতে পারেনা। বাবা বলেন সাক্ষাৎকার আমি করাই। এক সেকেন্ডে দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হলে বৈকুণ্ঠে গিয়ে ডান্স কর, এর জন্যে তপস্যা ইত্যাদির কোনো কথা নেই। ভক্তি মার্গে অনেক নবধা ভক্তি করার পরে সাক্ষাৎকার হয়। দিব্য দৃষ্টির চাবি আমার হাতে আছে। আমি কাউকে প্রদান করি না। ভক্তি মার্গে সেখানে বসে সাক্ষাৎকার করাই। বাচ্চারা তোমাদের তো বিশ্বের মালিক করি। দুনিয়ায় অনেক রকমের মানুষ থাকে। কেউ ধন নিয়ে মত্ত, কেউ বিজ্ঞান নিয়ে, কেউ অন্য কিছুতে মত্ত কিন্তু তোমাদের জন্যে সবই হল ওয়ার্থ নট এ পেনি অর্থাৎ সবই কড়ি সম। সবার ধন সম্পদ মাটিতে মিশে যাবে। সব নষ্ট হবে। কারো ধন ধূলো চাপা থাকবে ... চোর এসে অনেক লুটে নেবে। প্রত্যেকে নিজের সমজিন্দদের স্নেহ করে। অপরকে দেখলে মাথা গরম হয়। দিন প্রতিদিন তোমরা দেখবে যে অনেককে হত্যা করবে, তারা চায় প্রত্যেকে নিজের জন্ম ভূমিতে চলে যাক, তাই নিজেদের দেশ থেকে দূর করে। এবারে তোমরা বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে বর্সা প্রাপ্ত কর। তোমরা জানো আমরা অশরীরী আত্মা, ৮৪ জন্মের পার্ট এখন পুরো করেছি। কত কোটি কোটি আত্মা আছে, সবার জীবন কাহিনী তো বলা যাবেনা তাইনা।। মুখ্য আত্মাদের কাহিনী বলা হবে। মুখ্য হলে তোমরা, তোমাদের মন্দির আছে। জগৎ অম্বা, জগৎ পিতার সন্তানদের সংখ্যা তো অনেক হবে। বৈকুণ্ঠেরও স্মৃতিচিহ্ন আছে। তাঁদের চৈতন্য মন্দির হল বাস্তবে সত্যযুগ। জড় মন্দিরে স্বর্গের সব এক্টর-রা আসতে পারেনা। এইটি হল মডেল রূপে মন্দির, স্মৃতিচিহ্ন। লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির কত ছোট, সত্যযুগে চৈতন্য মন্দির কত বিশাল হবে! অনেক বাগান ইত্যাদি থাকবে! মুগল গার্ডেন তার সামনে কিছুই না। সেখানকার ফল ইত্যাদি এত সুমিষ্ট হবে তার কোনো জবাব নেই! রাত দিনের তফাৎ রয়েছে। যেমন বৃক্ষ পুরোনো হয় যখন ফল দিতে দিতে শেষ হয়ে যায়। তখন বলা হয় বৃক্ষটি নষ্ট হয়েছে। এখানে প্রতিটি বস্তু নষ্ট হবে। সেখানকার আম ইত্যাদি ফল খুব ফার্স্ট ক্লাস হবে। আমরা এখন রাজধানী স্থাপন করছি শ্রীমং অনুযায়ী। অর্থাৎ শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে

তাইনা। পবিত্রও হতে হবে। মুশকিল তো কিছু নেই। এক জন্ম পবিত্র থাকলে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। তাহলে এমন কে আছে যে পবিত্র হবেনা। শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবেনা।

তোমরা জানো ভারত সত্যথও ছিল। এখানে প্রকৃত রাজত্ব ছিল। এখন হল মিথ্যা খন্ড। প্রত্যেকটি কথায় মিথ্যা আছে। বলে অমুক জ্যোতি জ্যোতি পুঞ্জ মিশেছে বা নির্বাণধাম গমন করেছে। এখন তোমরা জানো নির্বাণ ধাম হল নিবাস স্থান। তোমরা প্রত্যেকটি কথা যথাযথভাবে বলতে পারো। বাবাকে সত্য বলা হয়। তিনি সত্যথও স্থাপন করেন। ভক্তরা জন্ম জন্ম ভগবানকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁরা ভগবানের ঠিকানা প্রাপ্ত করেনা। তিনি হলেন প্রিয়তম, এখন বাচ্চারা তোমাদের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করে নিজে গোপনে অবস্থান করেন। তবেই তো বলা হয় - তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো। তাই কেউ জানেনা। হে প্রভু তোমার মতি গতি তুমি-ই জানো ... আর জানেনা কেউ। শ্রীমৎ দ্বারা কি হবে ? গতি-সদগতি ... সেসব তোমরা জানো। এখন বাচ্চারা তোমাদের বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন - নিজেকে আত্মা ভেবে আমায় স্মরণ করো। টিচার এমন শপথ করাবে নাকি যে আমি তোমাদের ব্যারিস্টারির আসনে বসাবো। তিনি নিজে শিক্ষা নিয়ে ব্যারিস্টারির আসনে বসবেন। বাবাও বলেন যত স্মরণ করবে তত যোগ বলের দ্বারা সর্ব পাপ মুক্ত হবে। স্মরণের যাত্রা অর্থাৎ তোমাদের আত্মা আমার কাছে আসছে। নিজের কাছে স্মরণের চার্ট রাখবে। কারো আধ ঘন্টার চার্ট, কারো সোয়া ঘন্টার হবে। কারো আবার পাঁচ মিনিটেরও হবেনা। কারো খুব ভালো চার্ট হবে। এইসব তোমরা দেখতে পাবে। স্কুলে টিচার অথবা স্টুডেন্ট নিজেরা বোঝে কত মার্শ্ব আসবে। এখানেতো নম্বর অনুসারে বসানো যাবেনা। হতাশ হয়ে যাবে তাই মালা তৈরি করা যাবেনা। মায়া ভালো ভালো আত্মাদের উপর নীচে করে দেয়। শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে মায়া আক্রমণ করবে। এই হল পরিশ্রম। আমরা এখন পরম ধামের দিকে যাত্রা করছি। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। বাবা নিয়ে যেতে এসেছেন। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অন্যদেরও মন্ত্র দিতে হবে। মন্ত্র জপ করতে হবেনা। গুরুর কাছে বিভিন্ন রকমের মন্ত্র প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন প্রিয়তম-কে স্মরণ কর। প্রিয়তম এসেছেন প্রিয়তমা-দের কাছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা হল প্রিয়তমা, যারা বাবাকে স্মরণ করে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) কুসঙ্গে থেকে কখনও পড়াশোনা ত্যাগ করবেনা। কোনো দেহধারীর সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করবে না।

২) পাপ মুক্ত হওয়ার বিধি হল 'স্মরণ', তাই স্মরণের চার্ট অবশ্যই রাখতে হবে। স্মরণে থাকার বিষয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান :- সর্ব সম্বন্ধ দিয়ে বাবাকে নিজের আপন করে একরস থাকতে পারা নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ ভব

ব্যাখ্যা: নষ্ট মোহ স্মৃতি স্বরূপ হওয়ার জন্যে সর্ব সম্বন্ধ দিয়ে বাবাকে আপন কর। কোনোরকম দৈহিক সম্বন্ধে যেন বুদ্ধির টান না থাকে। যদি কোথাও টান থাকবে তো বুদ্ধি চঞ্চল হবে। বসবে

বাবাকে স্মরণ করতে এবং স্মরণে আসবে সে যার প্রতি মোহ থাকবে। কারো টাকা পয়সায় মোহ থাকে, কারো গয়নাগাটিতে, কারো কোনো বিশেষ সম্বন্ধের প্রতি ... যার যেখানে মোহ থাকবে তার বুদ্ধি সেখানে যাবে। যদি বার বার বুদ্ধি যায় তবে একরস থাকতে পারবে না ।

স্লোগান - প্রকৃতিকে দাসী করে নাও তাহলে উদাসীনতার অনুভূতি দূর হয়ে যাবে ।

১২-০৪-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - কোনও কারণেই কুল-কলঙ্কের নিমিত্ত হয়ো না যেন। হাজার বিপরীত পরিস্থিতিতেও স্ব-ধর্মকে বিসর্জন দিও না। বাবাকে যা যা কথা দিয়েছ - সর্বদাই যেন তা স্মরণে থাকে"

প্রশ্ন :- প্রতি পদক্ষেপেই বাচ্চাদেরকে কি এমন সতর্কতা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন ?

উত্তর :- বাচ্চারা, যেখানে বাবার সামনে বচন দিয়েছো, শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞাও করেছো - যে কোনও পরিস্থিতিতেই তা পালন তো করতেই হবে। এই সতর্কতা থাকা খুবই জরুরী। বাবার বাচ্চা হওয়ার পর কখনও কীচকের মতন উল্টো-পাল্টা কাজ করা চলবে না। তবুও যদি উল্টো-পাল্টা কাজ করো, ধর্মরাজ তখন তার পুরোপুরি হিসাব নেবে। মনমত বা পরমতে চলবে না মোটেই, প্রতি পদক্ষেপেই যেন শ্রীমৎ অনুসারে হয়, অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে।

গীত :- তুমিই মাতা আবার
পিতাও তুমি

ওঁম শান্তি! শিব ভগবান ওঁনার শালিগ্রাম-শিলা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। শালিগ্রাম বলা হয় আত্মাকে। বাচ্চারা (আত্মারা) -ও তা জানে, তাদের প্রকৃত পিতা পরমপিতা পরমাত্মা- যার নাম নিরাকার শিব। ব্যবসায়ীরাও শিবকে "বিন্দু"-ই বলে। বাবা বোঝাচ্ছেন - আত্মাও তেমনি বিন্দু-স্বরূপ। যার অবস্থান দুই ব্রহ্মকুটির মাঝখানে, উজ্জ্বল চকচকে আশ্চর্য এক তারা। এ তো গেল আত্মার পরিচয়। এই আত্মা ব্যাপারটার উপরেই নিশ্চয়তা আনতে হবে প্রথমে। আমাদের আত্মার পিতা পরমাত্মা নিরাকার শিববাবা উনিই নিয়ম করে আমাদের আত্মাকে পড়িয়ে থাকেন। অতএব শিব-ই আমাদের প্রকৃত পিতা। আর আমার প্রকৃত পরিচয় হলো আমি আত্মা। যদিও "রুদ্র" বললেও সেই একই নিরাকারকেই বোঝানো হয়। যা কেবল নামের তফাৎ মাত্র - আসলে কিন্তু সেই একজনকেই বোঝানো হয়, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। যিনি অসীম বেহদে অবস্থানকারী মনুষ্য সৃষ্টির সকল জীবাত্মাদের বীজরূপ, একমাত্র বাবা। এই নিরাকার বাবা আবার কথাও বলেন, কোনও সাকারী শরীরধারীর মাধ্যমে। বাচ্চারা, তোমরা যখন ওনার সামনে বসো, তখনই তোমাদের নেশার ঘোর শুরু হয়ে যায়। যেহেতু শিববাবা স্বয়ং তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ান। (পরমাত্মা) বাবার নিজস্ব কোনও শরীর নেই। কিন্তু আত্মাধারী বাচ্চাদের নিজ-নিজ শরীর আছে আর নামও আছে। অথচ পরমাত্মার কেবলমাত্র একটাই নাম। সেটাই ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন বাবা- তিনিই নিরাকার শিব। উনিও শরীরধারী বাচ্চাদের মতনই মনুষ্য সৃষ্টিতে এসে কোনও বিশেষ শরীরে অবস্থান করে তাকে দত্তক বানান। এই জগতের বাচ্চারা তো বরাবরই সাকারী শরীরধারী। কিন্তু সম্পূর্ণ কল্পে বাবা কেবল একবারই এসে সেই বিশেষ শরীরে অবস্থান করে সাকারী হন, আর তা সঙ্গমযুগের এই বিশেষ সময়েই। এই বিশেষ সময়কালেই উনি এনার (ব্রহ্মার) শরীরে প্রবেশ করেন, বি.কে. বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াবার জন্য। ফলে সেই পঠন-পাঠন যেমন শুনতে পায় ব্রহ্মার আত্মা, তেমনি শুনতে পায় তোমাদের আত্মারাও। এই জ্ঞান যে যত ভালভাবে ধারণ করবে, বাবার প্রতি তার ভালবাসা ততই বাড়বে। কিন্তু যদি কেবল মুখ দেখাবার জন্য এখানে আসার কারণ হয়, তাতে ভালবাসা জন্মায় না মোটেই। তাই তো বাবা বলেন- তোমাদের মুখমণ্ডল যেন সদ্য ফোঁটা ফুলের

কুঁড়ির মতন হয়ে ওঠা উচিত। যেমন কোনও কন্যার পতির সাথে দেখা হবার পর বা নতুন গয়না-গাঁটিতে সাঁজার পর মুখমন্ডল আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে-ঠিক তেমনি। বাচ্চারা, তোমাদের কিন্তু তেমনই এই জ্ঞান-রত্নের অলঙ্কারে সুসজ্জিত করা হয়। অতএব তোমাদের খুশীর পারদও তেমনি চড়তে থাকা উচিত। এই বাবা কিন্তু তেমনি সাকার রূপে (বস্তুর অলংকারে) সাজিয়ে ফাঁসান না তোমাদের। এদিকে অন্যেরা নিজেরাই তো দেহ-অভিমানী, তাই তারা অন্যদেরকে সাকার রূপে ফাঁসাতে থাকে। বাবা বলেন, তোমরা কেবল এক নিরাকার বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকো। বাবা বলছেন, ওহে আমার স্নেহের বাচ্চা আত্মারা, আমিই সেই পরম আত্মা, যিনি এই ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে তোমাদেরকে সেই জ্ঞানের পাঠই পড়াই। এছাড়া তোমাদের পড়াবোই বা কি প্রকারে! আর এভাবে তোমাদের পবিত্র বানাতে গেলে কারও না কারও শরীর তো অবশ্যই প্রয়োজন। তা কিন্তু অবিনাশী ড্রামায় চিত্রপটেও আছে। কোনও শরীর ছাড়া যে আমি আসতেই পারবো না তোমাদের সামনে। লোকেরাও যখন আত্মাকে কিছু খাওয়াতে চায়, তখন তারা কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতকেই ডাকে। তাতে ব্রাহ্মণের কিছুই লাভ বা ক্ষতি হয় না। আত্মা নিজেই তখন তার খবরা-খবর শোনায়। আর এসব কিছুই ঘটে সেই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট অনুসারেই। ড্রামার পটচিত্রে যা যা আছে, বাবাও তাই-তাই শোনায়। একেই বলা হয় "চিত্র" অর্থাৎ মূর্তের আত্মা। আত্মাকেই "চিত্র" বলা হয়। যেহেতু আত্মাই এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীর গ্রহণ করে। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানতে পেরেছো, এই বাবা জ্ঞানের-সাগর। যা কোনও জলের সাগরের প্রশ্ন নয় মোটেই।

দেহ-অভিমাণে থাকতে থাকতে মানুষ নিজেরাই ময়লা-আবর্জনার মতন কত কালো-কুৎসিত হয়ে গেছে। এখন আবার তোমরা দেহী-অভিমানী হয়ে ধীরে ধীরে কত সুন্দর হচ্ছে। আত্মারাও পবিত্র হচ্ছে সাথে সাথে। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে, সেই স্মরণের যোগের দ্বারা তোমাদের বিকর্মগুলিও দক্ষ হতে থাকবে। ফলে পাপেরও বিনাশ হবে। তোমরা তো জেনেছো, মাঝা-বাবাও কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন তাদের কর্মফলের হিসেব-নিকেশ মেটাবার জন্য। জন্ম-জন্মান্তরের বোঝা ছিল তাদেরও মাথায়। এই অন্তিম জন্মেই হিসাব-নিকাশ মেটাবার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়, ক্রমিক অনুসারেই। বাচ্চারা, তোমরা তো রুদ্র-মালার ব্যাপারটা জানোই। যেমন ৮-এর মালা হয়, ১০৮-এর মালা আবার ১৬১০৮-এর মালাও হয়। আর প্রজা তো অগুনতি। এরা সবাই সেই রুদ্র-মালারই অংশ বিশেষ। সমগ্র দুনিয়াতে মোট যত আত্মা আছে, তারা সবাই এই রুদ্র-মালারই অংশ বিশেষ। যেহেতু সবাই তো সেই এক বাবারই বাচ্চা। সবাই একই কুলের তালিকাভুক্ত অর্থাৎ কল্প-বৃক্ষেরই অংশ বিশেষ। এইভাবে তা বৃদ্ধি হতে হতে যখন অনেক বড় হয়ে ওঠে, তখন পদবী ব্যবস্থা শুরু হয়। সবই কিন্তু শ্রী শ্রী শিববাবারই মালা। বাবা আবার বলছেন - বাচ্চারা, পুরোপুরি দেহী-অভিমানী হয়ে লাগাতার বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা নিজেকে আত্মা ভেবে, বাবাকে স্মরণ করতে পারলে তবেই বিকর্ম দক্ষ হবে। তা না করতে পারলে কর্মফলের উচিত শাস্তি ভোগ তো করতেই হবে।

বাবা বার-বার বলতেই থাকেন- বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু বাবাকে ভুলে যেয়ো না যেন। কিন্তু মায়া তোমাদেরকে ভুলিয়েই ছাড়ে। তারও উপায় জানান বাবা। বলেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের কাছে চার্ট রাখো, কত সময় ধরে তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করছো ? একবার আধা-ঘন্টা, পৌনে-ঘন্টা স্মরণ করার অভ্যাস শুরু তো করো, তারপর ধীরে ধীরে সেই অভ্যাস বাড়তেই থাকবে। তারপর

এমন স্থিতি বানাও, যাতে জীবনের শেষ সময়েও একমাত্র বাবাকেই স্মরণে আসে। এমন একাগ্রতার স্মরণে যারা থাকতে পারে, তারাই বিজয় মালার ৮-রত্নের মধ্যে আসতো পারে। যদিও তা যথেষ্টই কষ্টসাধ্য। তবুও যে যতটা করবে, সে ততটা তো পাবেই। জাগতিক সন্ন্যাসীরা প্রথমে ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যায়, তারপর আবার ফিরে এসে অউলিকায় বাস করতে থাকে। বাস্তবে এটা কিন্তু সন্ন্যাসীদের নিয়ম নয়। উপরন্তু সেখানে আবার তাদের অনেক সুখ-সুবিধারও ব্যবস্থা থাকে। আর এখানে বাবা বাচ্চাদেরকে আলিঙ্গন করে, স্নেহ-ভরে আদর করে বলেন- ওহে আমার মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা যদি তোমরা ধনী থেকেও মহাধনী হতে চাও, তবে আগামী ভবিষ্যতের জন্য তেমন ধারায় পুরুষার্থ করো। বর্তমান দুনিয়ায় যা কিছু, স্বাবর-অস্বাবর, ধন-সম্পদ আছে, তা সবকিছুই তো মাটিতেই মিশে যাবে। কারও সম্পদ যাবে মাটির তলায়, কত প্রকারের এক্সিডেন্ড, আগুন লাগার ঘটনা, এসব হতেই থাকবে চারিদিকে। হয়ত কোথাও এরোপ্লেন ভেঙ্গে পড়লো, চোরেরা লোকেদের মারধোর করে সবকিছু লুটে-পুটে নিয়ে পালালো। অনেকে আবার বোম্ব ইত্যাদিতেও অনেকে মারা গেল, যা আজকাল নতুন আবিষ্কার হয়েছে। একসাথে কত অনেক লোকের প্রাণ যায় এতে। যদিও এসব সদ্য আবিষ্কৃত, কিন্তু শাস্ত্রে এরও উল্লেখ আছে। লাথপতি, কোটিপতি যাই হও না কেন, মরতে তো হবে সবাইকে। আমেরিকা এত সম্পদশালী ধনী দেশ, এই মৃত্যুলোকে যাকে স্বর্গ-রাজ্যের সাথে তুলনা করা চলে। তাও কিন্তু মৃগতৃষ্ণাসম মরীচিকা। তোমরা যেমন তা জানো, তারও তেমনটিই বোঝে - মৃত্যু যে সবার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। ভগবান বলে অবশ্যই কিছু আছে। পরমপিতা পরমাত্মা এই ধরায় আসেন স্থাপনা আর বিনাশের কর্ম করতে। যেহেতু একমাত্র তিনিই যে এসবের "করন-করাবনহার!" ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, তোমরা যার সন্মুখে বসে আছো এখন। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তোমরা দাদু (শিববাবা)-র থেকেই প্রকৃত আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো। জগতের একমাত্র এই শ্রেষ্ঠ মত, অতএব এই শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে, দেবতা হবার লক্ষ্যে। বাবা আরও জানাচ্ছেন - বর্তমান দুনিয়ায় প্রত্যেকেই এক একজন দুর্যোধন আর দ্রোপদী। প্রবাদে তো আছেই, "যে ঘরে দ্রোপদীর বাস - সেখানে কীচকের উৎপাত।" বাস্তবে সবাই এখন দ্রোপদী। তা সে কুমারীই হোক বা মাতা - সবাই। এমন কি কন্যারা সেবায় যাবে, তাতেও কীচকেরা পিছু ছাড়ে না। আর তার সমাধানও উল্লেখ আছে শাস্ত্রে, ভীমেরাও থাকে কীচকদের বধ করার জন্য। কীচক অর্থাৎ একেবারেই নোংরা স্বভাবের, যে কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। তাই তো বাবা এসে এইসব দ্রোপদীদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করেন। কন্যাদের খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কীচক ইত্যাদি এদের গল্পগাথা কিন্তু বর্তমান সময়ের জন্যই। তোমাদেরও উচিত সেরূপে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে চলা! বাবার কাছে আসার পরও যদি নিজেকে কীচক বানাও, তবে তো তা ভাবতেই পারবে না, ধর্মরাজ তোমার কি সঙ্গীণ অবস্থাই না করবে। তার সাক্ষাৎকারও হয়ত বাবা করিয়েছেন তোমাদের। কি ভয়ানক সাজা পেতে হয় এক্ষেত্রে। (ব্রহ্মা) শিববাবার কাছে তা জানতে চেয়েছিলেন - উত্তরে বাবা বলছেন, সেই সাক্ষাৎকার করতে চাইলে, তা সহ্য করার মতন শক্তি থাকাও দরকার। অবশ্য তার ফলে পুরোনো পাপের হিসাব-নিকাশও মিটে যায় তাতে। বাবা কারও কোনও হিসাব বাকী রেখে দেন না। তাই বাবা আবার ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন - কীচক অথবা দুর্যোধন যেন হয়ো না কোনও মতেই। এছাড়াও তো এমন বহু দৈত্যের নামও আছে, যেমন- কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ইত্যাদি ইত্যাদি। কংসের অর্থ বিকারী, যে নারীদের কেবল যন্ত্রনা দিতেই ব্যস্ত।

বাচ্চারা - তোমরা এখন ব্রহ্মার দওক সন্তান বি.কে. ব্রাহ্মণ হয়েছে- আগামীতে দেবতা হওয়ার লক্ষ্যে। অতএব কোনও কারণেই যেন ব্রাহ্মণ কুলের কলঙ্ক না লাগে। তোমার কলঙ্ক লাগলে, পুরো

কুলের কলঙ্ক লাগবে। আর এমন কুল-কলঙ্কিনির মুখ দেখাও পাপ। তার মতন পাপী আত্মা দুনিয়ায় আর হয় না। যেখানে বেহেদের বাবা স্বয়ং এখানে আসেন তোমাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের মালিক বানাতে, আর তোমরা কিনা তার থেকেই বিচ্ছেদ নিয়ে নাও ! এমন পাপীদেরকেই "অজামিল-পাপী" বলা হয়। যাই হোক, অজামিলের মতন পাপীদেরকেও তো উদ্ধার হবে সেই বাবাকেই। অবশ্য সেই পাপের খুব কড়া শাস্তিও ভুগতে হয় তাদের, ফলে ব্যাধি-যন্ত্রনাও খুব ভুগতে হয় তাদেরকে। আত্মাও সাথে সাথে যথেষ্টই দুঃখ পায়। যেহেতু পরমপিতা পরমাত্মা যিনি বেহেদের বাবা, তাকেই এভাবে দূরে ঠেলে দেয়। এদের মতন পাপী আত্মা আর কেউই হয় না দুনিয়াতে। বর্তমানের দুনিয়াটা বড়ই নোংরা। খুবই সাবধানে চলা উচিত। বাচ্চারা- প্রথমদিকে তোমরা যখন ভাঙীতে থাকতে, তখন মাম্মা-বাবাকে কতই না সতর্ক থাকতে হতো। মায়াও যে খুবই প্রতাপশালী। তাই বাবা বলতেন- বাচ্চারা, তোমরা কি তেমন শক্তিশালী হতে পেরেছো, পবিত্রতা বজায় রেখে বাবার থেকে আশীর্বাদী-বর্সা নিতে পারবে কি ? তোমরাও খুব বুদ্ধি সহকারে বাবাকে জানাও- "বাবা, আমরা যেখানে একবার তোমার বাচ্চা হয়েছি, সেখানে কোনও মতেই বাবার বদনাম হতে দেবো না।" বাবা-ও সেই প্রকার জানাচ্ছেন, উনি কত দূরদেশ থেকে এসে কতই না কষ্ট করেন, বাচ্চাদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য। এই অপবিত্র দুনিয়ায় এসে অপবিত্র শরীরকে আধার করতে হয়। এর পরেও যদি বাচ্চাদের কারণে বাবার কলঙ্ক লাগে, তখন তো কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হয়। একথা যেন বাচ্চারা মনে রাখে। এখানে প্রাপ্তিও তো অনেক। স্বর্গ-রাজ্যের মালিক হতে পারে বাচ্চারা। কিন্তু জ্ঞান-মার্গে চলতে চলতে যদি কেউ বাবার হাত ছেড়ে দেয়, তখন সে একদম ধুলায় মিশে যায়। বাবার সন্মুখে থাকা সত্ত্বেও মায়া তাকে নাক ধরে ঘোরাতে থাকে তখন। তাই তো এত সাবধান হতে হয়। বাবার বাচ্চা হয়ে, বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবার পরেও যদি তোমরা পবিত্র না হও, তখন খুব কড়া সাজা পেতে হয়। ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করলে তা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতে হয়। একমাত্র এই সঙ্গমযুগেই এই সুযোগ পাওয়া যায়, ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করার।

শিববাবা বলছেন, বাচ্চারা, তোমরা বাবার সামনে প্রতিজ্ঞা কর যে, তোমরা নিজেরা পবিত্র হয়ে, ভারতকেও স্বর্গ-রাজ্যের মতন পবিত্র বানাবে। আর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো তো সবকিছুই শেষ। অতএব প্রাণ যায় তো যাক, তবুও ধর্ম ছেড়ো না যেন। তেমনি প্রাণ গেলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী হয়ো না মোটেই। কথা দিয়ে তার অন্যথা করবে না কখনই। যেহেতু তোমাদের এই প্রতিজ্ঞা পরমপিতা পরমাত্মা স্বয়ং ভগবানের সাথে। আর তার অন্যথা বা ভঙ্গ করলে ধর্মরাজের দ্বারা শাস্তিও যে পেতে হবে অনেক। প্রতি কর্মেরই ফলদাতা এই বাবা। দান-পুণ্যের ফলও যেমন দেন, তেমনি আবার পাপের শাস্তিও তিনিই দেন। সব কিছুই করনকরাবনহার তিনিই। অতএব তোমাদেরও খুব সাবধানে থাকতে হবে। এখানে তো বাবার সামনে বসে আছো তোমরা, কিন্তু বাইরে বেড়ালেই তো হাঁস আর বক- একসাথেই থাকতে হয়। তাই বাবা জানাচ্ছেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও কাকা, মামা, মেসো, পিসা সবার সাথেই পারিবারিক সম্পর্ক রেখেও মনে মনে সেই এক বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে। এখানকার রীতি-নীতি কোনও সাধারণ জাগতিক সংস্কারের মতন নয়, যেখানে একত্রে অনেকে গিয়ে ভীড় করে। খ্রীষ্টান মিশনারীর ধর্ম-যাজকেরা মাত্র একবার ভাষণ দিয়েই কত লোককে তাদের ধর্মের অনুগামী বানিয়ে ফেলে। কিন্তু এখানকার ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এখানে তো তোমাদেরকে জীবিত থেকেই জীবন্ত হতে হয়, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয়। দেহ-অভিমানের ভাবকে ছেড়ে নিজেকে কেবলমাত্র আত্মা ভাবতে হয়। এমনিতেই আত্মা পরমাত্মার থেকে আলাদা হয়ে আছে বহুকাল! তাই (বাবাকে) দালালের রূপে এখন তোমরা সেই সদগুরু সন্ধান পেয়েছো। উনি স্বয়ং

বলছেন, একমাত্র এই বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, উনিই ভব-সাগর পার করে তোমাদের জীবন তরী পৌঁছে দেবেন সঠিক ঠিকানায়। আর ওনার হাত ছাড়লে তো, একেবারেই শেষ হয়ে গেলে। তখন তুমি মহান-আত্মা থেকে পাপ-আত্মা হয়ে গেলে। এমন মহান পাপাত্মা যদি দেখতে চাও, তা এখানেই পাবে। বাবা তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেন, বাচ্চারা এমন পতিত কখনই হয়ো না। প্রকৃত পুণ্য আত্মাই হতে হবে তোমাদের। পাপের থেকে রেহাই তখনই পেতে পারো, যদি যোগের অভ্যাসের যোগী হয়ে থাকতে পারো। (মায়ার) বক্সিং থেকে নিজেকে সাবধানে রাখতে হবে। না হলে মায়ার পিছন থেকে ঘুঁষি মেরেই কুপোকাং করে দেবে। মায়াকে হারাতে পারাটা কোনও সাধারণ ব্যাপার নয়। সেও যে সল্যাসীনি, তবে তোমোপ্রধান। বাচ্চারা, তাই তোমাদেরও খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অন্যের মতে চলার অর্থই হলো নির্ঘাৎ মৃত্যু। অনেক বাচ্চা আবার বাবাকে লিখে জানায় - "বাবা, মায়াকে বলো আমাকে ক্ষমা করতে, সে যেন আর উৎপাত না করে।" উত্তরে বাবা জানান - "না, তা কেন হবে, মায়াকে আমিই তো বলেছি, তোমাদের জীবনে ঝড়-ঝঞ্ঝার তুফান তুফান তুলতে, দুঃখ ও বিকর্মের পাহাড় তৈরী করে তার চূড়া থেকে ছুড়ে ফেলতে। খুব ভাল করে নাক রগড়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে। আর দেখ, সে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত হয়েছে কি না ? একথা কখনই বলা যায় না, কৃপা করে ওদেরকে ক্ষমা করো, আশীর্বাদ করো। স্কুলের শিক্ষকেরা কারও প্রতি কোনও কৃপা করে কি ? শিক্ষকেরা কেবল পুঁথির পঠন-পাঠনের শিক্ষাদানই করে। আর এখানে তোমাদের হয় জ্ঞানের পঠন-পাঠন। জ্ঞান-মার্গে অন্ধশ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই। যেহেতু এটা সাধারণ কোনও সংসঙ্গ নয়। জ্ঞান-মার্গ হলো ঈশ্বরীয় সংসঙ্গ। আচ্ছা!

মাতা-পিতা বাপদাদার মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের পুরুষার্থ অনুযায়ী তাদের পদের ক্রম অনুসারে স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় বি.কে. সন্তানদেরকে।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছ, তা বজায় রাখতে হবে। কথা দিয়ে কখনও যেন ঘুরে যেও না। নিজের প্রতিশ্রুতির প্রতি সজাগ থাকতে হবে।

২) নিজেকে এবং অপরকেও জ্ঞানের শৃঙ্গারে সাজিয়ে তুলতে হবে। দেহ-অভিমান ভাবে এসে কখনও নিজের সাকার শরীরে যেন ফেঁসে যেও না কিম্বা অপরকেও শরীরের ভাবে যেন ফাঁসিয়ে না।

বরদান :- প্রতিটি মুহূর্তেই নিজেকে সম্পূর্ণ অনুভব করে সদা নিরাপদ থেকে স্মৃতি ও সমর্থ স্বরূপ হও

ব্যখ্যা :- কল্পের এই সঙ্গমযুগে বাপদাদার রত্ন-ভাণ্ডার থেকে যে অমূল্য সম্পদ পাওয়া যায়, তাতে নিজে পরিপূর্ণ হও। যতই জ্ঞান-রত্ন সম্পদের অধিকারী হতে পারবে, ততই শান্ত অবস্থা আসবে। জ্ঞান-রত্নে পরিপূর্ণ হতে পারলে আর অন্য কোনও স্থিতি তার আসেই না। তখন আর এমন শোনা যায় না যে, সহনশক্তি বা শান্তির শক্তি নেই, কিম্বা ক্রোধ এসে গেল বা আবেশ এসেছিল। এইসব শত্রুরা জোর করে আসে তখনই, যখন অসতর্কতা বা বুদ্ধির ঘরে ডবল তালা লাগে। এছাড়া, তুমি

যদি স্মরণের যোগ আর সেবার ডবল তাল লাগাতে পারো, স্মৃতি স্বরূপ থেকে সমর্থ হয়ে সদা নিরাপদে থাকতে পারবে।

স্লোগান :- বিশ্বের নব নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত হওয়ার জন্য নিজের স্থিতিকে নির্মাণ-চিত্ত বানাও।

কীচকের মতো খারাপ দৃষ্টি - মহাভারতে বিরাট রাজার শ্যালক কীচক দ্রৌপদীর উপর কুদৃষ্টি রেখেছিল, পরিণাম স্বরূপ ভীমের হাতে সে বধ হয়েছিল।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের ডবল অহিংসক হতে হবে, মন - বচন এবং কর্মে তোমরা কখনোই কাউকে দুঃখ দিতে পারো না"

প্রশ্ন :- কল্প - কল্প যে বাচ্চারা বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছিল, তাদের নিদর্শন কি ?

উত্তর :- তারা পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী আশীর্বাদী বর্ষা নেওয়ার জন্য শ্রীমত অনুযায়ী চলতে শুরু করবে। বাবার প্রথম নির্দেশই হলো, গৃহস্থ জীবনে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকো, তারা এই নির্দেশে সম্পূর্ণ চলবে। কখনোই এই প্রশ্ন উঠবে না যে, তাহলে এই দুনিয়া কিভাবে চলবে ? তাদের নিজেদের মধ্যে কখনোই কোনো ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট হবে না। তারা নিজেদের শিব বাবার পৌত্র এবং ব্রহ্মা বাবার সন্তান মনে করে ভাই - বোনের মতো চলবে।

গীত :- মাতা ও মাতা তুমিই সকলের ভাগ্য বিধাতা

ওম শান্তি। বাচ্চাদের এখন কারোর মহিমাই করা উচিত নয়। ভক্তরা মহিমা করে, এই গীত ভক্তিমাগের মানুষ মাঙ্গার মহিমাতে গেয়েছে। কিন্তু সেই বেচারারা এটা জানে না যে, মাঙ্গা কি এমন সেবা করেছিলেন। যা হয়ে এসেছে, সেই মহিমাই তারা গায়। বাস্তবে কিন্তু মহিমা একজনেরই গাওয়া হয়। সেই একজনই বসে বাচ্চাদের পড়ান আর তাদের এমন বানান। তোমরাও তার সন্তান যারা ভারত তথা এই বিশ্বের সেবা করো। তোমরা ভারতেরই মহিমা করো। এই চিত্রও এই ভারতেরই। জগদম্বার পূজাও এখানেই বেশী হয়। ভারতের বাইরে এই পূজা হয় না। কোথায় না কোথায় শিবের চিত্র আছে কিন্তু মানুষ কিছুই বোঝে না। বাস্তবে মহিমা হলো শিবের। প্রথমে শিব বাবা তারপর জগদম্বা আর জগতপিতার মহিমা হয়। বাবার থেকেই সকলে শ্রীমত পায়। দিলওয়ারা মন্দিরে সকলের চিত্র নেই। বাচ্চারা তো অনেক সংখ্যায়। তোমরা সমস্ত বাচ্চারাই তো রাজযোগ শিখছো। চিত্র তো অল্প কয়েকজনেরই আসবে।

তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানান। শিব বাবা এনার মধ্যে বসে আছেন। আগের কল্পেও পরমপিতা পরমাঙ্গা তোমাদের এমন রাজযোগই শিখিয়েছিলেন। এখন প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধিতে এমনই মনে হয়। যখন অন্যেরা শোনে, কেউ বলে সম্পূর্ণ সঠিক, কেউ আবার বলে, আমরা কিভাবে মানবো ? সকলেই একরকম নয়, কেউ যখন নতুন আসে তখন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় --- :গড ফাদারের নাম কখন শুনেছো ? কবে ভগবানের নাম শুনেছো ? এমন কোনো মানুষই নেই যে বলবে, আমরা গড ফাদারকে স্মরণ করি না কারণ এখন সমস্ত মানুষই দুঃখী তাই তারা অবশ্যই পরমাঙ্গাকে স্মরণ করে। সত্যযুগে এমন কেউই বলবে না যে, হে পতিত পাবন এসো। দুঃখে সবাই স্মরণ করে, সুখে কেউই স্মরণ করে না। দুঃখে মানুষ কাকে স্মরণ করে ? এককেই। যদিও বা স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে কেউই জানে নাকেবল মহিমা করে।

এখানে তো সমস্ত ধর্মের সার কথা। বলা হয়, ধর্মই হলো শক্তি। কোন্ ধর্মে এমন শক্তি আছে ? সমস্ত ধর্মে এমন শক্তি নেই। বাবা এসেই এক দেবী - দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। বাবাকে বলা হয়

সর্বশক্তিমান । তাহলে তিনি যে ধর্ম স্থাপন করবেন, তাতেও শক্তি থাকবে । তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা ধর্মের হতে চলেছি তাহলে আমাদের মধ্যে কতো শক্তি আসে । আমরা বাবার থেকে রাজত্ব নিয়ে থাকি । আমরা কখনোই হিংসা করি না । সত্যযুগে দূরকম হিংসা হয় না । এক কাম কাটারির হিংসা, দ্বিতীয় কারোর উপর ক্রোধ করা, কোনো খারাপ কথা বলা, এও তীর চালানো । একেও ভায়োলেন্স বলা হয় । তোমরা কাউকেই দুঃখ দিতে পারো না । বাবা কতো সুন্দর ভাবে শেখান । সবাইকে তোমরা সুখী করো । মুখ্য বিষয় কাম কাটারি চালানো - এ হলো সবথেকে বড় হিংসা । বন্দুক চালানো , কাউকে মারা -- এও হিংসা । কোনো প্রকারেই কাউকে দুঃখ দেওয়া হলো হিংসা তাই বাবা বলেছেন কাম হলো মহাশত্রু । এই গায়নও আছে যে - অহিংসা পরম দেবী দেবতা ধর্ম । এতে দুই ধরনের হিংসা ছিলো না । কখনোই তারা কাউকে মন - বচন এবং কর্মে দুঃখ দিতেন না । বাবা এসেই এমন স্বর্গের স্থাপনা করেন । আগের কল্পেও তিনি করেছিলেন, এখন আবার করছেন । কাউকে মারা, পেটা, ক্রোধ করা --- সবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয় । এখানে মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতার, এই কারণেই রাখী বন্ধনের গায়ন আছে । বোনেরা বসে ভাইয়ের হাতে রাখী বাঁধে যে কাম কাটারি চালিও না । কিন্তু মানুষ এর অর্থ বুঝতে পারে না । তোমরা হলে ব্রহ্মার সন্তান, শিবের পৌত্র । তাহলে তোমরা তো ভাই - বোন হয়ে গেলে । নিজেদের মধ্যে কখনো ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট করতে পারো না । এ হলো পবিত্র হওয়ার যুক্তি । ভাই বোন কখনোই নিজেদের মধ্যে বিয়ে করতে পারে না । তাহলে বাবা বোঝান, কল্প - কল্প যারা আশীর্বাদী বর্ষা নিয়েছিলো তারাই শ্রীমতে চলে । অধর কুমারী, কুমারী কন্যাদেরও মন্দির আছে । গৃহস্থ জীবন থেকে বেরিয়ে বাবার বাচ্চা হলে, তাদের অধর বলা হয় । অবশ্যই সব হয়ে গেছে, এখন আবার প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে । এমন ভেবো না যে, আমরা পবিত্র হলে সৃষ্টি কিভাবে চলবে । এখন এ তো পতিত দুনিয়া হয়ে গেছে । এখন পবিত্র দুনিয়া চাই । পতিত দুনিয়া তো চলতেই থাকে, বন্ধ হয় না । তাই তোমাদের পতিতদের সঙ্গ ছাড়তে হবে । বাবা এসেই বিকারী দুনিয়ার রচনা বন্ধ করান । সত্য যুগে নির্বিকারী দুনিয়া শুরু হবে ।

বাবা এসেই বাচ্চাদের নির্দেশ দেন, তারপর কেউ মানুষ বা না মানুষ । শ্রীমত ভগবান উবাচঃ । ভগবান তাঁর বাচ্চাদের বসে পড়ান । তিনি তাদের কি তৈরী করবেন ? অবশ্যই ভগবান - ভগবতী তৈরী করবেন । যিনি যেমন, তিনি তেমনই বানাবেন । নিরাকার ভগবান বসে নিরাকার আত্মাদের এই শরীরের মাধ্যমে পড়ান । এ হলো বাবার লং বুট । বাবার তো একটা শরীর চাই । এনার শরীর রূপী জুতো পুরানো হয়ে গেছে । যখন নতুন ছিলো তখন গৌরী ছিলো এখন কালী হয়ে গেছে । বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা এই সময় শ্যাম হয়ে গেছো এরপর তোমরা সুন্দর হও । এই সময় প্রত্যেকেই শ্যাম হয়ে গেছে । তাঁকে ৮৪ জন্ম নিতে হবে । কৃষ্ণ প্রথমে সুন্দর ছিলো । ধীরে ধীরে তাঁর সৌন্দর্য কমে গিয়েছিলো । কৃষ্ণের চিত্রও আছে যে, নরককে পদাঘাত করছে আর তাঁর এক হাতে স্বর্গ । তিনি বলেন, আমি স্বর্গে সুন্দর ছিলাম, আর নরকে শ্যাম হয়ে গেছি তাই সেই নরকে পদাঘাত করি । যারা সূর্যবংশী ঘরানায় ছিলো তারা সব সুন্দর ছিলো । সমস্ত সাম্রাজ্যই রাজত্ব করতো । এখন সবাই কালো হয়ে গেছে তাই শ্যাম সুন্দর নাম চলে এসেছে । প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের আত্মা জন্ম নেন । কৃষ্ণের সঙ্গে সমস্ত রাজধানী থাকে । সবাই আবার গোরা হওয়ার জন্য এখন পুরুষার্থ করছে । মানুষ বলে কালীদহে সর্প দংশন করেছিলো । সেও এখনকারই কথা, মায়া সর্প সকলকেই দংশন করে । মায়া সকলকেই কালো বানিয়ে দিয়েছে । বাবা আবার সবাইকে গোরা করেন । স্বর্গে এমন কিছু হয় না । সেখানে সবাই ২১ জন্ম সুখী থাকে । কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না । এখন দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা এসে

সকলকেই রাজ্য ভাগ্য দেন । আর কোনো ধর্ম স্থাপনকারী রাজ্য ভাগ্য দেন না । ইব্রাহিম, বুদ্ধ আদি, এরা রাজত্ব স্থাপন করেন না । তাঁরা কেবল ধর্ম স্থাপন করেন, পরে সেই ধর্মের বৃদ্ধি হতে থাকে । বাস্তবে তাঁদের গুরুও বলা হয় না কারণ গুরু করা হয় সঙ্গতি করার জন্য । তাঁরা তো আসেন ধর্ম স্থাপন করতে নাকি সঙ্গতি করতে ? তাঁদের পিছনে তাঁদের ধর্মের আলো নীচে নামতে থাকে । তাই বাস্তবে গুরু কাউকেই বলা যায় না । এক শিব বাবাই সবার সঙ্গতি করেন । তাঁর জন্য এমন বলা হবে না যে, তিনি জন্ম নেন, এ সম্পূর্ণ ভুল । তিনি অবতরিত হন । জন্ম নেওয়ার অর্থ হলো গর্ভে আসা । আমি গর্ভে জন্ম নিই না । আমি অবতরিত হই । কিন্তু আমি কিভাবে আসি তা কেউই বুঝতে পারে না । আমি পরমধাম থেকে এসে এর শরীরে প্রবেশ করি । আমার তো শরীর চাই, তাই না । আর বড়দের শরীর চাই । ছোটদের শরীর তো তেমন কথা বলতে পারবে না । আমি কোনো অনুভবী রথের অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে, তাঁর বাণপ্রস্থ অবস্থায় প্রবেশ করি । গীতায়ও এই কথা আছে যে, আমি এঁর জন্মকে জানি । ইনি এনার নিজের জন্মকে জানতেন না । এখন তো তিনি তা জানেন । একবার আমি বলে দিচ্ছি ---প্রথমে ইনি দেবতা ছিলেন, তারপর যখন ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অন্তিম শরীরে আসেন, তখনই আমি এনার শরীরে প্রবেশ করি । এ হলো কল্যাণকারী জন্ম । বাবা এসে এনার দ্বারাই পড়ান, তাই ইনি মাতাও হলেন । বাস্তবে ইনি হলেন মাতা কিন্তু সার্ভিস পিতার রূপে করেন, তাই মানুষকে নিমিত্ত করেছেন । তোমরা বাচ্চারাও এনার সঙ্গে নিমিত্ত হও । তোমরাও সবাইকে স্বর্গবাসী হওয়ার উপায় বলে দাও ।

মানুষ মারা গেলে বলে যে - স্বর্গবাসী হয়েছেন । সেই মানুষ কিন্তু পুরুষার্থ করে না । আমরা তো স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করি । সত্যযুগে ছিলেন লক্ষ্মী - নারায়ণ, তাঁদের স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছেন ? অবশ্যই তাঁরা এমন ছিলেন না, তাই বানিয়েছেন । এতে অসুবিধার কোনো কথাই নেই । বাবা কেবল এই রায়ই দেন, গৃহস্থ জীবনে থেকে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও । এখন পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে । সত্যযুগে কেউ রাবণকে জ্বালায় না । মানুষ বলে যে এই আচার অনাদি কাল থেকে চলে আসছে, কিন্তু কবে থেকে চলে আসছে, তা কেউ জানে না । দ্বাপর যুগ থেকে রাবণকে জ্বালানো শুরু হয়েছে । রাবণের কোনো ঠিকানা নেই কিন্তু শিববাবার ঠিকানা হলো পরমধাম । রাবণের ধাম কোথায় ? সে সকলের মধ্যেই প্রবেশ করে । তার কোনো একটা নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই । যখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে, সকলেই পবিত্র হয়ে যাবে তখন আর রাবণের নাম - নিশানা থাকবে না । রাম আর রাবণ দুই আলাদা । রাম স্বর্গ স্থাপন করেন আর রাবণ দুঃখী করে । আমি কখনোই সর্বব্যাপী নই । রাবণ হলো সর্বব্যাপী, তারপর আমি এসে এই ভূতকে বের করি । এই ভূত সকলকেই দুঃখ দেয় । আমি তোমাদের এই ভূতের উপর বিজয় পাইয়েই স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা বাচ্চারা সকলেই স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো । দুনিয়ার মানুষ বলে, উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন । তাহলে আবার তারা কাঁদে কেন ? সেখানে তো বৈভবই বৈভব । মানুষের তো স্বর্গের কথাই স্মরণে আসে । কিন্তু পুনর্জন্ম আবার সেই নরকেই নেয় । তোমরা যখন সত্যযুগে থাকবে তখন তোমাদের পুনর্জন্ম সত্যযুগেই হবে । এখন নরকের পরিবর্তন হয়ে স্বর্গ আসবে । দুঃখের দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে সুখের দুনিয়া আসবে । এখন সবাইকে সুখী করার জন্য সকলের সঙ্গতিদাতা এসেছেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ডবল অহিংসক হয়ে মন , বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না । সত্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে ।

২) পতিত সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার নির্দেশে চলতে হবে । স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বিকার ভূতের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদান :- সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে সর্বদা উচ্চ স্থিতিতে থাকা সকলের পূজনীয় হও

কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে আমরা তো এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু অন্যে আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সম্মান দেয় না । কিন্তু সম্মান চাওয়ার পরিবর্তে নিজেকে নিজে সম্মান করো তাহলেই অন্যরাও স্বতঃ সম্মান করবে । নিজেকে সম্মান করার অর্থ নিজেকে সর্বদা মহান এবং শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করা । মূর্তি যেমন আসনে থাকলে তা পূজনীয় থাকে । তেমন তোমরাও তোমাদের উচ্চ আসনে স্থিত হও তাহলেই পূজনীয় হতে পারবে । সবাই নিজে থেকেই সম্মান করবে ।

স্লোগান :-- মায়াকে তিরস্কারকারীরাই সবার সংকারী হয় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করো আমি জ্ঞানের সৌরভ বিস্তারকারী সুগন্ধী ফুল হয়েছি ? সবসময় জ্ঞান সৌরভ ছড়াতে থাকো"

প্রশ্ন : - কোন্ বাচ্চাদের অবস্থা খুশিতে উচ্ছল থাকে ? দ্রুত লাফ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আধার (উপায়) কি ?

উত্তর :- সুন্দর সুন্দর ফুল যারা, যাদের বুদ্ধিতে জ্ঞানের মন্ডন চলে তাদের অবস্থাই খুশিতে উচ্ছল থাকে । জ্ঞান আর যোগ শিক্ষার সুগন্ধ প্রবাহিত করতে সমর্থ স্বরূপ বাচ্চারা সবসময় প্রফুল্ল থাকে । দ্রুত লাফ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আধার হলো সত্যিকারের বহি - পতঙ্গ হওয়া । মায়া রূপী তুফান থেকে নিজেকে রক্ষা করা , শ্রীমতে চলা ।

গীত :- মেহফিলে জ্বলে ওঠে ঝাড় বাতির শিখা, পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতেই লিখা

ওম শান্তি । চৈতন্য বহি পতঙ্গরা গীত শুনেছে । বহি পতঙ্গ বলো বা ফুলই বলো, একই কথা । বাচ্চারা বুঝতে পারছে যে, আমরা সত্যিকারের বহি পতঙ্গ হয়েছি! কেবল পরিক্রমা করে চলে আসছি ; অগ্নিকে ভুলে যাচ্ছি । প্রত্যেকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমি কতখানি সুগন্ধী ফুল হয়ে জ্ঞানের সৌরভ বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছি ? নিজের মতো ফুল আর কাকে তৈরি করেছি ? এটা তো বাচ্চারা জানে জ্ঞানের সাগর উনিই - সেই বাবা, যিনি সুগন্ধে সুরভিত । যারা সুন্দর ফুল বা বহি পতঙ্গ তারা তো সুগন্ধে সুরভিত হবেই, তারা সবসময় খুশিতে থাকবে আর অন্যদেরও নিজের মতো ফুল বা বহি পতঙ্গ করে তুলবে । ফুল না হলেও কলি (কুঁড়ি) করে তুলবে । সম্পূর্ণ বহি পতঙ্গ সেই হতে পারে যে জীবিত থেকেও মৃত । সমর্পিত হয়ে যায় বা ঈশ্বরীয় সন্তান হয়ে যায় । কোনও বিত্তবান কোনও গরিব বাচ্চাকে দত্তক নিলে, বিত্তবানের কোলে এসে সেই বাচ্চার মা বাবার কথা মনে পড়ে যায়, তারপর দারিদ্রের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায় । সে জানে যে আমার গরিব মা বাবা আছে কিন্তু মনে করবে বিত্তবান মা - বাবাকে, যাদের থেকে ধন প্রাপ্তি হবে । সাধুরা সন্ন্যাসীরা সাধনা করে মুক্তিধামে যাওয়ার জন্য, সবাই মুক্তির জন্য পুরুষার্থ করে কিন্তু মুক্তির অর্থ বোঝেনা । কেউ বলে জ্যোতি - জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাবে, আবার কেউবা ভাবে নির্বাণ ধামের ওপারে চলে যাবে । নির্বাণধামে যাওয়া মানে কোনও জ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া নয় । এটাও বোঝে যে আমরা দূরদেশের বাসিন্দা । এই দুর্গন্ধময় দুনিয়াতে থেকে কি করবো !

বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, যখন কারও সাথে দেখা হবে তাদের বোঝাও যে এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত । সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ আর এখন হল সঙ্গমযুগ । সত্য যুগ থেকে ত্রেতায় যাওয়ার সন্ধিক্ষণ হলো সঙ্গমযুগ । ওখানে যুগের বদল ঘটে, কিন্তু এখানে কল্পের বদল ঘটে । বাবা কোনও যুগে যুগে আসেন না, যেমন মানুষ ভাবে । বাবা বলেন যখন সবকিছু তমোপ্রধান হয়ে যায় ; কলিযুগের শেষ হয়, এমন কল্পের সঙ্গমে আমি আসি । যুগ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ২ কলা কমে যায় । যখন পুরো গ্রহণ লেগে যায় তখনই আমি আসি । আমি যুগে যুগে আসিনা। এসবই বাবা বসে বহি পতঙ্গদের বোঝান । বহি পতঙ্গরাও নম্বর অনুযায়ী হয় ; কেউ তো অগ্নিতে (রুদ্র যন্ত) নিজেকে আহুতি দেয় আর কেউবা চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে চলে যায় । তারা শ্রীমতে চলতে ব্যর্থ হয় ।

যদি শ্রীমতে না চলে মায়া আবার গ্রাস করে নীচে ফেলে দেয় । শ্রীমতের অনেক গায়ন (মহিমা) আছে ।

শ্রীমত ভগবৎ গীতা বলা হয় । শাস্ত্র তো পরে রচিত হয়েছে । ঐ সময় মনুষ্য বুদ্ধি রজো, তমো হওয়ার কারণে ভেবেছিল যে, কৃষ্ণ দ্বাপরে এসেছিলেন । বাবা বলেন আমি তখনই আসি যখন আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের মনুষ্যদের বিলুপ্তি ঘটে । তারা এটা ভুলেই যায় যে আমরাই দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলাম, নিজেদের হিন্দু বলে দেয় । এটাই সবচাইতে বড়ো ভুল । ভারতীয়দের মধ্যে যারা দেবতা ধর্মের পূজারী তাদের জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা কোন্ ধর্মের ? ওরা বলবে আমরা হিন্দু ধর্মের । জিজ্ঞাসা কর তোমরা কাদের পূজা করছ ? ভারতবাসী নিজেদের ধর্মকেই জানেনা, এটাও ড্রামায় ফিচ্ছড (নির্দিষ্ট) । যখন সবাই ভুলে যায় তখনই তো আমি এসে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । সত্য যুগে একটাই ধর্ম, একথাই বাবা বসে বোঝান । যারা বিশ্বের মালিক ছিল তারা নিজেরাই ভুলে গেছে ; বাকিদের কথা না হয় থাকলো । একজনই বাবা যিনি এসে দুখধাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুখধামের মালিক বানান । তোমরা বলবে এখন আমরা নরকের মালিক । দুনিয়াকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে । সবাই পতিত তাই তো পবিত্রতাকে নমন করে । মানুষ সন্ন্যাসীদের গুরু বানায় কারণ তারা পবিত্র, ভাবে গুরু দ্বারা পবিত্র না হলে সঙ্গতি কি করে হবে । কিন্তু অনুসরণ করে না । গুরুরাও বলেনা যে তোমরা অনুসরণ না করলে পবিত্র হবে কি করে ! এখানে তো বাবা বলেন যদি তুমি পবিত্র নির্বিকারী হও তবেই আমার ফলোওয়ার্স (অনুসরণকারী) আর তা না হলে ফলোওয়ার্স নয় । উচ্চ পদ প্রাপ্তি লাভ হবে না । সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না যে , ফলো করো ; নয়তো সাজা খেতে হবে । একথা বাবা বলেন - শ্রীমতে চলো নয়তো কিছুই প্রাপ্তি হবে না । বাবা বারংবার বুঝিয়েছেন বাচ্চারা , লক্ষ্যপথ বড়ো কঠিন । এই সময় তোমরা পুরুষার্থ করছ কেননা দুঃখে আছ ।

তোমরা জান সত্য যুগে আমরা খুব সুখে থাকবো, ওখানে বুঝতেই পারবে না যে, আমাদের আবার দুখধামে যেতে হবে । আমরা কিভাবে সুখধামে এসেছি, কতবার জন্ম নিয়েছি -- কিছুই জানতে পারবে না । এখন তোমরা জান উঁচু (শ্রেষ্ঠ) কে ? তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান হওয়ার কারণে, ঈশ্বর যেমন নলেজফুল তোমরাও ঠিক তাই । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান । দেবতাদের খোড়াই ঈশ্বরের সন্তান বলা হবে ? এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান কিন্তু নশ্বর অনুযায়ী । কেউ তো বড়ো খুশিতে থাকে, বোঝে যে আমি তো বাবার শ্রীমতে চলি । যত শ্রীমতে চলবে ততই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে । বাবা সামনে বসে বোঝান -- বাচ্চারা দেহ অভিমান ত্যাগ করে দেহী অভিমানী হও । নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু সবসময় স্মরণ হবে না ; হবে নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । ফলাফল বেড়োবে শেষে । বাবা হলেন সুখদাতা । এমন নয় যে বাবা দুঃখ দেন । বাবা কখনওই বাচ্চাদের দুঃখ দিতে পারেন না । বাচ্চারা নিজেদের উল্টো চালচলনে দুঃখ ভোগ করে । বাবা দুঃখ দেন না । ওরা বলে, হে ভগবান, সন্তান দাও তবেই কূল বৃদ্ধি পাবে । সন্তানকে ভীষণ স্নেহ ভালবাসা দেয়, বাকি দুঃখ সন্তান তার নিজ কর্মফলে ভোগ করে । এখনও বাবা বাচ্চাদের কতো সুখে রাখেন । বাবা বলেন শ্রীমতে চলো, আসুরি মতে চলেই তোমরা দুঃখ ডেকে আনো । বাচ্চারা বাবা, শিক্ষক বা বড়োদের আদেশ না মানার কারণেই দুঃখ পেয়ে থাকে । দুঃখকে নিজেরাই ডেকে আনে মায়ার বশবর্তী হয়ে । ঈশ্বরীয় মত তোমরা এখনই পেয়ে থাক । ঈশ্বরীয় রেজাল্ট ২১ জন্ম ধরে চলে, তারপর আধা কল্প চলে মায়ার (আসুরি) মত । ঈশ্বর একবারই এসে মত দিয়ে

থাকেন । মায়ার মত চলে আধা কল্প ধরে। মায়ার মতে চলেই ১০০ পার্সেন্ট দুর্ভাগ্যশালী হয়ে যায় । যারা সুগন্ধিত ফুল তারা সবসময় খুশিতে থাকে নম্বর অনুযায়ী । বহি পতঙ্গ স্বরূপ বাচ্চা বাবার হয়ে তাঁর শ্রীমতেই চলে । সাধারণত গরিবরাই নিজেদের হিসেব নিকেশ লিখে রাখে । বিত্তবানদের তো ভয় থাকে যে, কেউ যেন অর্থ-কড়ি না নিয়ে যায়। বিত্তবানদের হিসেব নিকেশ লিখে রাখা মুশকিলের কাজ । বাবা বলেন, আমি তো দীনবন্ধু । দান তো সবসময় দরিদ্রদের দেওয়া হয় । সুদামার কথা, এক মূর্তি চাল নিয়ে মহল দেওয়া হয়েছিল তাই না! তোমরা হলে গরিব, কারও কাছে ২৫-৫০ টাকা থাকলে তার থেকে এক দুই আনা দিয়ে দেয়। একইভাবে বিত্তবানরাও ৫০ হাজার টাকা দান করে আর তাই দীনবন্ধু বলা হয়ে থাকে । বিত্তবানরা বলে তাদের সময় নেই, কারণ তাদের নিশ্চয় বুদ্ধি নেই । তোমরা হলে গরিব আর গরিবদের ধন প্রাপ্তি হলে খুশি হয়। বাবা বুঝিয়েছেন এখানে যারা গরিব ওখানে তারা বিত্তবান হয় আর এখানকার বিত্তবান ওখানে গরিব হয় । কেউ জিজ্ঞাসা করে আমরা যন্ত্রের প্রতি খেয়াল রাখবো, নাকি কুটুম্বদের প্রতি খেয়াল রাখবো ! বাবা বলেন তোমরা নিজের কুটুম্বদের প্রতি খেয়াল রাখো যত্ন নাও । ভালোই হয়েছে যে তোমরা এখন গরিব, বিত্তবান হলে বাবার কাছ থেকে পুরো বর্ষা নিতে পারতে না । সন্ন্যাসীরা এমন বলবে না, ওরা তো অর্থ নিয়ে নিজেদের সম্পত্তি তৈরি করে । শিববাবা খোড়াই সম্পত্তি বানাবেন ? এই মহল ইত্যাদি তোমরা নিজেদের জন্য তৈরি করেছ, এগুলো কারও সম্পত্তি নয় । এসবই অস্থায়ী কেননা অন্তিম সময়ে বাচ্চাদের এখানে এসে থাকতে হবে । আমাদের স্মৃতি স্মারক এখানে আছে, সুতরাং অন্তিমে তোমরাই এখানে এসে বিশ্রাম নেবে । বাবার কাছে দৌড়ে তারাই যাবে যারা যোগযুক্ত হবে । তারাই অনেক সাহায্য পাবে । বাবা তাদের অনেক সাহায্য করবেন । তোমরা জান এখানে বসে আমরা বিনাশ দেখবো । ঠিক শুরুতে যেভাবে বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন ঠিক সেভাবেই পরে আসা আত্মাদের ও সেই অধিকার থাকবে । ঐ সময় অনুভব হবে যেন বৈকুণ্ঠে বসে আছি । ক্রমশ তোমরা এগিয়ে যাচ্ছে । এটা তো বুঝেছ যে, তোমরা এখন যাত্রা পথে আরও কিছু সময় পরে বিনাশ ঘটবে আর তারপরই প্রিন্স প্রিন্সেস হতে পারবে । নানান বৈচিত্র বর্ণের ফুল আছে। প্রত্যেক বাচ্চাকে বুঝতে হবে যে, কতজনকে জ্ঞানের সুগন্ধে সুরভিত করতে পেরেছি! জ্ঞান আর যোগ শিক্ষা কি দিতে পেরেছি ? যারা সার্ভিস করে তারা অন্তরে সদা প্রফুল্ল থাকে । বাবা জানেন এর স্থিতি এখন কোন্ অবস্থায়, কতটা দ্রুত গতিতে সে এগিয়ে যেতে পারছে । দ্রুত এগিয়ে যাবে তারাই, যারা বহি পতঙ্গ হবে । বাবা বুঝিয়েছেন মায়ার তুফান তো আসবেই, মায়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । সন্ন্যাসীরা কখনও বলবে না স্ত্রী - পুরুষ গার্হস্থ্য জীবনে পবিত্র হয়ে দেখাও । ওরা এরকম সন্ন্যাস করাতে পারবে না । ওদের হলো নিবৃত্তি মার্গের রজোপ্রধান সন্ন্যাস । হঠযোগ সন্ন্যাস মনুষ্যই মনুষ্যদের শেখায় । পরমপিতা পরমাত্মাই এসে আত্মাদের রাজযোগ শেখান । আত্মাদের জ্ঞান আছে যে, আমি আত্মা । আত্মা স্বরূপ ভাইদের সাথেই কথা বলি । ঠিক যেমন পরমাত্মা বাবা আমরা আত্মাদের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন যে, আমরা সবাই আত্মা, কিন্তু আত্মা স্বরূপ নিশ্চয় না হওয়ার কারণে দেহ অভিমান থাকায় শরীর ধারী মনুষ্যদের বোঝাচ্ছি এটাই মনে করো । বাবা বলেছেন - আমি তো আত্মাদের সাথেই বাক্যালাপ করি । আমি পরম (শ্রেষ্ঠ) আত্মা তোমাদের আত্মার সাথেই বাক্যালাপ করি আর তোমরা বলবে আমরা আত্মারা শুনি, আত্মাদের শোনাই । এমন দেহী অভিমানী হয়ে শোনাতে আত্মা চট করে অনুভব করতে পারবে , কিন্তু নিজে দেহী অভিমানী না হতে পারলে ধারণা করাতে ব্যর্থ হবে । বড়ো উঁচু লক্ষ্যপথ ; বুদ্ধিতে এটাই ধারণ করতে হবে, আমরা অরগ্যান্স দ্বারা শুনি । বাবা বলেন - আমি আত্মাদের সাথে কথা বলি । বাচ্চারা বলে আমরা আত্মা ভাইদের সাথে কথা বলি । বাবার আদেশ -- বাচ্চারা অশরীরী

অর্থাৎ দেহী অভিমানী হও । দেহ- অভিমান ত্যাগ করে, আমাকে স্মরণ করো । এটাই বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমি কার সাথে কথা বলছি আত্মার সাথে না শরীরের সাথে! ফিমেল (মহিলা) হলেও সে আত্মা । তোমরা বাচ্চারা ভাবছ যে, আমরা তো বাবার সন্তান ; কিন্তু না, খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে আমি আত্মা অন্য আত্মাদের বোঝাচ্ছি, অমুককে বোঝাচ্ছি তা কিন্তু নয় । এই আত্মা আমার ভাই তাকে পথের দিশা বুঝিয়ে দিচ্ছি । আত্মা স্বরূপে বোঝালেই শীঘ্র অনুভব করতে পারবে । শরীর দেখে বোঝালে আত্মা ধারণ করতে ব্যর্থ হবে । প্রথমেই নিজেকে সতর্ক করে দাও যে, আমি আত্মা কথা বলছি । আত্মা না মেল (পুরুষ) না ফিমেল (মহিলা) । আত্মা তো শরীর থেকে আলাদা । মেল ফিমেল হয় শরীর থেকে । যেমন ব্রহ্মা সরস্বতীকে মেল -ফিমেল বলা হয় । শঙ্কর পার্বতীকেও মেল - ফিমেল বলা হয় । শিববাবা না মেল না ফিমেল । বাবা-ই এসে আত্মাদের বোঝান লক্ষ্যপথ অনেক উঁচুতে। বাবার আত্মাই সবাইকে বোঝান । আত্মাদের ইঞ্জেকশন (জ্ঞান রূপী) পেলেই দেহ- অভিমান ছিন্ন হয় । তা না হলে সুগন্ধ সুরভিত হয়না, শক্তিহীন হয়ে পড়ে । বাবা বলেন আমি আত্মাদের সাথেই কথা বলি আর তোমরা আত্মারাই শোন । এখন তোমাদের ঘরে ফেরার পালা আর তাই দেহী -অভিমানী হও । মনমনাভব । এরপর স্বাভাবিকভাবেই মধ্যাজী ভব হয়ে যাবে । মূল কথাই হলো "মনমনাভব", বাবাকে স্মরণ করো । যদিও সবাই বলে ভগবানকে স্মরণ করো কিন্তু তিনি কে তারা জানেনা । বাবা বলেন ঈশ্বরকে স্মরণ করো। কৃষ্ণ বা দেবতাদের স্মরণ করতে হবে না । মনুষ্য বুদ্ধি তবুও চলে যায় কৃষ্ণ বা রামের প্রতি, কিন্তু তাঁরা তো ভগবান নন । এখন তোমরা বাচ্চারা সূক্ষ্ম বুদ্ধি ধারণ করেছ । অমৃত বেলায় উঠে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে, দিনের বেলায় সার্ভিস করতে হবে কেননা তোমরা কর্মযোগী । লিখিত আছে যে, নিদ্রাকে জয় করে, রাত্রি জেগে উপার্জন বৃদ্ধি করো । দিনে মায়া প্রবল হাতছানি । অমৃত বেলার বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ পবিত্র, স্বচ্ছ সুন্দর থাকে । বাচ্চারা তো বাবাকে লিখে জানায় না যে এই সময়ে উঠে বিচার সাগর মন্বন করি। পরিশ্রম এতেই আছে, বিশ্বের মালিক হতে গেলে কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর ভালবাসা । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) দেহী -অভিমানী হওয়ার প্রচেষ্টা করতে হবে । আমি আত্মা, আত্মা (ভাই) দের সাথে কথা বলি । আত্মা কথা বলে, আত্মাই অরগ্যান্স দ্বারা শোনে এটা অভ্যাস করতে হবে ।

২) উঁচু পদ প্রাপ্তি করতে হলে পবিত্র ও নির্বিকারী হতে হবে । জীবিত থেকেও মৃত বহি পতঙ্গ স্বরূপ হতে হবে ।

বরদান :- অশান্তি বা হাঙ্গামার মধ্যেও শান্তির মরুদ্যান অনুভব করাতে সমর্থ শান্তি স্বরূপ হও

যখন কোনও স্থানে গন্ডগোল বা অশান্তি হয়, তখন সেখানে শান্তির শক্তি প্রদান করে অবাক করে দাও । সবাই শান্তি অনুভব করবে । শান্তি মরুদ্যান হয়ে শান্তির কিরণ প্রবাহিত করো । শান্তি স্বরূপ হয়ে শান্তি মরুদ্যানের অনুভব করাও । ঐ সময় কোনও বাক্যালাপ (বাচা) করে সেবা

করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু মনসা দ্বারা শান্তি প্রদান করে তা প্রত্যক্ষ করতে পার । সবার ভাইব্রেশনে (প্রকম্পন) আনতে হবে যে এখানে শান্তি বিরাজ করছে । এমনই বায়ুমণ্ডল সৃষ্টি করতে হবে ।

স্লোগান :- নিজের এবং অন্যদের চিন্তার অবসান ঘটানোই শুভচিন্তক হওয়া।

সাক্ষীদ্রষ্টা হওয়ার বিধি

আজ বাপদাদা এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো রাজ্যের দুনিয়া এবং কালজীর্ণ হওয়া দুনিয়ার সমাচার শুনছিলেন। বাপদাদা দেখেছিলেন, তাঁর বাচ্চাদের পুরানো দুনিয়ায় কতো সহন করতে হয়। আত্মাদের জন্য এটাই সুখানুভবের সময়, কিন্তু শরীর দ্বারা তোমাদের সহনও করতে হয়। তোমাদের নিজেদের রাজ্যে প্রকৃতির পাঁচ তত্বই সদা আঞ্জাকারী সেবধারী হবে। কিন্তু নিজের রাজ্য স্থাপন করার জন্য পুরানোকেই নতুন বানাতে হবে। পুরানো দুনিয়ায় তোমাদের সেবধারী হতেই হবে। তোমাদের করা এখনই এই সেবা জন্ম জন্মান্তরের সেবা থেকে মুক্ত করে দেয়। এই সেবার ফলস্বরূপ প্রকৃতি এবং চৈতন্য সেবধারী তোমাদের চারিদিকে ঘুরবে তোমাদের সেবা করার জন্যে। এইজন্য সদাকালের সর্বপ্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে অল্প সময়ের এই সামান্য কমবেশি সহন করাও সহন মনে হয় না। শ্রেষ্ঠ সেবার নেশা আর খুশিতে সহন করা এক চরিত্ররূপে পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ ঈশ্বরীয় ক্রিয়ায় পরিণত হয়। ভাগবৎ তোমাদের সবার সহন শক্তির চারিত্রিক স্মৃতিচিহ্ন। সুতরাং, তোমরা সহন করছো না, বরং চরিত্রের স্বরূপিক তৈরি হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই গায়নই শুনছো ভগবানের বাচ্চারা বাবার সাথে মিলনের জন্য স্নেহবশতঃ কি করেছিলো ! গোপী বল্লভের গোপ গোপীকারা কি কি করেছিলো। সুতরাং, এটা সহন করা নয়, বরং এই সহনই তোমাদের শক্তিশালী বানাচ্ছে। সহন শক্তি দ্বারা তোমরা মাস্টার সর্বশক্তিমান তৈরি হও। সহন করা তোমাদের একটা খেলা, এইরকম মনে হয় ? তোমাদের মন সদা নৃত্যরত, তাই না ! মনের খুশি, অল্প কিছুই সহনও খুশিতে পরিবর্তন করে দেয়। দেহও তোমার, মনও তোমার। সুতরাং, যাঁকে বলা, তোমারই তিনি জানেন তাঁকে কি করতে হবে। তোমরা শুধু পৃথক হয়েও প্রিয় থাকো। যে সময়ে তোমরা শুধু দেহের হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দেওয়ার পাট অভিনয় করো, তখন সদাসর্বদা এই স্মৃতিতে থাকো, তুমি জানো, তোমার কাজ জানে কি করতে হবে। এটা ভেবোনা, "আমি অসুস্থ, না, আমার শরীর অসুস্থ, না। তোমার গচ্ছিত ধন, তুমি জানো। আমি সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে তোমার গচ্ছিত ধনের দেখভাল করছি"। এই ভাবকে বলা হয়ে থাকে সাক্ষীদ্রষ্টা হওয়া। ট্রাস্টি হও। একইভাবে, মনও তোমার। আমার তো নয়ই 'আমার মন লাগেনা, আমার যোগ লাগেনা, আমার বুদ্ধি একাগ্র হয়না'- এই আমার শব্দ অস্থিরতার সৃষ্টি করে। আমার কোথায় ! আমারই তো না ! আমিস্বভাব শেষ করে দেওয়াই সর্ব বন্ধনমুক্ত হওয়া। আমার ধন, আমার স্ত্রী, আমার স্বামী, আমার সন্তান, এরা সব জ্ঞানমার্গে চলেনা, তাদের বুদ্ধির তালা খুলে দাও। কেন শুধু তাদের কথাই ভাবছো ? কেন আমিস্ব ভাব নিয়ে তুমি ভাবছো ? কখনো কোনো বাচ্চা এখনও এটা বলেনি, আমার গ্রামের বা আমার দেশের আত্মাদের তালা খোলো। সবাই তোমরা বলা, আমার স্ত্রীর, আমার সন্তানের ; আমিস্ব ভাব তোমাদের বেহদের হতে দেয়না। এইজন্য প্রত্যেক আত্মার প্রতি বেহদের শুভ ভাবনা রেখে সবার সাথে সেই আত্মাদেরও দেখো। কি বুঝলে তোমরা ? তোমাদের মনে তো আছে - 'সবকিছুই তোমার, আমার কোনো বোঝা নেই'। বাপদাদা যেকোনো জায়গায় সেবার জন্য তোমাদের নিমিত্ত বানাতে পারেন। তিনি তোমাদের দেহ দ্বারা তোমাদের সেবা করতে পারেন এবং মন দ্বারা মঙ্গা সেবা। যে কোনো অবস্থায় যেকোনো জায়গায় তিনি তোমাদের রাখতে পারেন, তিনি তোমাদের শুধু ডাল রুটি খাওয়াতে পারেন অথবা ৩৬ প্রকার ব্যঞ্জন। যেমনই হোক, যখন আমার কিছুই নেই, তখন সবই তোমার তুমিই জানো। তোমরা কেন ভাবছো ? ভগবান তাঁর বাচ্চাদের সদা তাদের তন, মন, ধনে সুখদায়ক রাখবেন। এটা বাবার গ্যারান্টি ! তাহলে সবাই

তোমরা কেন বোঝা বয়ে বেড়াও ! আরেকদিনও তোমাদের বলা হয়েছিলো, তোমরাই বলা, সবকিছু তোমার, সুতরাং, যা বাবা খাওয়াবেন সেটাই আহাৰ কৰো, পান কৰো আৰ নিজেৰা আনন্দ কৰো, তাঁকে স্মরণ কৰো ।, শুধু একটা ডিউটিই তোমাদের আছে, ব্যস্ ! বাকি সব ডিউটি বাবা নিজে থেকেই পূৰণ কৰে দেবেন । তোমরা একটা ডিউটি তো কৰতে পাৰবে, তাই না ! যখনই তোমরা ভাবো, আমাৰ তখনই মন চঞ্চল হয় । এমনই ভাবছো তো যে এটা বেশ কঠিন ব্যাপাৰ ! এটা কঠিন নয়,বৰং তোমরাই এটাকে কঠিন বানিয়ে দাও । আমিহু ভাব কঠিন বানিয়ে দেয় আৰ তোমা ভাব সবকিছু সহজ । বিশ্ব কল্যাণেৰ ভাবনা থাকলে বিশ্ব কল্যাণার্থে গৃহীত কাৰ্য জলদি সমাপ্ত হয়ে যাবে আৰ তখন তোমরা নিজেৰ ৰাজ্যে চলে যাবে । সেখানে তোমাদের এইভাবে পাখা ঘোৱাতে হবেনা (গৰমেৰ কাৰণে সবাৰ হাতে ৰঙবেরঙেৰ হাতপাখা দেওয়া হয়েছিলো) । ওখানে প্রকৃতি তোমাদের হাওয়া কৰবে । প্রত্যেকটা হীৰে এত আলো দেবে যা তোমাদের এখানৰ লাইট থেকেও অধিক ওয়ান্ডাৰফুল লাইট হবে । তোমাদের মহলে সদা ন'টা ৰঙেৰ হীৰেৰ লাইট হবে । শুধু ভাবো, কত সুন্দৰ আলো হবে সেখানে । ন' ৰঙেৰ মিক্স লাইট কতো সুন্দৰ হবে । আৰ এখানে দেখো, এক ৰঙেৰ লাইটও যেন খেলা কৰছে । অতএব, সেবাৰ কৰ্তব্য সম্পন্ন কৰো । সম্পন্ন হলে তো নিজেৰ ৰাজ্য, সৰ্বসুখে সম্পন্ন ৰাজ্য প্ৰায় এসেই গেল ! বুঝেছ তোমরা !

আজ সবাৰ যাওয়ার দিন, সবাই তোমরা তখনই যেতে পাৰবে যখন বাপদাদা সবকিছু জলদি জলদি সমাপ্ত কৰবেন । এখন তো ট্ৰেন ইত্যাদিৰ ভিড়ে তোমাদের যেতে হবে, সেখানে তোমাদের মহলেৰ সামনে অনেক অনেক বিমান দাঁড়িয়ে থাকবে । বিমান চালকেৰ জন্যও তোমাদের অপেক্ষা কৰতে হবে না, খুব ছোট বয়সেই তোমরা সেইসব বিমান চালাতে পাৰবে । এমনকি ছোট বাচ্চাও সুইচ অন কৰবে, বিমান উড়বে । কোনোভাবেই কোনো অ্যাকসিডেণ্ট তো হবেই না । বিমানও প্রস্তুত হচ্ছে । যতাই হোক, সবাই তোমরা এভাৰ ৰেডি হয়ে যাও । স্বৰ্গ তো তৈৰি হয়েই আছে । বিশ্বকৰ্মা অৰ্ডাৰ কৰবে আৰ মহল এবং বিমান তৈৰি হয়ে যাবে । এটা ঈশ্বৰীয় জাদুৰ প্ৰাৰন্ধেৰ নগৰী । (সবাই পাখা নাড়ছিলো) এও খুব ভালো সীন, ছবি নেওয়ার উপযুক্ত । এইৰকম অন্য কোনো গ্যদাৰিং তোমরা দেখনি, যেখানে তারা ৰঙবেরঙেৰ পাখা নাড়াৰে । আচ্ছা !

যাদের সদা এইৰকম দৃঢ় সঙ্কল্প আছে, তোমার, তুমিই জানো ! সদা বেহদেৰ সকল আত্মাৰ প্ৰতি শুভ ভাবনা রেখে, সদা প্ৰতি কৰ্ম স্মৰণেৰ দ্বাৰা স্মৰণিক বানায়, এইৰকম এভাৰ ৰেডি বাচ্চাদের বাপদাদাৰ স্মৰণ –স্নেহ এবং নমস্কাৰ ।

ট্ৰেনিং কৰতে আসা কুমাৰীদেৰ সাথেঃ – সবাই নিজেকে বাবাৰ ৰাইট হ্যান্ড মনে কৰো তো, তাই না ! লেফ্ট হ্যান্ড নও তো ! ৰাইট হ্যান্ড একটা হাতকেও বোঝায় আবার যারা সেবায় সদা সহযোগী হয়, তাদেরও ৰাইট হ্যান্ড বলা হয় । সুতরাং, প্ৰত্যেকে তোমরা সেবায় সদা সহযোগী হওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প কৰে নিয়েছ, তাই না ! ফিৰে গিয়ে তোমরা ভুলে যাবেনা তো ? যারাই কাৰণে-অকাৰণে এখন সেবাতে বেরোতে পাৰেনা, তারাও এই লক্ষ্য রেখো যে, সেবাতে আমাকেও সাথী হতেই হবে । সব সঙ্কল্পে যেন সেবা মিশে থাকে । যেখানেই থাকো, সেখানে সদা নিজেকে পূজ্য মহান আত্মা নিশ্চয় কৰে চলতে হবে । কাৰও প্ৰতি তোমাৰ দৃষ্টি যেন না যায়, আৰ অন্য কাৰও দৃষ্টিও যেন তোমাৰ দিকে না যায় ! সদা এইৰকম পূজ্য আত্মাৰ মনোভাব নিয়ে চলতে হবে । পূজ্য আত্মাৰ স্মৃতিতে থাকা কুমাৰীদেৰ দিকে কাৰও অপবিত্ৰ দৃষ্টি যেতে পাৰেনা । সদা এই বিষয়ে নিজে সাবধান থাকো । কখনও

নিজেকে এই স্মৃতির ক্ষেত্রে শিথিল হতে দিওনা । ব্রহ্মাকুমারী তো হয়ে গেছি, কখনো এই ভাবনায় অমনোযোগী হয়ো না । এখন তো দাদী হয়ে গেছি, দিদি হয়ে গেছি, না । এটাতো শুধু নামে, কিন্তু তোমরা তো শ্রেষ্ঠ আত্মা, পূজ্য আত্মা; শক্তির প্রতিমূর্তি আত্মা . . . শক্তিদের ওপর কারও নজর পড়তে পারেনা । কারও দৃষ্টি অন্যের ওপর যদি পড়েও তো দেখানো হয়, সে মোষ হয়ে গেছে অর্থাৎ মোষের মতো নির্বুদ্ধি হয়ে গেছে । মোষ কালো হয়, সুতরাং সে মোষ হয়ে গেছে অর্থাৎ আত্মায় ময়লা আবর্জনার প্রলেপ পড়েছে । এবং মোষবুদ্ধি অর্থাৎ মোটা বুদ্ধি (শূলবুদ্ধি) হয়ে যাওয়া । যদি কারও কুদৃষ্টি অন্যের প্রতি যায়, তবে সে 'মোটা বুদ্ধি, মোষবুদ্ধি হয়ে যাবে । কেন কারও দৃষ্টি তোমার ওপর পড়বে ? এক্ষেত্রেও বলা হবে দুর্বলতা কুমারীদের । পাণ্ডবদের নিজেদের কমজোরি, কুমারীদের নিজেদের, সুতরাং, নিজেকে চেক করো দাদী দিদিদেরও এই ব্যাপারে উৎকণ্ঠা থাকে কারও দৃষ্টি যেন কুমারীদের ওপর না পড়ে । সুতরাং, তোমরা এইরকম স্থিরচিত্ত হয়েছো, তাই না ! কখনও কারও দ্বারা প্রভাবিত হয়োনা । এই সেবানারী খুব ভালো, ইনি সেবায় খুব ভালো সাথী এবং মদংকারী না । ইনি তো কতো করেন ! না ! বাবা তাদের দিয়ে করান । আমি কতো সেবা করছি । না ! বাবা আমাকে দিয়ে করাচ্ছেন । সুতরাং, না নিজে কমজোর হবে আর না অন্যকে কমজোর হওয়ার কোনো মার্জিন রাখবে । এই বিষয়ে বাবার কাছে কারও সম্পর্কে কোনো রিপোর্ট আসা উচিত নয় । পাণ্ডবও খুব চতুর । কেউ ভালো ভালো জিনিস নিয়ে আসবে, খাওয়ার বা পরার জন্য, সেটাও মায়া । সেই সময়ে তারা মায়ার বশবর্তী হয় । কিন্তু তোমরা তো মায়াকে পরখ করতে সমর্থ, তাই না ? সেই জিনিসকে জিনিস মনে করোনা, সেগুলো সাপ ! সাপ অবশ্যই দংশন করবে । যখন এইরকম কড়া নজর রাখবে, তখনই সেফ থাকতে পারবে । নয়তো, যেকোনো কারও মধ্যে মায়া প্রবেশ করে মায়া তোমাদের তার নিজের বানানোর শ্রমসাধ্য চেষ্টা করবে । যেমন আগের দিনগুলোতে বাপদাদা সমস্ত ছোট ছোট কুমারীদের বলতেন, তোমাদের এই লক্ষ্য এত খেতে হবে, এই জল এত পান করতে হবে, কিন্তু তোমরা ভয় পেয়োনা । সুতরাং, মায়া আসবে, অনেক বড় রূপে আসবে, যতই হোক, যারা তাকে পরখ করতে পারে, সদা বিজয়ী হয় । হার খায়না অর্থাৎ কোনোভাবেই তারা বশ্যতা স্বীকার করেনা । সুতরাং সবাই তোমরা পরখ করার শক্তি ধারণ করেছো নাকি এখনও তা করতে হবে ? দেখ, সকলের ছবি এখন নেওয়া হয়ে গেছে । দৃঢ়সঙ্কল্প হও । কুমারীরা যদি সকলেই এই বিষয়ে শক্তিরূপ হয়ে যায় তবে বাহ বাহ র করতালি বাজবে । বাপদাদাও বিজয়ের পুষ্প বর্ষণ করবেন । আমরা এখন রেজাল্ট দেখবো । এইরকম অঙ্গদের মতো হও ।

সঠিক সময়ে বুঝতে পারাও সৌভাগ্যবান হওয়ার লক্ষণ । সময়ে বৃক্ষে ফল ধরলে মূল্যবান বলা হয়ে থাকে । সৃষ্টি সংসারে কি বা আছে ! চিন্তা আর দুঃখ ছাড়া কিছুই তো নেই । সুতরাং স্থিরসঙ্কল্পে স্থিত হয়ে সওয়া করবে । যদি কোনো সুন্দর বস্তু বা আকর্ষণীয় কোনো ব্যক্তি তোমার সামনে আসে, তবে আকৃষ্ট হয়োনা । তোমার সঙ্কল্পে বা সপ্নেও অতীত হওয়া কোনকিছু স্মরণ করোনা । মনে করবে এইসব তোমাদের পূর্ব জন্মের বিষয় । এমনকি সেইসব সম্পর্কে কখনো ভেবোনা ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদা সাক্ষাৎকার সমাপ্ত করতে করতেই অমৃতবেলার সময় হয়ে গিয়েছিলো : -
 দেখ, তোমরা দিনকে রাত, রাতকে দিন বানিয়েছ । এই গায়নই গোপ গোপিনীদের । মহারাস করতে করতে রাত দিনে পরিনত হয়েছে, এটাই তোমাদের সকলের গায়ন, তাই না ! তোমরা সদা বাবার স্নেহে ডুবে আছ, তোমরা সব স্নেহী আত্মা, তাই না ! বাচ্চারা যত স্নেহী, তার শতগুন অধিক বাবা স্নেহী । তোমরা তো এইরকম অনুভবই করো, তাই না ? সেকেন্ডভর শুধু বাবাকে ভাবো আর বাবা

হাজির হয়ে যান । অতি উত্তম সেবাধারী তিনি, তাই না ? বাবা সবচেয়ে কুইক সেবাধারী । অন্যরা আসতে দেরি করবে । তারা উঠবে, তৈরি হবে, তারপর চলবে আর তারপরে পৌঁছাবে । বাবা তো সদা এভার রেডি । যখনই তোমরা ডাকো, সেকেন্ডেরও কম সময়ে তিনি তোমাদের কাছে পৌঁছে যান । সবার সেবার জন্য সদা প্রস্তুত , কখনো কারও অসুবিধা করেন না । দেখ, এখনো এত সময় ধরে তিনি এখানে বসে আছেন, স্নেহে নিমজ্জিত, নাকি ক্লান্ত তিনি ? বাপদাদা সব বাচ্চাদের দেখে অতি প্রসন্ন । নির্ধারিত শর্তে বাবা বাচ্চাদের পরিতুষ্ট করার কাজ নিয়েছেন এবং সেইজন্য তিনি তাঁর কাজের চুক্তি পূরণ করবেন, তাই না ? সব বাচ্চাই পরস্পরের থেকে অধিক প্রিয় । কেউ তো অপ্রিয় হতেই পারে না । সবাই একে অন্যের থেকে এগিয়ে আছে । সব বাচ্চারাজা বাচ্চা , প্রজা বাচ্চা নয় ।

ভক্তরা তোমাদের জড় চিত্রের জন্য জাগরণ করে, কখনো তোমরাও সবাই অবশ্যই করেছ, তাইতো ভক্তরাও তোমাদের কপি করে । এই জাগরণ তোমাদের ডবল আয় করতে সক্ষম বানায় । তোমাদের উপার্জিত রোজগার বর্তমানের এবং বর্তমানের আধারে ভবিষ্যৎও শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে । সুতরাং, তোমরা কল্যাণকারী আত্মা, সবকিছুতে কল্যাণ মিশে আছে, সুতরাং কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ হতেই পারে না । কারণ তোমরা কল্যাণকারী বাবার বাচ্চা হয়েছ । বাহ্যিকভাবে, হয়তো কোনো কল্যাণ না-ই দেখা যেতে পারে, যেমন ধরো কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হলো, তাহলে তো ক্ষতিই হয়ে গেল, তাই না ! লোকে তখন অকল্যাণ হওয়ার কথাই বলবে । কিন্তু সেই অকল্যাণেও সঙ্গমযুগী আত্মাদের জন্য কল্যাণ মিশে আছে । লোকসানও শূল থেকে কাঁটায় পরিণত হয়ে যায় । অনেক বড় ক্ষতি থেকে কম ক্ষতি হয়ে যায় । এর মধ্যেও সদা কল্যাণ থাকবে মনে করে সামনে এগিয়ে চলো । সদা নিজেকে এইরকম কল্যাণকারী আত্মা ভেবে চলতে থাকো । বাবা তোমাদের নিজের সমান বানিয়ে দিয়েছেন । বাবা কল্যাণকারী তো বাচ্চারাজাও কল্যাণকারী । বাবা বাচ্চাদের তাঁর নিজের থেকেও এগিয়ে রাখেন । তোমরা ডবল ভাবে পূজিত হও, ডবল রাজ্য তোমরাই শাসন করো । সুতরাং এমন নেশা আর এত খুশি যেন সদা থাকে, "বাহ আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, বাহ আমি পুণ্য আত্মা, বাহ আমি শিবশক্তি ! সদা এই স্মৃতি বজায় রাখো । আচ্ছা !

তোমাদের সবার ঘর মধুবন । মধুবন ঘর থেকেই তোমাদের ঘর, পরমধাম যাওয়ার পাস পাবে । সাকার রীতিতে মধুবন তোমাদের ঘর আর পরমধাম নিরাকারী দুনিয়া । মধুবন তোমাদের আসল ঘর যেখানে সবাই তোমরা তোমাদের সেবাকেন্দ্রে যাচ্ছ । যদি মনে করো সেটা তোমাদের ঘর তো তোমরা আটকে যাবে । যদি তোমরা মনে করো সেবাকেন্দ্র, তো ন্যারে থাকবে অর্থাৎ পৃথক থাকবে অথচ প্রিয় হয়ে । যে আত্মাদের জন্য তোমরা নিমিত্ত হও, তাদের সেবার সম্বন্ধে নিমিত্ত হতে হবে, কোনো ব্লাড কানেকশনের সম্বন্ধে নয় । তোমাদের কানেকশন থাকে সেবার সাথে । সদা স্মরণ আর সেবাতে থাকলে সহজেই নষ্টমোহা হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

যারা বিশেষ সেবাধারী তারা সর্বকার্যে পারদর্শিতা দেখায় । সেবাধারী তো তোমরা সবাই কিন্তু বিশেষ সেবাধারী তাদের নৈপুণ্য দেখাবে । যখন তোমরা কোনো সেবা করো বা প্ল্যান বানাও, তখন ভাবো এই সেবাতে আমি কি বিশেষত্ব এনেছি ! বিশেষ সেবা করে তোমরা বিশেষ আত্মা হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে যাও । সদা বিশেষ কিছু করার লক্ষ্য রাখো, যাতে নিজে থেকেই তোমরা বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে, অর্থাৎ বাবা আর পরিবারের সামনে এসে যাবে । সদাসর্বদা কোনো না কোনো বিশেষত্ব দেখানোর কারিগর হও । এই বিশেষত্বই তোমায় পৃথক অথচ প্রিয় বানায়, তাই না ! সুতরাং

সর্বকার্যে বিশেষত্বের নতুনত্ব দেখাও । প্রকৃত সেবাধারী, সবাইকে নিজেদের শক্তির সহযোগ দ্বারা এগিয়ে নিয়ে চলো । এই সেবাতেই তৎপর থাকো । আচ্ছা - ওম্ শান্তি!

বরদানঃ - ত্যাগ এবং তপস্যার সহযোগ দ্বারা সেবায় সফলতা প্রাপ্তকারী নিরন্তর তপস্বীর প্রতিমূর্তি ভব

সেবাধারী অর্থাৎ জ্ঞান আর তপস্বীর প্রতিমূর্তি হওয়া । ত্যাগ-তপস্যা উভয়ের সহযোগ দ্বারা সেবায় সদা তোমরা সাফল্য অর্জন করো । তপস্যা মাত্রই এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় , সদাসর্বদার এই তপস্যা, করতে থাকো, তবে তোমাদের সেবাস্থান তপস্যাকুণ্ড হয়ে যাবে । এমন তপস্যাকুণ্ড বানালে পতঙ্গরা নিজেরাই আসবে । মন্সা সেবা দ্বারা শক্তিশালী আত্মারা প্রত্যক্ষ হবে । এখন মন্সা দ্বারা ধরিত্রীর পরিবর্তন করো, এই বিধি বৃদ্ধি করার ।

স্নোগানঃ - নম্রতা এবং ধৈর্যের শক্তি দ্বারা ক্রোধাগ্নি শীতল করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- অন্যকে বোঝানোর সেবা করতে থাকো, জ্ঞান ধনের দান করো তাহলেই অপার খুশী থাকবে, সকলের আশীর্বাদ পাবে, বাবার স্মরণ বিস্মৃত হবে না"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা, বাবা তোমাদের রুহানী ড্রিল কেন শেখান ?

উত্তর :- পালোয়ান বানানোর জন্য । যত তোমরা বাবার স্মরণে থাকো, পড়াতে মন দাও ততই তোমাদের মধ্যে শক্তি আসতে থাকে । এই শক্তিতেই তোমরা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করে নাও । তোমরা কোনো স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি চালাও না । তোমরা স্বদর্শন চক্রে দ্বারা মায়ার গলা কেটে দাও -- এ হলো অহিংসক যুদ্ধ ।

গীত :- ছোটোবেলার দিন ভুলে যেও না

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গানের অর্থ বুঝবে । বাবা করণ - করাবনহার, তাই না ! তাই এমন - এমন গানও বাবা বাচ্চাদের জন্য বানিয়েছেন । বাবা বাচ্চাদের বলেন, বেহদের মাতা - পিতার সন্তান হয়ে আবার তাদের ভুলে যেও না । এ হলো অনেক বড় স্মরণ । তোমরা স্মরণ করতেই থাকবে । যখন মাতা - পিতা বোলো, তখন সেই পিতার স্মরণ তো অবশ্যই করতে হবে । মাতা - পিতার স্মরণ তো প্রথমে হয় তারপর আশীর্বাদী বর্ষার জন্য বাবাকে মনে রাখতেও হয় । বলা হয়, দৈবী সার্বভৌম রাজ্য তোমাদের ঈশ্বরীয় জন্মসিদ্ধ অধিকার । পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বিশ্বের রচয়িতা, তাহলে অবশ্যই তিনি নতুন দুনিয়া স্বর্গেরই রচনা করবেন । বাবা কখনোই এমন বলবেন না যে আমি পুরানো ঘর বানাই । সবসময় তিনি নতুন ঘরই বানান । পুরানো বানাবার কথা কখনোই বলা নেই । বেহদের বাবাও নতুন দুনিয়ারই রচনা করেন । এখন বাচ্চারা জানে আমরা মাতা - পিতার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়ার জন্য শ্রীমত অনুযায়ী চলছি । এ হলো বুদ্ধির যাত্রা । ওই শরীরের যাত্রা তো জন্ম জন্মান্তর করে এসেছি আর মুহূর্তে মুহূর্তেই তা করি । এই রুহানী যাত্রা কিন্তু একবারই হয় । তাই যাত্রীরা পান্ডাকে কখনোই ভুলতে পারে না অথবা বাচ্চারা মাতা - পিতাকে কখনোই ভুলতে পারে না । তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা, সুপ্রীম পান্ডা হলেন শিব বাবা । তোমরা হলে তাঁর সন্তান । মানুষ যখন বদ্রীনাথ বা অমরনাথে যায় তখন বুদ্ধিতে সেই যাত্রার স্মরণ থাকে । বিলেত থেকে ফিরলে যেমন নিজের জন্মস্থানকে মনে পড়ে । তারা সুখী হয় যে আমরা ঘরে ফিরছি । তোমরা বাচ্চারাও জানো যে, আমরা বেহদের ঘর সুইট হোমে যাচ্ছি । অবশ্যই তোমাদের বিকর্মাজিত হতে হবে । এই বাবা এসেই সব শেখান । বলা হয়, স্মরণ বা যোগ ছাড়া তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না । যোগের মহিমা অনেক । প্রাচীন ভারতের যোগের গায়ন আছে, এ পুরানোর থেকেও পুরানো । সত্য যুগ হলো নতুন দুনিয়া । তাই এই সময়ে তিনি সেই পুরানো যোগ শেখান । এই যোগের অনেক মহিমা । বাবা এই যোগ শিখিয়ে চলে যান, পরে আবার ভক্তিমার্গ শুরু হবে । তোমরা বলবে এই প্রাচীন যোগ মানুষ মানুষকে কখনো শেখাতে পারে না । আর সমস্ত অনেক প্রকারের যে যোগ আছে তা মানুষ মানুষকে শেখায় । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সকলের প্রকৃত বাবা হলেন একজন, আর সকলের মা হলেন জগদম্বা । এমনিতে তো "ফাদার" সবাইকেই বলে থাকে । মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানকেও ফাদার বলা হয় । এমন তো অনেকেই হয় কিন্তু গড ফাদার হলেন একজন । তিনি হলেন রচয়িতা । সৃষ্টিও একই । এমন নয় যে, নীচে বা ওপরে কোথাও সৃষ্টি আছে ।

মানুষ কতো চেষ্টা করে যে চন্দ্র বা অন্য গ্রহে গিয়ে জমি কেনে। যখন অতি অবস্থায় যায়, তখন বিনাশ হয়ে যায়। যতই মাথা ঠোকো না কেন।

বাবা এখন বলছেন, প্রিয় বাচ্চারা, তোমরা ছেলেবেলার কথা ভুলে যেও না। এখানে তো প্রথমে বাবার বাচ্চা হয়। সেই বাবাই আবার শিক্ষক হন। এক বাবাই দেন আশীর্বাদী বর্ষা। সন্ন্যাসীদের তো মাতা - পিতা নেই তাই তাঁরা সম্পত্তি পায় না। লৌকিক বাবার থেকে তো সবাই সম্পত্তি পায়। পারলৌকিক বাবা হলেন একজন। তাঁকে বলা হয় রচয়িতা। বাবা বলেন, আমি হলাম মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ। মানুষ আমার মহিমাও করে। আমি সং - চিং - আনন্দ স্বরূপ। তোমরা এ তো বোঝো যে বাবার মহিমা আলাদা, আর কারোর এমন মহিমা করা হয় না। এই বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী - নারায়ণের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁদের মহিমা হিসেবে গাওয়া হয় -- সর্বগুণ সম্পন্ন, অহিংসা পরম ধর্ম, মর্যাদা পুরুষোত্তম। প্রথম নম্বরে হলো স্বর্গের মহারাজা - মহারাণীর মহিমা। সেই রাজ্যই হলো এমন। যথা রাজা - রাণী তথা প্রজা। সেখানে দুঃখের কোনো নামই থাকে না। প্রজাদেরও কোনো দুঃখ থাকে না। এমন দুনিয়া তো অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাই রচনা করেন। তাঁকে বলাও হয় হেভেনলি গড ফাদার। যদিও ইংরেজরা প্রায়ই বলে থাকে হেভেন কিন্তু তারা বুঝতে পারে না যে, স্বর্গ কেমন হয়। এই ভারতই স্বর্গ ছিলো। ভারতের অনেক বড় মহিমা। তোমাদের শত্রু হলো রাবণ। তোমাদের এই বেহদের রাজ্য হারিয়ে ফেলার মূলে এই মায়া হলো শত্রু। অর্ধ কল্প ধরে তোমরা এই রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছো। হারাতে হারাতে তোমরা সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছো। আবার তোমরাই রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করো। তোমাদেরই হিরো - হিরোইন বলা হবে। এক হিরো - হিরোইন, তারপর তাঁদের বংশাবলী, তোমরা সকলেই হিরো - হিরোইন হও অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে তোমরাই বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমরা এই সময় হিরো - হিরোইনের অভিনয় করছো। সমগ্র বিশ্বে বাবা তোমাদের হিরো হিরোইনের টাইটেল দেওয়াচ্ছেন। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা। তোমরা জানো যে, আমরা যোগবলের দ্বারা স্বর্গ তৈরী করি, তারপর সেই স্বর্গে আমরাই রাজত্ব করবো। কিন্তু মায়া এমনই যে, সব ভুলিয়ে দেয়। যেমন এক সেকেন্ডেই জীবনমুক্তি পাওয়া যায় তেমনি মায়াও এক সেকেন্ডেই সব ভুলিয়ে দেয়। জীবনমুক্তিকে বাতিল করে এক সেকেন্ডেই মৃত্যুবরণ করে। বাবা তো বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা, জীবনের এই পথ পরিক্রমা অনেক লম্বা। সবসময় বাবাকে স্মরণ করলে অন্ত মতি তেমন গতি হয়ে যাবে। যেই মাতা - পিতার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় তাঁর থেকে যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয় তাহলে সেই নরকে চলে যায়। বাচ্চারা লক্ষ্যেতে ভুল ভুলাইয়া দেখেছে, ভিতরে গেলে মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায়। এও ঠিক এমনই। বাবা আর বাবার ঘরকে ভুলে যাওয়ার কারণে মানুষ ধাক্কা খেতে আর মাথা ঠুকতে থাকে। রাস্তা যিনি দেখান, তিনি তো উপরে রয়েছেন।

বাবা বলেন যে, তোমরা এখন শ্রীমতে চলে মায়াকে জয় করার পুরুষার্থ করছো। এমন নয় যে আজ মাতা - পিতা বলে কাল তাঁদের ভুলে গেলে। এখানে তো অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে একের সাথে জুড়তে হবে। ভক্তিমার্গে গাওয়াও হয় ---- আমি বলিহারি (সমর্পিত হব) যাবো -- সব সমর্পণ করবো -- কিন্তু নাম নেয় কৃষ্ণের। বাস্তবে কৃষ্ণের কোনো কথা নেই। এ হলো রুদ্র জ্ঞান যন্তু। রুদ্র শিবকে বলা হয়। এমন সামান্য কথাও মানুষ বুঝতে পারে না। বাবা অনেক গীতা পড়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতেন না। এখন বোঝেন যে তাতে তো ভগবান উবাচঃ লেখা আছে। এই রুদ্র জ্ঞান যন্তুর থেকেই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়। মানুষ এই রুদ্র জ্ঞান যন্তুকে কৃষ্ণ যন্তু বলে দেয়। রুদ্রও কৃষ্ণের অবতার, এই কথা বলে এই বিষয় উড়িয়ে দেয়। এখন বাবা বলেন, আমি

তোমাদের রাজযোগ শেখাই তাহলে অবশ্যই রাজত্ব করার জন্য নতুন সৃষ্টি চাই। দীপাবলীর সময় লক্ষ্মীর আহ্বান করা হয় তো মানুষ কতো পরিষ্কার - পরিচ্ছন্ন করে। সে হলো ভক্তিমার্গের রীতি নিয়ম। এখানে তো তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও, তাহলে অবশ্যই নতুন সৃষ্টির প্রয়োজন। এই কারণেই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। গীতায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে লেখা আছে --- রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো। বাবা হলেন বেহদের সৃষ্টির রচয়িতা। তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবা, আমাকে ভুলে যেও না। আজ তোমরা হাসো, কাল বাবাকে ভুলে গেলেই সব শেষ। তখন এমন কাঁদতে হবে যে কখনো এমন কাঁদো নি। বাদশাহী হারিয়ে ফেলবে, অনেক বড় ক্ষতি হয়েও যাবে। যাদের ক্ষতি হয়ে যায়, এমন মানুষদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তাই বাবা বলেন যে, পারলৌকিক বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে ভুলে যেও না। অন্যকে বোঝানোর সেবাও করতে থাকো। সেবায় ব্যস্ত থাকলে তোমরা ভুলে যাবে না। ধন দিলে ধন নষ্ট হয় না, যত দান করবে ততই খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। অন্যদের আশীর্বাদ তোমাদের মাথার উপর থাকবে। তোমরা বলবে, এমন পান্ডার কাছে তো বলিহারি যাবো, যিনি আমাদের স্বর্গের রাস্তা বলে দিয়েছেন। এখানে প্রত্যক্ষ ভাবে বাবাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। বাবা বলেন, আমিই তো তোমাদের সাদাকালের জন্য বেহদের শান্তির দান করি। আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই যাতে কখনোই দুঃখ, অশান্তি হতে পারে না। কর্মের গতি বড়ই গভীর। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের রহস্য বুঝিয়ে বলি। সত্যযুগের কর্ম বিকর্ম হয় না, সেখানে কর্ম অকর্ম হয় কেননা সেখানে মায়া থাকে না। এখন তো মায়ার রাজ্য তাই কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। এখন তোমরা ড্রিল শিখছো এবং পালোয়ান তৈরী হচ্ছে। এই পড়া তো তোমাদের অন্তিম সময় পর্যন্ত পড়তে হবে। যত পড়বে ততই শক্তি পেতে থাকবে এবং বুদ্ধি পেতে থাকবে। প্রত্যেক মত এবং পথ হিসেবে প্রথমে একজন আসেন তারপর বুদ্ধি পেতে থাকে। আজকাল তো দুনিয়ায় অন্ধশ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেছে, এখানে তো পড়া, এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো কথা নেই। ওরা এক বক্তৃতাতেই কতো মানুষকে বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান বানিয়ে দেয়। পাদ্রিরাও অনেক বক্তৃতা দেয়, তখন অনেকেই খৃষ্টান হয়ে যায়। এখানে এমন কথা নেই। এখানে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে, একে বলা হয় যুদ্ধস্থল। ভগবান এসে খোড়াই হিংসা শেখাবেন। বলা হয়, অহিংসার বল চাই। কিন্তু হিংসক মানুষ কখনোই অহিংসা শেখাতে পারে না। এখন তোমরা জানো, আমরা বাবার থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করছি। এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। মালা ঘুরিয়ে মানুষ রাম রাম বলতে থাকে। ত্রেতার অন্ত পর্যন্ত ১৬ হাজার ১০৮ প্রিন্স প্রিন্সেস হয়ে যায়। এর মধ্যে আটজন হলেন মুখ্য। আট রত্নের অনেক মহিমা। মানুষ খোড়াই বুঝবে যে এর রহস্য কি। আটজন তো পাস উইথ অনার হয়, একদম সাজা খায় না। বাকি একশো তো অল্পস্বল্প সাজা ভোগ করে। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না। ও রাতের পথিক। এখন আমরা রাতকে ক্রস করে দিনে যাচ্ছি। বাবাও এই সঙ্গমেই আসেন। অর্ধেক কল্পের রাত সম্পূর্ণ হলেই বাবা আসেন এই কারণেই শিবরাত্রি বলা হয়। তোমরা ছাড়া শিববাবার জন্মপত্নী আর কেউই বলতে পারে না। ব্রহ্মার রাত এবং ব্রহ্মার দিনের বেহদের গায়ন আছে। ঘোর অন্ধকার থেকে আলোকোজ্জ্বল প্রভাত হয়। বাবা অন্তিম সময়ে আসেন যখন রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন আসে। তাহলে এ হলো ব্রহ্মার বেহদের রাত। এ তো বোঝার মতো কথা। বাবা নিজেই বলেন, আমি সাধারণের শরীরে প্রবেশ করি। ইনি এনার নিজের জন্মকে জানেন না, আমি বলে দিই যে ব্রহ্মা আর বি.কে.দেব এতো জন্ম হয়েছে। এইসব কথা আগের কল্পে যারা এসেছিলো তারাই বুঝতে পারবে। আমরা এখন বাবাকে জেনে আন্তিক হয়েছি। আমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিই।

আত্মাদের বাবা হলেন একজন । ব্রহ্মাও শিব বাবার সন্তান । তিনি তো দত্তক নেন । তিনি নিজেই বলেন আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি । আর কেউই এমন কথা বলতে পারবে না । বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, বাবাকে কখনো ভুলে যেও না । ভুলে গেলে স্বর্গের বর্ষা হারিয়ে ফেলবে তখন তোমাদের কাঁদতে হবে । এ হলো কল্প - কল্পের বাজী । কল্প - কল্প তোমরা এমন করতে থাকবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) জীবনের লম্বা পথপরিক্রমাতে পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না । মাতা - পিতার থেকে কখনোই মুখ ফিরিয়ে নিও না । অন্য সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার কাছে বলিহারি যেতে হবে ।

২) সুইট হোমে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই বিকর্মজিত হতে হবে । শ্রীমত অনুযায়ী বুদ্ধির যাত্রা করতে হবে ।

বরদান :- সাক্ষীভাবের স্থিতির দ্বারা হিরো পার্ট পালন করে সহজ পুরুষার্থী হও ।

সাক্ষী ভাবের স্থিতি এই ড্রামায় হিরো পার্ট করাতে সহযোগী হয় । যদি সাক্ষী ভাব না থাকে তাহলে হিরোর অভিনয় করতে পারবে না । সাক্ষীভাবের অর্থ হলো দেহ থেকে পৃথক, আত্মা যেন মালিক ভাবের স্থিতিতে স্থিত থাকে । দেহে থেকে সাক্ষী অর্থাৎ মালিক । এই দেহে থেকে কর্ম করাচ্ছি ----
-এমন স্থিতিই সহজ পুরুষার্থের অনুভব করায় কেননা এই স্থিতিতে কোনো প্রকারের বিঘ্ন বা সমস্যা আসে না, এই হলো মূল অভ্যাস । এই অভ্যাসেই অবশেষে বিজয়ী হবে ।

স্লোগান :- ফরিস্তা হতে হলে নিজের সমস্ত সম্বন্ধ এক প্রভুর সাথে জুড়ে দাও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এমন কোনো গাফিলতি কোরোনা যাতে মায়া চড় মারতে সুযোগ পায়, যদি শ্রীমৎ অনুসারে না চলবে তাহলে মায়া চড় মেরে মুখ ঘুরিয়ে দেবে"

প্রশ্ন:- সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট প্রাপ্ত করার আধার কি, কিভাবে প্রাপ্ত হয় ?

উত্তর :- সূর্যবংশী রাজধানীতে এয়ারকন্ডিশন টিকিট প্রাপ্ত করতে প্রতিটি কদম শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। নিজের সবকিছু বাবার কাছে অর্পণ করতে হবে। যারা সম্পূর্ণ ভাবে অর্পণ করে তারা বিত্তবান হয়। সূর্যবংশী রাজধানী হল-ই এয়ারকন্ডিশন। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সূর্যবংশী পদ লাভ করা। বাকি পদ তো নম্বর অনুসারে আছেই ।

গান :- সে খুবই ভাগ্যবান যার ভাগ্যে তুমি আছ

ওম্ শান্তি। এই গীতের অর্থ তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারাই জানো। এখন তোমরা হলে সন্তান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তোমরা-ই দৈবী সম্প্রদায় হবে। বাচ্চাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, যদিও বেহদের বাবা সম্মুখে আছেন এবং বেহদের বর্সা প্রাপ্ত হচ্ছে। তাহলে বাকি আর কি চাই। ভক্তি মার্গ কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে ! এই কথা তো কেউ জানেনা। ভক্তিমার্গের ভক্তজন ভগবানকে অথবা ব্রাইড, ব্রাইডগ্রমকে স্মরণ করে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল এই যে - বাবাকে জানেনা। এমন কখনও দেখেছ ? সজনী নিজের সজনকে না চিনলে স্মরণ করবে কী করে ? ভগবান তো হলেন সবার পিতা তাইনা। বাচ্চারা নিজের পিতাকে স্মরণ করে কিন্তু পরিচয় না থাকলে স্মরণ করা সবই ব্যর্থ হয়ে যায় তাই স্মরণ করেও কোনো লাভ হয়না। স্মরণ করতে করতে কেউ মুখ্য উদ্দেশ্যটি প্রাপ্ত করতে পারেনা। ভগবান কে, ওঁনার থেকে কি প্রাপ্ত হয়, কিছুই জানেনা। এত সব ধর্ম আছে। ক্রাইস্ট, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম স্থাপক বা প্রিসেন্টরকে সেই ধর্মের ফলোয়ার্সরা স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে স্মরণ করলে কি লাভ হবে ! সেসব জানা নেই। এর চেয়ে তো দৈহিক শিক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুখ্য উদ্দেশ্য টি বুদ্ধিতে থাকে তাইনা। বাবার কাছে কি প্রাপ্তি হয়, শিক্ষকের কাছে কি প্রাপ্তি হয় - সেসব তো বুঝতে পারে। গুরুর কাছে কি প্রাপ্তি হয় - এই অর্থ কেউ বুঝতে পারেনা। এখন বাচ্চারা তোমাদের নিশ্চয় আছে যে আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবা আমাদের পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মতন এসে স্বর্গের মালিক করছেন অথবা শান্তিধামের মালিক করছেন। বাবা বলছেন প্রিয় বাচ্চারা তোমরা আমার কাছে নিজের বর্সা প্রাপ্ত করবে তো। সবাই বলে - হ্যাঁ বাবা কেন নেব না । আচ্ছা চন্দ্রবংশী রাম পদ-মর্যাদা নিতে রাজি হবে ? তোমাদের কি চাই ? বাবা তো উপহার এনেছেন। তোমরা সূর্যবংশী লক্ষ্মীকে বরণ করবে নাকি চন্দ্রবংশী সীতাকে ? রামের পূজারী কৃষ্ণের নাম শোনা পছন্দ করেনা। রামকে ত্রেতায , কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। তারা ভাবে রাম বয়সে বড়। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হয়। যেমন ছোট বাচ্চাদের ঝগড়া হয়, ঠিক তেমন।

বাবা বসে বোঝাচ্ছেন - হুবহু কল্প পূর্বে যেমন বোঝান হয়েছিল পুনরায় বোঝানো হচ্ছে। তোমরা আবার এসে বর্সা প্রাপ্ত করছ। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বেহদের বর্সা প্রাপ্তি। সে বর্সা হল সূর্যবংশী রাজ্য পদ। সেকেন্ড গ্রেড হল চন্দ্রবংশী। যেমন এয়ারকন্ডিশন থেকে উঁচু কিছু হয়না । এয়ারকন্ডিশন , ফার্স্টক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস হয় কিনা। ঠিক সেরকম সত্যযুগের সম্পূর্ণ রাজধানী হল

এয়ারকন্ডিশন , তারপরে হল ফার্স্টক্লাস। তাই বাবা বলেন তোমরা এয়ারকন্ডিশন সূর্যবংশী রাজ্য পদ নেবে নাকি চন্দ্রবংশী ফার্স্টক্লাস পদ ? তার চেয়েও কম হল সেকেন্ড ক্লাসে নম্বর অনুযায়ী উত্তরাধিকারী হও তাহলে তোমরা পরবর্তিকালে এসে রাজ্য পদ প্রাপ্ত করবে। নাহলে থার্ডক্লাস প্রজা পদ। তাতেও টিকিট রিজার্ভ হয়। ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ, সেকেন্ড ক্লাস রিজার্ভ। নম্বর অনুযায়ী গ্রেড হয় তাইনা। সুখ তো সেখানে আছেই। বাকি কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা আছে। বিত্তবান টিকিট নেবে এয়ারকন্ডিশনের । তোমাদের মধ্যে বিত্তবান কে ? যারা সবকিছু বাবাকে সমর্পণ করে। বাবা এই সবকিছু আপনার। ভারতেই মহিমা গায়ন হয়েছে। সওদাগর , রত্নাকর, জাদুগর ... এই সব মহিমা হল বাবার , কৃষ্ণের নয়। কৃষ্ণ তো বর্ষা প্রাপ্ত করেন। সত্যযুগের প্রালঙ্ক লাভ করেন। বাবার আপন হয়েছেন। প্রালঙ্ক প্রাপ্ত করেন তাইনা। লক্ষ্মী নারায়ণ সত্যযুগে প্রালঙ্ক ভোগ করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা ভালো রকম জানো নিশ্চয়ই তারা অতীতে প্রালঙ্ক প্রাপ্তির জন্যে পুরুষার্থ করেছেন তাইনা। ভারতের মহিমা অনেক, ভারতের মতন উঁচু দেশ আর অন্য নেই। ভারত হল পরম পিতা পরমাত্মার জন্ম ভূমি। এই রহস্য কারো বুদ্ধিতে নেই। সবাইকে অর্ধকল্পের জন্যে সুখ শান্তি পরমাত্মা-ই প্রদান করেন। ভারত হল এক নম্বর তীর্থ স্থান। কিন্তু গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে, তাই ভগবানের মর্যাদা কম হয়েছে। তা নাহলে সব মানুষ ঐ পিতাকেই স্মরণ করত, অন্য কাউকে পুষ্প অর্পণ করত না। সর্বের পতিত পাবন পিতা, ঐশ্বর্য মন্দির আছে সোমনাথ মন্দির। শিবের কাছেই সবাই এসে মাথা নোয়ায়। কিন্তু ড্রামা অনুযায়ী এক পিতাকে ভুলেছে তাই সৃষ্টির এমন দূর্বস্থা হয়, সেজন্যেই শিববাবা সৃষ্টিতে আসেন। কেউ তো নিমিত্ত হবে তাইনা। এখন বাবা বলেন অশরীরী হও। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় কর। আমি আত্মা কার সন্তান , একথা কেউ জানেনা। আশ্চর্য কিনা। বলেও সবাই ও গড ফাদার, দয়া করুন। শিব জয়ন্তীও পালন হয় কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন , সেকথা কারো জানা নেই। এই হল পাঁচ হাজার বছরের কথা, বাবা স্বয়ং এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। সত্যযুগের আয়ু কোনো লক্ষ বর্ষ হয়না।

বাবা বাচ্চাদের কত সহজ করে বোঝান - শুধু স্মরণ করো, গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো। বিষ্ণুকে সব অলঙ্কার দেওয়া হয়েছে। শঙ্খও দেওয়া হয়েছে, পদ্ম ফুলও দেওয়া হয়েছে। বাস্তবে দেবতাদের এই অলঙ্কার খোড়াই দেওয়া হয়েছে । এই হল কত গুহ্য গম্ভীর কথা। অলঙ্কার গুলি হল ব্রাহ্মণ আত্মাদের কিন্তু ব্রাহ্মণদের কিভাবে দেওয়া যাবে। আজ যে ব্রাহ্মণ , কাল শুভ্র হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার থেকে শুভ্র কুমার হয়ে যায়। মায়া একটুও দেরি করেনা। যদি কেউ গাফিলতি করে , বাবার শ্রীমৎ অনুসারে না চলে, বুদ্ধি খারাপ হয় তো মায়া এসে চড় লাগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। মানুষ রেগেমেরে বলে কিনা - এক চড়ে মুখ ঘুরিয়ে দেব। মায়াও হল তেমনই। বাবাকে ভুলে গেলেই মায়া এক সেকেন্ডে চড় লাগিয়ে মুখ ঘুরিয়ে দেয়। যেমন এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয় , তেমনই এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি শেষ করে দেয়। কত ভালো ভালো আত্মাদের মায়া ধরে নেয়। মায়া দেখে যে কোথায় এই আত্মা গাফিলতি করছে তখনই চট করে চড় লাগিয়ে দেয়। বাবা তো বাচ্চাদের মুখ ঘোরাচ্ছেন পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ার দিকে।

কোনো লৌকিক পিতা গরিব হয়, পুরানো কুঁড়ে ঘরে থাকে, যখন নতুন ঘর বা বাড়ি তৈরি করে তখন বাচ্চারা বোঝে এবারে নতুন ঘরে থাকব। পুরানো ঘর ভাঙা হবে। তোমাদের জন্যে এখন বাবা স্বর্গ এনেছেন বা বৈকুণ্ঠ এনেছেন। বলেন প্রিয় বাচ্চারা ... আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। এই চোখ দিয়ে বাচ্চারা বাবা তোমাদের দেখছেন। কান্দীয়ে ব্রাহ্মণ অনেক আছে। শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সেখানে

থাওয়ানো হয় , ব্রাহ্মণের ভিতরে আত্মাদের ডাকা হয় , এইসবই হল সাক্ষাৎকারের রহস্য। এমন নয় কোনো আত্মা বাইরে বেরিয়ে আসে। নিজেদের চেয়ে বয়সে বড়দের আত্মাকে ডাকা হয়। তাদের জন্যে সবকিছু তৈরি রাখা হয়। ভাবে অমূকের আত্মা আসবে। তারপর জিজ্ঞাসা করা হয় , আগেকার দিনে আত্মা এসে কথা বলত। তাকে জিজ্ঞাসা করা হত যে সে ভালো আছে কিনা ? আত্মা উত্তরে সব বলত। এসবও ড্রামা অনুসারে চলে। কখনো আত্মা বলে দিত অমূকের ঘরে জন্ম হয়েছে। এই সব সাক্ষাৎকারের নিয়ম ড্রামায় রয়েছে যা রিপিট হচ্ছে। বাকি আত্মারা কেউ আসেনা। আগেকার দিনে তো আত্মাদের টেবিলে ডাকা হত। বাবার সবরকম অনুভব আছে। এবারে টেবিলে আত্মা আসতে পারেনা। যে যা কিছু কর্ম করে সেসব ড্রামায় নির্দিষ্ট থাকে , সেই সবই হয়। ড্রামা কে খুব সুন্দর করে বুঝতে হবে। ভোগ অর্পণ করা হয়, আত্মাকে ডাকা হয়। এইসবই ড্রামায় নির্দিষ্ট রয়েছে। এতে সংশয়ের কোনো কথা নেই। নতুন লোকেরা না বোঝার ফলে বিভ্রান্ত হয়। বাবা হলেন জাদুগর কিনা। তিনি বোঝান আমিও ড্রামার বশে বশীভূত । এমন নয় ড্রামা ছাড়া কিছু করতে পারব। না। বাচ্চারা রোগগ্রস্ত হয় , এমন তো নয় আমি সুস্থ করে দেব , অপারেশনের পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করে দেব। না , কর্ম ভোগ তো সবাইকে ভোগ করতেই হবে। তোমার উপরে পাপের বোঝা আছে কারণ তোমরা হলে সবার চেয়ে পুরানো। সতোপ্রধান থেকে একেবারে তমোপ্রধান হয়েছে।

এখন বাচ্চারা তোমরা বাবাকে পেয়েছ, বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করা উচিত। তোমরা জানো কল্প কল্প আমরা ড্রামা অনুসারে বাবার কাছে বর্সা প্রাপ্ত করি। যারা সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী ঘরানার হবে তারা অবশ্যই আসবে। যারা দেবী দেবতা স্বরূপে ছিল তারা-ই শুদ্ধে পরিণত হয়েছে তারা-ই আবার ব্রাহ্মণ স্বরূপে পরিণত হয়ে দৈবী সম্প্রদায় হবে। এইসব কথা বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবেনা। বাচ্চারা বাবার প্রিয়। উনি বলেন তোমরা হলে আমার সেই কল্প পূর্বের সন্তান। আমি কল্প কল্প এসে তোমাদের পড়াই। কত আশ্চর্যের কথা ! নিরাকার ভগবানুবাচ শরীর দ্বারা-ই কথা বলবেন তাইনা। শরীর থেকে আলাদা হলে আত্মা কথা বলতে পারেনা। আত্মা ডিটাচ হয়ে যায়। এখন বাবা বকছেন অশরীরী হও। এমন নয় প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে হবে। না। বুঝতে হবে আমি আত্মা, আমি অবিনাশী। আমার আত্মা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করেছে , ৮৪ জন্মের সেই পার্ট ভরা আছে। বাবা নিজে বলেন আমার আত্মাও যে পার্ট করে সেসব পার্টও ভরা আছে। ভুক্তিমার্গে সেই পার্ট চলে। কেউ মদ্য পান না করলে সে স্বাদ জানবে কিকরে। জ্ঞানও যদি না গ্রহণ করা হয় তবে জ্ঞানের মর্ম জানবে কিকরে। জ্ঞান দ্বারা-ই সদগতি হয়। বাবা বলেন আমি হলাম সর্বজনের সদগতি দাতা। সর্বদয়া লিডার কিনা। কত রকমের হয় ! বাস্তবে সর্বজনকে কেবল মাত্র বাবা-ই দয়া করেন। সবাই বলে যে ভগবান দয়া করুন। তাই তিনি সবার উপরে দয়া করেন। বাকি সবাই নিজের উপরে দয়া করে। বাবা তো সম্পূর্ণ দুনিয়াকে সতোপ্রধান করেন। তাতে তত্ত্ব ইত্যাদিও এসে যায়। এই কর্তব্য কেবল পরমাত্মার। সুতরাং সর্বদয়া কথার অর্থ কত বিশাল , সর্বজনের উপরে দয়া। স্বর্গের স্থাপনায় কেউ দুঃখে থাকেনা। সেখানে সবকিছু একনশ্বর আসবাব , বৈভব ইত্যাদি । দুঃখদায়ী জীব অর্থাৎ মশা, মাছি ইত্যাদি কিছুই থাকেনা। এখানে ধনী জনের ঘর পরিষ্কার হয় ! কখনো মশা মাছি দেখবেনা। স্বর্গে কারো শক্তি নেই প্রবেশ করার এমন আবর্জনা সৃষ্টিকারী কোনো কিছুর প্রবেশ নেই। ন্যাচারাল ফুলের সুগন্ধে সুরভিত থাকে। সূক্ষ্ম বতনে শিবাবা তোমাদের শুবী-রস পান করান। এখন সূক্ষ্ম বতন তো নেই। এইসব হল সাক্ষাৎকার। বৈকুণ্ঠে কত মিষ্টি ফলের বাগান থাকে ! সূক্ষ্ম বতনে থোড়াই বাগান থাকে। এই হল সবই সাক্ষাৎকার। এখানে বসে তোমরা সবাই

সাফাংকার কর। গানও আছে ফার্স্টক্লাস। তোমরা জানো আমরা বাবাকে পেয়েছি, আর কি চাই! বেহদের বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করি তাই বাবাকে স্মরণ করা উচিত। বাবার মতামত হল বিখ্যাত। শ্রীমতের দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতম হব।

সন্ন্যাসীর বলে এই সুখ হল কাক-বিষ্ঠা সম সুখ। কিন্তু তাদের জানা নেই যে সত্যযুগে সদাকালের সুখ ছিল। শৈশবে এরা হলেন রাধা-কৃষ্ণ, তাঁদের দৈবী কার্যকলাপ ইত্যাদি কিছু নেই (কারণ তাতে হল শিশু)। স্বর্গের শিশুরা হয়ই শ্রেষ্ঠ। হয়তো মুরলী দ্বারা ডাম্প ইত্যাদি করবে। বাকি জ্ঞান ইত্যাদি শোনাতে না। শ্রীকৃষ্ণকে মুরলী দেওয়া হয়েছে তবে মা সরস্বতী কোথায় গেলেন। সরস্বতীকে সেতার দেওয়া হয়েছে তার মানে তিনি হলেন বয়সে বড় তাইনা! এইসব হল ভক্তিমার্গ, পুতুল খেলা। দেবী দেবতার মূর্তি বানিয়ে, পূজা করে জলে ডুবিয়ে দেয়। এই বিষয়ে তোমাদের একটা গীতও আছে, যাকে বলা হয় অঙ্ক শ্রদ্ধা। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) প্রত্যেকে এই ড্রামার অন্তর্গত, এই ড্রামার কোনও সীন দেখে সংশয় বোধ করবেনা। ড্রামার প্রতিটি রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে অটল থাকতে হবে।

২) নিজেকে অবিনাশী আত্মা ভেবে এই শরীর থেকে ডিট্যাচ হয়ে অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদান :- বাবা প্রদত্ত অবিনাশী খাজানাকে মনন করে নিজের আপন করে সর্বদা আনন্দিত, সর্বদা নিশ্চিত হও

ব্যাখা: বাচ্চারা তোমাদের মনন বা স্মরণ করার চিত্র ভক্তিমার্গে বিষ্ণু রূপে দেখানো হয়েছে। সাপকে শয্যায় পরিণত করা অর্থাৎ বিকার অধীনস্থ হয়ে গেছে। মায়াকে পরাজিত করার, মুক্ত করার কোনো চিন্তা নেই, সর্বদা মায়াজিত অর্থাৎ নিশ্চিত। রোজ জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্ট স্মরণে রেখে মনন করো তাহলে খুব আনন্দ অনুভব হবে, সর্বদা আনন্দে থাকবে কারণ বাবার দেওয়া খাজানা মনন করলে আপন অনুভব হয়।

স্লোগান - স্ব-পরিবর্তক হল সে যার মনে সর্বদা এই শুভ ভাবনা ইমার্জ থাকে যে বদলা নয় বরং বদল করে অর্থাৎ পরিবর্তন করে দেখাতে হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করতে, যার ফলে তোমরা সৃষ্টি-জগতের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে জানতে পেরে প্রকৃত বুদ্ধিমান হয়ে ওঠো"

প্রশ্ন :- আত্মা আর শরীর উভয়কেই পবিত্র বানাবার জন্য এবং রাজ্য-ভাগ্য পদের অধিকার পাবার সহজ বিধি কি ?

উত্তর :- দেহ সহিত যা কিছু পুরানো খড়কুটো আছে তোমার কাছে, সেগুলি সব বাবাকে দিয়ে, তা বদল করে নাও। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বাবাকে সমর্পণ করে দাও। সবকিছু সমর্পণ করে বাবাকে ট্রাস্টী বানাও। বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো, তাতেই আত্মা ও শরীর উভয়ই পবিত্র হয়ে যাবে। রাজ্য-ভাগ্য পদেরও প্রাপ্তি তাতেই হবে। জনক রাজাও এভাবে সমর্পিত হওয়ার পর, উনিও জীবন-মুক্তি পেয়েছিলেন। বাবাকে তোমাদের উত্তরাধিকার বানালে, আগামী ২১-জন্মের অধিকার পেয়ে যাও তোমরা।

গীত :- নয়ন-হীনকে দিশা

. দেখাও প্রভু।

ওঁ শান্তি ! বাচ্চারা তোমরা যে গীত শুনলে, সেই গীতের মাধ্যমে ভক্তরা ভগবানকে ডাকছে। কিন্তু, সঠিক ভাবে ভগবানকে না জানার কারণে মানুষ আজ এত দুঃখী। ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতিতে তারা কতই না মাথা ঠোকে। যা কেবল এই এক জন্মেরই ব্যাপার নয়-যখন থেকে ভক্তি-মার্গ শুরু হয়েছে, তখন থেকেই দরজায়-দরজায় এমন ধাক্কা-ঠোকর খেয়েই আসছে। অথচ, এই ভারতেই একদা পূজ্য দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। যাকে বলা হতো স্বর্গের সত্য-রাজ্য বা স্বর্গ। সেই ভারতই এখন সম্পূর্ণ অসত্য-রাজ্যে পরিণত। একদা কেবল ভারতেরই খুব মহিমা ছিল, যেহেতু এই ভারতই পরমপিতা পরমাত্মার জন্মস্থান। পরমাত্মার প্রকৃত নাম "শিব"! ওনার নামেই "শিব-জয়ন্তী" পালন করা হয়। তা কিন্তু রুদ্র বা সোমনাথ জয়ন্তী বলা হয় না। কেবলমাত্র শিব-জয়ন্তী বা শিবরাত্রি বলা হয়। বর্তমান দুনিয়াতে সবারই নয়নহীন, বুদ্ধিহীন অবস্থা! যেহেতু সবার মধ্যেই ৫-বিকারের প্রবেশ ঘটেছে। রাবণ সবাইকে এমন নয়নহীন আর বুদ্ধিহীন বানিয়েছে। তাই তো একে অপরকে দুঃখ-কষ্ট দিতেই ব্যস্ত। ভারত যখন স্বর্গ-রাজ্য ছিল, তখন ভারতে দুঃখ-কষ্টের নাম গন্ধও ছিল না। কারণ, স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনাকারী তো স্বয়ং স্বর্গীয় ঈশ্বরীয় পিতা (হেভেনলী গড্ ফাদার)। অতএব, সব ভক্তেরই তো সেই একই ভগবান হওয়া উচিত - তাই না ? কিন্তু সবারই যে নয়নহীন অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞান-চক্ষু বা ডিভাইন ইনসাইট যে হারিয়ে ফেলেছে। তাই এখন স্বয়ং ভগবান বলছেন- উঁনি এসেছেন আমাদের রাজযোগের জ্ঞান শিক্ষা দিতে। যার মধ্য শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাই মুখ্য। "শ্রী" অর্থে শ্রেষ্ঠ মত, যার দ্বারা তোমাদেরকে বুদ্ধিমান বানানো হয়। আর দিব্য-চক্ষু অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা তৃতীয় নেত্রের প্রকাশ ঘটে। বাস্তবে জ্ঞানের এই তৃতীয় নয়ন একমাত্র তোমরা বি.কে. ব্রহ্মগেরাই পেয়ে থাকো। যার ফলে তোমরা প্রকৃত বাবাকে আর রচয়িতা-বাবার রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারো।

বর্তমান দুনিয়ায় সর্বত্রই দেহের অহংকারে (ইগো) ও ৫-বিকারে জর্জরিত - তাই সবাই ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। কিন্তু তোমরা বি.কে.-রা আলোর দিশা পেয়েছো। তোমরা আত্মারা সমগ্র বিশ্বের শুরু থেকে শেষের ইতিহাস-ভূগোলকেও জানতে পেরেছো। পূর্বে এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞানী ছিলে। কিন্তু সদগুরু তোমাদের যে জ্ঞানের অঞ্জন পড়িয়েছেন, তাতেই তোমাদের সেই অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়ে গেছে। পূর্বে যারা পূজ্য ছিল, তারাই পরবর্তীতে পূজারী হয়েছে। আলোর দুনিয়াতে যে থাকে সে পূজ্য, আর অন্ধকারের দুনিয়াতে সে হয় পূজারী। পরমাত্মা নিজে কিন্তু কখনই এমন পূজ্য থেকে পূজারী হন না। যেহেতু উনি তো স্বয়ং পরম-পূজ্য, অপরকে পূজ্য বানান তিনি। তাই তো ওনাকে বলা হয় পরম-পূজ্য পরমপিতা পরমাত্মা। কৃষ্ণ কিন্তু এমন কিছু করতে পারে না। তাই ওনাকে কেউ ঈশ্বরীয় পিতা বা গড়-ফাদার বলে না। নিরাকার (শিব) গড়-ফাদারকেই সবাই গড়-ফাদার বলে। অবশ্য তিনিও আত্মা, কিন্তু সর্বদিকেই উনি যে পরম অর্থাৎ সর্বোচ্চ, তাই ওনাকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। আত্মা আর পরমাত্মার স্বরূপ একই প্রকারের। কিন্তু আমরা (বাচ্চারা) কেবলই আত্মা আর উনি হলেন পরম-আত্মা, যিনি সদাকালের পরমধাম নিবাসী। ইংরাজীতেও ওনাকে সুপ্রীম-সোল অর্থাৎ পরমাত্মা বলা হয়। বাবা জানাচ্ছেন- বাচ্চারা, তোমরাই তো গীতের মাধ্যমে বলে থাকো, আত্মা আর পরমাত্মার এই বিচ্ছেদ বহুকালের। পরমাত্মা কিন্তু তেমন নয়, উনি কিন্তু আত্মাদের থেকে বহুকাল তফাতে থাকেননি মোটেই। এমন ভাবার প্রধান কারণ জ্ঞানের অজ্ঞানতা, পূর্বে তাই ভাবা হতো, আত্মাই পরমাত্মা- আবার পরমাত্মাই আত্মা। এমন ধারণারই প্রচার করা হতো। আত্মাকে তো কল্পের জন্ম-মরণের চক্রে আসতে হয়, কিন্তু পরমাত্মার ক্ষেত্রে পুনঃজন্মের ব্যাপারটা, তা হয় না মোটেই। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে সেসবই বোঝাচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমরা ভারতবাসীরাই একদা স্বর্গবাসী ও পূজ্য ছিলে। তোমাদের এই পরিবারকে ঈশ্বরীয় পরিবার বলা হয়। আত্মা, তোমরা একটা কথা জানাও তো, (প্রকৃত) মাতা-পিতা তোমরা কাকে বলবে ? একথাটাই বা কে বললো ? -অবশ্য আত্মাই তা বলে। তুমিই মোদের মাতা-পিতা তোমার কৃপাতেই আমরা অপার সুখ পেয়ে থাকি যেমন খুশীতে আমরা ছিলাম স্বর্গ-রাজ্যে। তুমিই সেই মাতা-পিতা, আবার এসেছো তেমনই স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে। আমরাও তোমার উত্তরাধিকার বাচ্চা হই আবার। তখন বাবা জানান- "আমি কেবল কল্পের এই সঙ্গমযুগেই এসে তোমাদের রাজযোগ শেখাই, নতুন দুনিয়া স্থাপনের লক্ষ্যে।"

এরপর বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরাই বরং আমাকে ভুলে গেছ। যেখানে তোমরা ভারতবাসীরাই এই ভারতে এত করে শিব-জয়ন্তী (শিবের জন্মদিন) পালন করো। আর শিবরাত্রির মহিমাও অনেক। কিন্তু সেই রাত্রির প্রকৃত অর্থটা কি ? -আসলে তা হলো অসীম বেহদের ব্রহ্মার রাত্রি। সঙ্গমযুগে পরমাত্মা এসে সেই রাতের অন্ধকারকে দিনের আলোতে রূপান্তরিত করেন, অর্থাৎ বর্তমানের এই অন্ধকারের নরক-রাজ্যকে আলোর স্বর্গ-রাজ্য বানান। শিবরাত্রির প্রকৃত অর্থ জাগতিক দুনিয়ার লোকেরা তো জানেই না। ভগবান হলেন নিরাকার। আর মানুষদের তো জন্ম-জন্মান্তরে, প্রতি জন্মেই শরীরেই নাম বদল হয়। পরমাত্মা জানাচ্ছেন, সেখানে ওনার কোনও শরীরই নেই আর শরীরের নামও নেই। ওনার কেবল নিরাকারী একটা নাম আছে - "শিব"। উনি কোনও বৃদ্ধ-বাণপ্রস্থ শরীরকে আধার করেন। অবশ্য তা এমন শরীর, যে পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। শিববাবা এসে তারই শরীরে অবস্থান করে স্বর্গ-রাজ্যের রচনা করেন। আর বি.কে.-রা সবাই তার সন্তান হওয়ার সুবাদে স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হয়। আর তা অবশ্যই প্রাপ্য সন্তানদের। -তাই না ? একমাত্র শিববাবাই হলেন উচ্চ থেকে অতি উচ্চ অর্থাৎ সর্বোচ্চ। এর পরেই আছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, যাদের

প্রত্যেকেরই নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পাটও আছে। প্রত্যেক অভিনয়কারীরই নিজ নিজ কর্ম-কর্তব্যের পাট থাকে। প্রত্যেক আত্মাতেই তার নিজ নিজ নির্দিষ্ট সুখের পাটও থাকে। তেমনি শিববাবাও কল্পে-কল্পে প্রতি কল্পেই এসে ভারতবাসীদের স্বর্গ-রাজ্যের অধিবাসী বানান। যা এখন স্বয়ং ভারতবাসীরাই তা ভুলে গেছে। এরাই আবার বলে, অমুকে মরে গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে। আরে, বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো নরকই। তবে তো তার পুনঃজন্মও এই নরকেই হবে। তবে কেন তোমরা তার আত্মাকে নরকের এই ভোজন খাওয়াবে ? যেখানে স্বর্গ-রাজ্যে অপার বৈভব আছে। তবে কেন তাদের আত্মাকে ডেকে এনে এই নরকের ভোজন খাওয়াও। যেখানে তোমরা জাগতিক পতিত পুরোহিত ব্রাহ্মণদের পেঁয়াজ-রসুন ইত্যাদিও খাওয়াও। এসব তো স্বর্গ-রাজ্যে চলে না। এবার বোঝো, ভারতের কি নিদারুণ দুর্দশাই না হয়েছে। তাই ভগবান উবাচঃ - এখন তোমাদের তৃতীয় নয়ন (জ্ঞান-চক্ষু) দিচ্ছি আমি। তোমরা আবার রাজারও রাজা হতে চলেছো। একদা যারা দেবী-দেবতা ছিল, তারাই ৮৪-জন্ম নিয়ে এখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছে। আর তোমরা বাচ্চারা তো জানোই, তোমরাই সেই শিববাবারই ওয়ারিশন বাচ্চা আবারও হয়েছে। এই শিববাবাই স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন বলেই তো, ওনাকেই সবাই স্মরণ করে। তাই তো তোমরা বলো- "ওঃ ঈশ্বরীয় পিতা, আমাদের প্রতি কৃপা করো।" সাধুরাও সাধনা করে, নির্বাণধামে যাবার লক্ষ্যে! যেহেতু এই ধাম হলো দুঃখধাম। আত্মা কখনই পরমাত্মাতে বিলীন হতে পারে না। একথা ভাবাটাই মস্ত বড় ভুল। তোমরা তা জানার পর, এখন তাই বলো যে, "আমরা আত্মারা প্রকৃত অর্থে পরমধামবাসী। আমরা আত্মারাই আবার দেবী-দেবতা কুলে জন্ম নেবো। আবার নিজেদের কর্মের ভাগ্যফল অনুযায়ী ৮৪-জন্মের কর্ম-কর্তব্যের ভোগ ভুগবো। আমরা আত্মারই প্রথমে দৈবী-কুলে, তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য হয়ে শূদ্রকুলের হবো।" শিববাবা কিন্তু কোনও জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসে না। উনি এসে কেবলমাত্র ভারতকে স্বর্গ-রাজ্য বানান। একথাও প্রচলিত আছে যে, সূর্য-বংশী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব সত্যযুগে। যেমন খ্রীষ্টানদের সমাজে প্রথম এডওয়ার্ড, দ্বিতীয় এডওয়ার্ড, তৃতীয় এডওয়ার্ড --এই পরম্পরায় চলে। ঠিক তেমনি, প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ, দ্বিতীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ, তৃতীয় লক্ষ্মী-নারায়ণ --এইভাবে তা ৮-পরম্পরায় রাজত্ব চলে। এবার তোমাদের অর্থাৎ বি.কে. ব্রাহ্মণদের তৃতীয় নেত্রের উন্মোচন হয়েছে নিশ্চয়।

বাবা জানাচ্ছেন, এখানে বসে উনি আত্মাদের সাথেই কথা বলেন। বাচ্চারা- তোমরা আত্মারাও এইভাবেই ৮৪-জন্মের চক্র লাগিয়ে এই জন্মে এখানেই এসে পৌঁছেছো। বর্ণেরও একটা চিত্র বানানো হয়েছে- যাতে দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণগুলি দেখানো হয়েছে। এখন নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পারছো, তোমরা বি.কে. ব্রাহ্মণেরাই সর্বোচ্চ অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণের। বাস্তবে এখনই তোমরা প্রকৃত ঈশ্বরীয় সন্তান। তাই এই সময়েই তোমরা সহজ রাজযোগ আর প্রকৃত জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারো, যার ফলে অপার সুখও পাও তোমরা। তোমাদের মধ্য কেউ কেউ সূর্যবংশী রাজ-ঘরানায় আবার কেউ কেউ চন্দ্রবংশী রাজ-ঘরানার আশীর্বাদী-বর্সা নিয়ে থাকো। সম্পূর্ণ রাজ-ঘরানারই স্থাপনা এই সময়েই হয়ে থাকে। যে যার নিজের পুরুষার্থের হিসাবে সে তার নিজের পদ পায়। তবুও কেউ যদি জানতে চাও, এই সময়ে জ্ঞানের পাঠ পড়তে পড়তেই আত্মা যদি তার শরীর ছেড়ে দেয়, তখন তবে সেই আত্মার কোন পদ প্রাপ্তি হবে ? বাবা কিন্তু তাও বলে দিতে পারবেন। যোগ-বলের দ্বারাই যেমন আয়ু বৃদ্ধি হয়, তেমনি বিকর্ম বিনাশও হয়। পতিত থেকে পবিত্র হবার এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। পতিত-পাবন বললে একমাত্র এই ভগবানকেই স্মরণে আসে। কিন্তু সেই ভগবান যে কে, তা অবশ্য কারও জানা নেই। তাই বাবা স্বয়ং এখন ওনার নিজের পরিচয় জানিয়ে বলছেন- উনি

কেবল এই ভারতেই আসেন। যেহেতু ভারতই ওনার জন্মস্থান। একদা সোমনাথ মন্দির কত বিশাল আর মণিমুক্তযুক্ত কি সুন্দর ছিল তা। বাবা সেসবই বিস্তারিত বোঝাচ্ছেন বাচ্চাদেরকে। এগুলিই পরে কখনও শাস্ত্রে পরিণত হবে। ভক্তি-মার্গ থেকে এসবের স্মৃতিগুলি রোমন্থন শুরু হবে। পূজ্যরা যখন পূজারী হয়, তখন থেকেই। শুরুতেই তারা সোমনাথের (অর্থাৎ অমৃত-সুধা-র) মন্দির বানায়। সত্যযুগ ও ত্রেতায় ভারত খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। ফলে মন্দিরগুলিও ছিল অগাধ ধন-সম্পদও পরিপূর্ণ। একদা যে ভারত এমন হীরে-তুল্য ধনী ছিল, এখন তার কানা-কড়িহীন কাঙ্গাল অবস্থা! কিন্তু, এখন বাবা এসেছেন, আবার ভারতকে তেমনি হীরে-তুল্য বানাতে। কল্প-বৃক্ষের সম্পূর্ণ ঝাড়েরই এখন খুবই করুণ জরাজীর্ণ অবস্থা।

এবার বাবা বলছেন- বাচ্চারা, আগে তোমরা মনের আয়নায় নিজেদেরকে দেখো, তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন স্বামী বা স্ত্রীকে বিয়ে করার উপযুক্ত হয়েছো নাকি। যেমন গারদের সেই গল্প-কথা আছে। এখনও যেখানে তারা এত পতিত আত্মা, সেখানে সম্পূর্ণ পবিত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের সাথে বিয়ের কথা ভাববেই বা কিভাবে? তার উপরে যদি বিকারের বশে এলে, তবে তো পাসপোর্টই বাতিল হয়ে যাবে। তাই নিজেই নিজেকে বিচার করে দেখো, তোমরা যতটা পুরুষার্থ করছো, তাতে কি মাঝা-বাবার গদীতে আসীন হতে পারবে? বর্তমানের এই দুনিয়াটা তো পতিত দুনিয়াই। অথচ, যেখানে পবিত্রতাই হলো মুখ্য বিষয়। তাই তো বর্তমানের এই দুনিয়ায়, না আছে স্বাস্থ্য, না আছে সম্পদ, আর না আছে সুখ-শান্তি। এ যেন মরুভূমির মরীচিকায় মৃগতৃষ্ণার দেশ। এমন দেশের রাজা তো দুর্যোধনেরাই হবে, যা শাস্ত্রেও উল্লেখ আছে। বিকারীদেরকেই দুর্যোধন বলা হয়। আর দ্রোপদীরাও চিৎকার করতে থাকে, আমার লক্ষ্মী-শরম রক্ষা করো প্রভু। যা কেবল একজন দ্রোপদীর ব্যাপার নয়। খুব সুন্দর ভাবে এগুলিরই ব্যাখ্যা করে শোনাতে থাকেন বাবা। যার বুদ্ধির যোগে যে যেমন ভাবে তা ধারণ করবে, ধারণাও সে হিসাবেই হবে। ব্রহ্মচর্য ধারণ করলে, তবেই এই জ্ঞান পাঠ সঠিক ভাবে পড়া যায়। তাই তো বাবা বাচ্চাদের বার বার বলেন, ঘর-সংসার গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেই নিজেকে পদ্মফুলের মতন পবিত্র রাখতে হবে। (জাগতিক ওও অলৌকিক) উভয় দিকেরই কর্ম-কর্তব্য পালন করতে হবে। মরণ তো সবারই হবে। মৃত্যুপথযাত্রীর কানে আবার মন্ত্রও দেওয়া হয়। বাবাও তেমনি বলেন- "তোমরা সবাই এখন তেমনই মৃত্যুর মুখে। আমিই সেই কালেরও কাল= মহাকাল, আমি এসেছি তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অতএব তোমাদের তো খুব আনন্দ হওয়াই দরকার - ঠিক কিনা? এই জ্ঞানের পাঠ যে খুব মনোযোগ সহকারে ধারণ করতে পারবে, সে অবশ্যই স্বর্গ-রাজ্যের রাজত্ব পাবে। আর তেমন ভাবে পঠন-পাঠনে মন না দিলে প্রজাই হতে হবে তাকে। কিন্তু, তোমরা তো এখানে এসেছো রাজ্য-ভাগ্যের পদ লাভ করতে। এখানে শুধুই জ্ঞানের পঠন-পাঠন, এখানে অন্ধ-শ্রদ্ধার কোনও প্রশ্নই নেই। আর এই জ্ঞানের পাঠ কেবল রাজ্য-ভাগ্য (রাজ্য) পদ প্রাপ্তির জন্য। যেমন জাগতিক লেখা-পড়ায় তোমাদের নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবশ্যই রাখতে হয়। ব্যারিস্টার হতে চাইলে যেমন ব্যারিস্টার শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ রেখে ব্যারিস্টারির শিক্ষা নিতে হয়, আর এখানে স্বয়ং ভগবান যেখানে তোমাদেরকে এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন, সেখানে তো অবশ্যই ওনার সাথে স্মরণের যোগ রাখতেই হবে।

বাবা আরও জানাচ্ছেন, তিনি অনেক, অনেক দূর অসীম বেহদের পরমধাম এসেছেন এখানে! যা অনেক উঁচুতে অবস্থিত। সূক্ষ্মবতন থেকেও আরও অনেক উঁচুতে। কিন্তু সেখান থেকে এখানে আসতে ওনার এক পলক মুহূর্তই সময় লাগে মাত্র। ওনার চাইতে দ্রুতগামী আর কিছুই নেই জগৎ-সংসারে।

তেমনি মাত্র এক-সেকেণ্ডেই উনি জীবনমুক্তিও দিতে পারেন। যার প্রত্যক্ষ নমুনা জনক রাজা। বর্তমানের এই দুনিয়াটা এখন বহু পুরোনো ঝড়ঝড়ে অবস্থায়, অর্থাৎ নরক। আর স্বর্গ-রাজ্য বলা হয় নতুন দুনিয়াকে। বাবা সেই নরকের বিনাশ ঘটিয়ে স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন। কিন্তু তা বলে বাবাকে সর্বব্যাপী বললে তাতে কি কিছু প্রাপ্তি ঘটে - মোটেই না। কিছুই পাওয়া যায় না তাতে। বাবা এসে তোমাদের বি.কে.-দেরকে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে গড়ে তোলেন। এছাড়া অন্য আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। আত্মা যেমন অমর-অবিনাশী, তাদের কর্ম-কর্তব্যের যা অভিনয়, তাও তেমনি অবিনাশী। তবে সেখানে আত্মাদের মধ্যে ছোট-বড় তফাতের প্রশ্নই বা আসে কিভাবে? আত্মা তো এক অতি ক্ষুদ্র তারার মতন। তার মধ্যে ছোট-বড় হতেই পারে না। তোমরা বি.কে. বাচ্চারা, এখন গড-ফাদারলী স্টুডেন্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় পিতার ছাত্র-ছাত্রী। যে ঈশ্বরীয় পিতা স্বয়ং জ্ঞানের-সাগর, স্বর্গ-সুখদাতা (ব্লিসফুল)! তিনি স্বয়ং তোমাদের এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। তোমরা এও জানো যে, এই জ্ঞানের পাঠের দ্বারাই তোমরা আবারও দেবী-দেবতা হতে যাচ্ছে। বাস্তবে তোমরা কিন্তু ভারতেরই সেবা করে চলেছো। আর তা করতে চাইলে, প্রথমেই বাবার সান্না-বাচ্চা হতে হবে। কিন্তু অন্যত্র, লোকেরা তো জাগতিক গুরুর কাছেই যায়। হয় তারা নিজেরা তার শিষ্য হয়, নতুবা তাকে তারা গুরুর আসনে বসায়। আর এখানে যিনি- তিনি তো তোমাদের ঈশ্বরীয় বাবা। অতএব এমন বাবার প্রকৃত ও উপযুক্ত বাচ্চা তো হতেই হবে তোমাদের। তবেই তো বাবা তেমন বাচ্চাকে বাবার সম্পত্তির অধিকার দেবেন।

বাবা আরও বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা তোমাদের (পুরানো) সবকিছুর বদল করে নাও। বাবার যা কিছু সব তোমাদের আর তোমাদের যা কিছু খড়-কুটো আছে, তা ওনার। দেহ সমেত যা কিছু আছে, সবকিছুই ওনাকে দিয়ে দাও। তবেই তো তার বদলে উনি তোমাদের আত্মাকে শুদ্ধ-পবিত্র বানিয়ে, শরীরকে কাঞ্চন-কায়া বানিয়ে, স্বর্গ-রাজ্যের রাজ্য-ভাগ্যের পদ দেবেন। অতএব তোমাদের যার কাছে বিনাশী যা কিছু আছে, তা এই রুদ্র-যজ্ঞে উৎসর্গ করো। বাবাকেই তার ট্রাস্টী বানাও আর শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। জনক রাজাও তার সমস্ত রাজ্য-ভাগ্য সমেত সবকিছুই উৎসর্গ করার ফলেই উনি জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন। বাচ্চারা, তোমাদের এমন হতে হবে, "বাবা আমার যা কিছুই আছে, তা সবকিছুই তো আপনার।" উত্তরে বাবা বলেন - "আমাকে তোমাদের উত্তরাধিকারী বানালে, আগামী ২১-জন্ম তোমাদেরকেও আমার সবকিছুর উত্তরাধিকারী বানাবো। কেবলমাত্র আমার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। চাকরী-বাকরী, ব্যাবসা-বাণিজ্য যাই করো না কেন, যা কিছুই করো, এমন কি বিলেতেও যদি যাও, কেবলমাত্র আমার মত (শ্রীমৎ) অনুসারেই চলবে। এই একটা বিষয়ে তোমাদেরকে সতর্ক থাকতেই হবে। তা না হলে মায়া ঘন-ঘন আছাড় মারতে থাকবে। আর কোনও প্রকারের বিকর্ম কিন্তু করা চলবে না। প্রতি পদক্ষেপই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারলে তবেই শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। তোমাদের এই বাবা তো দীনবন্ধু-কৃপাসিদ্ধ-দাতাকর্ণ। তাই তোমাদেরকেই বাবা ওনার সবকিছুর ট্রাস্টী বানায়। এদিকে তোমরাও বলো- তোমাদের যার যা কিছু ধন-সম্পদ, সে সবই তো ভগবানেরই দান। সেই ভগবান স্বয়ং এখন বলছেন, তোমাদের যা কিছু আছে, তা ওনাকে দিয়ে, সেগুলি বদল করে নাও। এ বিষয়ে উনি বাচ্চাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধও হচ্ছেন, কেবলমাত্র শ্রীমৎ অনুসারে চললেই, উনি তোমাদেরকে অতি উচ্চ স্তরের শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলবেন। এই সহজ রাজযোগের দ্বারাই লক্ষ্মী-নারায়ণ এমন সুন্দর আর সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হয়েছে। তাই তো বিড়লাদের মতন প্রতিষ্ঠিত লোকেরাও লক্ষ্মী-নারায়ণের এত বিশাল বিশাল ভব্য মন্দির বানায়। যদিও তারা নিজেরাই সেই প্রকৃত তথ্যটাই জানে না যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ এত ধনবান হয়েছে কিভাবে। তাই সেসবই বাবা

এখন বাচ্চাদেরকে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন- এখানে এখন যারা গরীব, আগামীতে তারাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের ধনী হবে। আর এখানকার ধনীদের যা কিছু ধন-সম্পদ আছে, সে সবই ধুলায় মিশে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি তাদের ঈশ্বরীয় মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মাতা-পিতার আসনে আসীন হওয়ার জন্য পবিত্রতাকে ধারণ করতে হবে। উভয় দিকেই সমতা বজায় রেখে পঠন-পাঠনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করতে হবে।

২) কোনও প্রকারেরই বিকর্ম করা চলবে না। খুব সতর্কতার সাথে কেবলমাত্র শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে। বাবার ট্রাষ্টী বাচ্চা অবশ্যই হতে হবে।

বরদান :- চেহারার দ্বারা সম্পন্ন স্থিতির ঝলক আর ফলক (আভাস ও আবেশ) প্রকাশকারী সর্ব-প্রাপ্তি স্বরূপ হও

ব্যাখ্যা :- সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হলো- সদা সুখ ও শান্তির, খুশীর ও গুণের, আর আনন্দের দোলনায় দোল খাওয়া। অর্থাৎ সর্ব প্রাপ্তির সম্পন্ন স্বরূপ হয়ে অবিনাশী গুণের নেশার ঘোরে স্থিত থাকা। চেহারার প্রকাশে যেন কেবল প্রাপ্তি আর প্রাপ্তির ফলক। এমন সম্পন্ন স্থিতির ঝলক আর ফলক (আভাস ও আবেশ)-এর প্রকাশই যেন পায়। যেমন স্থূল ধন-সম্পদের দ্বারা সম্পন্ন রাজাদের চেহারায় এক বিশেষ চমক থাকে। কিন্তু এখানে তো অবিনাশী প্রাপ্তি। অতএব এই প্রাপ্তির ঝলক হবে ঈশ্বরীয় ঝলক আর তার ফলক দেখা যাবে চেহারাতে।

স্লোগান :- ভাগ্যবান সে, যে সদা নিজে খুশী থেকে অন্যদেরকে খুশীর সম্পদ বিতরণ করতে থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধের ট্রাস্টি হও, সবকিছুর দেখভাল করেও কোনো কিছুতেই মমত্ব রেখো না"

প্রশ্ন :- এই নাটকে মায়া কোন্ ভুল করলে বাবা নির্ভুল বানাতে আসেন ?

উত্তর :- প্রথম ভুল এটাই যে, ব্রহ্ম তত্ত্বকে পরমাত্মা মনে করা । তত্ত্বের সঙ্গে যোগ লাগনো এ হলো মিথ্যা, এতে বিকর্মের বিনাশ হয় না । ২) হিন্দুস্তানে থাকার কারণে দেবী - দেবতা ধর্মের পরিবর্তে নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দেওয়া এও অনেক বড় ভুল । এই ভুলের কারণে ধর্মের কোনো শক্তি আর নেই । এখন বাবা এসেছেন তোমাদের নির্ভুল বানাতে ।

গীত :- কে এলো আমার মনের দ্বারে

ওম শান্তি । বাচ্চাদের কাছে ইনি কে এসেছেন ? বাচ্চাদের কাছে মাতা - পিতাই তো আসবে । যাঁর জন্য গায়ন আছে -- তুমি মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক । এখন তোমরা সেই বালকের অধিকারে বসে আছো, তাই না । পরমপিতা - পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের বোঝান যে, আমি নিরাকার । ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্কর এমন বলতে পারবেন না । এইকথা একমাত্র নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বলতে পারেন, এই শরীরের দ্বারা । এ তো তোমরা জানো যে, আমার কোনো স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর নেই । এই আত্মাই এই শরীরের মাধ্যমে বলছে । নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা বসে বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন । এই কথা নতুন কেউ শুনলে বলবে, এ কিভাবে সম্ভব ? হ্যাঁ, শিব ভগবান উবাচঃ, ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা । শিব বাবার তো নিজের কোনো শরীর নেই । তাহলে এতো সব বি.কে কোথা থেকে এসেছে ? ওই ব্রাহ্মণরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার বলে না । তোমরা কেন বলো যে, আমরা বি.কে বলো ? তোমরা এই কথা সিদ্ধ করে বলতে পারো যে, এই ব্রহ্মার বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব । তাঁর তিন সন্তান ---- ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর । তাই শিব বাবা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা মুখ বংশাবলী রচনা করে তাঁদের মানুষ থেকে দেবতা বানান । এই দুনিয়াতে তো অনেক মানুষ । অনেক প্রকারের ভিন্ন - ভিন্ন ধর্ম এবং জাতি আছে । গুজরাটি, পাঞ্জাবি, ইউ.পি, খ্রিস্টিয়ান, বৌদ্ধ, মহারাষ্ট্রিয়ান ইত্যাদি কতো জাতির নাম । সত্যযুগে এতো ধর্ম, জাতি থাকে না । না সেখানে অনেক ভাষা বা অনেক ধর্ম হয় । বলাও হয়, এক রাজ্য হোক । সত্য যুগে থাকেই দেবী - দেবতা ধর্ম । বাবা বলেন যে, আমি এসেই এক আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি । গায়নও আছে যে --- মানুষ থেকে দেবতা বানাতে সময় লাগে না । দেবতার তো থাকে সত্য যুগে, ত্রেতায় থাকে না । ত্রেতায় হয় ঋত্বিয় বর্ণ । শাস্ত্রেও লেখা আছে যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়েছিলো । আর তিনি এই ব্রাহ্মণদের পড়িয়ে দেবতা এবং ঋত্বিয় ধর্মের স্থাপনা করেন । বাকি অন্য যে সমস্ত ধর্ম থাকে, তাদের বিনাশ হয়ে যাবে । বাবা বোঝান, মিষ্টি বাচ্চারা --- আমি তোমাদের আত্মাদের প্রকৃত বাবা । আমি কখনোই পরিবর্তন হই না । আমাকে তোমরা সর্বদা বাবার অধিকারে স্মরণ করো । ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে কারণ এই শিক্ষা একমাত্র ভগবান ছাড়া কেউই দিতে পারে না । এখন তো অনেক ধর্ম আছে । তোমরা এর লিস্ট বের করতে পারবে না । এখানে কতো মানুষ আছে, বাবা এসে মানুষ থেকে দেবতা করেন । তাও তো সবাইকে করতে পারবেন না । এ হলো বোঝার কথা । বাবা বলেন, আমি ছাড়া এ কথা কেউই বোঝাতে পারবে না । বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের সত্যযুগের জন্য

পড়ান । তিনি বলেন, বাচ্চারা, এখন যত পুরুষার্থ করে স্বর্গের উঁচু পদ পেতে চাও, তা নিয়ে নাও । প্রতিটি মানুষ তাদের জীবিকার কারণে কতো পুরুষার্থ করে । মেথর শ্রেণীর লোকেরাও ভালো পড়াশোনা করলে উঁচু পদ পেতে পারে । এখানেই বাবা বলেন, আবলা এবং গনিকারাও পুরুষার্থ করে বিশ্বের সূর্যবংশী রাজ্যের অধিকারী হতে পারে ।

বাবা বুঝিয়েছেন -- এই সময় প্রত্যেক দ্রোপদী বাবাকে ডাকেন -- বাবা রক্ষা করো, আবার দেখায় কৃষ্ণ ওপরে বসে আছে । দ্রোপদী শাড়ি পেয়ে যায়, রক্ষাও হয়ে যায় । এমন তো হয় না । এ তো এই সময়ের কথা । বাবা বলেন আমি তোমাদের ২১ জন্ম বস্ত্রহীন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাই । তোমাদের কেউই বিবস্ত্র করতে পারে না । এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ, উভয়কেই পবিত্র হতে হবে । অর্ধেক কল্পে এই বিকারে ঘিরে থাকার কারণে এই অভ্যাস সহজে দূর হয় না । এখন বাবা এসে তোমাদের বিবস্ত্র হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করেন, এতেই অনেক পরিশ্রম । পবিত্রতায় থাকতে চাইলেই মায়া আঘাত করতে থাকে । অবলাদের উপর এই বিশ্বের কারণে অনেক অত্যাচার হয় আর বাচ্চাদের প্রতি তাদের মোহও থাকে । এতে তো সম্পূর্ণ নষ্টমোহা হতে হবে । প্রথমদিকে যখন ভাঙি হয়েছিলো, তখন অনেকেই সাহসের সঙ্গে এসেছিলো । দেখলো, মার খেতে হচ্ছে বা হাস্যামা হচ্ছে তখন চট করে সরে গেলো । সন্ন্যাসীরাও চলে যায় । আগে তো তাদের পরিবারের স্মরণ কষ্ট দেয় । নষ্টমোহ হওয়াতেই পরিশ্রম লাগে কেননা তাদের কাছে প্রাপ্তির কোনো অবজেক্ট নেই । কোনো শক্তিই তারা পায় না । তোমরা তো শক্তি পাও । তাঁরা পবিত্রতার শক্তি কোথা থেকে পাবে ? পবিত্রতার সাগর তো এক পরমপিতা পরমাত্মা, তাঁর থেকেই তোমরা আশীর্বাদী বাসা পাবে । দুনিয়ার মানুষ তো বাবার সঙ্গে যোগ লাগায় না । ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ লাগায় তাই সম্পূর্ণ পবিত্র হতে পারে না । ব্রহ্ম বা তত্ত্বের সঙ্গে যোগ লাগানো সম্পূর্ণ ভুল । দেখো, এই পয়েন্ট খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে । ভুল তো অনেকই করেছে । হিন্দুস্থানে যারা থাকে তারা নিজেদের হিন্দু ধর্মের বলে দেয় । এও ভুল । ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে পরমাত্মা বলা, এও ভুল । অবশ্য তা এই বিশ্ব নাটকেই অন্তর্নিহিত আছে । বাবা এসে বোঝান, এই সমস্ত ভুল মায়া করায় । বাবা এসেই আবার নির্ভুল করেন আমাদের । সত্যযুগে একই ধর্ম আর একই ভাষা ছিলো । এমন নয় যে বৃন্দাবনে যারা থাকবে তাদের বৃন্দাবনী বলা হবে । সেখানে থাকে একই ধর্ম । বাবা বলেন, আমি আসি আবার তোমাদের তেমন দেবতা করে তুলি । তোমরা স্বর্গের মালিক হও । বাবা যখন স্বর্গের রচনা করেন তখন আমরা কেন নরকের মালিক হবো । নতুন দুনিয়াতে অবশ্যই আমরা স্বর্গের মালিক হবো । সেই সময় বাকি সমস্ত আত্মারা পরমধামে থাকবে । এই কথা এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । যত ভালো যোগ হবে ততই ধারণা সুন্দর হবে । কোথাও কোনো মমত্ব থাকা উচিত নয় । নিজেকে ট্রাস্টি মনে করে পালনা করো । সবই বাবার সম্পত্তি । দেহ সহিত দেহের সমস্ত সম্বন্ধের আমরা ট্রাস্টি । পরীক্ষাও অনেক আসে । কেউ অসুস্থ হলে বা দুঃখে থাকলে সামলাতে হয় । এ হলোই দুঃখের দুনিয়া । শিব বাবার তো কোনো দুঃখ হয় না । তিনি তো ট্রাস্টি । কারোর কিছু হলে বলবেন, নিজের হিসেব - নিকেশ মিটিয়ে অন্য শরীর ধারণ করেছে, এতে আমার কি হবে । এতো মানুষ শরীর ত্যাগ করবে, শিব বাবার কি কোনো দুঃখ হবে ? তিনি আরো খুশী হবেন । এই পুরানো ছি ছি শরীর ত্যাগ করিয়ে বাচ্চাদের তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন । দুঃখের কোনো কথাই নেই । আফশোস করারও কোনো কথা নেই । আমরা উঠতে বসতে মিষ্টি - মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি । পরমধামে যাওয়ার জন্য আমরা তৈরী হচ্ছি । বাবাকে স্মরণ করতে করতে আমাদের শরীর ত্যাগ হবে । এমন অনেক সন্ন্যাসীরই হয়ে থাকে । বসে বসে চিন্তা করে ---- আমরা ব্রহ্মে চলে যাচ্ছি , গিয়ে লীন হয়ে যাবো । এমন বসে বসেই তাঁরা শরীর ত্যাগ করে । বাবা নিজের অনুভব দিয়েই এই

কথা বলেন । প্রানায়াম করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যায় । এমন নয় যে সেই আত্মা ব্রহ্মে চলে যাবে । আত্মা তো এক শরীর ত্যাগ করে শীঘ্রই অন্য শরীর ধারণ করে । বাকি কেউই নির্বাণে যায় না , না জ্যোতিতে মিলিয়ে যায় । সবাইকে অবশ্যই অভিনয় করতে হবে ।

বাবা বলেন আমি আসিই যখন সব অভিনেতার মঞ্চে উপস্থিত থাকে কেননা আমি সব সজ্ঞীদের সাজন । আমার পিছনে সব সজ্ঞীরা চলে আসবে । আমি সবাইকে নিয়ে যেতে এসেছি । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এখন যে যতটা পুরুষার্থ করবে । সন্নতিদাতা হলেন একমাত্র বাবা । এখন বাবা এসে বোঝাচ্ছেন ----- আমি কখন কিভাবে আসি । তখন তোমাদের সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যাই । তোমাদের আমি ছি - ছি থেকে ফুলের মতো বানিয়ে দিই । এই ফুলেরাই বলিহারি যাবে । দেখানো হয় কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো । কিন্তু তা কোন্ কারণে ? কৃষ্ণের তো কথাই নেই । এ তো বাবা মুক্ত করেছিলেন । তিনিই স্বর্গের মহারাজা - মহারানী বানানোর জন্য সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন । তোমাদের ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার সাক্ষাৎকারও হয়েছে । তোমরা জানো যে, বরাবর আমরা ময়ূর মুকুটধারী প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো । এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । গায়ন আছে - প্রজাপিতা ব্রাহ্মণ । তোমরা তাঁর সন্তান ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী হও । এই কথা হলো নিজে বোঝার আর অন্যকে বোঝানোর । এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । তাই সবাইকে পুরুষার্থ করা উচিত -- খুব ভালো করে । আমি কোনো কষ্ট দিই না, কেবল বলি, আত্মারা, তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো । বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য এতটুকু স্মরণ তো করতেই হবে । তোমরা দেহী - অভিমানী হও । দেহ - অভিমান এলেই মায়ার ঘুমি খেতে হয় । এক নাটক বানানো আছে যে, মায়া এমন করে আর ভগবান এমন করেন । তো প্র্যাকটিকালি তো দেখোই যে কতো মানুষ বাবার হয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে নেয় । তারা চলে গিয়ে নিন্দা করে । আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি তারপর ভাগন্তি হয়ে যায় । এরা বাবা, টিচার এবং সন্ন্যাসীর নিন্দা করে । তাদের দেখে মানুষ বলে, ঈশ্বরকে কিভাবে দূরে সরিয়ে দেয় । তাই এই নিন্দকেরা উঁচুর থেকে উঁচু পদ পেতে পারে না । এ হলো এখনকার কথা । কোনো কোনো বাচ্চার নষ্টমোহা হতে অনেক পরিশ্রম লাগে । অনেকের মোহ নাশ হতেই চায় না । বাবা তো বলেন, তোমার বাচ্চাদেরও সামলাও । তাদেরও শিব বাবার কথা স্মরণ করতে থাকো । যারা খুব ভালো হবে তারা শিব বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে । বাবা বোঝান যে, গভর্নমেন্টও পবিত্রতা চায় । তাই তাদের বোঝানো উচিত যে, আমরা ভারতে পবিত্রতা আনার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করছি । আমরা অবশ্যই ভারতকে স্বর্গ করে তুলবো । কন্যারা তাদের মাতা - পিতারও উদ্ধার করতে পারে । বাবাকে তো গরীবের ভগবান বলা হয় । সাহকারের সব ধন সম্পদ তো মাটিতে মিশে যাবে । সাহকারের জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন কারণ তাদের জয়েন্ট স্টক হয় । তখন নিজের জিনিস কিভাবে সমর্পণ করবে । বাবা তো গরীবের ভগবান, এমন গায়ন আছে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এইম অবজেক্টকে বুদ্ধিতে রেখে পবিত্র হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে । পুরানো শরীর থেকে মমত্ব দূর করে দিতে হবে ।

২) উঠতে বসতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। কোনো বিষয়েই আফসোস করবে না। কোনো সময়ই বাবার নিন্দা হয়, এমন কোনো কর্ম করবে না।

বরদান :- বিজয়ের উৎসাহ - উদ্দীপনার দ্বারা নিরাশাকে আশায় পরিবর্তন করে নিশ্চয়বুদ্ধি হও

যদি অটুট নিশ্চয়তা থাকে তাহলে সর্বদাই বিজয়ী হবে, বিজয়ের উৎসাহ - উদ্দীপনা যেন সর্বদা থাকে, নিরাশার সংস্কার যেন না থাকে। কোনো মুশকিল কাজ যেন এমন সহজ অনুভব হয়, যেন কোনো বড় বিষয়ই নয়, কেননা অনেক বার এমন কাজ করেছ, কোনো নতুন কিছু করছ না, তাই নিরাশার চিহ্নমাত্রও যেন না থাকে, কোনো স্বভাব - সংস্কারে এই সঙ্কল্প যেন না আসে যে, কি জানি এ পরিবর্তন হবে কি হবে না? তোমরা হলে সদা বিজয়ী।

স্লোগান :- শক্তিশালী হতে হলে সর্বদা ঈশ্বরীয় সম্পদের স্মৃতি আর স্মরণে থাকো।

“মিষ্টি বাচ্চারা – বাবা তোমাদেরকে যেসব পাঠ পড়াচ্ছেন, সেটাই হল তাঁর কৃপা। তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ আগত নুতন দুনিয়াতে দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য।”

প্রশ্ন:- বাচ্চারা বাবার সামনে কোন্ প্রতিজ্ঞা করেছে?

উত্তর:- তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছ – বাবা, তুমি ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য এসেছ। আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভারতকে স্বর্গ বানানোর কাজে তোমার সহযোগী হব। পবিত্র হয়ে, ভারতকে পবিত্র বানাব।

গীত:- ভাগ্যকে জাগিয়েই এসেছি ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের লাইন শুনল। এটা হল স্কুল বা ইউনিভার্সিটি। কেমন ইউনিভার্সিটি? গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি। এখানে গড ফাদার পড়ান অর্থাৎ ভগবানুবাচ। বেহদের বাবাকে গড ফাদার বলা হয়। লৌকিক বাবাকে গড বলা যাবে না। কেবল গডকেই সমস্ত মানুষ গড ফাদার বলে। তিনি সকলের পিতা। গড ফাদার হলেন এই সমগ্র সৃষ্টির রচয়িতা। লৌকিক সন্তানেরও একজন ফাদার থাকে, যাকে বাবা বলা হয়। ইনি হলেন বেহদের পারলৌকিক পিতা। লৌকিক বাবা তো এখানে অনেক রয়েছে। প্রত্যেকের নিজ নিজ সন্তান থাকে। সুতরাং বেহদের বাবার কাছ থেকেও নিশ্চয়ই কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ বাবার কাছ থেকে অসীম সুখের উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। এখানে কে পড়ান? ভগবানুবাচ। দুনিয়াতে মানুষ ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি ইত্যাদি পড়ায়। এখানে তো বেহদের বাবা এসে পড়ান। সুতরাং তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ। তোমাদেরকে মানুষ থেকে দেবতা বানানো হচ্ছে। তোমরা জানো যে ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব হয়। ভারত ভূমিই হল সবথেকে প্রাচীন। ৫ টি প্রধান ভূমি আছে, যাদের মধ্যে ভারত হল প্রথম। ভারতবাসীরা যখন নুতন ভারত ভূমিতে ছিল, তখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বের সময়ে এই ভারত একেবারে নুতন ছিল। তখন কেবল ভারত ভূমিই ছিল। সেই সময়ে অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। দেবী-দেবতার পবিত্র ছিল। রাজা-রানী লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন পবিত্র ছিল, সেই রকম ভারতও প্রচুর ধনী এবং হিরেতুল্য ছিল। এখন ভারত খুব কাণ্ডাল এবং কড়িতুল্য হয়ে গেছে। স্বর্গে কোনো লড়াই ঝগড়া হত না। ভারত নির্বিকারী ছিল। বর্তমানে কলিযুগে ভারত অপবিত্র হয়ে গেছে। এখানে কতই না দুঃখ। এইরকম ভারতকে পুনরায় কে স্বর্গ বানান? বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা ভাগ্যকে জাগিয়ে এখানে এসেছ মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। বেহদের বাবা-ই এইরকম বানান। কোনো মানুষ কখনও সদগতি দিতে পারবে না। পতিত মানুষ কখনও কাউকে পবিত্র বানাতে পারে না। স্বর্গে কখনও এইরকম বলা হবে না যে, হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কারণ ওখানে সকলেই পবিত্র ছিল। ভারত সদা-সুখী ছিল। ভারতকে পুনরায় সদা সুখী বানানো কেবল বাবার-ই কর্তব্য। ভারত শিবালয় ছিল। পরমপিতা পরমাত্মাকে শিব বলা হয়। ভারতে তাঁর জয়ন্তী পালন করা হয়। পরমাত্মা শিব, যিনি সকলের পিতা, তিনি এসেই সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। সেই বাবাকেই সবাই ভুলে গেছে। কেবল সেই বাবাই হলেন শান্তিদাতা, সুখদাতা। ভারত স্বর্গ ছিল। তখন পবিত্রতাও ছিল, এবং সুখও ছিল। পিওরিটি (পবিত্রতা), পিস (শান্তি), প্রসপারিটি (সমৃদ্ধি) সবকিছুই ছিল। সন্ন্যাসীরাও

ভারতকে সহায়তা করার জন্য সন্ধ্যাস করে, যাতে পবিত্রতার বল পাওয়া যায়। সমস্ত বিকারী মানুষ গিয়ে তাঁর কাছে মাথা ঠেকে। সন্ধ্যাসীরা পবিত্রতার সহযোগের দ্বারা ভারতের পতনকে ঠেকিয়ে রাখে। অন্য কোনো ভূমি ভারতের মতো এত সুখী এবং পবিত্র হয়না। উঁচুর থেকেও উঁচু ভারত ভূমির-ই মহিমা করা হয়। বাবা-ই পুনরায় ভারতকে নুতন বানান। কোনো মানুষকে কখনো ভগবান বলা যাবে না। আর ঈশ্বরও সবার মধ্যে থাকেন না। কিন্তু ৫ তা শয়তান সবার মধ্যেই রয়েছে। এই ৫ বিকারকে একসাথে রাবণ বলা হয়। বর্তমানে এটা হল রাবণ-রাজ্য। সবাই এখন বিকারী এবং পতিত। সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিল। ভারতে দেবী-দেবতারাজ্য করত। ড্রামা অনুসারে এখন ভারত পুনরায় হয়ে গেছে। নুতন সৃষ্টি থেকে পুরাতন অবশ্যই হবে। ভারতে একটাই ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য ছিল। তাকেই স্বর্গ বলা হয়। যেটা বেহদের বাবা এই মাতাদের দ্বারা স্থাপন করেন। মাতারাই তো শিবশক্তি সেনা, তাই না? জগৎ অস্বাভাবিক গায়ন রয়েছে। মানুষ জানেই না যে উঁচুর থেকেও উঁচু কে। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। তারপরে আছে ব্রহ্মা-বিশ্ব-শংকর। পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে কি পার্ট (ভূমিকা) আছে? তিনি এসে ভারতকে পতিত থেকে পবিত্র বানান। ব্রহ্মার দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন করেন। তোমরা ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীরা ভারতকে পবিত্র বানানোর উদ্দেশ্যে রাখি পরাও। হে বাবা, আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানাব এবং তারপর রাজত্ব করব। বাবা এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন করেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন সকলের পিতা এবং জগদম্বা হলেন সকলের মাতা। ভারতবাসীরা গায়ন করে – তুমি হলে মাতা-পিতা, আমরা তোমার বালক...। স্বয়ং এসে পড়াচ্ছেন। এটাই হল তাঁর কৃপা। এর দাঁড়ায় আমরা ভবিষ্যতে অনেক সুখ পাব। এখানে তো অনেক দুঃখ। তাই একে নরক বলা হয়। দৈবী-দুনিয়া থেকে আসুরিক-দুনিয়া হয়ে যায়। দৈবী -দুনিয়াতে অন্য কোনো ভূমি ছিল না। বেহদের বাবা এসেই বাচ্চাদেরকে এই অসীম দুনিয়ার হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝান। অন্য কেউ এইসব বোঝাতে পারবে না। তোমরা বাচ্চারা বেহদের ক্বার কাছে প্রতিজ্ঞা কর – হে বাবা, তুমি ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য এসেছ। আমরা তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলে ভারতকে স্বর্গ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বানাব এবং তারপর সেখানে রাজত্ব করব। এটাই হল রাজযোগের শিক্ষা। সন্ধ্যাসীদের হল হঠযোগ, তারা ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে। তোমাদেরকে এইসব ছাড়তে হবে না। এই পুরাতন দুনিয়াকে ভুলতে হবে। তোমরা এখন নুতন দুনিয়াতে যাচ্ছ। বাবা স্বয়ং গাইড হয়ে এসেছেন। তিনি হলেন লিভেরটর (মুক্তিদাতা)। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। ভারত হল শিববাবার জন্মভূমি। সোমনাথের মন্দিরও এখানেই আছে। মানুষ এটাই ভুলে গেছে যে ভারত কত মহান তীর্থক্ষেত্র। সকল মানুষের পিতা, যিনি সবাইকে সুখ-শান্তি দেন, তাঁর জন্মভূমি। সবার উচিত ভারতে এসে শিবের মন্দিরে শিবকে প্রণাম করা। ভগবানের মত হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ। শ্রী শ্রী শিববাবা অসীম সুখ প্রদান করেন। বাবার কাছ থেকেই সুখ পাওয়া যায়। বিনাশ অতি নিকটে। এই মহামুদ্রের দ্বারা সুখধাম এবং শান্তিধামের গেট খুলবে। তোমরা বি.কে.-রা ভারতকে স্বর্গ বানানোর জন্য শরীর-মন এবং সম্পত্তি দিয়ে সেবা করছ। যেমন মহাত্মা গান্ধীর মত অনুসারে সবাই শরীর-মন এবং সম্পত্তি দিয়ে সেবা করে বিদেশী রাজ্যকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন অনেক দুঃখ। এখন এই রাবণের ওপরে বিজয়ী হতে হবে। অর্ধেক কল্প হল রাবণ রাজ্য এবং অর্ধেক কল্প হল রাম রাজ্য। দ্বাপরযুগ থেকে দেহ-অভিমাণে আসার ফলে বাবাকে ভুলে যায় এবং বাবাকে না জানার জন্য লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। সুতরাং ভারতবাসীরা যখন দুঃখী হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন বাচ্চাদের ভাগ্যকে জাগানোর জন্য। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার নেই। এটা তো একটা পাঠ। বাবা এসেই সমস্ত নলেজ দেন। কারণ তিনি হলেন নলেজফুল। তিনি বলছেন, আমার

মধ্যে পুরো চক্রে জ্ঞান আছে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তারপর রাম-সীতার রাজত্ব ছিল। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত। যেমন রাজা-রানী, তাদের প্রজারাও সেইরকম ছিল। সেটা ছিল ধর্মের পরিণাম। এখন তো ঘরে ঘরে দুঃখ। বাবা এসে সবাইকে সুখী বানান। তোমরা ভারতমাতারা হলে শক্তিসেনা। এইটা তোমাদেরই মন্দির। এখন তোমরা বসে বসে রাজযোগ করছ। এটা হল রাজযোগের পাঠ। তোমাদেরকে গড ফাদার পড়াচ্ছেন। বাবা এসেই তোমাদের মতো মাতাদের দ্বারা সকলের ভাগ্য জাগান। পরমপিতা পরমাত্মার বন্দনা করা হয়। দেবতাদেরও বন্দনা করা হয়। পতিত মানুষরা তো সন্ন্যাসীরও বন্দনা করে। তোমাদের মতো মাতাদের উদ্দেশ্যেই বলা হয় বন্দে মাতরম্। তোমাদের মতো মাতাদের দ্বারাই ভারত স্বর্গ হয়। পবিত্রতা ছাড়া সুখ পাওয়া সম্ভব নয়। যে বাবার বাচ্চা হবে, বাবাকে স্মরণ করবে, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একজনের সাথে থাকবে – সে-ই শিববাবার কাছে চলে যাবে। ভারতেই বাবা অবতরিত হন। তোমরা কতই না দুঃখী ছিলে! কত বাচ্চা এখানে সুখ পাওয়ার জন্য এসেছে। তোমরা সকলের রুহানি সোশ্যাল সার্ভিস কর। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা, রাবণের ওপরে বিজয়ী হয়ে স্বর্গের মালিক হও। নিরাকার বাবা নিরাকার আত্মাদের সাথে কথা বলেন। আত্মা অর্গানস্ (অঙ্গ) দ্বারা শোনে। আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের সংস্কার রয়েছে। যারা আগে আসে তারা পুরো ৮৪ জন্ম নেবে। যারা পরে আসবে তারা কম নেবে। ভারত একসময় মুকুটধারী ছিল। সেই ভারতই এখন কাঙাল হয়ে গেছে। পুনরায় মুকুটধারী হচ্ছে। এটা হল সেই লড়াই যেটা ৫০০০ বছর আগে হয়েছিল। যার দ্বারা ভারত স্বর্গ হয়েছিল। তোমাদের এটা রাজযোগের পড়া। সন্ন্যাসীদের হঠযোগ। তোমাদের বাচ্চাদেরকে পুরাতন দুনিয়াকে ভুলে কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। যোগ অগ্নির দ্বারা তোমাদের পাপ নাশ হবে। পবিত্র হওয়ার জন্য এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস – 28-06-68

এখানে যারা বসে আছে, তারা বোঝে যে আমরা হলাম আত্মা এবং সম্মুখে বাবা বসে আছেন। এটাই আত্ম-অভিমানী হয়ে বস। সবাই এইভাবে বসে নেই যে আমরা হলাম আত্মা এবং আমরা বাবার সামনে বসে আছি। বাবা স্মরণ করিয়ে দিলে স্মৃতিতে আসবে এবং অ্যাটেনশন দেবে। এইরকম অনেকেই আছে যাদের বুদ্ধি বাইরের দিকে চলে যায়। এখানে বসে থাকা সত্ত্বেও তাদের কান যেন বন্ধ আছে। বুদ্ধি বাইরে কোথাও না কোথাও দৌড়াতে থাকে। যেসব বাচ্চারা বাবার স্মরণে বসে আছে, তারা উপার্জন করছে। অনেকেরই বুদ্ধির যোগ বাইরের দিকে থাকে। তারা যেন এই যাত্রাতেই নেই। সময় নষ্ট হয়। বাবাকে দেখলেও বাবার কথা মনে আসবে। সেটাও অবশ্যই পুরুষার্থের ক্রম অনুসারে। কারও কারও পাক্ষা অভ্যাস হয়ে যায়। আমরা হলাম আত্মা, শরীর নয়। বাবা যেহেতু নলেজফুল, তাই বাচ্চাদের মধ্যেও নলেজ এসে যায়। এখন ফেরত যেতে হবে। চক্র সম্পূর্ণ হচ্ছে। তাই এখন পুরুষার্থ করতে হবে। অনেক সময় চলে গেছে, আর সামান্য অবশিষ্ট আছে। পরীক্ষার দিনেও অনেকে পুরুষার্থ করতে লেগে যাবে। তারা বুঝবে যে নাহলে হয়তো অনুত্তীর্ণ হয়ে যাব এবং পদও অনেক কম হয়ে যাবে। বাচ্চাদের পুরুষার্থ তো চলছেই। দেহ-অভিমানের কারণে কোনো বিকর্ম হলে তার জন্য দন্ড একশো গুণ হয়ে যাবে। কারণ সে আমাদের নিন্দা করায়। এইরকম কোনো কাজ করা উচিত নয় যাতে বাবার নাম বদনাম হয়। তাই গায়ন আছে – সদগুরু নিন্দুক ঠৌর পাবে না। ঠৌর মানে বাদশাহী। এখানে বাবা-ই পড়ান। অন্য কোনো সংসঙ্গে কোনো এম অবজেক্ট নেই।

এটা হল আমাদের রাজযোগ। অন্য কেউ এইভাবে বলতে পারবে না যে আমি রাজযোগ শেখাই। ওরা তো মনে করে যে শান্তিতেই সুখ আছে। ওখানে সুখ-দুঃখের কোনো প্রশ্নই নেই। সেখানে কেবল শান্তি আর শান্তি। তখন বোঝা যায় যে এর ভাগ্যই কম আছে। তাদের ভাগ্যই সবথেকে ভাল, যারা প্রথম থেকেই ভূমিকা পালন করছে। ওখানে এই জ্ঞান থাকে না। ওখানে তো কোনো সংকল্পই চলে না। বাচ্চারা জানে যে আমরা সবাই অবতরণ করেছি। বিভিন্ন নাম এবং রূপ ধারণ করি। এটা তো ড্রামা, তাই না? আমরা আত্মারা শরীর ধারণ করে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করি। বাবা বসে এইসব রহস্য বোঝান। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের অন্তরে অতীন্দ্রিয় সুখ আছে। অন্তরে খুশি হয়। এইরকম হলে তাকে দেহী-অভিমানী বলা হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা হলে স্টুডেন্ট। তোমরা জানো যে আমরা দেবতারা স্বর্গের মালিক হব। কেবল দেবতা নয়, আমরা বিশ্বের মালিক হব। এইরকম অবস্থা তখনই স্থায়ী হবে, যখন কর্মাতীত অবস্থা হবে। ড্রামার প্ল্যান অনুসারে সেটা তো অবশ্যই হবে। তোমরা বুঝেছ যে আমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে রয়েছি। স্বর্গের বাদশাহী তো অবশ্যই পাব। যে অনেক সেবা করবে, সে উঁচু পদ পাবে। কারোর অন্তরে অনুভব হবে যে আমি কম পদ পাব। যে যত বেশি সেবা করে, অনেকের কল্যাণ করে, সে অবশ্যই উঁচু পদ পাবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এখানে এইরকম সংগঠিত রূপে যোগ করা সম্ভব। বাইরে সেন্টারে তো এইরকম হওয়া সম্ভব নয়। চারটার সময়ে এসে বিধিপূর্বক ভাবে বসা – এইসব ওখানে কিভাবে সম্ভব? না, হয়তো যারা সেন্টারে থাকে তারা বসতে পারবে। কিন্তু যারা বাইরে থাকে, তাদেরকে ভুলেও ডাকা যাবে না। বর্তমান সময় সেইরকম নয়। এটা এখানেই ঠিক আছে। সবাই তো ঘরেই বসে আছে। ওখানে তো বাইরে থেকে আসতে হয়। এই নিয়ম টা কেবল এখানের জন্যই। জ্ঞানকে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। আমরা হলাম আত্মা। এটা হল তার অকাল তথ্য। এইরকম অভ্যাস হয়ে যাওয়া উচিত। আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। ভাইয়ের সাথে আমি কথা বলছি। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার স্মরণ, ভালোবাসা, শুভরাত্রি এবং নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের শরীর-মন এবং সম্পত্তির দ্বারা রুহানি সোশ্যাল সার্ভিস করতে হবে। রাবণের ওপরে বিজয়ী হয়ে ভারতকে স্বর্গ বানাতে হবে।

২) অপার সুখ পাওয়ার জন্য পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করে, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে কেবল বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

বরদান:- বুদ্ধি দ্বারা শুদ্ধ সঙ্কল্প সমূহের ভোজন গ্রহন করে সদাকালের জন্য স্বচ্ছ হোলি-হংস হও

হোলি-হংস কখনো জ্ঞানের রত্ন ছাড়া অন্য কিছু বুদ্ধি দ্বারা গ্রহন করে না। ব্রাহ্মণ আত্মারা, যারা হল সর্বশ্রেষ্ঠ, তারা কখনো হীন কথাবার্তা ব্যবহার করে না। হোলি-হংস মানে সর্বদা স্বচ্ছ এবং পবিত্র। পবিত্রতাই হল স্বচ্ছতা। হোলি-হংস কোনো অশুদ্ধ সংকল্পও করতে পারে না। সর্বদা শুদ্ধ

সঙ্কল্প সমূহের ভোজন খাওয়ার জন্য হোলি-হংস সর্বদা স্বাস্থ্যবান থাকে। তার কারোর প্রভাব পড়তে পারে না।

স্লোগান:- নিজের মন দ্বারা শান্তি-কুন্ডকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম শান্তিপ্রিয় আত্মা হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রত্যেকের মাথায় অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা রয়েছে, কর্মের হিসাবের ভোগ রয়েছে, যাকে যোগ বলের দ্বারাই মেটাতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবার মতন কোন্ বিষয়ে তোমাদের সাক্ষী দ্রষ্টা হতে হবে?

উত্তর :- যেমন বাবার কোনো কিছুতেই আপসোস হয় না, কোনো বাচ্চা অসুস্থ হোক, বা যা কিছুই হোক না কেন বাবা সাক্ষী হয়ে দেখেন । ঠিক সেইরকমই তোমরা বাচ্চারাও সাক্ষী দ্রষ্টা হও। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মুছে ফেলো। প্রত্যেকের নিজের - নিজের কর্মের ভোগ আছে। আত্মারা যা কিছু বিকর্ম করেছে, তার ফল তাকেই ভোগ করতে হবে, সুতরাং সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো

গীত :- এই সময় যে বয়ে যায়

ওম শান্তি। বেহদের বাবা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে সময় ফুরিয়ে আসছে। সময় কারোর জন্য অপেক্ষা করে না। এটা হলো বুদ্ধিযোগের যাত্রা, যা তোমাদেরকে করতেই হবে। এই সব বিয়ে-শাদী, তীর্থ ইত্যাদি কিছুই করতে হবে না । বাবার এটাই শেষ নির্দেশ -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এবার পরমধামে যেতে হবে। গীতা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদিতে যাই লেখা থাক তোমরা সে সব থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পার। বাবা প্রথমে যে সহজ রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, তা-ই এখন শেখাচ্ছেন। ভক্তি মার্গের শাস্ত্র আর এখনকার প্রাকটিক্যাল বিষয় গুলির মধ্যে রাত-দিনের ফারাক । বাবাই এসে রাজ যোগ শেখান । বাচ্চাদের নির্দেশ দেন যাতে তারা দেহ সমেত সকল প্রকার সম্বন্ধের ত্যাগ করে একমাত্র বাবাকেই যেন স্মরণ করে । বাচ্চারা এখন প্রাকটিক্যালে বোঝে, শাস্ত্র রাইট না বাবা সম্মুখে বসে যা বোঝান সেটা রাইট।

তোমরা বাচ্চারা এখন নাটকের রহস্যকে জানো । সব কিছুই প্রথমে সত্যপ্রধান থাকে, পুনরায় সত্য-রজ-তম হয়। যেমন নতুন বাড়ি পুরানো হয়ে যায়। তেমনই এই বেহদের দুনিয়া একসময় স্বর্গ ছিল । সেখানে কারা থাকতো, সে কথা তোমাদের বুদ্ধিতে দীপ্যমান আছে । দেব-দেবীরা কেমন রাজ্য ভাগ্য পেয়েছিল এবং এখন পুনরায় পাচ্ছে । বাচ্চারাও নিজেদের ভাগ্য অনুসারে পুরুষার্থ করছে । বাবা বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মমত্ব মুছে ফেল, দেহী অভিমানী হও । এতে খুব পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। নিরন্তর সেই বাবাকে এবং সুখধামকে স্মরণ করতে হবে । বাবার কখনো কোনো ব্যাপারে দুঃখ হয় না। সাক্ষী হয়ে দেখেন । বাচ্চারা যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ে, রোগ পীড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে কি শিববাবার আপসোস হয় ? কখনোই হয় না । বাবা বলবেন নাটকের অঙ্গ অনুসারে কর্মভোগ তো প্রত্যেককে করতেই হয়। যেমন তিনি সাক্ষী হয়ে দেখেন, তেমনই বাচ্চাদেরকেও সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। তিনি হলেন বেহদের বাবা, তিনি হলেন পরম পিতা পরমাত্মা। তিনি তো বাচ্চাদের খুব ভালোবাসেন তাই না ! পরমাত্মার আত্মাদের প্রতি ভালোবাসা আছে। বাবা বলেন আমি জানি বাচ্চারা কৃত-কর্ম অনুসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সাক্ষী হয়ে দেখেন। বাচ্চাদেরকেও এইরকম সাক্ষী দ্রষ্টা হয়ে দেখতে হবে। প্রত্যেক জীবের আত্মা যারা বিকর্ম করে, শরীরের সাথে আত্মাকেও তা ভোগ করতে হয়। সুখ-দুঃখ আত্মাই ভোগ করে। সংস্কার আত্মাতেই থাকে। বাবা বলেন আমি এসে দুঃখ থেকে মুক্ত করি। এখন বাচ্চাদের

শিক্ষা দিই। মানুষ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র থেকে কোনো শিক্ষা প্রাপ্ত করতে পারবে না। এটা বাবা সম্মুখে বসে বোঝান। বাবা বলেন তোমরা ভক্তি মার্গে আমাকে কত স্মরণ করো। যে যতই সায়েন্সকে, নেচারকে মানুষ কখনো না কখনো তাদের মুখ থেকে 'হে পরমপিতা পরমাত্মা', 'ও গডফাদার' নিশ্চয় বের হবে। সব ভক্তই অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে। বাবা সব কিছু করে, বাচ্চাদের সুখী বানিয়ে নিজে অদৃশ্য হয়ে যান। বাবা একবারই আসেন। বলেন নাটকের অঙ্গানুসারে আমার মধ্যে সংকল্প উৎপন্ন হয়, এবার আমি যাই। অবশ্যই শরীরের অবলম্বন নিতে হয়। যেমন আত্মা শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। গর্ভে বাচ্চা তৈরী হয় তারপর বড়ো হলে কথা বলতে শেখে। বাবা তো আসেনই বড়ো শরীরে। আমারও ভূমিকা রয়েছে, আমি একবারই এসে সকলকে মায়ার দুঃখ থেকে মুক্ত করি। এখন তো সব দিকে মানুষ দুঃখী। গ্রাহি-গ্রাহি করতে থাকে। ঘরে ঘরে কান্না-কাটি, লড়াই-ঝগড়া লেগেই আছে। সত্য যুগে এসব কিছু হয় না। নামই তো স্বর্গ। শাস্ত্রে তো বহু কথা লিখে রেখেছে। বাচ্চারা জানে এই সৃষ্টিতে কত দুঃখ আছে। কত ধর্ম ! সত্য যুগে খোড়াই এত ধর্ম ছিল। ৫ হাজার বছরের ব্যাপার। লক্ষ বৎসর বলে দেওয়ার ফলে মানুষদের বুদ্ধি থেকে সত্যযুগের ধারণাটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ৫ হাজার বছর আগে আমি এসেছিলাম। এসে বহু ধর্মের বিনাশ ঘটিয়ে আদি সনাতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। এই যে এতো মানুষ, সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবি, তার জন্যই এই মহাভারী যুদ্ধ। বলা হয় মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধে বিনাশ হয়েছিল। এই সব ধর্মেরই বিনাশ হয়ে যাবে। যারা দেবী - দেবতা ধর্মের তাদেরকে এসে আমি পড়াই। আমার ভূমিকা আছে। মানুষও জানে এখন এখন অত্যন্ত দুঃখ-পূর্ণ সময়। আমিও জানি মানুষের ভীষণ দুঃখ। বাড়িতে - বাড়িতে ঝগড়াঝাটি লেগেই আছে। বাচ্চারা ধন-সম্পদের জন্য বাবাকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না, কি ভয়ানক নোংরা দুনিয়া ! বাবা এসে বাচ্চাদের স্বর্গের সাক্ষাৎকার করান।

শিববাবা বলেন আমি এসেছি বাচ্চাদের স্বর্গের, বিশ্বের মালিক বানাতে। কোনো পরিশ্রম করাইনা। যোগবলের দ্বারা বিকর্মগুলি ভস্ম করতে হবে। মাথার উপর বিকর্মের অনেক ভারী বোঝা আছে। অসুখ বিসুখ, কাশি ইত্যাদি হয়। এটা তো জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের হিসাবের ভোগ। এখন জগদম্বা জগৎপিতা রয়েছেন। তাঁদের কত নাম-ডাক, চারিদিকে পূজা অর্চনা হচ্ছে। মানুষ খোড়াই জানে জগদম্বা অন্তিম জন্মে কি ছিলেন ? এখন জগদম্বা-জগৎপিতার প্রাকটিক্যাল অভিনয় চলছে। তাহলে এদেরকেও দেখো সব জন্মের কর্মের হিসাব মেটাতে হয়। এতো যোগ-যুক্ত থাকে, সেবা করে, তা সত্ত্বেও কর্ম-ভোগ ! অপারেশন ইত্যাদি করতে হয়। সেই সন্ন্যাস এবং এই সন্ন্যাসে বিস্তর ফারাক। তারা তো ঘর-বাড়ি ছেড়ে কোপিন ধারণ করে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আমরা তো পুরুষার্থ করতে থাকি। যখন অন্তিম লগ্ন আসবে, আমাদের সন্ন্যাস সম্পূর্ণ হবে। এখন আমরা পুরুষার্থী। সেই সব সন্ন্যাসীদের জন্য আমরা এরকম বলবো না যে তারা পুরুষার্থী সন্ন্যাসী। তারা তো গৃহ-ত্যাগ করেছে, সেইজন্য তাদের সন্ন্যাসী বলা হয়। আমরা তো সন্ন্যাসের জন্য বাবার দ্বারা কত পরিশ্রম করি। অতএব আমাদের মাথায় অনেক জন্মের বোঝা আছে। কতো যোগ-যুক্ত থাকি এবং অন্যদের সুখ প্রদান করি। তাদের আশীর্বাদও পাই, তাও দেখ কর্মভোগ চলেই আসে। কর্মভোগে স্থিতি এখনো হয় নি, সেটা অস্তে হবে। জন্ম-জন্মান্তরের কর্মের হিসাব। এখনো পুরোপুরি সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেনি। তাদের সন্ন্যাস এবং আমাদের সন্ন্যাসের মধ্যে দিন - রাতের ফারাক। তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে বসে এবং বিকার-যুক্ত মানুষেরা তাদের সেবা করে। এমন নয় যে তারা সব পবিত্র হয়ে গেছে। তারাও সাধনা করতে থাকে। কর্ম ভোগ তাদের থাকে। অনেক জন্মের বিকর্মের বোঝা তাদের মাথার উপর আছে। বিকর্মের বোঝা যোগ বলের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ বাবা আসেন

না ততক্ষণ কেউ যোগ-শিক্ষা দিতে পারে না। তাদের যোগ সর্ব শক্তিমান বাবার সাথে না থাকায় বিকর্মের বিনাশ সম্ভব নয় । ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান খোড়াই বলা হবে। সর্বশক্তিমান একমাত্র পরম পিতা পরমাত্মা শিব। তিনিই পরম আত্মা যিনি আসেন। ব্রহ্ম বা তত্ত্ব তো আসবে না।

সুতরাং বাচ্চাদের মাথার উপরও পাপের বোঝা আছে। বিকর্ম বিনাশের জন্য অনেক পরিশ্রমের প্রয়োজন আছে। বিশ্বের মালিক হতে হবে। বাবা ছাড়া সেটা কেউ করতে পারে না। বাবা করেন যোগবলের সাহায্যে। সর্বশক্তিমান বাবা শক্তি যোগান। তিনি হলেন ওয়ার্ল্ডের অলমাইটি অথরিটি। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই দুঃখী। সুখ যা আছে তা অতি অল্পকালের জন্য। কাক বিষ্ঠাসম। সত্যিকারের সুখ তো স্বর্গের আছে। সেখানে দুঃখ প্রদানকারী মায়া নেই। অনেকে এসব কথা বিশ্বাস করে না । বলে এটা কি করে হবে ? যদি বিশ্বাস না করে তাহলে বুঝবে সে আমাদের দৈবী কুলের নয়। যারা দৈবী কুলের তারা নিশ্চয় বিশ্বাস করবে। আগের কল্পেও বিশ্বাস করেছিল। এখন বাবা শোনাচ্ছেন। বেহদের বাবার সমস্ত সেন্টারের বাচ্চারা স্মরণে আসে । কোনো সল্ল্যাসী একথা বলতে পারবে না যে আমি সব বাচ্চাদেরকে শোনাই। সেখানে সকলেই ফলোয়ার । সেখানে এমন মুরলী খোড়াই পাঠানো হয় যা সকলে শোনে। এখানে তো সকলের কাছেই মুরলী পাঠানো হয়। যার দ্বারা শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়। ভগবাকে বলা হয় শ্রী-শ্রী, সর্বশ্রেষ্ঠ। বাবা বলেন আমি শ্রেষ্ঠদেরও শ্রেষ্ঠ, তাই সকলকে শ্রেষ্ঠ বানাই। পতিত দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ কোথা থেকে আসবে । শ্রী শ্রী ১০৮ - এ হল হুবহু শিববাবার রুদ্রমালা । তাঁকেই শ্রী শ্রী বলা হয়। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ সত্যযুগের স্থাপনা করে মানব সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ তে শ্রেষ্ঠ বানান। আর তাই আমরা স্বর্গের মালিক হই। তাহলে বোঝা যায় শ্রী শ্রী ১০৮, যার মালা তৈরি হয়, উপরে আছেন নিরাকার শিববাবা, তিনিই আমাদের এমন শ্রেষ্ঠ তৈরি করছেন।

এটা হলই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় । এই ব্রহ্মকুমার-ব্রহ্মকুমারীদের ঈশ্বর পড়ান। পরম পিতা পরমাত্মার বিশ্ব-বিদ্যালয় । বিশ্বকে জ্ঞান বিতরণ করার জন্য এই বিশ্ব-বিদ্যালয় । যে চাইবে সেই বিশ্বের মালিক হতে পারে । যদি চায় তো সুইট হোমে গিয়ে বসতে পারে। বাবা এসেইছেন সর্বদা শান্ত, সুখী করার জন্য । আমি প্রতি কল্পে এসে ভারতবাসী বাচ্চাদের বিশ্বের মালিক বানাই । অন্য সব আত্মারা শান্তিধামে বাস করে। স্বর্গে কেবল দেবী-দেবতাদের আত্মারা থাকে। তোমরা সবসময় জানো বাবা আমাদেরকে পড়িয়ে স্বর্গের মালিক তৈরি করেন যার যেমন যোগ তথা পুরুষার্থ তার ভিত্তিতে । অন্য আত্মারা হিসাব চুকিয়ে ফিরে যাবে। সব শরীর বিনষ্ট হয়ে যাবে। কলিযুগের শেষ এবং সত্যযুগের আদি হবে। সুতরাং তোমরা বাচ্চারা জানো আর কত সময় শেষ আছে ? এখন ৬-৭ শ' কোটি আছে। সত্যযুগে মাত্র ৯ লক্ষ হবে। প্রথমে অল্প থাকে, পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে । সুতরাং এত যে সব জীব আছে তারা সকলেই নিজেদের হিসাব চুকিয়ে ফিরে যাবে। সকলের শেষ বিচারের সময় । মায়া সকলকে কবরে শুইয়ে দিয়েছে। সকলে এখন গোরস্থানে। কোনোই কাজের নয়। এখন তোমরা বোঝো যে বেহদের বাবা আমাদের, আত্মাদের পড়িয়ে স্বর্গের মালিক বানান। বিশ্বের মালিক তৈরী করার এটাই ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। বাবার সম্পদই হলো স্বর্গ। যদি এই বিশ্বাস থাকে তবে আমরা তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই না কেন । এর মধ্যে তো কোনো ছাড়ার প্রশ্ন নেই। বিকার ত্যাগ করতে হয়। সে তো ভালো কথা। বাবা, আমরা কেন পবিত্র থাকবো না, কেন ছাড়বো না ! ৫ বিকার থেকে সল্ল্যাস নিলে আমরা চক্রবর্তী রাজা হবো। বাবা বলেন এখন মরতে হবে। অবশ্যই নির্বাণ ধামে যেতে হবে, তাহলে উপার্জন করা চাই তাই না ! অন্য ধর্মের লোকেরা এসেও

এই লক্ষ্য নেবে। বাচ্চারা সাফাংকার করেছে - ইব্রাহিম, খ্রিস্ট প্রমুখ আদি আত্মাদের। তারা আসে - বাবাকে শ্রদ্ধা জানায় এবং লক্ষ্য প্রাপ্ত করে। কিন্তু জ্ঞান গ্রহণ করবে না। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ হয় তাহলে গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণ কুল-ভূষণ না হলে দেবতা কুল ভূষণ হতে পারবে না। ব্রাহ্মণ হবে তারপর দেবতা। দেবতারাই ক্ষেত্রেই, বৈশ্য এবং পরে শূদ্র হয়। এই বর্ণেরা চক্র লাগাতে থাকে। শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ যাদের মূল্য পাউন্ডের সমান ছিল, তাদেরকেও ৮৪ জন্ম পূর্ণ করতে হয়। তাহলে যদি দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে বেহদের বাবার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার নিতে হবে, যার দ্বারা অর্ধ কল্পের সুখ পাওয়া তো কেন পুরুষার্থ করবো না। ছাড়ার তো কোনো প্রশ্নই নেই। সেটা ছিল সিন্ধের পার্ট। লিখে দিয়েছে কৃষ্ণ (ক্লিনিকীকে) হরণ করেছিল, গরু চড়াত। হরণ করে ছিল কি গালি শোনার জন্য। হরণ করে ছিল পাটরানী বানাবার জন্য। আসলে যেটা হওয়ার ছিল তা হল ভাটির অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে, তপস্যা করে সেবার উপযুক্ত হবে। এখন তো কষ্টে-সৃষ্টে কেউ কেউ সেবার যোগ্য হয়। তোমরা তো প্রাকটিক্যাল অনুভবী। তোমরা বোঝো শিববাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানান। তিনিও কাজ করেন। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তিনি নিশ্চই এখানে এসেছিলেন। এখনো বলেন আমি স্বর্গের স্থাপনা করছি। তোমাদেরকে পড়াই। বোঝান বাচ্চাদেরকে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) মাথা উপর থেকে বহু জন্মের বিকর্মের বোঝা নামানোর জন্য সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থেকে শক্তি নিতে হবে।

২) সকলকে সুখ প্রদান করে আশীর্বাদ নিতে হবে। শ্রী-শ্রীর শ্রেষ্ঠ মতে চলে সম্পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। এই মহাবিনাশের সময় সকলের সাথে বুদ্ধিমোহের সম্পর্ক ভেঙে দিতে হবে।

বরদান:- সেবার ভাবনার দ্বারা অমর ফল প্রাপ্তকারী সর্বদা মায়ার রোগ থেকে মুক্ত ভব।

যে বাচ্চারা সঙ্গম যুগে প্রভু ফল, অবিনাশী ফল, সর্ব সম্বন্ধের স্নেহের রস যুক্ত ফল খায় তারা সর্বদা মায়ার রোগ থেকে মুক্ত থাকে। অন্য ফল তো সত্যযুগেও পাবে আর কলিযুগেও পাবে কিন্তু সেবা ভাবনার প্রত্যক্ষ ফল, প্রভু ফল যদি না খেয়ে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ কল্পেও খেতে পারবে না। এই ফল ঐশ্বরীয় জাদুর ফল, যে ফল খেলে লোহা থেকে সোনা নয় বরং হীরে হয়ে যাবে। এই ফল হল সর্ব বিঘ্ন সমাপ্তকারী অমর ফল।

স্লোগান:- অপকারীর উপরও উপকার, নিন্দুককেও বন্ধু মনে করে যে, সে-ই হল বাবা সমান।

ছেড়ে দাও তবেই মুক্ত হবে (ছাড়ো তো ছাড়)

আজ, বাপদাদা নিজের আদি স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হওয়া সহযোগী বাচ্চাদের দেখছেন। সহযোগী সব বাচ্চাদের ভাগ্য দেখে তিনি অতি প্রসন্ন। তিনি স্থাপনার নকশা দেখছিলেন। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সংসারের, আদিকালের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি দেখছিলেন। তিনি দেখছিলেন, কোন্ শ্রেষ্ঠ আত্মারা কোন্ সময়ে প্রতিটা জায়গায় যথার্থভাবে সহযোগী হয়েছে ! কি দেখলেন ? তিনি তিন প্রকার সহযোগী বাচ্চাদের দেখেছেন। এক, বাপদাদার অলৌকিক কর্তব্য দেখে, তাঁর মোহন রূপ দেখে এবং রূহানী চেহারা দেখে কোনকিছু ভাবার মেহনতও করেনি, শুধুমাত্র যখন এইসব কিছু দেখেছিলো, দেখেই তাদের পূর্ব কল্পের স্মৃতির সংস্কার প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। সেকেন্ডে তাদের মন থেকে বেরিয়ে এসেছে - ইনিই আমার সেই বাবা। এইভাবে বিনা মেহনতে তোমরা সহজে বাবার স্নেহে নিমজ্জিত হয়ে সহযোগী হয়ে গেছ। এমনকি সাপ্তাহিক কোর্সের মেহনতও তোমাদের করতে হয়নি, বরং ঈশ্বরীয় স্নেহের ফোর্সের দ্বারা বাবা আর বাচ্চাদের মিলন হয়ে গেছে। শুধুমাত্র এক বাক্যে তোমরা জীবনসার্থী হয়ে গেছ। তোমরা বাচ্চারা বলেছ, তুমি শুধু আমারই আর বাবা বলেছেন, তুমি শুধুই আমার। মেহনতের কোনো ব্যাপার নেই ! যারা বিনা মেহনতে সেকেন্ডে এই সওদা করে তারা ভালোবাসায় ডুবে আছে। দ্বিতীয়তঃ, নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের ত্যাগ, তপস্যা এবং সেবার স্যাম্পল দেখে সওদা করে। প্রথম গ্রুপ বাবাকে দেখেছিল। দ্বিতীয় গ্রুপ জ্ঞান গঙ্গার স্যাম্পল দেখেছিল। তাদের বুদ্ধিবল দ্বারা বাবাকে সহজেই জেনেছে আর সহযোগী হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় গ্রুপও বাচ্চাদের দ্বারা বাবার সাকার সম্বন্ধে এসেছিল। তারা নিরাকার একের মধ্যেই সাকারের সর্ব সম্বন্ধ প্রাপ্ত করেছে, এইজন্য সাকার দ্বারা সাকার রূপে সবই অনুভব করার কারণে, তারা সাকার-পালনার লিফ্টের গিস্ট লাভ করেছে। এই ভাগ্য একমাত্র কোটিতে কেউ, কেউ-এর মধ্যেও কেউ প্রাপ্ত করেছে। এই আদি আত্মাদের গ্রুপ, যারা লিফ্টের গিস্ট লাভ করেছে, স্থাপনার কার্যে নিমিত্ত হয়েছে এবং সেবার ক্ষেত্রে এসেছে, তাদের এখানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাস্তবে, নিমিত্ত হওয়া আরও অনেক বাচ্চা আছে, কিন্তু মাত্র কয়েকজনকে বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়েছে। জানো তোমরা, কেন ডাকা হয়েছে ? মাঝে মাঝে ফাউন্ডেশন চেক করা হয়ে থাকে। ফাউন্ডেশন যদি সামান্যও দুর্বল থেকে যায়, তবে তার প্রভাব সবার ওপর পড়বে। সেবার ক্ষেত্রে রক্তের মতো তোমরা ফাউন্ডেশন, সেবার জন্য নিমিত্ত। প্রথম গ্রুপ যন্ত্রের স্থাপনার ফাউন্ডেশন হয়। সেবার নিমিত্ত হয়। কিন্তু সেবার প্রত্যক্ষ প্রথম ফল তোমাদের এই গ্রুপ। সুতরাং, তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা সেবার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে নিমিত্ত হয়েছে নাকি শো'কেসের প্রথম শোপিস ! নিজেদের যে এত মহত্ব, তা' জেনেছ তোমরা ? নবীন পাতাদের চমক, শোভা, বাহার, উদ্যম-উদ্দীপনার বিস্তারে আদি শ্রেষ্ঠ আত্মারা লুকিয়ে পড়েনি তো ! যারা পিছনে ছিলো, তাদের সামনে করতে করতে তোমরা নিজেরা পিছিয়ে পড়নি তো ? কার্যতঃ, বাপদাদাও বাচ্চাদের তাঁর সামনে রাখেন, কিন্তু সামনে রেখে নিজে কখনো পিছিয়ে যেতেন না। কোনো কোনো বাচ্চা চাতুর্যের সাথে জবাব দেয়, বাবা যারা পিছনে আসে, তাদের আমরা চাপ দিচ্ছি। যতই অন্যকে তোমরা চাপ দাও, কিন্তু অন্ততঃ চ্যাম্পেলর তো থাকো ! তোমরা নিজেদের এত দায়বদ্ধ মনে করো ? পুরুষার্থের যে পদক্ষেপ তোমরা নেবে, তোমাদের দেখে অন্যরাও সেইভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনায় পদক্ষেপ করবে। এই স্মৃতি সদা থাকে ? নতুনরা তো নতুন, কিন্তু পুরানোরা, তাদের ভ্যালু নিজস্ব ! সুতরাং, পুরানো

পাতা থেকে কতো ওষুধ তৈরি হতে পারে ! তোমরা জানো এটা ? পুরানো জিনিসের কতো মূল্য আছে ! পুরানো জিনিস বিশেষ স্মৃতিচিহ্ন হয়ে যায় । পুরানো জিনিসের বিশেষ মিউজিয়াম তৈরি হয় । পুরানোর ভ্যালু জেনে প্রতি পদে সেই ভ্যালু অনুসারে চলো ? নিজেরা নিজেদের এমন অমূল্য রত্ন মনে করো ? বাবা সমান তোমরা কি উড়ন্ত বিহঙ্গ ? ব্রহ্মাবাবার থেকে তোমরা যে পালনা লাভ করেছো তার রিটার্ন তোমরা দিচ্ছ ? এই সাকার পালনা কোনো সাধারণ পালনা নয় । এই মূল্যাতীত পালনার রিটার্ন অমূল্য হওয়া এবং অন্যকে অমূল্য বানানো । বিশেষ পালনার রিটার্ন, তোমাদের জীবনের প্রতি পদে বিশেষত্ব ভরা হতে হবে । এইরকম রিটার্ন তোমরা দিচ্ছ ? সারা কল্পে এই পালনা তোমরা একবারই মাত্র লাভ করো এবং তোমরা বিশেষ আত্মারা এই পালনার অধিকারী । তোমাদের নিজেদের অধিকারের এই ভাগ্যসম্পর্কে জানো তোমরা ? সুতরাং, আজ, এইরকম ভাগ্যবান বাচ্চাদের সাথে বাবা মিলিত হতে এসেছেন । তাহলে বুঝেছ তোমরা, কেন তোমাদের ডাকা হয়েছে ? বাবা তো অবশ্যই রেজাল্ট দেখবেন, তাই না !

এই সমগ্র গ্রুপের সবাই তোমরা ব্রহ্মাবাবাকে প্রতি পদে ফলো করো, কারণ ব্রহ্মাবাবাকে তোমরা সাকার নয়নে দেখেছ, তাই না ! তোমরা শুধু তাঁকে দিব্য নেত্রে দেখেছ তাই নয়, নিজের চোখে দেখা কিছু ফলো করা সহজ হয়, তাই না ! এইরকম সহজ পুরুষার্থের ভাগ্য অধিকারী আত্মা তোমরা । বুঝেছ, কারা তোমরা ? তোমরা জানো, কে আমি ? আমি কে - এই ধাঁধা তোমরা দূররূপে স্মরণে রাখো, তাই না ? ভুলে যাওনা তো ! এই গ্রুপকে দেখে বাবা এবং দাদা বতনে রুহ-রিহান করছিলেন । জানো তোমরা কি সম্পর্কে তাঁরা রুহ-রিহান করছিলেন ? তাঁরা দেখছিলেন তোমরা নিজের ভাগ্যের মূল্য কতটা জেনেছ এবং তোমরা কতটা এই ভাগ্যের স্মৃতিস্বরূপ হয়ে থাকো । স্মৃতিস্বরূপ অর্থাৎ সমর্থস্বরূপ । সুতরাং তাঁরা লক্ষ্য করছিলেন, তোমরা কতটা সমর্থস্বরূপ হয়েছে । তোমরা বিস্মৃতি আর স্মৃতির সিঁড়িতে ওঠানামা করছো নাকি সদা তোমাদের স্মৃতিস্বরূপ দ্বারা উড়তি কলায় যাচ্ছ ! এমন নয় তো পুরানো যারা তারা পুরানো বিধি অনুসারে এখনও চলছ ! অর্থাৎ উড়তি কলার পরিবর্তে এখনো পর্যন্ত তোমরা সিঁড়ি ওঠানামা করে চলছ ? বাবা সব বাচ্চাদের বিধি দেখছিলেন । ব্রহ্মাবাবা বাচ্চাদের প্রতি স্নেহবশতঃ বললেন, সদা প্রতি পদে সহজ আর শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির আধার আমি, বাবাসম এইরকম হতে হবে এবং তোমাদের জীবনে একটা বিষয় সদাসর্বদা মনে রেখো, ব্রহ্মাবাবার তাবিজ হিসেবে, ছোড়ো তো ছুটো অর্থাৎ "ছোড়ো তো ছাড় (মুক্ত হওয়া) । সেটা নিজের দেহের স্মৃতি ভুলে দেহ-অভিমানী হওয়ায়, সম্বন্ধের মোহ থেকে নষ্টমোহা হওয়ায়, অলৌকিক সেবার সফলতার ক্ষেত্রে বা স্বভাব-সংস্কারের সম্পর্কে হোক না কেন, সব বিষয়কে যদি তুমি ছোড়ো তো সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে যাবে । এই আমিহু ভাবের হাত তোমায় ডাল ধরিয়ে ডালের বিহঙ্গ বানিয়ে দেয় । এই আমিহু ভাব ছাড়লে তোমরা কি হবে ? মুক্ত বিহঙ্গ, এই বাধ্যবাধকতায় নয়, আমাকে ছাড়তে হবে , আমাকে এইরকম হতে হবে ! কিন্তু হে আধারমূর্ত শ্রেষ্ঠ আত্মারা , "হয়ে গেছি" -এর সেরিমনি উদযাপন করো । আমি এই সম্পর্কে ভাবছি, প্ল্যান বানাচ্ছি, না । কোন সেরিমনি তোমরা পালন করতে যাচ্ছ ভেবেছো তোমরা ! সব গ্রুপ ফাংশন করে, তাই না ! তোমরা কোন সমারোহ পালন করবে ?

তোমরা তো ব্রহ্মাবাবাকে ফলো করা ব্রহ্মাবাবার সাথী বাচ্চা, তাই না! সবাই তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারের পূর্ণকালপ্রাপ্ত (বুজুর্গ) আত্মা ! তোমাদের সবার ওপর বাপদাদা এবং পরিবারের সদা নজর থাকে যে এই আমাদের আদি স্যাম্পেলস্বরূপ । সারা পরিবারের জন্য বাবার সব আশার দীপক তোমরা । সুতরাং, কোন সমারোহ তোমরা পালন করবে ! তোমরা বাবা সমান হয়েছে, জীবনমুক্ত

আত্মা হয়েছ ! তোমরা নষ্টমোহা, স্মৃতিস্বরূপ তথা সমর্থস্বরূপ হয়েছ ! সঙ্কল্প করার সাথে সাথেই তোমরা সেইরকম হয়ে গেছ । এখন সেই সমর্থ সমারোহ উদযাপন করো । তোমরা প্রস্তুত আছ, তাই না ! নাকি তোমরা এখনও ভাবছো, আমার করা উচিৎ ? করা উচিৎ এটা হবেনা, বরং বাবার সব ইচ্ছা পূরণ করার আদি স্যাম্পল - এইরকম নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন, বিজয়ের সমারোহ পালন করো । বুঝেছ তোমরা, কেন তোমাদের ডাকা হয়েছে ! এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে তো ! সবাইকে শিরোভূষণ (মুকুট) পরাও । তাদেরকে দিয়ে দায়িত্বের রাজ্যাভিষেক উদযাপন করাও । এই কারণে তোমরা এখানে এসেছ, তাই না ? তোমরা কিছু বলোনা । পরিণত হয়ে গেছ তোমরা ? ব্রহ্মাবাবাকে কেমন দেখেছ ? এক মুহূর্তে তিনি ছিলেন পরিপক্ব এবং পরমুহূর্তে ছোট কিশোর । তোমরা দেখেছিলে তো, তাই না ! বাবাকে ফলো করো, হাঁ জী বলতে বলতে ছোট কিশোর হয়ে যাও এবং সেবায় পরিপক্ব হও । ছোট বাচ্চাদের আড়ম্বর দেখেছিলে তো, তাই না ? কতো আনন্দ ক'রে তারা বলতো হাঁ জী ! জী হাঁ !

বিশেষ নিমন্ত্রণে তোমরা বিশেষ আত্মারা এসেছো । এখন সেবার দায়িত্ব নেওয়ার সমারোহ আবার একবার উদযাপন করো । যখন তখন তোমরা মাথার মুকুট নামিয়ে রাখো । এখন এমন টাইট করে যাও, যাতে সরাতে না পারো । আত্মা অন্য সময়ে সমারোহের রেজাল্ট কি হলো, শুনবো । আত্মা ।

সদা সর্ব আত্মাদের যারা নিমিত্ত, যারা উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, যারা তাদের পুরুষার্থের প্রতি পদের দ্বারা অন্যকে তীব্র পুরুষার্থী বানায়, সেকেন্ডে ব্যর্থকে ছেড়ে আর ছাড় (মুক্তি) পেয়ে যায়, সদা ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করে, এইরকম সেবার আদি রত্নদের, পালনার ভাগ্যবান বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ- স্নেহ আর নমস্কার ।

সেবাধারীদের সাথে :- সেবাধারীদের তো সর্বদা ওড়া উচিৎ কারণ, যত্ত সেবা অনেক শক্তি আনে । সুতরাং তোমরা সেবাধারীরা বলবান হয়ে গেছ, তাই না ? যত্ত সেবার কতো মহিমা হয় ! প্রকৃতভাবে হৃদয় দিয়ে যদি তুমি যত্ত সেবা করো তবে এক সেকেন্ডেরও অনেক ফল আছে । তোমরা সবাই তো কতদিন সেবায় থেকেছো । সুতরাং, ফলের ভান্ডারে জমা হয়ে গেছে । ফল এত জমা হয়ে গেছে যে ২১ পুরুষ ধরে সেই ফল খেতেই থাকবে । তোমরা সেবাধারীরা ফিরে গিয়ে মায়ার বশে হয়ে যেওনা । সেবায় সদা বিজি থাকো । মন্সা সেবা দ্বারা শুদ্ধ সঙ্কল্পের সেবা এবং তোমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধ আর বাণী দ্বারা পরিচয় দেওয়ার সেবা । সদাই সেবায় বিজি থাকতে হবে । সেবার পার্ট অবিনাশী । তুমি এখানেই থাকো বা কোথাও যাও, সেবাধারী সদা সেবার মধ্যে থাকে । সদাকালের সেবাধারী হও । যদি সেবায় তোমরা বিজি থাকো, তবে মায়া তোমাদের কাছে আসবে না । যখন কোনো জায়গা শূন্য থাকে সেখানে অন্যরা এসে যায় । মশাও আসবে, ছারপোকাও আসবে । এইজন্য সদা যদি বিজি থাকো তো মায়া তোমাদের কাছে আসবেই না । তোমাদের মেহনত করতে হবেনা । মায়া তোমাদের নমস্কার জানিয়ে চলে যাবে । এমন যেন হয় তোমরা বাহাদুর হয়ে ফিরে যাচ্ছ । এমন না হয় তোমরা ফিরে গিয়ে বলবে, আজ আমার ক্রোধ এসে গেছে , আজ লোভ হয়েছিলো , মোহবশ হয়েছিলাম । মায়া তোমাদের পরীক্ষা নেবে । সেও শুনছে যে তোমরা প্রতিজ্ঞা করছো । যেখানে বাবা আছেন, মায়া কি করবে ? বাবা সদা সাথে আছেন নাকি আলাদা আছ ! তোমরা কুমাররা তো নিজেদের একলা ভাবছনা, তাই না ? এমন তো ভাবছো না, 'আমার কথা শোনার কেউ নেই, বলার কেউ নেই ! যদি অসুস্থ হয়ে পড়ি কি করবো' ! অন্য সাথীকে মনে আসবে না তো ?

অন্য সাথী নিয়ে এলে, তোমাকে সেই সাথীর কথা শুনতে হবে, খাওয়াতে হবে আবার দেখভালও করতে হবে ! এমন বোঝা ওঠানোর প্রয়োজনই বা কি ! সদা হালকা থাকো । সদা যুগলরূপে থাকো, অন্য যুগলের সাথে তোমরা কি করবে ! কখনো সঙ্কল্প আসে ? যখন অসুস্থ হয়ে পড়ো তখন সঙ্কল্প আসে, তাই না ? বাবাকে সেই সম্বন্ধে স্মরণ করো, যে সম্বন্ধের অনুপস্থিতি তুমি অনুভব করছো । তখন অসুস্থ অবস্থায় শুয়েও এমন ভালো খাবার বানাবে যেন কেউ এসে তোমার জন্য বানিয়ে গেছে । সুতরাং, সদা বাবার সাথে থাকো, তেমন নয়, আমি একা, কিন্তু আমি কস্বাইন্ড । তুমি আর বাবা উভয়েই কস্বাইন্ড, কেউ আলাদা করতে পারবে না । এটা চ্যালেঞ্জ করো । তোমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারো নাকি ভয় পেয়ে যাও ! আচ্ছা ।

প্রশ্ন: - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের সেই লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার বিধি কি ? লক্ষ্য কি ?

উত্তর: - সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ জীবনের লক্ষ্য হলো, সদা সন্তুষ্ট থাকা এবং অন্যকে সন্তুষ্ট করা । ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন, তারা নিজেও সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যকেও সন্তুষ্ট রাখবে । যদি তারা অন্যের দ্বারা অসন্তুষ্ট হয় তবে তারা সঙ্গমযুগী জীবনের সুখানুভব করতে পারবেনা । শক্তিস্বরূপ হয়ে অন্যদের বায়ুমন্ডল থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়া অর্থাৎ নিজেদের সেফ রাখা । লক্ষ্যকে প্রাপ্ত করার এটাই বিধি । অন্যের অসন্তুষ্টি দ্বারা নিজেকে অসন্তুষ্ট হতে দিওনা । যেকোন প্রকারে যদি অন্যেরা অসন্তুষ্টির নিমিত্ত হয়, তবে শুধু সেখান থেকে নিজেকে সরিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যেতে হবে, থেমে যেওনা ।

প্রশ্ন: - কোন্ সংস্কারকে তোমাদের নিজস্ব সংস্কার বানালে, সদা উড়তি কলায় উড়বে ?

উত্তর: - সবকিছুতে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে , এই সংস্কারকে নিজস্ব সংস্কার বানাও । অন্যেরা সামনে এগিয়ে যাবে কি যাবেনা সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু অন্যের পিছনে নিজে কখনো নীচে এসোনা । সহানুভূতির কারণে সহযোগ দেওয়া এক ব্যাপার কিন্তু অন্যের কারণে নিজে নীচে এসে যাওয়া ঠিক নয় । ব্যর্থ কোনকিছু শুনোও না, দেখোও না । সেবার অভিলাষ থেকে পৃথক অথচ প্রিয় (ন্যারা) হয়ে দেখ । অন্যের কারণে নিজের সময় নষ্ট হতে দিওনা এবং খুশিও হারিয়ে ফেলোনা, তবেই তুমি উড়তি কলায় সদা উড়বে ।

বরদান: - সদা মিলনের দোলায় দুলে সেই রূপ তুমিও' (ততত্বম্) এর বরদানী বাবাসম ভব

বাপদাদা যেমন তোমাদের, সব মালিকের আঙুটা শুনে মিলনোৎসব পালন করতে আসেন এবং জী হাজির -এর পাঠ পড়ে হাজির হন সেইরকম তোমাদেরও তাঁর মতো করতে হবে । অমৃতবেলা থেকে শুরু করে দিনের সমাপ্তি পর্যন্ত ধর্মে আর কর্মে বাবা সমান হও, তবে সদা মিলনের দোলায় দুলতে থাকবে । যখন তোমরা মিলনের দোলায় থাকবে, তখন প্রকৃতি এবং মায়া উভয়েই তোমাদের দোলা দোলানোর দাসী হয়ে যাবে । সকল ধনভাণ্ডার তোমাদের শ্রেষ্ঠ দোলার শৃঙ্গার হয়ে যাবে ।

স্লোগান: - সদা ব্রহ্মাবাবার বাহুতে সমায়িত হয়ে থাকলে সেফটির অনুভব করবে ।

২৩-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা, নিজেদের স্বভাব খুব মিষ্টি আর শান্ত বানাও, আচার আচরণ এমন হতে হবে যাতে সবাই বলে, ইনি দেবতার মতো"

প্রশ্ন: - বাচ্চারা সঙ্গমযুগে বাবার থেকে তোমাদের কোন সার্টিফিকেট নিতে হবে ?

উত্তর: - নিজেদের দৈবী ম্যানাসের সার্টিফিকেট । বাবা এত যে শৃঙ্গার করছেন, বাচ্চাদের এত সেবা করছেন, সেসবের রিটার্ন তো অবশ্যই তোমাদের দিতে হবে । তোমাদেরকে বাবার সহযোগী হতে হবে । সহযোগী বাচ্চা তারা, যাদের প্রকৃতি হবে দৈবীয় এবং ঈশ্বরীয় সার্ভিসে তারা কখনো ক্লান্ত হবেনা । যজ্ঞ সেবার প্রতি তাদের স্নেহ থাকবে । এমন বাচ্চাদের বাবা প্রতিদান দেন । সমাদর করেন । এইরকম সার্ভিসেবল বাচ্চাদের দেখে-দেখে বাবা পুলকিত হন ।

গীত: - হৃদয় চাহে তোমায় ডাকিবারে

ওম্ শান্তি । ভক্তদের প্রতি ভগবানুবাচ, তোমরা ভক্তরা যখন তাঁর সামনে আছ, তোমরা জানো যে ভগবান এখানে বসে জ্ঞানের গীত শোনাচ্ছেন এবং তোমাদের জ্ঞানড্যান্স করাচ্ছেন । আচ্ছা, এর থেকে কি হবে ? বলা হয়, দেবতাদের মতো তোমরা নিরন্তর সুখী থাকবে এবং উৎফুল্ল হবে । এক ভগবানকেই বেহদের বাবা বা বিশ্ব রচয়িতা বলা হয়ে থাকে । তিনি স্বর্গের রচয়িতা । বিশ্ব প্রথমে স্বর্গ তারপরে নরকে পরিণত হয় । সুতরাং এখন এটা নরক । মানুষ ভক্তিমার্গে ধাক্কা খেতে থাকে । ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে । আত্মা জানে, বাবা তাদের জন্য স্বর্গের উপহার এনেছেন । তিনি রচয়িতা । তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য এসে প্রথমে রাজযোগ শেখান । তিনি বলেন, বাবা আর বিশ্বের মালিক হওয়ার স্থিতি, স্মরণ করো । যখন বিশ্বরচয়িতা তোমার বুদ্ধিতে আসেন, তখন বোঝা যায় পরমপিতা পরমাত্মা নতুন বিশ্ব রচনা করেন । এই বিশ্ব মানুষের থাকার জায়গা । বাবা বেহদের মালিক সুতরাং নিশ্চয়ই বেহদের বড় দুনিয়াই রচনা করবেন । কোনো ছোট ঘর তোমাদের জন্য বানাবেন না । সেতো লৌকিক বাবারা বানাতে থাকে । ইনি তো নতুন বিশ্ব রচনা করেন । বাচ্চারা বিশ্ব তোমাদের জন্য ঘর অর্থাৎ তোমাদের পার্ট প্লে করার স্থান । তোমরা জানো যে তোমরা ভারতবাসী, সুতরাং, এই ঘর তো তোমাদেরই, তাই না ! ভারতবাসী এখন নিজেদের হদের মালিক মনে করে, অথচ ভারতবাসী বেহদ দুনিয়ার বাসিন্দা ছিল । বাবা খুব ভালো রীতিতে তোমাদের বোঝান, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা মুহূর্মুহু ভুলে যাও । এমনকি তাঁকে ধন্যবাদও জানাও না । বেহদের বাবা এসে বেহদ-বিশ্ব তথা ঘর বানান, অর্থাৎ তোমাদের জন্য স্বর্গ । এমন নয়, বেহদের নরক রচনা করেন । বাবা তো এসে স্বর্গ রচনা করেন আর বাচ্চাদের আবার সেই স্বর্গের মালিক বানান । এর অর্থ হলো তিনি তোমাদের নতুন দুনিয়ার মালিক বানান । এই বিশ্বের মালিক লক্ষ্মী-নারায়ণ ভারতে ছিলেন । সেই সময় আর কোনও ধর্ম ছিলনা, শুধু এক ভারত বিদ্যমান ছিল । বাবা কতো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন ! কিন্তু বাচ্চাদের সেইরকম নেশা লাগেনা ! বাচ্চারা হদের নেশায় থাকে । আত্মাদের সেই নেশা তো থাকে, তাই না ? আত্মার শরীর যখন বড় হয়, সে তার অর্গ্যান্স দ্বারা বর্ণন করতে পারে । ছোট বাচ্চা তো বলবে না যে, আমি বিশ্বের মালিক বা আমি অমুক । যখন সে কৈশোরে পৌঁছায়, তখন বোঝে সে বিশ্বের মালিক । তোমরা ছোট নও, তোমরা তো বড় হয়েছে । বাবাও পরিণত শরীর নিয়েছেন । তোমরা বৃদ্ধিতে পারছ, বাবা বিশ্বের রচয়িতা । তিনি নিজে মালিক

হন না । কিছু শব্দের ব্যবহারেও কখনো কখনো ভুল হয়ে যায় । বাবা বিশ্ব-রচয়িতা । তিনি বলেন, আমি বিশ্ব শাসন করিনা । সারা সৃষ্টির রচয়িতা এক আমি । প্রতিটা শব্দ তোমাদের রিফাইন করে বোঝাতে হবে । বাবা, বিশ্বের রচয়িতা তোমাদের ডিরেক্টলি বোঝাচ্ছেন । তোমাদের বিশ্বের মালিক বানানোর জন্য আমি এসেছি । এমন নয় যে শুধু ভারতের মালিক বানাতে এসেছি । এই সময়ে যারা ভারতের মালিক তাদের সেই সুখ নেই । এখন সব কবরে শায়িত হবে, একে বলা হয়ে থাকে অন্তিম সময় । বিশ্বের রচয়িতা অবশ্যই গডকে বলা হবে । তিনি একা নিউ ওয়ার্ল্ডের ক্রিয়েটর । নিউ ওয়ার্ল্ডকে স্বর্গ, পুরানো ওয়ার্ল্ডকে নরক বলা হয় । তোমরা সব বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর ক্রমানুসারে বুঝতে পারে । যার মধ্যে জ্ঞান কম আছে, তাদের এত খুশি থাকেনা । মায়া তাদের খুশিতে থাকতে দেয়না । বাচ্চারা দেহী -অভিমানী হয়না । যখন তোমরা দেহ অভিমানী হও, সব বিকার এসে তোমাদের প্রতিরোধ করে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে সেই তিনি আমরা, আত্মাদের বাবা । ভক্তরা সবাই তাঁকে ডাকে, এসে আমাদের কিছু বলা । লিখিত আছে- ভগবানুবাচ, আমি এসেছি, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে, তোমাদের উপযুক্ত বানাই । তোমাদের সারা বিশ্বের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি শোনাই, এই বেহদের ড্রামায় কে কে মুখ্য অ্যাক্টর ! তোমাদের বুদ্ধি চলে যায় বেহদে । ড্রামায় মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন সব অন্তর্ভুক্ত । তোমাদের মধ্যেও কেউ আছে যারা এই বিষয়টা খুব ভালো বোঝে । অনেকের কোনকিছু ধারণা হয়না কারণ অনেক জন্ম ধরে তারা অজামিলের মতো মহাপাতক হয়ে থেকেছে, সেই সংস্কারগুলো তাদের মধ্যে থেকে গেছে । তারা এমনই গরম তাওয়া'র মতো, যাতে তারা কোনকিছুই ধারণ করতে সমর্থ হয়না । তাদেরও উদ্ধার হয় । কমপক্ষে তারা স্বর্গে তো যায়, তারা দাস দাসী হয় ; প্রজা হয় । তাদের উদ্ধার হওয়া অর্থাৎ তিনি তাদের স্বর্গে তো নিয়ে যান, তাই না ! বাকি সব পদ তো পুরুষার্থ অনুসারেই প্রাপ্ত হয় । যদি ধারণা না হয় তবে স্বর্গে তো যাবে, কিন্তু দাসদাসীর পদ পাবে । বাচ্চাদের কতই না বোঝানো হয়, তবুও যেন সেই গরম তাওয়ার ওপর জল । সুতরাং, এটা বোঝা যায় যে তাদের সেই সংস্কারগুলো থেকে গেছে । সন্ন্যাসীরাও তাদের সংস্কার নিয়ে চলে । যখন তারা অন্য জন্ম নেবে, তখন আবারও সন্ন্যাস নেওয়ার খেয়াল আসবে । এই সব ব্যাপারই এখানে বোঝানো হয় । সত্যযুগে তো বিকারের কোনো ব্যাপারই নেই । সেখানে জন্ম জন্মান্তর নির্বিকার ভাবের সংস্কার থাকে, মায়ার সেখানে কোনো অস্তিত্বই থাকেনা । এখানে তো বাচ্চাদের সংশোধনের অনেক চেষ্টা করা হয় । কেউ কেউ তো একদমই ময়লা কাপড়ের মতো, ধোপাখানার সামান্য লাঠির বাড়ি মারলেই একেবারে ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় । ধোলাইকরও কাপড় সামলে রাখেন, কিন্তু যদি পচা এবং জরাজীর্ণ কাপড় হয় তবে তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায় । তারপর তারা "আশ্চর্যবৎ ভাগিন্দি" হয়ে যায় । বাবা কতো মেহনত করেন । তিনি আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । তিনি করুণাময়, সবাইকে কৃপা করেন । বাবা দয়ালু কিন্তু মায়া, দয়াহীন । মায়া পুরোপুরিভাবে সবকিছু ধ্বংস করেছে আর এই কারণেই বাবা বলেন, আমি কল্পে কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি । বাবা পতিতপাবন, পতিত যারা তাদেরই ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এখানে আসতে হয় । ত্রেতায় কোনো পতিত থাকেইনা যে এসে আমি পবিত্র বানাবো । ভগবান তো ঠুথ অর্থাৎ প্রকৃত সত্য, তিনি সত্যই শোনান । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো, চিরকাল বিশ্বের রচয়িতা শিববাবা ব্রহ্মাতন দ্বারা পুরুষার্থ করান, যাতে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো । বাবা বলেন, যদি তোমরা আমার মেহনত ব্যর্থ হতে দাও, নিজেদের ব্যবহার দ্বারা যদি অন্যকে প্রবঞ্চনা করো তবে পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে । বলা হবে, এর মধ্যে থেকে এখনও তো ভূত বার হয়নি ! বাচ্চারা তোমাদের আচার আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে সবাই মনে করে, ইনি দেবতার মতো । দেবতাগণ অতি প্রসিদ্ধ । বলা হয়, এনার স্বভাব একদম দেবসুলভ । সুতরাং এটা আন্ডারস্টুড যে বাকি সবার আসুরিক প্রকৃতি । কোনো কোনো বাচ্চা

অতি ফাস্টক্লাস, ঐশ্বরিক গুণবান । তারা একদম মিষ্টি আর শান্ত প্রকৃতির । তাইতো এইরকম বাচ্চাদের দেখে বাবা খুশি হন । তোমরা বাচ্চারা জানো, বাবা আমাদের জন্য ঘর বানাচ্ছেন, তাহলে আমাদেরও সেবা করা উচিত । এইরকম বাচ্চারা বিশেষভাবে হৃদয়ে চড়ে । যারা কিছু না বলাতেও কাজ করে তাদের দেবতা বলা হয়, আর যাদের কিছু বললে করে তারা মানুষ । বললেও যারা করেনা, তারা মানুষের থেকেও খারাপ । বাবা বলেন, বাচ্চারা, যোগে যদি না থাকবে তো মায়ার ধূলায় একেবারে শেষ হয়ে যাবে । বাবা বারবার বোঝান, শ্রীমতে চলতে থাকো । কখনো আসুরিক কাজ কোরোনা । তোমাদের চলন বলন মিষ্টি হতে হবে । দেবতারা কত মিষ্টি স্বভাবের ! ভারতে রাজত্ব করতেন, যথা রাজা রানী তথা প্রজা, সবাই দৈবী স্বভাবের ছিলেন । বাবা আসেন তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতে । সুতরাং, এমন বাবার কতোভাবে মদতকারী হওয়া উচিত ! সার্ভিসে তোমাদের আপনা থেকেই নিজেদের বিজি রাখা উচিত । এইরকম ভেবোনা, 'আমি ক্লান্ত, সময় নেই । সময়ে সব কাজ করার মধ্যে কল্যাণ আছে । শিববাবা তোমাদের যন্ত সেবার প্রতিদান দেন । ইনি অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবা বাহ্যিকভাবে শুধু তোমাদের সমাদর করেননা, তোমাদের মন জয় করে নেন । উনি, শিববাবা একান্তভাবে বেহদের মন অধিকার করেন, ইনি নেন হৃদের হৃদয় । ইনি যখন বাচ্চাদের মধ্যে দৈবী আচার আচরণ দেখেন, তখন নিজেকে এমন বাচ্চাদের কাছে সমর্পণ করে দেন । যে বাচ্চারা কোনকিছু বলার অপেক্ষা না করে সার্ভিসে তৎপর থাকে, তাদের বলা হয় দেবতা । দেবতাদের কিছু বলার দরকার হয়না । ওখানে আসুরিক স্বভাব হয়না । এখানে অনেক বাচ্চারা তাদের মাতাপিতার মতানুযায়ী চলেনা, সেইজন্য নিজেদের অনেক ক্ষতি করে ফেলে । বাবা বলেন, আমি পরমধাম থেকে বাচ্চাদের সেবা করতে আসি । আমার মতে না চলে কতোজনকে দুঃখ দেয় । কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিলো । অমৃত পান করতে করতে তোমরা পতিত হয়ে যাও । একটা কাহিনী আছে, লক্ষ্মী তাদের অমৃত পান করলেও তারা অসুর হয়ে গেছে । সুতরাং, কখনো কাউকে দুঃখ দেওয়ার চেষ্টা কোরোনা । নয়তো সমস্ত রাজ্যভাগ্য হারিয়ে ডান্ডা খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যাবে । বাবা বুঝিয়েছেন, আমি ধর্মরাজ । ইনডাইরেস্ট কিছু যদি করতে তো তারজন্য হৃদের অল্পকালের শাস্তি ভোগ করতে । এখন ডিরেক্টলি বাবার হওয়ার পরেও বাবার মেহনত যদি নষ্ট হয়ে যেতে দাও তো অনেক বড় শাস্তি হবে । আমি তোমাদের দেবতায় রূপান্তরিত করছি । তারপর মায়া এসে আবার তোমাদের অসুর বানায় । বাবা বারবার তোমাদের বোঝান, দৈবী গুণ ধারণ করো । গায়নও আছে রামরাজ্যে জানোয়ারও একে অপরকে ভালোবাসতো । একসঙ্গে একঘাটে জল খেতো । এখানে তারা অমৃত পান করে, তারপর আবার অসুর হয় আর তারপর ট্রেটর হয়ে যায় । তারা তখন ব্রাহ্মণ কুলভূষণগণের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তাদের কত দুর্গতি হবে ! বাবা আসেন সদগতি দিতে । সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের দৈবী গুণধারী হতে হবে । নিজে থেকেই তোমাদের সার্ভিস করতে হবে । বাবাও তোমাদের সার্টিফিকেট দেবেন । যাদের বুদ্ধিতে স্থির নিশ্চয় আছে, তারা বাবাকে সর্বদা স্মরণ করতে থাকবে । তাদের খেয়াল থাকে, বাবার নাম বদনাম না করার, তারা কোনো আসুরিক গুণ দেখায় না । এখন, সবাই তোমরা নম্বর ক্রমানুসারে পুরুষার্থী । তোমাদের শুধুমাত্র এই নিশ্চয় থাকা উচিত, আমরা গড় ফাদারলি স্টুডেন্টস্ । বাচ্চাদের প্রতি ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের পড়িয়ে রাজাধিরাজ বানাই । তোমাদের যোগ আর জ্ঞান শেখাই । তোমরা দেহী-অভিমানী হও, আমি তোমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি । তোমরা আত্মারা আমাকে মশার ঝাঁক সদৃশ ফলো করবে । প্রকৃতই মহাভারতের লড়াই শুরু হলে তারা মশা সদৃশ তাদের পান্ডাকে ফলো করেছিলো । বাবা পান্ডা । তিনি বলেন, আমি তোমাদের লিবারেট করতে এসেছি । তোমরা মায়ার জালে বড় দুঃখী হয়েছো । এক তো তোমরা গর্ভজেলে যাও, তারপরে আবার ওই জেলে যাওয়াও মানুষের জন্য খুব সহজ হয়ে গেছে । খুব খুশির সাথে জেলে

যায়। একে অপরকে দেখে অনশন ইত্যাদিও করতে শুরু করে দেয়। নিজের আত্মাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য তারা কি কি করে! একে বলা হয় আত্মঘাত। শরীর সুস্থ থাকলে আত্মা বলে আমি সুখী। যখন শরীর অসুস্থ হয় তখন আত্মা বলে, আমি দুঃখী। বাবা তোমাদের কাছে আসেন স্বর্গের সদা সুখী মালিক বানাতে। বিশ্ব-রচয়িতা বলেন, "আমি নতুন বিশ্বের রচয়িতা, এইজন্য আমাকে মালিক বলা হয়। পরন্তু আমি রাজ্য শাসন করিনা। ভক্তসকলে আমায় পূজা করে। তারা বলে, হে ঈশ্বর! তুমি এসে কলিযুগের দুঃখ থেকে আমাদের মুক্ত করে আমাদের নির্বাণধাম বা স্বর্গধামে পাঠিয়ে দাও। বাবা প্রথমে সুখধামে পাঠিয়ে দেন, তারপর মায়া আবার দুঃখধাম বানায়। এইভাবে চক্র ঘুরতে থাকে। বাবা বলেন, বাচ্চারা অমনোযোগী হওয়া বন্ধ করো। মায়া তোমাদের দিয়ে অনেক ভুল কাজ করায় যাতে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবাকে জেনে চিনে তাঁর মতে চললে তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। নয়তো অনেক সাজা খাবে। ঈশ্বরের মহিমা যেমন অপরমঅপার তেমনিই সাজা খাওয়ার দুর্দশাও অপরমঅপার। এখন অন্তিম সময়। বাবা সবার হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দেন। সাজাপ্রাপ্ত যারা তারা এই মালায় আসবে না। বাবা বলেন, শুধু এটা স্মরণ করো বিশ্বের রচয়িতা নলেজফুল গড ফাদার আমাদের পড়ান। তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বের মালিক হওয়ার উত্তরাধিকার দেবেন। এমনকি তোমরা যদি শুধু এইটুকু মনে রাখো, তোমরা হাসতে খেলতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) নিজেদের চলন বলন অতি মধুর হতে হবে। কোনরকম আসুরিক কার্য করা উচিত নয়। দৈবী ম্যানার্স ধারণ করতে হবে।

২) কিছু না বলা হলেও বাবার সার্ভিসে মদৎকারী হতে হবে। বাবার মেহনতের রিটার্ন অবশ্যই দিতে হবে। অমনোযোগী হয়ো না।

বরদানঃ - সম্পূর্ণতা দ্বারা সম্পন্নতার প্রারম্ভের অনুভবকারী সর্ব ঝামেলা থেকে মুক্ত ভব

সঙ্গমযুগে গঙ্গা থেকে সাগর আলাদা নন, গঙ্গা সাগর থেকে আলাদা নয়। এই সময় সাগরে নদীর মিশে যাওয়ার মেলা হয়। যারা এই মেলায় থাকে তারা সব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু একমাত্র তারাই এই মেলার অনুভব করতে পারে যারা সমান হয়। সমান হওয়া অর্থাৎ এক-এর মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। যারা সদা স্নেহে ডুবে আছে তারা সম্পূর্ণতা আর সম্পন্নতার প্রারম্ভ অনুভব করে। তাদের কোনও অল্পকালের প্রারম্ভের ইচ্ছা থাকেনা।

স্লোগানঃ - সদা একাধিপতি বাবার শ্রেষ্ঠ সঙ্গে থাকলে হোলিয়েস্ট এবং হায়েস্ট হয়ে যাবে।

মিষ্টি বাচ্চারা -- কেবল মাত্র শ্রীমত শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করবে, নিজের মনের মতামত বা অন্যের মতামত অভিশপ্ত করে দেবে, তাই শ্রীমৎ-কে কখনো ভুলোনা"

প্রশ্ন:- সতোপ্রধান পুরুষার্থী এবং তমোপ্রধান পুরুষার্থী কে ? দুয়ের মধ্যে তফাৎ কি ?

উত্তর :- সতোপ্রধান পুরুষার্থী বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্তির পুরুষার্থ বা প্রতিজ্ঞা করে, স্মরণে থাকার রেস করে এবং এক নম্বর স্থান প্রাপ্তির লক্ষ্য রাখে। তমোপ্রধান পুরুষার্থী বলে - যা ভাগ্যে আছে হবে, আচ্ছা, প্রজা পদ প্রাপ্তি হলে প্রজা পদ-ই ভালো। তাদের সামনে মায়ার এমন বিল্ল আসে যে তারা রেস থেকে বাইরে বেরিয়ে যায় ।

গান :- আমার আশ্রয় দাতা আমার হৃদয় তোমায় জানায় ধন্যবাদ

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা যখন সামনে বসে থাকে তখন তারা জানে যে আমরা হলাম জীব আত্মা। এখানে তো জীব আত্মারাই থাকবে তাইনা ! যখন আত্মার কাছে দেহ নেই তখন সে দেহহীন হয় , তাকে অশরীরী বলা হয়। তোমরা তো দেহ সহিত বসে আছো। আত্মা বা পরমাত্মা যতক্ষণ দেহ ধারণ না করছে ততক্ষণ কথা বলতে পারেনা। তোমরা জীব আত্মারা জানো - এখন বাবার সামনে বসে আছি। হুবহু যেমন ৫ হাজার বছর পূর্বে সামনে উপস্থিত ছিলাম। বাচ্চারা বাবার কাছেই বর্সা নেবে। তারা জানে যে - আমরা নিজের পরম পিতা পরমাত্মা বেহদের বাবার সামনে বসে আছি। কেন ? বাবার কাছে বেহদের বর্সা নিতে। যেমন স্কুলে ছাত্ররা বোঝে আমরা টিচার দ্বারা ইঞ্জিনিয়ারিং - এর শিক্ষা প্রাপ্ত করি , ব্যারিস্টারি -র শিক্ষা প্রাপ্ত করি। একটি মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের ব্রহ্মা দেহে বসে রাজ যোগের শিক্ষা প্রদান করেন। ভগবানুবাচ- এই কথা তো বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে যে ভগবান নিরাকারকে বলা হয়। জীবাত্মা পুনর্জন্ম অবশ্যই নেয়। যে কোনও সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করো - মানুষ কি পুনর্জন্ম নেয় ? তখন উত্তরে এমন বলবেনা যে নেয় না । তা নাহলে ৮৪ লক্ষ জন্ম কেন বলেছে। জিজ্ঞাসা করো - তোমরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস কর ? এই কথা তো ঠিক , আত্মা সংস্কার অনুযায়ী এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এই ভাবেই মানুষ ৮৪ লক্ষ জন্ম নেয় , কিন্তু ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় প্রথম জন্ম নিশ্চয়ই খুব শ্রেষ্ঠ সতোপ্রধান হবে। শেষের জন্ম তমোপ্রধান হবে। ১৬ কলা থেকে ১৪ কলা , ১২ কলা হতে থাকবে। পুনর্জন্ম নিশ্চয়ই হয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত -- আচ্ছা, পরম পিতা পরমাত্মার পুনর্জন্ম হয় অথবা তিনি হলেন জন্ম-মরণ বিহীন ? দেখো, এই পয়েন্ট হল খুবই সুক্ষ্ম পয়েন্ট। যদি বলবে জন্ম-মরণ বিহীন তাহলে শিব- জয়ন্তী প্রমাণিত হবেনা। বলবে শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়। বোঝান হয় - হ্যাঁ, শিব জয়ন্তী আছে কিন্তু জন্মের সাথে যাকে মৃত্যু বলা হয় , সেইটি নেই। যদি মৃত্যু হয় তবে পুনর্জন্ম হবে। বাবা কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। তিনি এই শরীরে একবার-ই আসেন , ব্যস। তারপর পুনর্জন্মে আসেন না। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন পুনর্জন্ম বিহীন, তিনি কখনও সতোপ্রধান থেকে তমো-তে পরিণত হন না। আত্মারা সব জন্ম মরণে এসে পতিত হয় , তখন বাবা আসেন পবিত্র করতে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে আত্মাই পতিত হয়। আত্মা পবিত্র স্বরূপে আসে, মায়া পতিতে পরিণত করে।

বাবা কখনও বাচ্চাদের খারাপ মতামত দেবেন না। এই সময়ের পতিত মানুষ , পতিত মতামত দেয়। এখন বাবা বলেন যে পতিত হবেনা অর্থাৎ বিকারের বশে বশীভূত হবেনা। রাবণের মতামত অনুযায়ী দুঃখধাম তৈরি হয়েছে। প্রথমে সুখধাম ছিল , এমন নয় বাবা-ই সুখ-দুঃখ প্রদান করেন, নয়। বাবা কখনও বাচ্চাদের দুঃখের মতামত দিতে পারেননা। মায়া-ই দুঃখ দেয়। সেই মায়াকেও পরাজিত করে তোমরা জগৎ জিত হও। মানুষ মায়ার অর্থ বোঝেনা , তারা ধন সম্পদকে মায়া বলে। তারা বলে অমুকের মায়ার নেশা আছে। কিন্তু মায়া তো পাঁচ বিকারকে বলা হয়। যদি পাঁচ বিকারের নেশা আছে তাহলে মায়া গ্রাস করে নেয়। সত্যযুগ ত্রেতায় মায়ার নেশা নেই। সেখানে রাবণের এফিজি দহন করা হয়না। এফিজি মহা শত্রুদের তৈরি করা হয়। রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয় অর্ধকল্প । দেহ-অহংকার এলে অন্য বিকার গুলিও এসে যায়। শাস্ত্রে এইসব কথা লেখা নেই। লেখা আছে - দেবতারা বাম মার্গে অর্থাৎ বিকারে গমন করে। মায়ার বশে বশীভূত হয়ে পর-বশ হয়ে যায়। অন্যদের মতামত অনুযায়ী চলে। এখন তোমরা চলো শ্রীমৎ অনুসারে। পরমত অর্থাৎ মায়ার মতামত। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মতামত হল বাবার। ঐ হল পরমত রাবণের মতামত তাই বাবা বলেন অসুরী সম্প্রদায় সবাই রাবণের বন্ধনে থেকে দুঃখী হয়।

মানুষ সত্যযুগের আয়ু লক্ষ বছর ভেবেছে। তখন তোমরা হিসেব করে বলো যে পাঁচ হাজার বছর কিভাবে হয়। ক্রাইস্ট-এর ২০০০ বছর হয়েছে, বুদ্ধের ২২৫০ বছর হয়েছে , ইসলামের ২৫০০ বছর হয়েছে। সবগুলো মিলিয়ে অর্ধকল্প হল। তার আগে তো দেবতাদের রাজত্ব ছিল তাহলে দেবতাদের লক্ষ বছর কেন বলা হবে। এত বছর হলে তো মানুষের সংখ্যা অনেক হয়ে যেত। এত সংখ্যা তো নেই। পাঁচ হাজার বছরেই ৫- ৬শত কোটি মানুষ হয়ে যায়। বলাও হয় ক্রাইস্টের ৩ হাজার পূর্বে ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল। ৫ হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে , নাটক পূর্ণ তো হবে তাইনা। এইসব কথা কেউ জানেনা । আমি কে , আমি কেমন, এই চক্র কিভাবে পরিক্রমা করে। কেউ জানতে পারেনা। বাবা-ই বোঝান এই হল গীতা। বাবা এসে সহজ রাজ যোগের শিক্ষা দিয়েছেন , তখন নাম রাখা হয়েছে গীতা। যেমন ক্রাইস্ট শিখিয়েছেন তার নাম রাখা হয়েছে বাইবেল, এইসব হল অনাদি নাম । সেসব রিপোর্ট হয়। বাবা বৃদ্ধাদেরও বোঝান , এই হল খুবই সহজ কথা। শুধু বাবা ও বর্সা স্মরণ করো। সন্তান রূপে জন্ম নেওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারী হওয়া। তোমরা বুঝেছ যে আমরা হলাম বাবার উত্তরাধিকারী। ৫ হাজার বছর পরে আবার দেখা হচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে ৫ হাজার বছর বলা হবে। ২-৩ বছর পরে যারা এসেছে তারাও বলবে আমরা ৫ হাজার বছর পর এসেছি। এই হল খুবই গুহ্য কথা। বাবা জিজ্ঞাসা করেন প্রথমে কখনও দেখা হয়েছিল ? বলবে - হ্যাঁ বাবা । আত্মা এই মুখ দিয়ে বলে - ৫ হাজার পূর্বে আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। আপনি এই দেহ দ্বারা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। যে আত্মারা সন্তান রূপে দৃঢ় নিশ্চয়ী তারা বোঝে আমরা বাবার কাছে বেহদের বর্সা প্রাপ্ত করার জন্যে বসে আছি। আমরা বেহদের বাবার আপন হই ব্রহ্মা দ্বারা। বাবা বলেন তোমরা কি আমাকে চিনতে পারো ? আমি তোমাদের পিতা। বলবে হ্যাঁ বাবা আপনি হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা পরমপিতা পরমাত্মা । বাবা-ই বলেন - তোমাদের আমি স্বর্গে পাঠিয়ে ছিলাম , বর্সা দিয়েছিলাম, সেইসব মায়া কেড়ে নিয়েছে তাই আবার তোমাদের আমি প্রদান করছি। মায়া বর্সা কেড়ে নেয় , বাবা প্রদান করেন। এই খেলা তো অনেকবার হয়েছে , হতেও থাকবে। এর কোনো শেষ নেই। বাবার আপনজন হয় তাতেও কেউ হয় নিজের , কেউ হয় সৎ সন্তান। কেউ সৎ সন্তান আর কেউ হয় নিজের । কাঁচা পাকা হয় তাইনা। পাক্বা অর্থাৎ নিশ্চয় বুদ্ধি বাচ্চাদের মায়া বশ করে নেয়। বাচ্চারা বলে বাবা যত দিন বাঁচব

আপনার কাছে বর্ষা নিতেই থাকব। বিকর্মের বোঝা রয়েছে অনেক , তাই তোমরা যত স্মরণে থাকবে , সেই যোগ অগ্নি দ্বারা তোমরা আত্মা পাপ-আত্মা থেকে পুণ্য-আত্মায় পরিণত হবে। অগ্নি বস্তুকে পবিত্র করে। তোমাদের হল যোগ-অগ্নি।

এই হল বেহদের যজ্ঞ, বেহদের মালিক রচনা করেন। এত সময় কোনো যজ্ঞ চলেনা। ৫-৭ দিন বা এক মাস যজ্ঞ রচনা হয়। তোমাদের যজ্ঞ তো কত বছর ধরে চলছে। বাবা বলতেই থাকেন। বলেন ভুলে যেওনা। শুধু আমায় স্মরণ কর তাহলেই তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের বিকর্মের বোঝা নষ্ট হবে। কোনো সন্ন্যাসী বা বিদ্বান ইত্যাদি এমন কথা বলবেনা। ভগবানুবাচ - আমি পিতা, আমায় স্মরণ করো। নিশ্চয়ই এসেছেন তাই তো বলছেন তাইনা। বাবা বলেন - এবার তোমাদের ফিরে যেতে হবে। তোমাদের আত্মা এই সময়ে পতিত হয়েছে। এখন তোমরা জানো যোগের দ্বারা আমরা পবিত্র হই। বাবা বলেন জ্ঞান অমৃত পান করে স্বর্গের মালিক হও। ইনি হলেন প্রিয়তম , তোমরা সবাই প্রিয়তমা , তোমাদের পবিত্র করতে এসেছেন, তিনি বলেন নিরন্তর আমায় স্মরণ করো। তোমরা-ই প্রতিজ্ঞা করছিলে যে আপনি যখন আসবেন তখন অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র তোমার সঙ্গেই যুক্ত হব। তোমার কাছে সমর্পিত হব। স্ত্রী পুরুষের কাছে , পুরুষ স্ত্রী-র কাছে সমর্পণ করে। এখানে হল বাবার কাছে সমর্পিত হওয়া। বিবাহে একে অপরের কাছে সমর্পণ করতে হয় তাইনা। এখন বাবা বলছেন - মানুষের কাছে সমর্পণ করবেনা। তোমাদের প্রতিজ্ঞা আছে বাবা আপনার কাছে সমর্পিত হব। আপনি আমাদের কাছে সমর্পিত হয়েছেন তাইনা। বাবা বলেন তোমরা সমর্পণ কর তাহলে আমি তোমাদের ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখী করে দেব। কত বিশাল এই বর্ষা ! সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি কেউ বর্ষা খোড়াই দিতে পারবে। এখন বাবা বলেন - আমি তোমাদের বরদান অর্থাৎ বর্ষা প্রদান করি। তোমরা শুধু নিরন্তর আমায় স্মরণ করো। শ্রীমৎ দ্বারা তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। এই কথা ভুলে যেও না। এই লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্রও ঘরে রাখো। আমরা বাবার কাছে পুনরায় বর্ষা প্রাপ্ত করছি। বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। কিন্তু মায়া বাজ পাখি সম আক্রমণ করে , সে-ও কম নয়। সবার কথা নয় , নশ্বর অনুসারে আছে। কেউ আবার একদম ভুলে যায় যে আমরা বাবার কাছে বর্ষা প্রাপ্ত করি। এখানে বসলে নেশা হয়। এই স্থান থেকে বাইরে গেলেই ভুলে যায়। সকালে এসে রিফ্রেশ হয় তারপরে সারা দিন আবার ভুলে যায়। ৪-৫ বছর ভালো সার্ভিস যারা করেছেন তারা আজ নেই। একটু কিছু অমান্য করলে মায়া এমন জোরে চড় মারে যে তারা চলে যায়। বাবা বলেন মায়া খুব কঠোর । অমান্য করলে মায়া অধঃপতন করিয়ে দেয় তাই গায়ন আছে চড়লে চাখবে প্রেম রস, নীচে পড়লে চুর চুর.... দেখেছ কেমন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। বৈকুণ্ঠে তো যাবেই নিশ্চয়ই। কিন্তু নশ্বর অনুসারে পদ মর্যাদা আছে তাইনা। যদিও সেখানে সবাই সুখী হয় তবুও পদ মর্যাদা তো আলাদা থাকে তাইনা। স্কুলে পদ বা গ্রেডিং পাওয়ার জন্যেই তো পরিশ্রম করে । এমন নয় যে প্রজা পদেই খুশি , বা যা ভাগ্যে আছে তাই হবে.....। না, এইরকম পুরুষার্থকে তমোপ্রধান পুরুষার্থ বলা হয়। সত্যো প্রধান তাদের বলা হবে যারা বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্তির পুরুষার্থ বা প্রতিজ্ঞা করে। এইটি হল অশ্ব দৌড়। সবাই এক নশ্বরে তো যাবেনা তাইনা। এইটি হল মানুষের দৌড়। মায়া এমন বিঘ্ন উৎপন্ন করে যে রেস বা দৌড় থেকে বাইরে করে দেয়। তোমাদের হল হিউম্যান রেস অর্থাৎ মানুষের রেস। আত্মা বলে আমরা অনেক দুঃখী হয়েছি। দেহ ধারণ করতে করতে হয়রান হয়েছি। এবারে বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। বাবা যুক্তি তো বলে দিয়েছেন। বাবা আমরা আপনার স্মরণে থাকব। যত সময় পাও তত ভালো। যেমন গভর্নমেন্টের সার্ভিস আট ঘন্টার হয় কিনা। ঠিক সেইরকমই এখানকার সেবায়ও আট ঘন্টা থাকো। সৃষ্টিকে স্বর্গে

পরিণত করার সার্ভিস খুবই বিশাল গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস। শুধু বাবাকে স্মরণ করো এবং সুখধাম কে স্মরণ করো। শুধু আট ঘন্টা সার্ভিস করলেই সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত করবে। এমন স্মরণ করতে করতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আট ঘন্টা তোমরা এই সার্ভিসে দাও। বাকি ১৬ ঘন্টা তোমরা ফ্রী থাকো। যত থানি সম্ভব ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করো। স্মরণ করার সেবা তো তোমরা যে কোনও স্থানে বসে করতে পারো। সবচেয়ে ভালো তোমরা ভোরবেলায় পাও। সিন্ধি ভাষায় বলা হয় - সয়েল সুমণ, সয়েল উঠণ অর্থাৎ সকালে (শীঘ্র) শোওয়া, সকালে ওঠা এই গুণ মানুষকে জ্ঞানী করে। অজ্ঞানী জন আট ঘন্টা ঘুমায়। তোমাদের ঘুমের সময় অর্ধেক হওয়া উচিত। ৪ ঘন্টার ঘুম হওয়া উচিত। তোমরা কর্মযোগী কিনা। রাত্রে ১০ টায় শুয়ে পড়ো, ২টোর সময় ওঠো। শিববাবাকে স্মরণ করো। ২-টোর সময় উঠতে না পারলে ৩-টোর সময় ওঠো, ৪-টোর সময় ওঠো। অমৃতবেলার সময় হল ফাস্টক্লাস সময়। একেবারে শান্তি থাকে। সবাই অশরীরী হয়ে থাকে। সেই সময় চারিপাশ নিঃশব্দ থাকে, যেন পরমধাম বা মূল বতন হয়ে যায়। এমন মনে হয় সবার মৃত্যু হয়েছে। সেই সময় তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে সেই স্মরণ পাকা হয়ে যাবে। অমৃতবেলার স্মরণের ভালো প্রভাব পড়ে। বাবা বহুবার রাত্রি জাগরণ করেছেন। দৈহিক কার্যে মাথা ভারী হয়। সূক্ষ্ম সার্ভিসে ক্লান্তি বোধ হয়না। আয় বা উপার্জন কার্যে খোড়াই ক্লান্তি অনুভব হয়। বরং খুশী অনুভব হয়। সুতরাং সকাল সকাল উঠে স্মরণ করলেই বৃহৎ উপার্জন হয়। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হবে। সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্তির জন্যে স্মরণের রেস করতে হবে। আট ঘন্টা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

২) একমাত্র বাবার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে। নিজের মনের মতামত বা অন্যের মতামত অনুযায়ী না চলে এক বাবার শ্রেষ্ঠ মতামত অনুযায়ী চলতে হবে।

বরদান :- নিজের কর্ম ও স্থিতি দ্বারা ব্রহ্মাবাবাকে স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ কারী মাস্টার ব্রহ্মা হও।

ব্যাখা: যেমন ব্রহ্মাবাবার নিজস্ব সংস্কার ছিল "প্রথমে তুমি"। যে কোনও স্থানে প্রথমে বাচ্চারা, প্রতিটি কথায় বাচ্চাদের নিজের আগে রেখেছেন। শুধুমাত্র কথার কথা নয়, শুভচিন্তক ভাব দিয়ে। বাচ্চারা করলেও বাবার সেবা, আমি করলেও বাবার সেবা। আমি এগিয়ে যাব, এমন নয়। অন্যদের অগ্রসর করে নিজে এগিয়ে চলো। যখন এই ভাবনা প্রত্যেকের মনে থাকবে তখন বলা হবে মাস্টার ব্রহ্মা। তারপর এমন কেউ বলবেনা যে আমরা ব্রহ্মা বাবাকে প্রত্যক্ষ দেখিনি। তোমাদের কর্ম, তোমাদের স্থিতি ব্রহ্মাবাবাকে স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত করবে।

স্লোগান - একাগ্রতার দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা সাগরের গভীরে চলে যাও তাহলে অনুভবের হীরে মুক্তো প্রাপ্ত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- যোগের দ্বারাই শক্তি আসবে, অনেক জন্মের পুরানো স্বভাব দূর হবে, সর্বগুণও ধারণ হবে, তাই যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা এখন কোন্ রেস করছো ? সেই রেসে কখন পরিশ্রম মনে হয় ?

উত্তর :- তোমরা বাচ্চারা এখন বিজয় মালার দানা হওয়ার রেস করছো । এই রেসে কেউ কেউ খুব সুন্দর দৌড়ায়, কেউ আবার পরিশ্রান্ত হয়ে যায় । এই পরিশ্রান্ত হওয়ার কারণ, পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ না দেওয়া । ফলে ব্যবহারের পরিবর্তন হয় না । এইসব বাচ্চাদের উপর সন্দেহ হয় যে এরা ভবিষ্যতে এখানে থাকতে পারবে না । কাম বা ক্রোধের বশীভূত হওয়ার কারণেই এই ক্লান্তি আসে তখন তারা বলে, এখন আমরা উন্নতি করতে পারবো না, যা হবে, দেখা যাবে । এও তো এক আশ্চর্য, তাই না ।

গীত :- কেউ আমাকে আপন বানিয়েছে

ওম শান্তি । ভগবান উবাচঃ, বাচ্চাদের এই কথা বোঝানো হয়েছে যে, মানুষ বা দেবতাকে কখনোই ভগবান বলা যাবে না । পরমাত্মা হলেন একজনই, যাঁর মন্দির তৈরী হতে থাকে, যাঁকে শিব বা সোমনাথ বলা হয়, তিনি এসেই বাচ্চাদের বলেন -- মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, আমাকে তোমাদের সেই ঘরে স্মরণ করো, আমি সেই পরমধামের নিবাসী । আমি এখন এই শরীরে এসে তোমাদের বলি, তোমাদের এখন সেখানেই স্মরণ করতে হবে, যেখানে তোমাদের যেতে হবে । এমন নয় যে, এখানে স্মরণ করতে হবে । আমি এখানে এসেছি, তোমাদের বুদ্ধিযোগ ওখানে লাগানোর অভ্যাসের জন্য । হে বাচ্চারা, তোমরা আমাকে তোমাদের পরমধামের ঘরে স্মরণ করো । এ তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, এই তমোগুণী দুনিয়ায় এক একজনের এক এক রকম সংস্কার । যারা খুব ভালোভাবে ধারণা করবে তাদের অবশ্যই ভালো বলা হবে । কেউ আবার এমনও আছে, যাদের যতই বোঝাও না কেন, পরিবর্তন হয় না । শ্রীমত অনুযায়ী চলে না তারা । এদের জন্য মনে করা হয় এরা অজামিল তুল্য, না পড়লে তাদের অধগতি হবে এবং কনিষ্ঠ পদ পাবে । উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ --- এই তিন প্রকারের পদ হয় । তাই যারা শ্রীমতে চলে না, তাদের জন্য মনে করা হয় এরা অজামিলের থেকেও বেশী অজামিল । জন্ম জন্মান্তর ধরে এমন কিছু পাপই করে এসেছে । যদিও কারোর এই জন্ম ভালো হোক বা খারাপ, এই পড়া পড়লে সকলেই উঁচু পদ পেতে পারে । এখন তোমরা বাচ্চারা জানো, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম পার করেছি । আমরা ভবিষ্যতের উঁচু পদের জন্য এখন পড়ছি । বাবা বলেন, তোমাদের মনের দর্পণে নিজেদের চাল - চলনকে দেখো । বাবা বার বার বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন, নিজের চাল - চলন পরিবর্তন করো । যারা মনে করবে, আমরা স্বর্গের উপযুক্ত হচ্ছি তারা অন্যকেও তেমন করতে পারবে । তাদের চাল - চলনে বুদ্ধির অনেক তফাত হবে । এই দেবস্বই দেখাতে হবে, অসুরস্ব দেখালে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । বাস্তবে আমরা সকলেই কবরে শায়িত । এতেও এক নম্বর হলো ভারত । প্রথমে এক নম্বর পরীস্থান ছিলো এখন তা হলো কবরস্থান ।

বাবা বোঝান যে, নিজের মুখ তো দেখো যে, তোমরা দৈবী চলনে চলার যোগ্য কি ? তোমরা মনে করো কি, আমরা শ্রীমতে চলছি ? মাম্মা - বাবা বা অন্য বাচ্চাদের সমান গুণ এসেছে কি ? কাম

তো ছেড়েছি কিন্তু ক্রোধের ভূত আমার মধ্যে নেই তো ? এই দুই ভূত খুবই খারাপ । ক্রোধে তো একে অপরকে জ্বালিয়ে দেয় । এ খুবই বড় ভূত, একেও দূর করা দরকার । দেখতে হবে, আমার মধ্যে কোনো অপগুণ নেই তো ? যদি আমি শ্রীমতে না চলি তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে । শ্রীমত এই কারণেই মেলে যাতে আত্মা ভালো হয়ে যায় , অবিনাশী হয়ে যায়, কিন্তু যতক্ষণ না যোগ করবে ততক্ষণ কিছুই শুধরে যাবে না । যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি আসবে আর গুণ যদি ধারণ না করো তাহলে পদে পদে মায়া থাপ্পড় মারবে । তোমরা প্রতিজ্ঞা করবে যে আমরা ক্রোধ করবো না কিন্তু পাঁচ মিনিট পরেই আবার ক্রোধ করে ফেলবে । জন্ম জন্মান্তরের অভ্যাস আছে তা দূর করতে সময় লাগবে । এই ভূতদের বশ করতে হবে । লোভ, মোহ এ সব হলো এদের ছোটো - ছোটো বাচ্চা । বিকারের ভূতই হয় নম্বর অনুসারে । প্রথমে হলো অশুদ্ধ অহংকার তারপরে কাম আর ক্রোধ ----- এই শিক্ষা আর কোথাও দিতে পারবে না । তাই বাচ্চারা দেহী - অভিমানী হও । দেহীকে স্মরণ করো । সন্ন্যাসীরা তো নিজেদেরই পরমাত্মা মনে করে, তারা বলে আত্মাই হলো পরমাত্মা । বাবা বলেন, তোমরা কি দেহী আত্মা নাকি দেহী পরমাত্মা ? এত সব পরমাত্মা কি করে হবে ! পরমাত্মা তো জন্ম - জন্মান্তর রহিত । তাঁকে বলা হয় পরমপিতা পরমাত্মা । তিনি বসেই বাচ্চারা তোমাদের বোঝান । এখন খুব শীঘ্র পুরুষার্থ করো, মৃত্যু তো যে কোনো সময়ই এসে যেতে পারে তখন কিছুই করতে পারবে না । অনেক প্রকারের অ্যাক্সিডেন্ট হতে থাকবেন । বিপর্যয় এলো বলে । আজ করবো - কাল করবো করে মরে যাবে তখন আর পদ পেতে পারবে না । সুপুত্র বাচ্চারা তো শিব বাবার আশ্রয়কারী এবং বিশ্বাসী হয় । বাবা তাঁর সব বাচ্চাদেরই জানেন । রাবণ সবাইকে নোংরা করে দিয়েছে । এর নামই হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড, আসুরী দুনিয়া । এখন বাবা তোমাদের দেবতা বানাচ্ছেন । শ্রীমতে চললেই তা হতে পারবে । স্কুলে যেমন পড়ানোও হয় তেমনই ব্যবহারও শেখানো হয় । এখানেও তেমন ব্যবহার শেখানো হয় । মুখ্য হলো দৈবী চলন । অশুদ্ধ অহংকার খুবই খারাপ । এ সবাইকে পতিত করে । মুহূর্তেই দেহ - অভিমান এসে যায় । বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো আর আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা আমার কাছে চলে আসবে । মায়া তো সকলেরই পাখা কেটে দিয়েছে । কেউই ফিরে যেতে পারে না । না হলে তো আত্মা ওড়াতে কত ভীষ্ণ । কিন্তু পরমধামে কেউই ফিরে যেতে পারে না । পতিত পাবন বাবা ছাড়া কেউই পবিত্র নিরাকারী দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না আর না পবিত্র সাকারী দুনিয়াতে আসতে পারবে । মানুষ এই আসা - যাওয়াকেও বুঝতে পারে না, কিন্তু যখন বিনাশ হবে -- মশার মতো বাবা সবাইকে নিয়ে যাবেন , তখন কি হবে ? কিছুই বুঝতে পারে না । বাবা এসেছেনই নতুন দুনিয়া, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে । এ কেউ খোড়াই বুঝতে পেরেছে যে, গীতার ভগবান লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজস্ব স্থাপন করেছিলেন । যখন মহাভারতের লড়াই শুরু হয়েছিলো তখন বরাবর রুদ্র গুণ যজ্ঞের রচনা করেছিলেন যার থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো আর বিনাশও হয়েছিলো, যাঁদের তিনি রাজযোগ শিখিয়েছিলেন তাঁরা রাজার রাজ্য লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়েছিলেন । তোমরা জানো যে, আমরা ভগবানের কাছে পড়ি । এই পড়া পড়েই আমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছি । আগে তো খৃষ্টানদের রাজ্য ছিলো । এখন এই ভারতবাসী মনে করে আমরাই মালিক কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা সারা বিশ্বের মালিক হই । বাবা এসেই মানুষকে দেবতা করেন । মানুষ থেকে দেবতা তিনি কবে বানিয়েছিলেন, কিভাবে বানিয়েছিলেন তা কারোরই বুদ্ধিতে নেই । যদিও মানুষ শাস্ত্র পাঠ করে তবুও কিছুই বোঝে না । এখন তোমরা এই কথা বলতে পারো । বাচ্চারা, এখন তোমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে । তোমাদের বাবার শ্রীমতে চলতে হবে, না হলে

এই পাখা ভেঙ্গে যাবে। জ্ঞানের সম্পূর্ণ ধারণা হলে দৈবী ব্যবহারও এসে যাবে। মানুষ তো সবাই দেহ - অভিমানী, কোনো না কোনো অপগুণ আছেই।

বাবা খুব ভালো করে বোঝান। গীতায়ও আছে যে, ভগবান উবাচঃ। তিনি বলেন -- হে বাচ্চারা আমি তোমাদের পড়াতে এসেছি। মানুষ তো জজ বা ব্যারিস্টার হয়ই। আমি তোমাদের আবার স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছি। আমি হলাম স্বর্গের রচয়িতা। আমি কল্পে কল্পে এসে বাচ্চারা তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই। তোমরা এই সময় মহান ভাগ্যশালী হতে চলেছো। এই খেলাই হলো এমন। মায়া তোমাদের দুর্ভাগ্যশালী করে। নম্বর তো আছেই, কেউ ১০০% কেউ ৯০% কেউ ৮০%, যে যত পড়বে, তত নম্বর আসবে। তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে - রুদ্রমালায় যেন এক নম্বরে গ্রথিত হতে পারো। স্টুডেন্ট যেমন এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে গেলে, সেই নতুন ক্লাসে গিয়ে বসে। যেমন মার্কস আসবে, সেই হিসাবে নম্বরে আসবে। তারপর এমনভাবেই নম্বর হিসাবে ট্রান্সফার হয়ে যাবে। এখানেও তোমরা আত্মারা পড়ে নম্বর অনুসারে রুদ্রমালায় গ্রথিত হবে। ওদের তো ঝাড় বড়। তারপর সেখান থেকে বিষ্ণুর বিজয় মালায় নম্বর অনুসারে এসে গদিতে বসবে।

তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী কিন্তু এই সময় তোমাদের মালা নেই কেননা এই সময় রেস চলছে। আজ খুব ভালো দৌড়াচ্ছে, কাল আবার দাঁড়িয়ে গেলে। আজ যাঁকে বাবা বললে, কাল আবার তাঁকে তালুক দিয়ে দিলে। অনেকের উপরই সন্দেহ হয়েছে তারা ঠিকমতো পড়ে না, না তারা সুন্দর ব্যবহার করা শিখতে পারে তখন বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। বাবাকে ছেড়ে দেয় তারা। সেন্টারে এমন অনেক বাচ্চা আছে যারা মনে মনে বুঝতে পারে যে আমরা পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি। এখন আর উঠতে পারবো না। যা হবে তা দেখা যাবে। এক নম্বর কাম শত্রু তো খুবই অস্থির করায়। ক্রোধীরাও বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দেয়। এ তো অতি আশ্চর্য। সাজন অথবা ভক্তদের ভগবান এসে ফুলের মতো সুন্দর করার জন্য পড়ান, তাঁকেও তারা ছেড়ে দেয়। বাবা অথবা সাজন কিন্তু কাউকেই ছাড়ে না। সজনীরা যদি ছেড়ে দিয়ে চলে যায় তখন বাবা আর কি করতে পারে। তারা বিশ্বাসঘাতক হয়ে যায়। বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের সাজন, তোমাদের স্বর্গের মহারণী বানাতে এসেছি, রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে তোমাদের অশোক বাটিকাতে নিয়ে যেতে এসেছি। তবুও তোমরা শ্রীমতে না চলে রাবণের দিকে চলে যাও। তীর্থ থেকে যেমন অনেকেই ফিরেও আসে, তারা স্বচ্ছ হৃদয়ে যায় না। এখন আমি তোমাদের রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাই।

তোমরা জানো যে এই শরীর ছেড়ে আত্মারা পরমধামে চলে যাবে তারপর তাদের পুরুষার্থ অনুসারে এসে পদ পাবে। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা আমাদের চলন অনুসারে কি পদ পাবো। অজ্ঞান অবস্থায়ও কোনো কোনো বাচ্চা বাধ্য, অজ্ঞাকারী হয়, কেউ আবার ধুরন্ধর হয়ে যায়। এখানেও সেই অবস্থা। যতই বোঝাও না কেন তাও নিজেদের জেড থেকে সরে আসে না। এমন কুপুত্রও থাকে। তারা বুঝতেই পারে না যে এই চলনে আমাদের কি পদ হবে? বাবা বারবার বোঝান, তবুও তারা ভুলে যায়। যেমন গর্ভজলে মনে করে আমরা কিছুই করবো না, আবার বাইরে এসে যেমন তেমনই হয়ে যায়। এই বাচ্চারাও তেমনই একদম বুদ্ধিতে ধারণ করতে পারে না। নম্বর অনুসারে হয়, বোঝা যায় যে, এ গডলী বুলবুল নাকি নয়। যারা সার্ভিসে তৎপর এমন সুপুত্ররাই সবসময় বাবার হৃদয়ে থাকতে পারে। তারা জানে যে আমরা এই শরীরকে স্বাহা করেছি, এর আর কি আছে। মা - বাবা তো এমন কথা বলেন না যে, দিন - রাত সার্ভিস করো। আট ঘন্টা আরাম করো, আট ঘন্টা

সার্ভিস করো আর আট ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো। কাউকে ছবি দেখিয়ে বোঝানোতে খোড়াই দেবী লাগে। এই শিববাবা তোমাদের বাবা আর আমরা নিরাকারী আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মার নাম কখনো শুনেছো কি? বরাবর পরমপিতা পরমাত্মা এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন মনুষ্য সৃষ্টির স্থাপন করেন। তিনি পুরানোকে নতুন করে তোলেন। সেই গ্র্যান্ড ফাদারের থেকে তোমরা প্রপাটি পাও। তিনি বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো। সেই বাবাকেই সমস্ত ভক্তরা স্মরণ করে যে, আমাদের এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। তিনি ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদের তাঁর আশীর্বাদী বর্ষা দিতে আসেন। তিনি বলেন, আমি এনার দ্বারা আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে রাজত্বের জন্য জ্ঞান আর যোগ শিখিয়ে সাথে করে নিয়ে যাবো। তারপর সেখান থেকে তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। তোমরা যা করবে, তাই পাবে। বাবা কত বুদ্ধি দিয়ে বলেন। বাবার মতি - গতিই পৃথক। তিনি কিভাবে সকলের সঙ্গতি করেন, কিভাবে রাজধানী স্থাপন করেন, তাই তো মানুষ তাঁর মহিমা করে। এই কথা দুনিয়া একদমই জানে না। বাবা কিভাবে শ্রীমত দেন, তিনি আমাদের কি থেকে কি করে তোলেন। তাই এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর মতে চললেই তোমরা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ তুল্য হতে পারবে। কথিত আছে না --- ব্রহ্মাও যদি নেমে আসে এখানেও এমনই। কেউ কেউ তো শিব বাবাকে জানেই না। কেবল মাশ্বা - বাবা বললে খোড়াই হৃদয়ে বসতে পারবে। মাশ্বা - বাবা জানেন, কে আমাদের আর তারা কি কি হবে। না পড়লে আর কি হবে? প্রত্যেকের চলন দেখেই বোঝা যায়। আর এমন কোনো পড়া নেই যেখানে জানা যায় যে -- আমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে ভোগ করে এসেছি। আমি তোমাদের ভবিষ্যতের প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। এই বাবা যখন বলছেন, তখন তো পুরুষার্থ করা উচিত। এই সম্পূর্ণ রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। এমন নয় যে, একবার ফেল করলে আবার তোমরা পড়তে পারবে। এখানে তো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এখানে আমি সমস্ত পদের সাক্ষাৎকার করাই, তাই তোমাদের শ্রীমত অনুযায়ী চলা উচিত। ব্রহ্মার মতও তো বিখ্যাত। সেখানে তো তোমরা শ্রী শিবের মত বা কৃষ্ণের মত পাবে না। সেখানে তো সবাই প্রালব্ধ ভোগ করে। সেখানে সকলের মতই শ্রেষ্ঠ। কেবল উঁচু বা নীচু পদ থাকে। রাজা তো রাজাই। আর প্রজা প্রজাই। সুপুত্র সেই যে বাবার শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে বাবার নাম উজ্জ্বল করে দেখাতে পারে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি সিকিলিধে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। স্মরণ - ভালোবাসা দেওয়ার পরে ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ স্বদর্শন চক্রধারী বাচ্চাদের জিঞ্জেস করছেন যে বলো, শিব বাবাকে আকাশের মতো ভালোবাসো নাকি ব্রহ্ম - তব্বের মতো ভালোবাসো? বলো তোমরা এক একজন, কতোখানি ভালোবাসো তোমরা? আচ্ছা। রুহানী বাচ্চাদের রুহানী বাবার নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) গডলী বুলবুল হয়ে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে হবে। জ্ঞান ধারণ করে নিজের ব্যবহার খুব সুন্দর করতে হবে।

২) বিজয় মালায় গ্রথিত হওয়ার রেস করতে হবে। কখনোই বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ জীবনে পরিশ্রান্ত হয়ে যেও না। সর্বদা শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে।

বরদান :- মালিকত্বের স্থিতিতে থেকে প্রকৃতির কাছে সহযোগের মালা পড়ে প্রকৃতিজিত হও

প্রকৃতি এখন তোমাদের অর্থাৎ মালিকদের আহ্বান করছে। চারিদিকে প্রকৃতির তব্ব অস্থিরতা তৈরী করবে কিন্তু যেখানে তোমরা অর্থাৎ প্রকৃতির মালিকরা থাকবে, সেখানে প্রকৃতি তোমাদের দাসী হয়ে সেবা করবে, তোমরা কেবল প্রকৃতিজিত হয়ে যাও তাহলে প্রকৃতি তোমাদের সহযোগের মালা পরাবে। যেখানে তোমাদের প্রকৃতিজিত ব্রাহ্মণদের পা পড়বে, সেখানে কোনো ক্ষতিই হতে পারবে না। তুফান আসবে, ধরনী দুলভে থাকবে, কিন্তু বাইরে যা শূল এখানে তা কাঁটার তুল্য। সবাই তোমাদের কাছে স্থূল বা সূক্ষ্ম আশ্রয় নেওয়ার জন্য দৌড়ে আসবে।

স্লোগান :- অলৌকিক সুখ এবং মনরসের অনুভব করতে হলে মনমনাভব স্থিতিতে থাকো।

২৬-০৪-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কর্তব্য হলো অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের অর্জন করা আর অন্যদেরকেও উৎসাহিত করিয়ে তার লাভ পাইয়ে দেওয়া। দান করতে কারও অনুমতি নিয়ে হয় না-বরং তা করে দেখাতে হয়।

প্রশ্ন :- বাবার হৃদয়ে সদা কি এমন শুভ ভাবনার আশা থাকে ? কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বাবা তোমাদেরকে ওঁনার নিজের মতন করে গড়ে তুলতে চান ?

উত্তর :- বাবার হৃদয়ে সর্বদাই এই ভাব থাকে যে, কিভাবে বাচ্চাদেরকে খুব সুখে রাখা যায়। অসীম বেহদের বাবার কখনই, বিকল্প বা কোনও খারাপ কার্য করার, কিম্বা কোনও প্রকারের দুঃখ দেবার সংকল্প আসে না। যেহেতু এই বাবা যে কেবলই সুখদাতা। বাবাও তেমনি আশা রাখেন, তার বাচ্চারাও যেন এ বিষয়ে বাবার মতনই হয়। তাই বাবা বলছেন- মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা নিজেদেরকে চেক করো, তোমরা কি সর্বদা শুদ্ধ সংকল্পের মধ্যেই থাকো ? বিকল্প-খারাপ কিছু আসে না তো মনে ?

গীত :- ওহে প্রাণী- নিজের মন-দর্পণে সদা নিজেকে বিচার করে দেখ

ওঁম শান্তি! ভগবান উবাচঃ - এ কথা কে বললেন, ওহে প্রাণী নিজের মন-দর্পণে নিজেকে সদা বিচার করে দেখ ? --প্রাণী বলা হয় জীব আত্মাকে। এই জীব আত্মারাই পরমাত্মা বাবার বাচ্চা। আবার বাচ্চারা নিজেরাও তা জানে, প্রকৃত অর্থে তারা আত্মা। এখানে এখন রয়েছেন, তোমরা আত্মাধারীদের প্রকৃত বাবা পরমপিতা পরমাত্মা। জীব অর্থাৎ শরীর, আর এই শরীরধারী বাবার নাম প্রজাপিতা ব্রহ্মা। বাস্তবে তোমরা সবাই বাপদাদার সন্তান-সন্ততি। বাবা স্বয়ং বসে জীব আত্মাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন- ওহে বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা নিজেদের মন-দর্পণে উঁকি দিয়ে দেখো, কত শতাংশ পুণ্য আত্মা হতে পেরেছো তোমরা ? কত দান-ধ্যান, পুণ্য-কর্ম করছো তোমরা ? মানুষেরা এসব কথার প্রকৃত অর্থটাই তো বুঝতে পারে না। প্রকৃত দান-পুণ্য হয় অবিনাশী জ্ঞান-রঞ্জের দানেই। এখন নিশ্চয় তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে যে, তোমাদের এই বাবা একদিকে যেমন বাবা, অপরদিকে শিক্ষক, তেমনি আবার গুরুও বটে। অর্থাৎ অসীম বেহদের এই বাবা সবকিছুই। এই বোধ এলেই তোমাদের দেহ-অভিমান ভাব দূর হয়। সেই অসীম বেহদের বাবাকেই তোমরা স্মরণ করে আসছো, গত অর্দ্ধ-কল্প ধরে। যা ভক্তি-মার্গ থেকে শুরু হয়। ভক্তরাই ভগবানকে স্মরণ করে। যেহেতু তারা জানে, ভগবান এক ও অভিন্ন-যিনি নিরাকার, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। সাকার বাবা তো জঙ্ঘ-জানোয়ারের, সবারই থাকে। কিন্তু তোমাদের এই বাবা পরমধাম নিবাসী, আত্মাদের প্রকৃত বাবা। যিনি তোমাদেরকে সত্য পথের পথিক বানান। কেবলমাত্র পুণ্য আত্মারাই সেই সত্য-থওে (স্বর্গে) বসবাসের উপযুক্ত। তোমাদের মধ্যেও এই ধারণা হয়েছে এখন। তোমরা যত এই সত্য-বাবার সান্নিধ্যে থাকতে পারবে, ততই বাবার তৈরী সেই সত্য-থওের উচ্চ-পদের অধিকারী হতে পারবে। আর এ নিয়েই তোমাদের নিজেদের মধ্যে চলে প্রতিযোগিতা। জাগতিক লেখাপড়ায় যেমন কেউ ব্যারিস্টার হয়, কেউ বা হয় ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বা অল্প-বুদ্ধির আবার কেউ বা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির, কারও উপার্জন লাখ টাকা, আবার কারও হয়ত অনেক চেষ্টায় ৫০০ টাকা রোজগার হয় - আর এসব কিছুরই প্রাপ্তি হয় তাদের পঠন-পাঠনের ডিগ্রীর উপরেই।

এখানে তোমরা বাচ্চারা, এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার থেকে তোমাদের যেমন খুশী তেমনি জ্ঞান-রত্নে নিজেদেরকে ভরপুর করে নিতে পারো। যেগুলি তোমাদের প্রকৃত কাজে আসবে। এই জ্ঞান-রত্নের ধারণা ধারণ করতে পারলেই পুণ্য আত্মা হওয়া যায়। আর অন্যদেরকেও দান করে তাদেরকেও পুণ্য আত্মা বানাতে হবে। নিজেই নিজের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, নিজে তা কতটা ধারণ করে কতটা পুণ্য আত্মা হতে পেরেছি। আর পুণ্য না কামাতে পারলে তো পাপাত্মাই থেকে যেতে হবে। এই ভাবেই নিজের মন-দর্পণে নিজেকে দেখতে হবে। পিছনের দিকে বসা ছাত্রদের শিক্ষক যেমন বোঝে, বাবাও তেমনি তোমাদের সবাইকে বুঝতে পারেন। বাচ্চাদের রেজিস্টার দেখলেই সবকিছু বোঝা যায়। এসব ঘটে জাগতিক স্কুলে। বাচ্চারা, তোমাদেরটা কিন্তু গুপ্তই থাকে। তাই মাম্মা-বাবা লাগাতার তোমাদেরকে সেই ধারণায় উদ্বুদ্ধ করতেই ব্যস্ত থাকেন। অতএব বাচ্চারা, অবিনাশী এই জ্ঞান-রত্নকে নিজেরা ধারণ করে, অন্যদেরকেও তা ধারণ করাও। আর নিজেরাই যদি পুণ্য আত্মা হতে না পারো, তবে অন্যদের পুণ্য আত্মা বানাবে কি প্রকারে ? এটা কোনও সাধারণ জাগতিক বিষয় নয় মোটেই, এ হলো ঈশ্বরীয় ব্যাপার। যে যত এই জ্ঞান-রত্নে ধনী হয়, তার খুশীর পারদও ততই উঠতে থাকে। বিনাশী ধন-সম্পদ তো অনেক মানুষের কাছে প্রচুর পরিমাণেও থাকে। খবরের কাগজেও তার বিজ্ঞাপন দিয়ে জানায়, অমুক ব্যক্তি বর্তমানে সব চাইতে ধনী ব্যক্তি। এতেও কিন্তু ক্রমিক নম্বর হয়। কিন্তু বাচ্চারা, তোমাদের তো সেই বিনাশী ধন-সম্পদের ব্যাপার নয়। তোমাদের ব্যাপার হলো অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন অর্জন করা আর অন্যদেরও তাতে উদ্বুদ্ধ করানো। যার জন্য কারও কোনও অনুমতির প্রয়োজন নেই। দান করতে চাইলে কারও অনুমতি নেবার প্রয়োজন পড়ে না। তা করে দেখাতে হয়।

বাবা আবার বাচ্চাদেরকে বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা নিজেরা নিজেদের মন-দর্পণে নিজেকে দেখো, নিজে কতটা পুণ্য আত্মা হতে পেরেছো। পূর্বে তোমরা সবাই নম্বর ওয়ান পাপ আত্মা ছিলে। আবার (অনেক পূর্বে) যখন তোমরা পুণ্য আত্মা ছিলে, তখনও নম্বর ওয়ান ছিলে। এখন আবার তা হতে চলেছো, যেহেতু এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো। ফলে ধীরে ধীরে পুণ্য আত্মায় পরিণত হচ্ছে। এখন যেমন যেমন এই জ্ঞান-রত্নের ধন একত্রিত করতে থাকবে- ততই ধনী হতে থাকবে। জাগতিক এই বিনাশী ধন-সম্পদের মধ্যে থাকলে আগামীতে ভিত্তারীই হতে হবে কিন্তু এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দ্বারাই তোমরা প্রকৃত ধনী হতে পারবে। তাই যার যা কিছুই আছে, তার অদল-বদল করে নাও। তোমাদের তন-মন-ধন যা কিছু আছে, সবকিছুই বাবাকে নিবেদন করে দাও, বদলে বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান-রত্নের অলংকারে সাজিয়ে দেবেন। অর্থাৎ তন-মন-ধন, সবকিছুই নতুন রূপে পাবে। সেখানে (স্বর্গে) মায়াও থাকে না, তাই তোমাদের মনও বিভ্রান্ত হয় না। এখানে এখন তোমাদের মন মায়ার বশে। এই মনই মানুষকে খুব হস্রান করে। যোগ-যুক্ত না হতে পারলে, মন শয়তানে পরিণত হয়। এখন এটাই দেখার, বাবার থেকে তোমরা কত জ্ঞান-রত্নের ধন-সম্পদ নিতে পারো, আর তা কতই বা দান করতে পারো। মাম্মা-বাবাও তোমাদেরই মতন মনুষ্যই ছিলেন। ওনারাও কান দিয়েই শুনতেন। নিরাকার বাবা এনার অর্থাৎ ব্রহ্মার এই মুখ-ইন্দ্রিয় দিয়েই কথা বলেন। সব নিরাকার আত্মাদেরই তাদের নিজ নিজ শরীর আছে। বর্তমানের এই পুরোনো কলিযুগে মানুষেরও পুরোনো শরীরে কেবলই রোগ-ভোগ আর দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকে। বাচ্চারা এও জানো, একমাত্র এই বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সদা কালের সুখী বানায়। তাই বাবাকে পেয়ে বাচ্চাদের অন্তরে খুশীর তালি বাজতে থাকে। যার প্রকাশ বাইরেও দেখা যায়। তেমনি সংকল্পের তালিও প্রথমে

অন্তরের ভিতরে বাজতে থাকে, পরে তা বাইরেও বাজতে থাকে। প্রথমে মনের ভিতরে ভাব আসে এটা করবো, তারপরেই তো কর্ম-ইন্দ্রিয় দ্বারা তা করা হয়। সুতরাং যখন তা আসে, তখনই তাকে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, আমার মনে যে সংকল্প এসেছে, তা কি শুদ্ধ সংকল্প না কি বিকল্প বা অশুদ্ধ সংকল্প ? শুদ্ধ সংকল্প মানে শুদ্ধ ভাবনা আর বিকল্প সংকল্প অর্থাৎ অশুদ্ধ ভাবনা। অসীম বেহদের বাবা কখনই কোনও বিকল্প সংকল্প করেন না। যেহেতু উনি তো কেবলই সুখদাতা। কিন্তু তোমাদের আসতে পারে বিকল্প সংকল্প - কাকে কিভাবে দুঃখ-কষ্ট দেওয়া যায়, কিম্বা বিকর্ম কর্ম করার। অথচ বাবা তো তোমাদের হুবহু বাবার মতন করেই গড়ে তোলার জন্য এখানে এসেছেন। এছাড়া একথা তো সবাই জানে, সব বাবাই সর্বদা বাচ্চাকে মনের মতন করে গড়ে তুলতে চায়। দুঃখ-কষ্ট দেবার জন্য বাচ্চার জন্ম দেয় না মোটেই। দুঃখ-কষ্টের ভোগ তো হয় তাদের নিজ নিজ কর্মের ফল অনুসারে। মা-বাবার ইচ্ছা থাকে বাচ্চাকে খুব সুখে রাখবে, কিন্তু সেখানেও মায়া প্রবেশ করে। যেমন লৌকিক বাবা ভাবল, বাচ্চাকে বিয়ে করলে বাচ্চা হয়ত খুব সুখ-শান্তিতে থাকবে। এ বিষয়ে পারলৌকিক বাবা বলেন- "বিয়ে করলে তো একেবারেই সর্বনাশ হয়ে গেল তোমার। বরঞ্চ আমি তোমাদের এমন সুন্দর ফুলের মতন বানিয়ে দেবো, স্বর্গ-রাজ্যে গিয়ে যখন তোমার বিয়ে হবে, সেখানে তুমি মহারাজা-মহারানী হবে, খুশীর দোলনায় দুলতে থাকবে। এবার বোঝো, লৌকিক বাবা আর পারলৌকিক বাবার বুদ্ধির মধ্যে তফাৎ কতখানি।

বর্তমান সময়ে মানুষদের মধ্যে রয়েছে মায়ার খুব কড়া সংস্কার। যেমনটা ছিল মহাপাপী অজামিলের। বাবা তো চান, বাচ্চাদের এমন সুখী বানাতে, যাতে তারা সর্বদাই খুশীর দোলায় দুলতে পারে। অসীম বেহদের এই বাবার হৃদয়ে বাচ্চাদের অনেক সুখের জন্য কত সুন্দর সুন্দর ভাবনা ও ইচ্ছা থাকে। জাগতিক মা-বাবা যখন সন্তানের জন্ম দেন, তখন তো মা-বাবাকেই সে দ্বায়িত্ব পালন করতে হয়, সন্তানকে কিভাবে সুখে রাখা যায়। তেমনি এই বেহদের বাবাও চান, ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানেরা কিভাবে সুখী হতে পারে। যদিও লৌকিক মা-বাবা আর পারলৌকিক বাবার বুদ্ধির মধ্যে বিস্তর তফাৎ। তাই তো বেহদের বাবা বলছেন, একমাত্র ওনার সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগিয়ে রেখে আর বাকী যারা আছে, অর্থাৎ মা-বাবা, মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি ইত্যাদি যারা আছে, তাদেরকে মন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে, একমাত্র এই পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করতে। যেহেতু একমাত্র এই বাবাই যে তোমাদের সবকিছু। যদিও মায়া তোমাদের প্রতিরক্ষণই দুঃখ-কষ্ট দিতে চেষ্টা করে যাবে, কিন্তু এই বাবাই তোমাদেরকে সুখের সাগর বানাবে। বাবা নিজে কোনও রাজ্য-ভাগ্যের রাজ্য সুখ ভোগ করেন না। তিনি ওনার বাচ্চাদেরকেই তা বানান। তাই তো এমন বাবাকে বলা হয় সুখের-সাগর, শান্তির-সাগর। যেহেতু একমাত্র উনি-ই তোমাদেরকে খুব সুখী বানিয়ে থাকেন। কত সুন্দর রীতিতে এসব বুঝিয়ে দেন এই বাবা। এত সুন্দর সহজ-সরল পদ্ধতিতে আর কেউ-ই তা বোঝাতে পারেন না। ভারতে একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে - "ত্বমেব মাতা চঃ পিতা ত্বমেব", কিন্তু বাবার এই মহিমা এল কোথেকে, যা লোকেরা গায়ন করে থাকে ? বাবা স্বয়ং তা জানিয়ে দিচ্ছেন, এই পারলৌকিক বাবার দ্বারাই তোমরা সর্ব-প্রকারের সুখ পেয়ে থাকো। আর এই কারণেই তোমাদের বলা হয়, অন্যসব সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে এই এক বাবার সাথেই বুদ্ধির যোগ লাগাও। তোমাদের মিত্র-সম্বন্ধী যা কিছুই আছে, সবকিছুই ভুলে যাও-এমন কি নিজের দেহের ভাবকেও ভুলে থেকে নিজেকে দেহী-অভিমানী ভাবো।

বাবা ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে ফুলের মতন করে গড়ে তোলেন। তাই তো বলেন- বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমার কথাই শুনবে। একমাত্র আমার সাথেই যোগ-যুক্ত হও। আমি যেমন স্তানের-

সাগর, সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টি-জগতের রচনাকেও জানি, তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও এই সৃষ্টি-জগতের চক্র যেন ঘুরতে থাকে। জাগতিক মাতা-পিতারাও কখনই তাদের বাচ্চাকে কোনও প্রকারের দুঃখ-কষ্ট দেন না। দুঃখ দেবার উদ্দেশ্যে এত কষ্ট করে এমন সুন্দর রচনা নিশ্চয় রচেন না। তাই ঈশ্বরীয় বাবা বলছেন- যা হবার তা তো হয়েই গেছে। কিন্তু এই অবিনাশী ড্রামা অনুসারে এখন তোমরা পবিত্র ফুলের মতন হয়ে ওঠো। স্বর্গ-রাজ্যে কোনও প্রকার বিকারধারীর স্থান নেই। তোমরাই তো সেখানকার মহারাজা-মহারানী হও। পুরো দুনিয়াও তা জানে। সত্যযুগ হলো স্বর্গ-রাজ্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। স্বর্গের দেব-দেবীদেরকে তাই সবাই পূজো করে, যেহেতু তারা সম্পূর্ণ পবিত্র আর সর্বগুণ সম্পন্ন হয়। কালচক্রে তারাই আবার ১৬-কলা থেকে কলাহীন হয়ে পড়ে। ঠিক যেমন চন্দ্রের কলা হ্রাস পেতে থাকে ধীরে ধীরে। যা পরে অন্ধকারময় হয়ে ওঠে, যাকে অমাবস্যা বলা হয়। কলার ব্যাপারটাও ঠিক তেমনি। মনুষ্যের মধ্যে তখন আর কোনও গুণ অবশিষ্ট থাকে না, নিঃগুণে পরিণত হয়। ১৬-কলা কেন, এক কলাও অবশিষ্ট থাকে না। আর যখন সেই এক কলাও অবশিষ্ট থাকে না, তাকেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। আবার যখন সেই গুণ ও শক্তিগুলি সঞ্চয় করতে পারলে, ধীরে ধীরে কলা বাড়তে থাকে। যা পুরো হলে ১৬-কলায় পূর্ণ হয়। বর্তমানে তোমরা এখন কলাহীন হয়ে, জৌলুস হারিয়ে কালো-কদর্য হয়ে আছো। তাই তাকে ব্রহ্মার অন্ধকার রাত্রি বলা হয়। এই ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। আর বি.কে.-দের বলা হয় ব্রহ্মাকুমার ও ব্রহ্মাকুমারী। পূর্বে বি.কে.-দেরও ঘোর অন্ধকারের রাত ছিল, এখন তা আলোর দিশায়। আবার তোমরা ১৬-কলায় পূর্ণ হতে চলেছো। সূর্যবংশীদেরই ১৬-কলা সম্পূর্ণ থাকে। যা ক্রমে ক্রমে হ্রাস হতে থাকে। তোমরা বি.কে.-রা সবাই আবার সেই ১৬-কলা সম্পন্ন হবার জন্য জ্ঞান-গুণ-শক্তিগুলি ধারণ করো। এখনই তা এমন ভাবে ধারণ করতে হবে, সত্যযুগ আসার পূর্বেই তা যেন ১৬-কলায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়। রাজা-রানী হতে গেলে ১৬-কলা সম্পূর্ণ লাকী স্টার যে হতেই হবে। স্বর্গ-রাজ্যে যেমন সুখভোগ রাজা-রানীর তেমনি প্রজাদেরও। অবশ্য সবার মধ্যেই ক্রমিক নম্বর অনুসারেই তার প্রাধান্য হয়। সেই রাজারাই এখন ভিত্তারী হয়ে গেছে। এখন তারাই আবার ভিত্তারী থেকে রাজ্য পরিণত হতে চলেছে।

বাবা এখন বলছেন- বাচ্চারা, সবকিছু ভুলে গিয়ে এখন অশরীরী ভাবে থাকো। নিজেকে দেহী অর্থাৎ আত্মা ভেবে মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি যা কিছু আছে সবকিছুকেই ভুলে যাও। তোমার বলতে যা কিছু (বিনাশী) আছে, সবকিছুই সমর্পণ করে দাও। তার বদলে বাবা দিচ্ছেন অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ভাণ্ডার। এই রত্ন এতই অমূল্য, এর এক একটির মূল্য কেউ-ই নির্ধারণ করতে পারে না। ইতিপূর্বে রূপ-বসন্তের কাহিনী তো বাবা তোমাদের শুনিয়েছেন। যাদের মুখ থেকে অনর্গল জ্ঞান-রত্নই বেরোতো। যা পরে ভক্তি-মার্গের শাস্ত্রগুলিতে লিপিবদ্ধ করেছে শাস্ত্রকারেরা। সদগতি করতে পারেন কেবলমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা। আর এই জ্ঞানের মাধ্যমেই তা সম্ভব। তাই তো এই জ্ঞানকে বলা হয় "জ্ঞান-অমৃত"! যাকে আবার "মান সরোবর"- (যেখানে ডুব দিলে ফরিস্তার মতো হক্কা ও পবিত্র হয়ে যায়) -ও বলা হয়, আবার অমৃত-ও বলা হয়। যার স্মৃতিতে জাগতির রীতিতে অমৃতের জল পান করানো হয়। তথাকথিত জাগতিক ব্রাহ্মণেরা ঘটিতে জল ভরে তাকেই অমৃত বলে পান করায়। অথচ, বাস্তবে জ্ঞান অর্থাৎ নলেজ। তাই বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন- ওহে আমার আদরের বাচ্চারা, এবার তোমরা দেহী-অভিমানী ভাবে এসো। এছাড়া মায়া তোমাদেরকে ছাড়বে না। একদিকে তোমরা দেহী-অভিমানী হবার চেষ্টা করবে, অপরদিকে মায়া দেহ-অভিমানী বানাতে চেষ্টা করবে। এটাই তোমাদের সবচেয়ে কঠিন যুদ্ধ-লড়াই। মায়া দেহ-অভিমানী বানাতে পারলেই ধাক্কা দিয়ে একেবারে গভীর খাদে ফেলে দেয়। কিন্তু দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে পারলে তার থেকে

রেহাই। অতএব নিজ বুদ্ধি অনুসারে কাজ করবে। বাবা তো সর্বদাই বলতে থাকেন, খুব মনোযোগ সহকারে পঠন-পাঠন করো, তাতে শিক্ষকেরও নাম-যশ হবে। ইনিই একমাত্র বাবা যিনি এজন্য পুরস্কৃতও করেন সেই বাচ্চাদেরকে, যারা খুব মনোযোগ সহকারে পড়ে এবং অন্যদেরকেও পড়ায়। তাদেরকেই বাবা সাথে সাথে বাহ্ বাহ্ বলেন। আর তোমরা যদি উচ্চ পদের অধিকারী হতে চাও তো, সর্বাগ্রে মন-দর্পণে নিজেদেরকে দেখবে- বাবার প্রতি তোমার কতটা ভালবাসা আছে ? কত পরিমাণে দেহী-অভিমানী আর কতটা দেহ-অভিমানী হতে পেরেছো ? রোজ দিন ও রাতে কতটা পরিমাণে পুরুষার্থ করছো ? যখন এই দেহ অভিমান আসে, তখনই স্মরণের যাত্রাকে মাঝপথে থামিয়ে দেয় মায়া। ফলে বাচ্চারা তখন বাবাকেই স্মরণ করতে ভুলে যায়, উপরন্তু দু-পা এগিয়ে তিন-পা পিছিয়ে যায়। একদিকে কিছুটা লাভ হলে, অপরদিকে আবার ভারী লোকসান হয়ে যায়। লাগাতার দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে পারলে পুণ্যের খাতাও ভরে যেত এতদিনে। এই মায়াই যেখানে-সেখানে লোকসান করিয়ে দেয়। কিন্তু, দ্বয়িষ্যবোধ সম্পন্ন বাচ্চারা সেই পুণ্যের খাতার প্রতি সজাগ থাকে। তা না হতে পারলে মায়া তাদেরকে দেউলিয়া করে ছাড়ে। এটা এমনই এক বিশেষ ধরনের লাভ-ক্ষতির ব্যবসাও বটে। যা জমা হবার তাও জমা হয় না, উল্টে পূর্বের জমা থেকেও কম হয়ে যায়। মায়াই তোমাদের এসব ভুলিয়ে দেয়। সেটাই তোমাদের চেক করতে হবে, কতটা বাবাকে স্মরণ করছো, আর কতজনকে তোমার মতন করে গড়ে তুলছো ? যে ভাল ব্যবসায়ী হয়, সে সবকিছুই হিসেব-নিকেশ করে মিলিয়ে দেখে। তা না করলে, সে তো অনভিজ্ঞ-আনাড়ী ব্যবসায়ীই হবে। কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে খুবই সুখ দেন, যেমন কেউ হয়ত লিখে জানালো- বাবা, অমুক বি.কে. আমাকে এমনই তীর লাগিয়েছে যে, পাপ আত্মা থেকে আমি এখন পুণ্য আত্মায় পরিণত হয়েছি। সেই সব নতুন বাচ্চারা, বাবার সাথে সাথে সেই বি.কে.-র প্রতিও সমর্পিত হয়ে যায়।

বাচ্চারা, তোমাদের নিজের ও গৃহস্থ পরিবারের শরীর নির্বাহের জন্য কর্ম-কর্তব্যও তো করতে হবে। আবার ঘর-গৃহস্থালীতে থেকেও বাবার সাথে পুণ্য অর্জনের ব্যবসাও করতে হবে। যোগবলের দ্বারা নিজের পুরোনো পাপকে ভস্মও করতে হবে এবং অন্যদেরকেও পুণ্য আত্মা বানাতে হবে। এসবকিছুই কিন্তু করতে হবে, বুদ্ধিযোগের সাহায্যে। আর বুদ্ধি উন্নত হয় তখনই, যদি বাবার স্মরণে থাকতে পারো। আর তা না হলে তো দেহ-অভিমানে এসে মিত্র-সম্বন্ধীদেরকেই স্মরণে আসবে। মায়া এমনই নাছোড়বান্দা, কিছুতেই যেন ছাড়তে চায় না। অনেকে আবার এমনও আছে, শিববাবার এই শ্রীমং অনুসারে চলতে চলতে, হঠাৎই সেই শ্রীমং-কেই লাথি মেরে দূরে সরিয়ে দেয়, ফলে আগামীতে তারা পদ-ব্রষ্টও হয়ে যায়। অবশ্য অন্তিমে তাদেরকে অনুতাপ করতে হবে এবং তখন গ্রাহি গ্রাহি আকার ধারণ করবে। সুবোধ বাচ্চারা কিন্তু সবার হৃদয়েই নিজেদের স্থান করে নেয়। তারাই বাবার নাম উচ্ছল করে। পাণ্ডব সেনাতেও কেউ কেউ মহারথী হয় আবার সাধারণ সৈন্য-বাহিনীতেও কেউ কেউ মহারথী হয়। একমাত্র তোমরা বি.কে.-রাই সেই দু-ধরনের সেনাদেরকেই বুঝতে পারো। এসবই সূক্ষ্ম বোঝার বিষয়। খুব কম সংখ্যক বাচ্চাই শ্রীমং অনুসারে চলে থাকে। আর অন্যেরা শ্রীমং অনুসারে না চলার কারণে, বাবার নামও বদনাম হয়। একেই বলা হয় শ্রীমংকে লাথি মারা। এই ব্রহ্মাকুমারীস্ সংস্থা প্রকৃত সত্য অর্থাৎ সং-সঙ্গের সংস্থা। এখানে বাচ্চারা একে অপরকে এমন ভাবে নিজের মতন করে গড়ে তোলে, যাতে তারাও স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। মায়া তাদের অনেককে এমন পাপ আত্মা বানায় যে, তারাও বাবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ভক্তি-মার্গে তো তোমরা সবাই বাবার প্রেমিকা স্বরূপ। বর্তমানের এই সঙ্গমযুগে তোমরা বাচ্চারা বাবাকে পিতা রূপেই

পাও। এখানে তোমরা সবাই ওনারই সন্তান। এছাড়া, তোমরা ওনার প্রেমিকাও বটে। অতএব, এমন প্রেমিককে কত বেশী করে স্মরণ করা উচিত সেইসব প্রেমিকাদের। ... আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) রূপ-বসন্তের মতন যেন মুখ থেকে অনবরত জ্ঞান-রস্নাই বেরোতে থাকে। যোগের দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে শক্তিশালী ও সুস্থ বানাতে হবে।

২) বাবার মতন সবাইকে সুখ দিয়ে সুখদাতা হতে হবে। দুঃখ দেবার কু-সংকল্প বা বিকল্প কখনই করবে না।

বরদান :- ইচ্ছারূপী মৃগতৃষ্ণার পিছনে দৌড়োবার বদলে প্রকৃত পুণ্য উপার্জন করার লক্ষ্যে "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা"-ধারী হও

ব্যাখ্যা :- কোনও কোনও বাচ্চারা ভাবে যে, তার ভাগ্যে যদি লটারী আসে, তবে তা যন্ত্রের কাজে লাগবে। আসলে, সেই পয়সা কিন্তু যন্ত্রের কাজে আসে না। কখনও বা নিজের ইচ্ছার কথা ভেবেই তা বলে যে, লটারী পেলে তো যন্ত্র সেবাতেই লাগাবো। কিন্তু এখানে এখন যে কোটিপতি, সে আগামী সদা কালের জন্য কোটিপতির পদ হারাবে। ইচ্ছার পিছনে দৌড়ানোর অর্থ, মরীচিকায় মৃগতৃষ্ণার পিছনে ছোটা। অতএব পুণ্য জমা করতে হলে, প্রকৃত সম্পদ (জ্ঞান) অর্জন করো। জাগতিক ইচ্ছা থেকে "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা"-ধারী হও।

স্লোগান :- বিঘ্নকে বিঘ্ন না ভেবে, তাকে খেলা ভেবে চলতে পারলে, সেই খেলায় হাসতে-গাইতে বিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা বাড়িতে বসে ওয়ান্ডারফুল রুহানী যাত্রা করছ, তোমাদের হল বুদ্ধির যাত্রা, কর্ম করতে করতে এই যাত্রায় এগিয়ে চলো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে"

প্রশ্ন:- এই জ্ঞান মার্গে রহস্য ভরা (জটিল) এবং অতি সূক্ষ্ম কোন্ কথাটি তোমরা বাচ্চারা এখন শুনছ ?

উত্তর :- তোমরা জানো মেল অথবা ফিমেল আমরা হলাম সবাই একমাত্র শিব পরমাত্মার সজনী আত্মা। সজন একমাত্র পরমাত্মা। যদিও দৈহিক দৃষ্টিতে আমরা হলাম শিববাবার নাতি নাতনি। ঔনার সম্পত্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। আমরা ২১ জন্মের জন্যে সদা সুখের প্রপাটি দাদুর কাছে প্রাপ্ত করি - এই হল সেই অতি জটিল কথা ।

গান :- আমাদের তীর্থ অনুপম

ওম্ শান্তি। দৈহিক যাত্রা ও রুহানী যাত্রার উপরে এই গীত তৈরি করেছে ভক্তিমার্গের ভক্তজন। যা অতীতে হয়ে গেছে সেসবের গায়ন করে। মানুষ মাত্রই সবাই দৈহিক যাত্রার কথা জানে। তারা দেখে জন্ম জন্মান্তর পরিক্রমা করে এসেছে। তাদের বুদ্ধিতে বদ্রিনাথ, শ্রীনাথ ইত্যাদির কথাই থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরও এই দৈহিক যাত্রা ইত্যাদি স্মরণে ছিল এবং এখনও স্মরণে আছে। তোমরা জন্ম জন্মান্তর যাত্রা করেছ। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে রুহানী যাত্রার জ্ঞান আছে। মানুষের বুদ্ধিযোগ হল স্থূল দৈহিক যাত্রার দিকে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ হল রুহানী যাত্রার দিকে। রাত-দিনের তফাৎ কিনা। এখন তোমরা রুহানী যাত্রার দিকে এগিয়ে চলেছ। এই ওয়ান্ডারফুল যাত্রা ঘরে বসে করছ। কেউ বুঝতে পারবে এই যাত্রা টি কি ? যখন চাকরি ব্যবসায় ব্যস্ত থাকো তখন এত স্মরণে থাকেনা। কিন্তু যখন বিচার সাগর মন্বন করতে বসবে তখন ভালোভাবে স্মরণে আসবে - আমরা যাত্রা করছি। নলেজ তো খুবই সহজ। বাচ্চারা বুঝতেও পারে বরাবর পতিত পাবন বাবা কি করেন ? পবিত্র হওয়ার জন্য নিশ্চয়ই যাত্রা করতে হবে। ঐ হল মিষ্টি মধুর নির্বাণ ধাম, সব ভক্তরাই স্মরণ করে। এই কথা কারো জানা নেই যে ভগবানকে আমাদের কাছে আসতে হবে বা আমাদের ভগবানের কাছে যেতে হবে। ভাবে আমাদের গুরু অথবা আমাদের পূর্ব পিতৃজন নির্বাণ ধাম বা নিরাকারী বতনে গমন করেছেন। আচ্ছা তারপরে সেখানে কি করছেন ? গিয়ে কি বসে আছেন ? কি হয়েছে , কিছু জানা নেই। শুধু বলে দেয় পার নির্বাণের দিকে প্রশ্ন করেছেন। জ্যোতি জ্যোতিপুঞ্জে মিশেছে। ঢেউ সাগরে মিশেছে। কিছুই জানা নেই যে এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরছে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন এই রুহানী যাত্রা একবারই হয় - এই শেষ জন্মে। রুহানী যাত্রা অথবা আত্মাদের যাত্রা বলা যায়। প্রথমে তো বাচ্চাদের এই কথায় নিশ্চয় হয়েছে যে আমরা আত্মা। বলা হয় জীব আত্মা দুঃখ পায় এই সময় যখন আত্মা জীবের সঙ্গে আছে , এখন তারা সজনী তাই বাবাকে খুঁজে বেড়ায়। মেল অথবা ফিমেল সবাই সজনী। যদিও মেল বা পুরুষকে কে কি কেউ সজনী বলবে। কিন্তু এই হল খুবই গুহ্য জটিল বিষয় । তোমরা নিজেকে শিববাবার নাতি ভাব - যদিও দেহধারী আছো তো সেই হিসাবে নাতি নাতনি হলে ।

বাবা বুঝিয়েছেন তোমাদের দাদুর সম্পত্তিতে অধিকার আছে। কোনো পিতা যতই ধনবান হোক , বাচ্চা যদি অযোগ্য হয় তাহলে সম্পত্তি দান করবেনা , এমন হতে পারে। কিন্তু দাদুর সম্পত্তি পুরানো প্রথা অনুযায়ী রাজাদের বংশে চলে আসছে। সত্যযুগ ত্রেতায় তোমরা দাদুর সম্পত্তি ভোগ করবে। এখন তোমরা দাদুর কাছে সম্পত্তি প্রাপ্ত কর। দাদুর সম্পত্তি খুবই বিশিষ্ট। ২১ জন্ম তোমরা সদা সুখের সম্পত্তি প্রাপ্ত কর। পরম পিতা পরমাত্মা হলেন দাদা (দাদু বা গ্র্যান্ড ফাদার) । বাবা বলা হবে ব্রহ্মাকে। বলা হয় এই সম্পত্তি আমরা দাদুর কাছে প্রাপ্ত করি। তোমরা যত পুরুষার্থ করবে ততই দাদুর কাছে সম্পত্তি প্রাপ্ত করবে। যেমন এই মাতা পিতা , জগৎ অম্মা, জগৎ পিতা পুরুষার্থ করেন , তেমন ভাবেই আমরাও এই পুরুষার্থের দ্বারা এমন উঁচু পদের অধিকারী হই। দাদুর কাছে ফুল প্রপাটি প্রাপ্ত করি, রাজস্ব প্রাপ্ত করি। তোমরা জানো ওই বাদশাহী কত সময় চলে। পয়েন্ট তো অথাহ রয়েছে। যদি এইরকম ভাবে তোমরা কাউকেও বোঝাও তো সহজে বুঝে যাবে। দুইজন পিতা তো অবশ্যই আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পিতা তো সবাই বলে। গড ফাদারকে সবাই মানে। তিনি বড় তাই দাদু ব্রহ্মা হলেন ওঁনার সন্তান । ব্রহ্মার নাম তো বিখ্যাত। বিষ্ণু বা শঙ্করকে প্রজাপিতা বলা হবেনা। সূক্ষ্ম বতনে তো আর রচনা করবেন না। ব্রহ্মা-ই নিশ্চয়ই এখানে ব্রাহ্মণ রচনা করেন। ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা পরম পিতা পরমাত্মা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন। যেমন বলা হয় - ক্রাইস্ট খ্রিস্টান সম্প্রদায় রচনা করেছেন, ইব্রাহিম ইসলাম সম্প্রদায় রচনা করেছেন । নাম তো আছে তাইনা। শঙ্করাচার্য্যও রচনা করেন। প্রত্যেকটি ঝাড়ে বা বৃক্ষে শাখা প্রশাখা তো হয়। এ হল বেহদের ঝাড়। যার রচয়িতা অথবা বীজরূপ তো বিখ্যাত, নামিগ্রামী। ফাউন্ডেশন উপরে স্থিত। বীজ রয়েছে উপরে । বাকি শাখা প্রশাখা এখন এখানেই বলা হবে। সেইসব মানুষের রচনা। এই ব্রহ্মাকুমারী সংস্থা বীজরূপ বাবা স্বয়ং রচনা করেছেন, যিনি বীজরূপ পরম পিতা পরমাত্মা উপরে বাস করেন। এমন নয় সম্পূর্ণ শাখা প্রশাখার বীজরূপ উপরে আছে। এইসব খুবই সূক্ষ্ম জ্ঞানের কথা। পরম পিতা পরমাত্মাকে সর্বদা উপরে উদ্দেশ্য করেই স্মরণ করা হয়। ক্রাইস্ট কে উপরে স্মরণ করা হয়না। পরম পিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল তো এক। সেইসব কখনও পরিবর্তন হয়না। তো এইসব বাবা বসে ভালো রীতি বোঝাচ্ছেন।

তোমরা বাচ্চারা জানো - আমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হই। বাচ্চারা সর্বদা একরস থাকেনা। প্রথমে ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়, তারপর ১৪ কলা, পরে কলা কম হতে থাকে। সত্যযুগের পরে আমরা নীচের দিকে গমন করি। এইসময় আমরা একদম উপরে উঠে যাই। এইটি হল উপরে যাওয়ার পথ। ঐ হল নীচে আসার পথ , এই পথের মহিমা খুব বেশি। পতিত পাবন হলেন একজন। সবাই একের স্মরণে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে না জানার কারণে দেহধারীদের স্মরণ করে কারণ এই কথা ভুলেছে যে পতিত পাবন কে , নিশ্চয়ই একজন-কেই বলা হবে। তোমাদের ছাড়া কারো বুদ্ধিতে এই কথা আসবেনা। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে। এখন তোমরা বোঝো আমরা দাদুর নাতি এবং বাবার ঘরে বসে আছি। এখানে দাদুও উপস্থিত আছেন। অবতার নিশ্চয়ই এখানে নেবে তাইনা। তোমরা বলবে এখানে আমাদের দাদু আমাদের পড়ান। তিনি পরম ধাম থেকে আসেন। তিনি হলেন রূহানী দাদু , অন্য সবার দৈহিক সম্পর্কে দাদু হয়। তাই দাদু বললে খুশীতে একেবারে উথলে ওঠা উচিত। যদিও রাজা ইত্যাদি খুব বিতবান হয় কিন্তু দাদু আমাদের কি দেন ? স্বর্গের বাদশাহী। এইসব কথা এখন তোমরা বুঝেছ। সত্যযুগে এইসব কথা ভুলে যাও। সেখানে এই লক্ষ্মী নারায়ণ ইত্যাদির এই কথা জ্ঞান খোড়াই থাকে জও স্বর্গের সুখ আমাদের কে প্রদান করেন ? যদি এই কথা বুঝতে পারে তবে এই কথাও জানবে যে এর আগে আমরা কি ছিলাম ? খুব ওয়াল্ডারফুল কথা।

লক্ষ্মী নারায়ণের এই কথা জানা থাকেনা যে এই রাজধানী কে প্রদান করেন। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তোমাদের দেবতাদের চেয়েও পদ মর্যাদা উঁচুতে , এখানে তোমরা দাদুর কাছে সম্পত্তি প্রাপ্ত কর।

তোমরা জানো বরাবর এই ব্রহ্মা হলেন পিতা, এনার দেহে দাদু অথবা গ্র্যান্ড ফাদার আসেন। না হলে পতিতদের পবিত্র করবেন কিভাবে । সব আত্মারা উপর থেকে নীচে আসে শরীর ধারণ করতে। ওঁনার নিজের শরীর নেই। এইসব কথা বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ওঁনাকে বলা হয় পরম আত্মা। এর মানে এই নয় যে পরমাত্মা বিশাল , আত্মা ক্ষুদ্র। পরমাত্মা এবং আত্মার মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। এমন নয় পরমাত্মা ছোট বড় হবে। বাবা বলেন আমি খুব সাধারণ ! আমার মহিমা হল বিশাল কারণ এসে সবাইকে পতিত থেকে পবিত্র করি। আমিও হলাম আত্মা। আমার মধ্যে যে নলেজ আছে সেসব তোমাদের প্রদান করি। এমন নয় আত্মা ছোট বড় হয়। আত্মায় নলেজ না থাকার জন্যে আত্মা আবর্জনাশয় হয়ে যায়। নিস্তেজ হয়ে যায়। প্রদীপ নিভে যায়, তাতে যখন জ্ঞান ঘৃত ঢালা হয় তখন আবার জ্বলে ওঠে। বাকি আত্মা কি ? এমন নয় কোনো আত্মা। আত্মা এমনভাবেই শীতল হয় যেমন পরমাত্মা হলেন শীতল। তিনি সবাইকে শীতল করে দেন। গায়ন আছে শীতল যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাবাবার অঙ্গ শীতল হয়ে যায় শিববাবা প্রবেশ করলে। যে দেহে প্রবেশ করেন সেই দেহধারী আত্মাকে শীতল করে দেন। তোমরা জানো বাবা হলেন কত খানি শীতল ! শীতল ও তপ্ত। তারা কাম চিতায় জ্বলে পুড়ে মরছে, সে কথা আর বলার নয়। কেউ এমন পাপাত্মা আছে যে যতই জ্ঞানের শীতল জল ছেটাও শীতল হয়না। কত পরিশ্রম করতে হয় এক একজনের উপর ! বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমরা শীতল হয়েছ ? সন্ন্যাসী , উদাসী এইরকম খোড়াই জিজ্ঞাসা করে। মামা-ই সবাইকে পতিতে পরিণত করেছে। কাম চিতায় পুডতে থাকে।

তাহলে তোমরা বাচ্চারা জানো প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান আমরা , শিববাবা হলেন দাদু তাই বর্সা প্রাপ্ত হওয়া উচিত তাইনা। একজন বাবা , একজন দাদা (দাদু) , ওঁদের সম্পত্তি অনেক বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়। আর কোনো মানুষ প্রজাপিতা বলবেনা। শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা। যদিও এখন তোমরা সামনে বসে আছ তাই জানো - আমরা শিববাবার সঙ্গে বসে আছি। তিনি আমাদের দাদা যিনি স্বর্গের রচয়িতা, ওঁনার কাছে আমরা রাজ যোগের শিক্ষা প্রাপ্ত করি। দাদুর কাছে স্বর্গের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় যার ফলে ২১ জন্ম আমরা কখনো কাঙাল হব না। তোমরা বিত্তবান হও। যে তোমরা পূজ্য দেবী দেবতা ছিলে তারাই পূজারী হয়েছে। তোমরা জানো আমরা বাবার কাছে বর্সা নিয়ে ২১ জন্ম সুখ ভোগ করব। অনেক বার বর্সা নিয়েছ এবং হারিয়েছ। গত-পরশু নিয়েছিলে , গতকাল হারিয়েছ , আজ আবার নিচ্ছ। আগামীকাল আবার হারাবে। এইসব কথা তোমরা এখন জানো। এই সময় নলেজফুল, জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে এসে তোমরাও মাস্টার জ্ঞানের সাগর হও। নলেজ প্রাপ্ত কর। এমন নয় কোনও তেজস্বী আলোকরশ্মিতে পরিণত হও। এইসব হল প্রশংসা। যেমন কৃষ্ণের প্রশংসায় বলা হয় - কৃষ্ণের জন্ম হলে সম্পূর্ণ ঘর আলোয় ভরে যায়। এবারে সেসময় তো ছিলই স্বর্গ, দিন। আলো তো ছিলই। বাকি এমন নয় কোনও আলো প্রকাশিত হবে। এইসবই শুধুমাত্র মহিমা করার জন্যে বলা হয়। যদিও পরম পিতা পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা , কিন্তু সম্পূর্ণ মহিমা ওঁনার কর্তব্য কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়। মহিমা তো অনেকেরই করা হয়। মানুষ বলে - অমুক ব্যক্তি মৃত্যুর পরে স্বর্গে গেছে, তবে কি স্বর্গ উপরে আছে ? দিলওয়ারা মন্দিরের ছাদে বৈকুণ্ঠ দেখানো হয়েছে। নীচে আছেন আদি দেব, জগৎপিতা, জগৎ অশ্বা। নিশ্চয়ই তারা নীচে নরকে বসে আছেন।

স্বর্গে যাওয়ার জন্যে রাজ যোগ শিখছেন। এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো হবহ এক্যুরেট স্মারক চিহ্ন রয়েছে। আমরাও এখানে বসে আছি। এইসব ওয়ান্ডারফুল কথা। বাচ্চারা এসে দাদুর আপন হয়েছে তো খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকা উচিত। আমরা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হই। পরিশ্রম ছাড়া কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবেনা। ঐ পরিশ্রম হল স্কুল , এই হল সূক্ষ্ম। আত্মাকে পরিশ্রম করতে হয়। রুটি তৈরি করা, চাকরি ইত্যাদি করা ... এইসব আত্মা করে। এখন বাবা আত্মাদের এই রুহানী কার্যে যুক্ত করেন। তার সাথে দৈহিক কার্য ইত্যাদি করতে হবে। সন্তানকেও লালন পালন করতে হবে। এমন নয় বাবা আমি আপনার , সন্তান ইত্যাদি আপনাকে লালন পালন করতে হবে। সবাইকে বাবা লালন পালন করলে এত বড় বাড়ি পাওয়া যাবেনা। দিল্লির লালকেল্লা সমান একশত কিনা বা দুর্গ একত্র করা হলেও এতজন সন্তান কোথায় রাখা হবে। হতে পারেনা। সুতরাং এই বাড়িটা র কোনও শক্তি নেই। নিয়ম রয়েছে গৃহস্থে থেকে নিজের পুরুষার্থ করো। এত সব বাচ্চারা এখানে এলে চলবে কিভাবে ? তাই বাবা বলেন আমায় স্মরণ করো। দাদুর কাছে অবিনাশী খাজানা প্রাপ্ত হয়। কত খুশীর কথা ! সময় বেশি নেই। গায়ন আছে রাম গেল , রাবণ গেল ... ভবিষ্যতে সাক্ষাৎকার হবে যে এর পরে কি হওয়া সম্ভব। নিজের ঘরের কাছে পৌঁছালে সেই ঝাড় ইত্যাদি দৃশ্যমান হবে। তোমরাও কাছে পৌঁছে যাবে তখন বুঝতে পারবে এখন কি হবে। বাবা জ্ঞানও দিতে থাকবেন। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবা সম শীতল স্বরূপে জ্ঞানের জল ছিটিয়ে মনুষ্য আত্মাদের শীতল করার সেবা করতে হবে।

২) দাদুর সম্পত্তি স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে। রুহানী কর্ম করে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে।

বরদান :- যিনি করাবার তিনি করাচ্ছেন - এই স্মৃতি দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম সম্পাদনকারী চিন্তামুক্ত বাদশাহ হও

ব্যাখা: তিনি চালাচ্ছেন, তিনি করাচ্ছেন - এই স্মৃতি দ্বারা নিমিত্ত হয়ে প্রতিটি কর্ম করতে থাকো তাহলেই চিন্তামুক্ত বাদশাহ হবে। "আমি করছি" - এই ভান এলে চিন্তা মুক্ত হয়ে থাকতে পারবেনা। কিন্তু বাবার দ্বারা নিমিত্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে - এই স্মৃতি চিন্তামুক্ত বা নিশ্চিন্ত জীবনের অনুভব করায় , কাল কি হবে সে চিন্তা নেই। তাদের এই নিশ্চয় থাকে যে যা কিছু হচ্ছে সেসব ভালোর জন্যে এবং যা হবে সেসব আরও ভালোই হবে, কারণ যিনি করাচ্ছেন তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ।

স্লোগান - নিজের শান্তি ও সুখের ভাইব্রেশন দ্বারা প্রত্যেককে সুখ শান্তির অনুভূতি করাও তখন বলা হবে প্রকৃত সেবাধারী ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- লাক্স (লক্ষ্য) সাবান দিয়ে আত্মা রূপী বস্ত্রকে পরিষ্কার কর, ভিতরে যেন কোনও ময়লা না থাকে"

প্রশ্ন :- পুরুষার্থী বাচ্চারা কর্মের কোন গুহ্য গতিকে জেনে সদা পুরুষার্থ করতে প্রস্তুত থাকে ?

উত্তর :- আত্মার মধ্যে অনেক জন্মের পাপ কর্মের বোঝা সঞ্চিত আছে, অনেক পুরানো গভীর সংস্কার আছে ; সেসব সংস্কার যোগ ছাড়া পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় । আত্মা পাপ কর্ম করতে সম্পূর্ণ ময়লা হয়ে গেছে, তাই একে পরিষ্কার করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে । স্মরণ ছাড়া পরিষ্কার হবে না । স্মরণে অনেক তুফান (বাধা) আসবে, কিন্তু যতই তুফান আসুক না কেন বাচ্চারা পুরুষার্থ থেকে সরে আসবে না, তার মধ্যেই লেগে থাকবে ।

গীত :- আমি একজন ছোট বাচ্চা, তুমি হলে সর্বশক্তিমান ...

ওম্ শান্তি । এখন যারাই এসে বাবার বাচ্চা হয়, তারা নিজেরাই বলে বাবা, আমি এখন নতুন ছোট বাচ্চা । কোনও বাচ্চা ১ মাসের, কেউ ৮ দিনের ; এখানে তো সবাই ছোট তাই না ! নতুন বাচ্চারা বলবে আমরা ছোট । কারও ২০, কারও বা ১৫ বছর হয়েছে । বৃদ্ধি এভাবেই হয়েছে । আত্মারা বলে, বাচ্চা তো হয়েছি কিন্তু ছোট । আমাকেও বর্ষা দাও বা জ্ঞান বর্ষণ কর । জ্ঞান বর্ষণ তো হয় তাইনা ! এনাকেই ভাগ্যশালী রথ বলা হয়, যিনি জ্ঞান গঙ্গা বা জ্ঞান অমৃত আনয়ন করেছেন ; তাঁর অনেক নাম (মহিমা) । তিনিই ভাগীরথ, তিনিই অর্জুন আবার দক্ষ প্রজাপতিও তাঁকে বলা হয় । একজনই তো প্রজাপিতা যিনি সবার পথপ্রদর্শক । অনেক বাচ্চা আসে, যাদের বস্ত্র (আত্মা) একদম ময়লা পুরানো হয়ে গেছে । ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রে ভিন্ন আত্মা । কেউ এতো জরাজীর্ণ পোশাকে যে ধুলেই ছিড়ে যাবে । বাবা বলেন, এই ধোবিঘাট কত বছর ধরে চলে আসছে, পোশাকের পর পোশাক ধোওয়া হচ্ছে । কারও কারও পোশাক তো এতটাই ময়লা যে, যতই পরিষ্কার করা হোক না কেন কিছুতেই ময়লা দূর হয়না । জ্ঞান রূপী সিটি বাজলেই শতচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে । দৌড়ে পালিয়ে যায় । যারা পরিষ্কার হয়না, তারা শুদ্ধ হয়না অন্যদেরও শুদ্ধতা প্রদান করতে অসমর্থ হয় । বুঝে নিতে হবে তার ভাগ্যে নেই । যে নিজে পরিষ্কার হবে সে অন্যদেরও স্বচ্ছ পবিত্র করে তুলতে সমর্থ হয় । এটা হল ধোবীঘাট, আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র হয়ে যায় । শ্যাম থেকে গৌর হয় । এখন তো সবাই শ্যাম । বাবা তো এসেইছেন পাপী আত্মা থেকে মুক্ত করে তোমাদের সম্রাট তৈরি করতে । বাবা পাপিষ্ঠ আত্মা থেকে সম্রাট - এর সম্রাট তোমাদের বানাতে এসেছেন ।

এই জন্মের ব্যাপারে সবকিছু তোমরা জান, কিন্তু পূর্ববর্তী জন্মের ব্যাপারে তোমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । যখন তোমরা অন্যদের কাছে ব্যাখ্যা কর ; আর তারা বুঝেও বোঝেনা, নিজেদের সংশোধন করে না, তখন বোঝা যায় যে তারা অতীতে এতটাই অশুদ্ধ ছিল যে তারা সংস্কার পরিবর্তনে অসমর্থ । ঠিক যেমন গরম তাওয়াতে জল পড়লেই তা শুকিয়ে যায়। ঈশ্বর এসে লাক্স সাবান দিয়ে তোমাদের পরিষ্কার করেন, প্রত্যেকের নার্ভ বোঝেন । বাবা কত সহজ রীতিতে তোমাদের বোঝান । বাচ্চারা

আমাকে স্মরণ করলে আত্মা পবিত্র হবে । নষ্টমোহও (আসক্তি হীন) হতে হবে । বাবা হলেন সবচেয়ে প্রিয় ।

দ্বাপর থেকে আধাকল্প ধরে ভক্তরা ভক্তি করেছে, তারাই আবার দেবী দেবতা হবে এটা তোমরা বুঝে গেছ । বাবা বলেন, উঠতে বসতে আমাকে স্মরণ কর, ঠিক যেমন একজন পাত্র ও পাত্রীর আশীর্বাদ হয়ে যায় তখন তারা একে অপরকেই স্মরণ করে তাই না ! এখানে তো কেউ কেউ প্রিয়তম বা প্রিয়তমাকে ছেড়ে পলায়ন করে, কিন্তু যে প্রিয়জন স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিচ্ছেন তাঁকেই স্মরণ করে না । এমন কথা আর কেউ বলবে না যে, আমি অজামিলের মতো পাপ আত্মাদের উদ্ধার করতে আসি ; ঠিক যেমন কল্পের শুরুতে করেছিলাম । কারও কাপড় স্বচ্ছ কারও বা ময়লা । স্ত্রী বলে, বাবা আমাকে শুদ্ধ পবিত্র কর, তার স্বামী বলবে আমি তো বিকার ছাড়া থাকতে পারিনা; শুরু হয়ে যায় দুজনের লড়াই। অবলাদের প্রতি কত অত্যাচার হয় । যারা পবিত্র হতে পারেনা নানা ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে । সন্ন্যাসীদের তো কেউ বাধা দিতে পারবে না । এমনকী গভর্নমেন্টও তাদের বলতে পারেনা যে , তোমার সন্তানের দায়িত্ব কে নেবে ? এখানে এই কারণ বশতঃ কলহ শুরু হয়ে যায় । একজন পবিত্র হয়তো অন্যজন অজামিলের মতো পাপীই থেকে যায়। যারা ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি হয় তারা কাউকে পরোয়া করে না। তারা সম্পূর্ণ রূপে নষ্টমোহ হতে পারে । (বিনাশী) রাজস্বকেও দূরে সরিয়ে দিতে পারে । ভক্তি মার্গের মীরা তার প্রকৃত দৃষ্টান্ত । ভক্তিমার্গে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে । এখানে বড়জোর কিছু অনুরূপ দৃষ্টান্ত আছে । হ্যাঁ, কেউ হয়তো বেড়িয়ে আসবে যে বলবে আমি শুদ্ধ হতে চাই । ততক্ষণাত্ বলবে, আমি রাজস্বের পরোয়া করিনা । ঠিক যেমন ঐ রাজারা তাদের রাণীদের পরোয়া না করে ত্যাগ করেছিল; ঠিক তেমনই এখন সেরকমই কিছু রাণী বেড়িয়ে আসবে যারা রাজাকে পরোয়া করবে না । "আমি তো স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি" ।

ভক্তিমার্গে সেই রাজাদের নাম আছে যারা সন্ন্যাস নিয়েছিল । এখন হলো জ্ঞান মার্গ । প্রত্যেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে , কতখানি ধোবী আমি হতে পেরেছি ; কেন উচিত নয় ভালো ধোবী হওয়া ? ধোবীদের মধ্যেও তো নম্বরক্রম আছে তাইনা !

বিদেশে (বাড়ির বাইরে) যখন কাপড় ধোয়ার জন্য পাঠানো হয় নিশ্চয়ই ওরা খুব ভালো করে কাপড় ধোবে, এখানেও তাই । কেউ তো শ্রীমতে চলে শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে যায়, তারা নিজেরা পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করে তোলে । যখন পুরুষরা পবিত্র হয়না তখন তাদের স্ত্রীদের অনেক অত্যাচার সহন করতে হয় । আজকাল তো খুব সাবধানে চলতে হয়, কেননা প্রতিটি মানুষ ৫ বিকারের শিকার । ক্রোধে বশীভূত হয়েও কত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তারা বলে বাবা আমি বশীভূত হয়ে পড়েছি । দেহ -অহমিকা চলে আসে, আর তার কারণেই আবার বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে । নিজেকে দেহী মনে করে বাবাকে স্মরণ না করলে রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায় । মনসায় তুফান তো আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা যেন কোনও দুষ্কর্ম না হয় । বাবা বলেন, বিশ্বের মালিক হওয়া কোনও মাসির বাড়ি বেড়াতে যাওয়া নয় । লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক হয়েছিলেন, নিশ্চয়ই কিছু পুরুষার্থ করেছিলেন । বাবা সত্যিই এখানে বসে স্বর্গের রাজা রাণী তৈরি করেন, সুতরাং বাচ্চাদের শ্রীমত ধারণ করে চলতে হবে । শ্রীমত একমাত্র বাবাই দেন, বাকি সব ভূত মত। শ্রীমতকে ভুলে গেলেই আসুরি মতে চলে যাবে আর মায়া আক্রমণ করে মাথা হেঁট করিয়ে লজ্জিত করে তুলবে । নিজেকে চেক করে দেখ আমি কতটা ময়লা ? কুমারকার মতো(দাদী প্রকাশমণি জী) ভালো ভালো

বাচ্চারাও রয়েছে, যারা ভালো সার্ভিস করছে। মতো সার্ভিস করে । বাচ্চারা মল মূত্রে ক্লেদাক্ত ময়লা কাপড় ধুয়ে অন্যদের ৫ বিকারের উপর জয়ী হতে সমর্থ করে তোলে । মন্দ আত্মাও কিছু আসে যারা নামকে বদনাম করে দেয় । নোংরা, দুর্গন্ধময় যারা তাদের খোড়াই বি কে বলবে ! তাদের রেজিস্টার সম্পূর্ণ রূপে খারাপ হয়ে যায় । বাবা পরিষ্কার করার জন্য আঁচাড় মেরে মেরে কত চেষ্টা করেন। তিনি বলেন -- বাবাকে স্মরণ করলে পোশাক পরিষ্কার থাকবে নয়তো আবার ময়লা হয়ে যাবে । ধারণা না হলে বুঝতে হবে যে , আমি কতটা ময়লা! পূর্ববর্তী জন্মে নিশ্চয়ই খুব ময়লা ছিলাম । লজ্জা হওয়া উচিত । পুরুষার্থ না করলে নোংরাই থেকে যাবে, যোগ্য হতে পারবে না । তোমরা এখানে আস যোগ্যতা অর্জনের জন্য । যদি পরিষ্কার হতে পার সূর্যবংশী বা চন্দ্রবংশী হতে পারবে । বাবা বেহদের (অসীম, অনন্ত) বিশাল বুদ্ধি দিয়েছেন । সারা দুনিয়ার সৃষ্টি চক্র সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান হয়েছে । লোকে বলে - হে পতিত, পাবন, তিনি নিশ্চয়ই একজনই হবেন ; যাকে স্বর্গের গডফাদার বলা হয় । তিনি হলেন নিরাকার ।

৫ হাজার বছর হয়ে গেছে যখন এই ধোবীঘাট খোলা হয়েছিল । বাবা বলেন, ৫ হাজার বছর পর -পরই আমি ভারতে ধোবীঘাট খুলে থাকি ।

যোগ দ্বারা তোমরা চির পবিত্র হয়ে যাও, তারপর ২১ জন্ম তোমরা আর পতিত হবে না কারণ ওখানে মায়ার প্রবেশাধিকার নেই । পবিত্র না হলে তোমরা বৈকুণ্ঠে যেতে পারবে না। প্রজা তো অনেক হবে কিন্তু তাতে তোমাদের রাজি হওয়া উচিত নয় ।

গীত আছে : তুমি মাতা -পিতা আমি বালক তোমার । তোমার কৃপায় রাজস্বের সুখ পাব, প্রজার সুখ নয়। এটা তো হলো দুখধাম , বিত্তবান কিছু আছে নিশ্চয়ই কিছু ভালো কর্ম করেছে । এ হলো লৌকিক রাজত্ব ; স্বর্গ হলো পারলৌকিক রাজত্ব । তোমরা বাচ্চারা জান উভয় রাজত্ব তোমরা কি ভাবে পাও । বাবা বলেন, আমার শ্রীমতে চললে ২১ জন্মের জন্য কোনও সাজা তোমাদের ভোগ করতে হবে না । এমনটা নয় যে, কাজকর্ম সব ছেড়ে দিয়ে এখানে বসে থাকবে । তোমাদের সম্ভানদের লালন - পালন করতে হবে, কারণ তোমরা তাদের সৃষ্টি করেছ । ব্যবসায়ে লাভ কিংবা লোকসান তো হতেই পারে । সত্য যুগে হলো প্রালঙ্ক, ওখানে লোকসানের কোনও ব্যাপারই নেই । এখানে তোমরা শ্রীমত দ্বারা এতো লাভ কর যে, ২১ জন্মের জন্য কোনও লোকসান তোমাদের সহিতে হবে না। সম্পূর্ণ জ্ঞান না হলে নিচু পদ লাভ করবে । শ্রীমত অনুসারে চললে নষ্টমোহ হওয়ার সাথে সাথে উঁচু পদও প্রাপ্ত করবে । তারা সম্মানিত এখানেই হবে । নম্বর অনুযায়ী রাজত্ব প্রাপ্ত করতে হলে পিতা - মাতাকে অনুসরণ করা উচিত । মাতা - পিতা শিক্ষা গ্রহণ করেই তোমাদের তা প্রদান করছেন । বলেন, শ্রীমতে চলো , বিকারগ্রস্ত হয়োনা । সতর্কতা অবলম্বন কর। অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝান বাবা । বাবা অবিনাশী সার্জন, বাকি তো সবাই রুগী। তোমরা তাদের সাহায্যকারী হও। তোমরা নম্বর অনুসারে অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন । সবচেয়ে তীক্ষ্ণ অবিনাশী সার্জন একজনই শিববাবা । সার্জনের (শল্য চিকিত্সক) মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে তাইনা ! কেউ তো লক্ষ টাকা উপার্জন করে, কেউ বা অনাহারে থাকে । কেউ যখন চলতে চলতে বাবার হাত ছেড়ে দেয়, তবে বলা হয় যে, ছিঃ ছিঃ এ তো নোংরা অপবিত্র পোশাক । অনেক জন্মের পুরানো সংস্কার এমনভাবে আকর্ষণ করে যে, জ্ঞান ধারণে অসমর্থ হয় । জ্ঞানের রঙ তাদের রঙিন করে তুলতে পারেনা । এটাই হলো ড্রামা । বাবা আসেনই সুখ দিতে ।

সাধুদেরও নির্বাণধামে তাদের নিজ সেকশনে (বিভাগ) পাঠিয়ে দেবেন । ভারতের যে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম ছিল তা প্রায় বিলুপ্তির পথে। নিজেদের ধর্ম কর্ম দ্বারাই ভ্রষ্ট হয়ে গেছে ।

দেবী দেবতা বলার মতো কেউ নেই । তাদের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই আমি এসে আবার তা স্থাপন করি । নিশ্চয়ই অন্য ধর্মের আত্মাদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মানুষ মুক্তিধামেই যেতে চায় । বাবা বলেন, আমি এর জন্যই এসেছি, সুতরাং বাচ্চারা নিজেদের জিজ্ঞাসা কর আমরা কি এতটাই পতিত ছিলাম যে, জ্ঞান ধারণে অসমর্থ হয়ে গেছি ?

যদি অসমর্থ হও, মাঝা বাবার সিংহাসনে বসতে পারবেনা ; তোমাদের দাস - দাসী হতে হবে । বাবা বলেন, আমি পতিতদের পবিত্র করতে এসেছি এই শরীরের (ব্রহ্মা বাবার) আধার নিয়ে । এ ছাড়া পতিতদের পবিত্র কি ভাবে করব ? তোমরা বলতে পার বাবার দ্বারা আমরা দেবী দেবতারা পবিত্র হচ্ছি, এখনও সম্পূর্ণ হইনি তবে পুরুষার্থ করছি । শ্রীমত অনুসারে চলে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, এই জ্ঞান বাবাই এসে দিয়ে থাকেন । নলেজফুল এক গডফাদারকেই বলা হয়। উনিই সারা ব্রহ্মান্দ , মূলবতন, সূক্ষ্মবতন , স্থূলবতন, সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের খবর এসে জ্ঞাত করান। তোমরাও নলেজফুল হও । কিছু তো নলেজফুল হয়ে যায় কেউ আবার ধারণা গ্রহণে অসমর্থ হয় । বুঝবে যে ভাগ্যে নেই । ভালো বাচ্চারা তীব্র পুরুষার্থ করে, বাকি ঘর পরিবার তো সামলাতেই হবে । শুরুতে এদের ১৪ বছরের ভাটি ছিল । কাপড় (আত্মা) ধুতে ধুতে কত পরিষ্কার হয়ে গেছে । কেউ নির্মল, স্বচ্ছ পবিত্র হয়েছে কেউ বা নোংরাই রয়ে গেছে । আজকাল তো ভাটিতে অল্প কিছু সংখ্যক সাতদিন থাকতে সমর্থ হয় । শুরুতে সম্পূর্ণ ভাটি হত । ভাটি না হলে তোমরা প্রস্তুত হবে কি করে ? ইট পোক্ত হয় যখন ভাটিতে পোড়ানো হয়, নরম কাঁচা ইট ভেঙে পড়ে বাকি ইট মজবুত হয় । এখানেও ঠিক তাই, শ্রীমত অনুসারে না চলে অনেক কাপড় (আত্মা) ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, পরিষ্কার হয়না । এখন তোমরা আত্মারা পরমপিতার সাথে যুক্ত হও । শিববাবা বলেন, আমি চির পবিত্র। আমাকে স্মরণ করলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । গৃহস্থ পরিবারে থেকেই এটা অভ্যাস কর । বাধ্য বাচ্চারা শীঘ্রই এটা অভ্যাস শুরু করে দিয়ে, খুশিতে উচ্ছল থাকে । রাত্রি জাগরণ করে আত্মাকে পরিষ্কার করে তোলে । তারা বিশ্বাস করে পবিত্র হলেই পবিত্র পোশাক পরিধান করতে পারব । বাবা বলেন , নিদ্রাকে জয় কর । বাবাকে স্মরণ করলেই আত্মা পবিত্র হবে । অমৃত বেলা সুন্দর মুহূর্ত । বাবার উপদেশ -- ঐ সময় তোমরা তাঁকে স্মরণ কর, ঘুম পেলে চোখে তেল লাগিয়ে নাও । অর্থাৎ পুরুষার্থ কর । শ্রীমত দ্বারা বাবাকে স্মরণ কর। যতই মায়ারূপী তুফান আসুক না কেন, বাবাকে স্মরণ কর । আচ্ছা -

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধী বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপ দাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর গুডমর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) শ্রীমতে চলে সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। যুক্তি সহকারে সংযমী হয়ে চলতে হবে । রেজিস্টার খারাপ করা উচিত নয় ।

২) নিদ্রাজীত হয়ে অমৃত বেলায় বিশেষ আত্মাদের পরিষ্কার করার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে । জ্ঞান - যোগ দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে ।

বরদান :- সদা সাক্ষী স্থিতিতে স্থিত হয়ে, নির্লেপ (লেপহীন) অবস্থাকে অনুভব করতে সমর্থ সহজযোগী হও

যে দেহ সম্বন্ধ আর দেহ থেকে সাক্ষী অর্থাৎ আলাদা, সে এই পুরানো দুনিয়াকেও সাক্ষী রূপে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয় । সম্বন্ধ সম্পর্কে এসেও আলাদা অথচ সবার প্রিয় হয়ে ওঠে । এই স্থিতিই সহজযোগী অনুভব করতে সমর্থ হয় । একেই বলে সাথে থেকেও নির্লিপ্ত থাকা । আত্মা নির্লেপ হয়না কিন্তু দেহী - অভিমানী স্থিতিই নির্লেপ অর্থাৎ মায়ার লেপ বা আকর্ষণ থেকে মুক্ত । এই স্থিতিতে স্থিত হলে মায়া রূপী ভীর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় ।

স্লোগান :- শুভ ভাবনা আর শুভকামনা দ্বারা সূক্ষ্ম সেবা করতে সমর্থ যে হয় সে-ই হল মহান আত্মা ।

উড়তি কলায় মাওয়ার বিধি এবং পুণ্য আত্মাদের লক্ষণ

আজ বাগান মালিক, বাবা, তাঁর রুহানী বাগিচার সুগন্ধি পুষ্পসকলকে এবং আগামীকালের বিশেষ কল্যাণার্থে নিমিত্ত হওয়া সাহসী এবং উদ্যমী কলিসকলকে দেখছেন। আগামীদিনের সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তি ছোট ছোট বাচ্চাদের দেখছেন। (আজ বাপদাদার সামনে ছোট ছোট বাচ্চাদের গ্রুপ বসে আছে) বাপদাদা এই ছোট ছোট বাচ্চাদের ধরণীর ঝলমলে নক্ষত্র বলেন। এই নক্ষত্রসকল বিশ্বে নতুন আলো দেওয়ার নিমিত্ত হবে। এই ছোটবড় বাচ্চাদের দেখে স্থাপনার আদির দৃশ্য স্মরণে আসছে। এইরকম ছোট বাচ্চারা বিশ্ব কল্যাণের কার্যে উৎসাহ-উদ্দীপনায় এই দৃঢ় সঙ্কল্পের সাথে বেরিয়ে আসে যে, আমরা ছোট বাচ্চারা সবচেয়ে বড় কার্য করে দেখাবো, যে রাজনৈতিক নেতারা, ধর্মীয় নেতারা, বিজ্ঞানী আত্মারা অতীষ্ট সাধন করতে চায় কিন্তু করতে পারেনা, আমরা ছোটরা সেই কার্য করে দেখাবো। আর আজ বাবা সেই ছোট ছোট বাচ্চাদের সঙ্কল্প সাকার রূপে দেখছেন। তারা মোটেই ছোট বাচ্চা নয়, তারা তো আজ শিবশক্তি পাণ্ডব সেনার রূপে কার্য করছে। হিষ্টিও সবাই তোমরা জানো, তাই না! আজ প্রজ্জ্বলিত দীপক থেকে তোমরা দীপমালা হয়ে বাবার কণ্ঠহার হয়ে গেছ। এখনই ছোটবড় সব বাচ্চাদের দেখে প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে বিশ্বের আগামীকালের ভাগ্যবান মূর্তি দেখা দিচ্ছে। সব বাচ্চারা নিজেদের কি হবে বলে ভাবছ? তোমরা লাকি নক্ষত্র, তাই না? আজ বাচ্চাদের দিন, বড়রা গ্যালারিতে বসে দেখবে। বাপদাদাও বিশেষ বাচ্চাদের দেখে খুব খুশি। একেকজন বাচ্চা অনেক আত্মাদের বাবার পরিচয় দিয়ে বাবার বরসার অধিকারী বানাও, তাই না! এমনিতো বাচ্চাদের মহাত্মা বলা হয়ে থাকে। সবাই তোমরা প্রকৃতই মহান আত্মা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পবিত্র আত্মা তোমরা, তাই না! এইরকম মহান আত্মারা, তোমরা সদা নিজেরা একই সঙ্কল্পে স্থির থাকো? এক বাবার হয়ে এবং একই শ্রীমতের অনুসরণ করে চলতে হবে। এই নিশ্চয় পাকা করেছ তো! তোমরা যখন নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যাবে সেখানে কোনও সঙ্গে আটকে পড়বে না তো? তোমাদের সবার ফটো এখানে তোলা হয়েছে এইজন্য সদা নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন মনে রেখো। সদাসর্বদা স্মরণে রেখো তোমরা প্রত্যেক বাচ্চা বিশ্বের সকল আত্মাদের শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের নিমিত্ত। এতবড় দায়িত্ব নেওয়ার সাহস আছে তোমাদের? অমৃতবেলা থেকে শুরু করে তোমরা সব বাচ্চারা নিজেদের সেবার দায়িত্ব পালন করছো? যদি কোনও বিষয়ে তোমরা কমজোর হও তো এখনই ঠিক করে নিও। তোমাদের প্রত্যেকের ওপর সবার নজর আছে। এই কারণে, অমৃতবেলা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সহজ যোগীর এবং শ্রেষ্ঠ যোগীর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীবনের জন্য তোমাদের যা দিনচর্যা দেওয়া হয়েছে তা তোমাদের যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে, এই ব্যাপারে স্থিরসঙ্কল্প হয়ে অ্যাটেনশন দাও। সবাই জানো তোমরা যোগীর যোগ্যতা কি? (সব বাচ্চারা বাপদাদার সব কথায় জী হাঁ বলে রেসপন্ড করতে থাকে) যোগী আত্মা কিভাবে বসে, কেমন তার চলন, দৃষ্টি কিরকম হয়, এই সবকিছু সবাই তোমরা জানো? এইভাবে চলো তোমরা নাকি অল্প অল্প চঞ্চলতাও চলে আসে? সবাই তোমরা যোগী আত্মা, তাই না! সমগ্র দুনিয়ার সব মানুষ যা করে তোমরা বাচ্চারা তা করতে পারোনা। তোমরা, মহান আত্মাদের, এইরকম শান্তস্বরূপ থাকতে হবে, সেখানে যত বড় ব্যক্তিস্বেরই উপস্থিতি থাকুক, কিন্তু তোমরা, সব শান্তস্বরূপ আত্মাদের, দেখে তাদের যেন শান্তি অনুভূত হয়। আর তাদের উপলব্ধি করতে দাও যে তোমরা সাধারণ বাচ্চা নও, সব অলৌকিক বাচ্চা। তোমরা পৃথক

অথচ প্রিয় এবং বিশেষ আত্মা । তাহলে তোমরা এইভাবে চলো ? এখন থেকে এটারই পরিবর্তন করো । তোমরা সব বাচ্চাদের সাথে মিলনের জন্য বাপদাদা বিশেষভাবে এসেছেন । বুঝেছ তোমরা ?

বাচ্চাদের সাথে বড়রাও এসেছে । এখানে উপস্থিত সব বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ দিচ্ছেন । সাথে এটাও তো সবাই জানো যে বর্তমান সময় অনুযায়ী বাপদাদা সব বাচ্চাদের উড়তি কলার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, উড়তি কলার শ্রেষ্ঠ সাধন তো জানো, তাই না ! একটা শব্দের পরিবর্তনে সদা উড়তি কলার অনুভব করতে পারো । সেই এক শব্দ কোনটা ? শুধু 'সবকিছু তোমার' । 'আমার' শব্দ বদলে 'তোমার' করে নেওয়া । 'তোমার' শব্দই 'আমি তোমার' বানিয়ে দেয় । আর এই একটা শব্দই সদা ডবল লাইট বানায় । "আমি তোমার" যখন তো আত্মা লাইট অর্থাৎ হালকা । আর "সবকিছু তোমার" তখনও লাইট অর্থাৎ হালকা হয়ে গেলে, তাই না ! তাইতো শুধু একটা শব্দ 'তোমার' । ডবল লাইট হয়ে যাওয়ায় সহজ উড়তি কলার হয়ে যাও । 'আমার' বলা তোমাদের বহুকালের অভ্যাস । এই 'আমার' শব্দ তোমাদের অনেকরকমভাবে ঘুরপাক খাইয়েছে । এখন এই শব্দকে পরিবর্তন করে নাও, তাহলেই 'আমার সবই তোমার' হয়ে গেল । এই পরিবর্তন কঠিন তো নয়, তাই না ! সুতরাং সদা এই এক শব্দের প্রকৃত স্বরূপে স্থিত থাকো । বুঝেছ তোমরা, কি করতে হবে ? শ্রেষ্ঠ আত্মারা যারা সদা গভীর ভালোবাসায় নিষ্ঠাভরে মগ্ন থাকে, এইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মারা বর্তমানেও শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব করছে এবং

তাদের ভবিষ্যৎও শ্রেষ্ঠ আর অবিনাশী বানাচ্ছে । অতএব, এই এক শব্দ মনে রাখো । বুঝেছ তোমরা ? এই আধারে যত অগ্রগতি চাও ততই আগে যেতে পারো এবং নিজের কাছে যত ধনসম্পদ জমা করতে চাও ততই জমা করতে পারো । বাস্তবে, লৌকিক জীবনে যারাই সদা খ্যাতনামা ভালো বংশের আত্মা হয়, তাদের নিজেদের জীবনে সদা একটা লক্ষ্য থাকে দানপুণ্য করার । সবাই তোমরা সবচেয়ে বড় এবং শ্রেষ্ঠ কুলের । সুতরাং শ্রেষ্ঠ কুলের ব্রাহ্মণ আত্মারা অর্থাৎ সর্ব খাজানায় সম্পন্ন আত্মাদের লক্ষ্য কি ? সদা মহাদানী হও । সদা পুণ্য আত্মা হও । যদি কোনো বিকারের বশবর্তী হয়ে একটাও সঞ্চল্ল করেছ, তো সেটাকে কি বলা হবে ? পাপ অথবা পুণ্য ? পাপই তো বলবে, তাই না । সদা নিজের প্রতিও পুণ্য কর্তা হও । সঞ্চল্লও পুণ্য আত্মা, বচনেও পুণ্য আত্মা আর কর্মেও পুণ্য আত্মা । যখন তোমরা পুণ্য আত্মা হয়ে গেছ তো পাপের লেশমাত্র থাকতে পারেনা । সুতরাং সদা এটা স্মৃতিতে রাখো যে তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মারা সদা পুণ্য আত্মা । যেকোন আত্মার প্রতি সদা শ্রেষ্ঠ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনা পোষন করাই সবচেয়ে বড় পুণ্য । যেমন আত্মাই হোক না কেন, বিরোধী আত্মা বা স্নেহী, কিন্তু পুণ্য আত্মার পুণ্য এটাই, যে বিরোধী আত্মাকেও শ্রেষ্ঠ ভাবনার পুণ্য পুঁজি দ্বারা পরিবর্তন করতে পারে । পুণ্য বলাই হয়, কোনো আত্মার কোনো বস্তুর অপ্রাপ্তি থাকলে তাকে সেই বস্তুর প্রাপ্তি করানোর কার্যকে । এটাই পুণ্য । যখন কোনো বিরোধী আত্মা তোমার অর্থাৎ পুণ্য আত্মাদের সামনে আসে তখন সেই আত্মাকে সহনশক্তি দ্বারা বঞ্চিত আত্মারূপে দেখবে । আর নিজের পুণ্যের পুঁজি দ্বারা, শুভ ভাবনা দ্বারা শ্রেষ্ঠ সঞ্চল্ল দ্বারা সেই আত্মার সহনশক্তি প্রাপ্তির তুমি সহযোগী আত্মা হবে । সেই আত্মার জন্য এটাই পুণ্য কর্ম হয়ে যায় । পুণ্য আত্মা সদাসর্বদা নিজেকে দাতার বাচ্চা, দাতা, মনে করবে । সে কোনও আত্মার থেকে সাময়িক প্রাপ্তি নেওয়ার কামনার উর্ধ্বে থাকে । "এই আত্মা কিছু দিলে, আমিও দেবো বা এ কিছু করলে আমিও করবো" , পুণ্য সেই আত্মার হৃদে এমন কামনা থাকেনা । কারণ দাতার বাচ্চা হয়ে সে সবার প্রতি স্নেহ, সহযোগ, শক্তি দেওয়া পুণ্য আত্মা হবে । পুণ্য আত্মা কখনও নিজের পুণ্যের বদলে প্রশংসা নেওয়ার কামনা রাখেনা, কারণ পুণ্য আত্মা জানে যে হৃদে এই প্রশংসা স্বীকার করা মানে সদাকালের প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া, এইজন্য

সদা সে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাগর সমান সম্পন্ন থাকে। পুণ্য আত্মা সদা নিজের বোলের মাধ্যমে অন্যকে খুশিতে, বাবার স্নেহে, অতীন্দ্রিয় সুখে, আনন্দময় রহনী জীবনের অনুভব করাবে। তার প্রতিটা বোল হবে খুশির পৌষ্টিক আহার, পুণ্য আত্মার সব কর্ম এমন হবে, যাতে তারা সব আত্মাদের সদা সহযোগের প্রাপ্তি করাতে সমর্থ হবে এবং এই পুণ্য আত্মার কর্ম দেখে সব আত্মা সামনে ওড়ার সহযোগ প্রাপ্তির অনুভব করবে। বুঝেছ তোমরা, পুণ্য আত্মার লক্ষণ ! সুতরাং সদা এইরকম পুণ্য আত্মাদের প্রভাব থেকে পাপের চিহ্নমাত্র সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা !

সদা প্রতি সঙ্কল্প দ্বারা পুণ্য কর্ম করে, এমন পুণ্য আত্মারা সদা এক শব্দের পরিবর্তন দ্বারা উড়তি কলায় গিয়ে, সদা দাতার বাচ্চা হয়ে সবাইকে দান করে, এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

কুমারদের প্রতি অব্যক্ত বাপদাদার মধুর মহাবাক্যঃ -

তোমরা সব কুমার ফার্স্ট নাস্বারে আসছ, তাই না ! ফার্স্ট নাস্বারের দাবীদার একজন নাকি তোমরা অনেকে ? আচ্ছা ! তোমরা ফার্স্ট ডিভিশনে আসবে ? জানো তোমরা, ফার্স্ট যারা আসবে তাদের বিশেষত্ব কি ? ফার্স্ট যারা আসবে তারা বাবা সমান হবে। সমানতাই সমীপতা নিয়ে আসে অর্থাৎ কাছাকাছি নিয়ে আসে। সমীপ অর্থাৎ যারা সমান হয় তারাই ফার্স্ট ডিভিশনে আসতে পারে। তোমরা তবে কবে বাবা সমান হবে ? যখন বিজয় মালার নম্বর ঘোষিত হবে, তখন তোমরা কি করবে ? কোনো ডেট নেই, কিন্তু মুহূর্ত উপস্থিত। এটা কি খুব কঠিন ? কুমাররা, তোমাদের কি মুশকিল হয় ? দুটো রুটি খেতে হবে আর বাবার সেবায় নিজেদের নিয়োজিত হতে হবে। এটাই সব, যা তোমাদের করতে হবে, তাই না ? শুধু দুটো রুটির জন্য তোমরা নিমিত্তমাত্র কাজই করো, তাই না ! এইভাবেই তো করো, কোনরকম মোহাবিষ্ট হয়ে করোনা তো ? শুধুমাত্র নিমিত্ত বলায় এটা হবেনা। কুমার শুধু মুখের বলায় কোনও কাজ করেনা ! তারা স্বতন্ত্র ! অতএব, সদা বাবা সমান হওয়ার লক্ষ্য রাখতে হবে। বাবা যেমন লাইট, তেমন ডবল লাইট হও। যখন অন্যদের দেখ তো দুর্বল হয়ে পড়ো, সী ফাদার , ফলো ফাদার করতে হবে। সদা এটা স্মরণে রাখো। সদা নিজেকে বাবার ছত্রছায়ায় রাখো। যারা ছত্রছায়ায় থাকে তারা সদা মায়াজিৎ হয়ে যায়। যদি ছত্রছায়ার নীচে না থাকো, যদি কখনো এর নীচে না থেকে এর থেকে দূরে সরে যাও তো পরাহত হবে। ছত্রছায়ার নীচে থাকে যারা তাদের মেহনত করতে হয়না। নিজে থেকেই সর্বশক্তির কিরণ তাদের মায়াজিৎ বানিয়ে দেয়। "এক বাবা সর্ব সম্বন্ধে আমার" - এই স্মৃতি তোমাদের সমর্থ আত্মা বানিয়ে দেয়।

কুমারসব, তোমরা এখন জীবনের এইরকম নকশা বানিয়ে দেখাও যাতে সবাই বলে, "যদি কোনও নির্বিল্প আত্মা থাকে তো তারা এখানে ! সবাই তোমরা বিল্ল বিনাশক হও, যারা নড়বড়ে তাদের মতো নয়, বরং বায়ুমন্ডলের পরিবর্তনকারী। শক্তিশালী বায়ুমন্ডল বানানোর কারিগর হও। বিজয় পতাকা যেন সদা উড়তে থাকে। এইরকম বিশেষ পরিকল্পনা করো। যেখানে ইউনিটি আছে, সাফল্য সেখানে সহজেই আসে। অন্যকে নিচে নামিয়ে আনার ইউনিটি কোরোনা, বরং ওপরে ওঠানোয় ইউনিটি বানাও। সদা উড়তি কলায় যেতে হবে এবং সবাইকে নিয়ে যেতে হবে - সদা এই লক্ষ্য রাখো। কুমার অর্থাৎ সদা আঙুলকারী এবং কর্তব্যনিষ্ঠ। প্রতি পদে ফলো ফাদার করে। যা বাবার গুণ তাই বাচ্চাদের, যা বাবার কর্তব্য তাই বাচ্চাদের, যা বাবার সংস্কার তাই বাচ্চাদের, এটাকে বলা হয়ে থাকে ফলো ফাদার করা। বাবা যা করেছেন, শুধুমাত্র সেটাই তোমাদের রিপিট এবং কপি

করতে হবে। এখানে কপি করলে তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাব। ওখানে কপি করলে তোমাদের মার্কস কাটা যাবে, সেক্ষেত্রে কপি করে তোমরা ফুল মার্কস পেয়ে যাও। সুতরাং যে সঞ্চল্লই করো, প্রথমে চেক করো, যে সঞ্চল্ল করেছে তা বাবা সমান। যদি না চেক করে দাও। আর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে প্র্যাকটিক্যালি প্রয়োগ করো। কতো সহজ মার্গ! যা বাবা করেছেন সেটা তোমরা করো। এইভাবে যারা সদা বাবাকে ফলো করে তারা নিরন্তর সর্বশক্তিমান স্থিতিতে স্থিত থাকে। বাবার উত্তরাধিকার হলোই সর্বশক্তি আর সর্বগুণ। সুতরাং 'বাবার উত্তরাধিকারী' অর্থাৎ সর্বশক্তি এবং সর্বগুণের অধিকারী। তাহলে

কিভাবে কোনো অধিকারী সেই অধিকার খোঁজতে পারে! যদি অসতর্ক হও তবে মায়া সেসব চুরি করে নেবে। মায়াও তার সবচেয়ে ভালো গ্রাহক, ব্রাহ্মণ আত্মাদের জুটিয়েই নেয়। এইজন্য সেও তার চান্স খোঁজে। অর্ধেক কল্প তোমরা তার সাথী হয়ে থেকেছ, সুতরাং এমন সাথীদের কিভাবে ছেড়ে দেবে! মায়ার কাজই হলো আসা, আর তোমাদের কাজ হলো বিজয় প্রাপ্ত করা, বিভ্রান্ত হ'য়োনা! যখন শিকারির সামনে শিকার আসে তখন কি সে ভয় পেয়ে যায়? মায়া আসে তো জিত প্রাপ্ত করো, বিভ্রান্ত হ'য়োনা। আচ্ছা!

টিচারদের সাথে: - নিমিত্ত সেবাদারী! নিমিত্ত বললে সহজেই স্মরণে আসে, কে নিমিত্ত বানিয়েছেন! তোমরা সেবাদারী শব্দ বলার আগে অবশ্যই 'নিমিত্ত' শব্দ বলো। নিজেদের নিমিত্ত মনে করলে তোমরা স্বতঃই নির্মান হয়ে যাবে। আর যে যতো নির্মান হবে ততই সিদ্ধিদায়ক হবে। নির্মান হওয়া অর্থাৎ সিদ্ধিস্বরূপ হওয়া। সুতরাং, সমস্ত নিমিত্ত সেবাদারী, নিজেদের নিমিত্ত মনে করে চলছে? যারা নিজেদের নিমিত্ত ভাবে, তারা সদা হালকা আর সফলতার প্রতিমূর্তি হয়। যতো হালকা হবে তোমরা অবশ্যই ততটা সফল হবে। কখনো কখনো সেবা কম হয়, কখনো বেশি, তাতে তোমাদের বোঝা মনে হয়না, তাই না? কি হবে কিভাবে হবে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার চিন্তা ভাবনায় তোমাদের ভারী লাগেনা তো! যিনি করানোর তিনিই করাচ্ছেন, তুমি শুধু নিমিত্ত হয়ে কার্য করছ, এটাই সেবাদারীর বিশেষত্ব। সদা নিজের পুরুষার্থে এবং সেবাতে সন্তুষ্ট থাকলে, একমাত্র তখনই তাদের সন্তুষ্ট হবে, যাদের জন্য তুমি নিমিত্ত হয়েছো। সদা সন্তুষ্ট থাকো আর অন্যকে সন্তুষ্ট রাখো, এটাই তোমাদের বিশেষত্ব।

বর্তমান সময় অনুযায়ী, সেবাদারীর সেবা কি? সকলকে হালকা বানানোর সেবা। উড়তি কলায় নিয়ে যাওয়ার সেবা। উড়তি কলাতে তোমরা শুধুমাত্র তখনই অন্যদের নিয়ে যেতে পারো, যখন তোমরা হালকা হও। নিজেদেরও সব রকমের বোঝা হালকা করো আর অন্যদের বোঝাও তোমরা হালকা করাও। যে আত্মাদের নিমিত্ত সেবাদারী হয়েছ, তাদের লক্ষ্যে তো পৌঁছে দিতে হবে, তাই না! তোমরা তাদের অবশ্যই আটকে দিওনা বা তোমাদের বন্ধনে ফাঁসতে দিওনা, বরং তোমাদের হালকা হতে হবে আর তাদের হালকা বানাতে হবে। তোমরা হালকা হলে নিজে থেকেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। সেবাদারীদের এটাই বর্তমান সার্ভিস। উড়তে থাকো আর উড়াতে থাকো। সেবায় সবাই লটারী লাভ করেছে, প্রতিনিয়ত এই লটারী কার্যে প্রয়োগ করতে থাকো। প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটা শ্বাস সেবা চালিয়ে যাও। এতেই সদা বিজি থাকো। আচ্ছা!

বরদান: - সুখস্বরূপ হয়ে সারা বিশ্বে সুখের কিরণ ছড়িয়ে মাস্টার গুণসূর্য ভব

বাবা যেমন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, তেমনই নিজেও জ্ঞানস্বরূপ, সুখস্বরূপ হও, সর্বগুণ সম্বন্ধে শুধু বর্ণন নয়, বরং এই সকল গুণের অনুভবও করতে হবে । যখন সুখস্বরূপের অনুভাবী হবে, তখন তুমি- সুখস্বরূপ আত্মা দ্বারা সুখের কিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে । ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, একইভাবে তোমার জ্ঞান, সুখ, আনন্দের কিরণ যখন সকল আত্মাদের কাছে পৌঁছে যাবে তখন বলা হবে মাস্টার জ্ঞানসূর্য ।

স্লোগানঃ - দিব্য জন্মধারী ব্রাহ্মণ তারা, যারা নিজেদের বোল, সঙ্কল্প এবং কর্ম দ্বারা দিব্যতার অনুভব করায় ।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই কলিযুগী দুনিয়ার সুখ কাক বিষ্ঠা সম, এই দুনিয়া এখন গেলো বলে, তাই এর প্রতি আকর্ষণ রেখো না, আসক্তি দূর করতে হবে"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের মন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি লাগে না ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা আঞ্জাকারী, বিশ্বাসী এবং নিশ্চয়বুদ্ধির হয়, তাদের মন এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না কেননা তাদের বুদ্ধিতে থাকে, এই বিনাশ এখন হলো বলে । এ এক জাদুর খেলা, মায়ার আবরণ । এর এখন বিনাশ হতেই হবে । বাঁধ ভেঙ্গে যাবে, ভূমিকম্প হবে, সাগরও ধরিত্রীকে গ্রাস করবে এ সবই হবে, নতুন কিছুই নয় । তোমাদের যদি সুইট হোম, সুইট রাজধানী স্মরণে থাকে তাহলে এই দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আসবে না ।

গীত :- যার সাথী হলো ভগবান

ওম শান্তি । এই গীত হলো নিশ্চয়তার উপর । যখন তোমরা বাবার হও বা বাবা যখন আসেন, তখন তিনি এসে আমাদের সাথী হন । বাচ্চারা জানে যে, বাবা যখন আসেন, তখনই বিনাশের তুফান শুরু হয় । বাবা আসেন পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি করিয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে । ভূমিকম্প হবে, সমুদ্র নীচে থেকে ধরনী গ্রাস করবে, বর্ষণও উপর থেকে ধরিত্রীকে ডুবিয়ে দেবে । এই সব হবেই । ওরা তো গান এমনই বসে বানিয়েছে । তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ বাচ্চারা জানো যে, বরাবর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবেই । বাবা এসেছেনই নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে । তিনি ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক বানান । পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে বাচ্চাদের আবার সমগ্র বিশ্বের রাজস্ব আশীর্বাদী বর্ষায় দেন । তোমরা জানো যে, বাবার থেকে নতুন বিশ্বের মালিকত্বের আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যায় । এই পুরানো বিশ্ব তো কোনো কাজেরই নয় । মানুষ বুঝতে পারে যে, এখন স্বর্গ তৈরী হচ্ছে । কিন্তু এ সবই হলো মায়ার মিথ্যা আবরণ । সমস্ত জিনিসই চকচকে নকল সোনা, সমস্ত রাজ্যই গিলটির । সবই মৃগতৃষ্ণার সমান, এতেই মানুষ খুশী হয় । পূর্বে যখন মুসলমানদের রাজ্য ছিলো তখন এই এরোপ্লেন, মোটর ইত্যাদি খোড়াই ছিলো । এ সবই মায়ার চমক । ওরা কতো প্ল্যান তৈরী করে । বাচ্চারা জানে, এ সবকিছুই বিনাশ হয়ে যাবে । ভূমিকম্প হবে এই সমস্ত বাঁধের জল ভরিয়ে দেবে । মানুষ মনে করে, এই সবই তারা সুখ পাবে কিন্তু এই সবকিছু থেকেই দুঃখের প্রাপ্তি হয় । এই এরোপ্লেনও দুঃখদায়ী হয়ে উঠবে, এই এরোপ্লেন থেকেই বোম্বস পড়বে । তাই বাচ্চারা এই সমস্ত কথাই ভুলে যায় তাই তাদের মন এই পুরানো দুনিয়াতেই আটকে থাকে । যারা বাবার আঞ্জাকারী, বিশ্বাসী এবং সম্পূর্ণ সাহায্যকারী বাচ্চা হয়, সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হয়, তারা জানে যে, যাই হোক না কেন, এ কোনো নতুন কথা নয় । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো অনেকবারই হয়েছে, সেই আবার অবশ্যই হবে । ওরা ভাবে যে, অনেক নতুন নতুন জিনিস তৈরী হচ্ছে, এ তো স্বর্গ তৈরী হচ্ছে, আর তোমরা বাচ্চারা কেবল জানো যে, এ তো এক জাদুর খেলা । যেমন কোনো পুরানো সোনাকে রং, রূপ দিয়ে তাকে চমকদার করা হয়, তেমনই এই পুরানো দুনিয়াকেও রং, রূপ দিয়ে চমকপ্রদ করার সমস্ত প্ল্যান বানাতে থাকে । তারা এ কথা জানেই না যে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যাবে । এ তো তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো যে, এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে ।

মানুষ তো বলে দেয় যে এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে তারপর ভগবান এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করবেন। প্রথমে তিনি ব্রহ্মার রচনা করবেন তারপর তাঁর থেকে মনুষ্য সৃষ্টির রচনা হবে। সে তো কবে হবে, তা কেউ জানে না। এ তো বাবা বসে বাচ্চারা তোমাদের বোঝান। ভগবানের হলো শ্রীমত। এখন শ্রীমত যখন বলা হয় তখন অবশ্যই বোঝা উচিত এ উচ্চ ভগবানের মতই হবে। ব্রহ্মার বা বিষ্ণুর শ্রীমত বলা হয় না। ভগবান এসে ব্রহ্মার শরীরের দ্বারা কিভাবে শ্রীমত দেন --- এ কথা মানুষ জানে না। তারা এ কথা বুঝতে পারে না যে -- ব্রহ্মা নীচে কিভাবে এলো, তিনি তো সূক্ষ্মবতনবাসী। তাই এই সব কথা না জানার কারণে তারা কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণের কোনো সাধারণ রূপে পরমাত্মা প্রবেশ করেন --- এমন কোনো ঘটনাও হয় না। এই কথা কেউই জানে না। বাবা বলেন যে, আমিও অনেক গুরু করেছিলাম কিন্তু কিছুই জানতাম না। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে, শ্রীমত কার? শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ হলেন তো নিরাকার, তাঁরই হলো শ্রীমত। শিবায় নমঃ -- বলা হয় না? তাঁর মহিমা হলো অপরমপার। এই কথা কেবল তোমরা বাচ্চারাই জানো। এই সব কথা কারোর বুদ্ধিতে বসাতে গেলে কতো পরিশ্রমের প্রয়োজন।

এখন ভক্তদের ভগবানের মতের প্রয়োজন। এ তো ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। গীতার ভগবান এসে ভক্তদের মত দিয়েছিলেন, তো ভক্তদের উদ্ধার কিভাবে হবে, ভক্তরা তো বলে দেয়, ভগবান সর্বব্যাপী। ভক্তরাই যদি ভগবান হয়, তাহলে বলো তাদের কি হাল হবে। এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে, ভগবান হলেন এক, তিনি আসেনই ভক্তদের রক্ষা করতে। এই সময় মানুষ সবাই রাবণের শোকবাটিকাতে রয়েছে। অন্য কোনো মানুষ বা সাধু - সন্ত আদি এদের রক্ষা করতে পারবে না। ভক্তদের রক্ষা একমাত্র ভগবান করেন।

মানুষ এই কথা জানে না যে, আমরা পতিত দুনিয়া এই নরকে নিবাস করছি। পবিত্র দুনিয়া স্বর্গকে বলা হয়। এই কথাও কোটিতে কয়েকজনই বুঝবে। আগের কল্পের হারানিধি বাচ্চারাই এখানে আসবে। কল্প কল্প তোমরাই হারানিধি বাচ্চা হও তারপর কেউ কেউ তো সম্পূর্ণ বাবার প্রিয় হয় আবার কাউকে তো মায়া কাঁচাই খেয়ে ফেলে। বাবার স্মরণ না করার ফলে চট করে বিকার এসে যায়। প্রথম প্রথম দেহ অহংকারের বিকার এলে তার সঙ্গে অন্য বিকারও চেষ্টা করতে থাকে, এই কারণেই বাবা বলেন, তোমরা দেহী অভিমানী হও কেননা সবাইকেই এখন ফিরে যেতে হবে। এখানে তো কেবল দুঃখই দুঃখ। কলিযুগী দুনিয়ার সুখ কাক বিষ্ঠা সমান। এ তো সন্ন্যাসীরাও বলে আর তোমরাও বুঝতে পারো। তোমরা বাচ্চারা নরক এবং স্বর্গকে জানো। নরকে তো কোনো সুখই নেই। নরকে কোনো আকর্ষণ রাখা হলো নিজের পদ ভ্রষ্ট করা। কোনো জিনিসেই কোনো আসক্তি রাখবে না। তোমাদের বোঝা উচিত যে, এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এই দুনিয়া এখন আর কোনো কাজের নয়। প্রথম প্রথম দেহ - অভিমান আসার কারণে এই দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আসে। দেহী - অভিমানী যেমন এই দুনিয়ার থেকে উর্ধ্বে থাকে। ও হলো হৃদের বৈরাগ্য আর এ হলো বেহৃদের বৈরাগ্য। আমরা এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যাই কারণ এ সম্পূর্ণ দুঃখদায়ক। এখানে আর অল্প কিছুই আছে, এ তো শেষের পথে। বাকি আমরা খুব অল্প সময়ের অতিথি। তো ব্রাহ্মণরাই বলে, আমরা পুরানো দুনিয়াতে খুব অল্প সময়ের অতিথি। আমরা আমাদের সুইট হোম, সুইট রাজধানীতে গিয়ে সুখ ভোগ করবো, এখন আমাদের যেতে হবে। এই পুরানো দুনিয়া কবরস্থান হয়ে যাবে তাই দেহ সহিত সবকিছুই ভুলে যেতে হবে। এই শরীর হলো পুরানো জুতোর তুল্য, একে এখন ত্যাগ করতে হবে, আমাদের যোগে থাকতে হবে। যোগে থাকলে আমাদের আয়ু বৃদ্ধি পাবে আর আমরা বাবার

থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে পারবো। দেহী - অভিমানীদের আয়ু বৃদ্ধি পায় না। তাদের দেহের প্রতি প্রেম হয়ে যায়। কারোর চেহারা সুন্দর হলে তাদের দেহের প্রতি প্রেম হয়ে যায়। খুব ভালোভাবে তারা সেই চেহারাকে পরিচ্ছন্ন করতে থাকে, যেমন ভাবে বাসন পরিচ্ছন্ন করা হয়। তোমরা যত যোগে থাকবে, ততই আত্মা পিওর হতে থাকবে তারপর নতুন শরীর রূপী বাসনের জন্য উপযুক্ত হবে। আমরা যতই শরীরকে সাবান, ভেসলিন, পাউডার ইত্যাদি লাগাই না কেন, তবুও এই শরীর হলো পুরানো শরীর। পুরানো বাড়িকে যতই মেরামত করো না কেন তা পরিত্যক্তই মনে হয়, এই শরীরও তেমনই। নিজের সঙ্গে এমন বার্তালাপ করলে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষার প্রতি মন লাগবে আর কোনো জিনিসেই তখন মন লাগবে না। আমি আত্মা, বাবার কাছেই যাবো। বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের লাভ হতেই থাকে। আয়ুও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আত্মা বুঝতে পারে ---আমি যোগবলের দ্বারা শুদ্ধ হচ্ছি। আমার এই শরীর এখন কোনো কাজের নয়। যদিও সন্ধ্যাসীরা পবিত্র থাকে তবুও তাদের শরীর তো পতিত। এখানে কারোর শরীরই শুদ্ধ হতে পারে না। ওখানে শরীর বিকার বিষের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। এই কথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। স্বর্গেও যদি বিকারের দ্বারা জন্ম হয় তাহলে তাকে নির্বিকারী দুনিয়া কেন বলা হয়? সেখানে তো আত্মা আর শরীর দুইই পবিত্র থাকে।

তোমরা জানো যে এই সময় পাঁচ তন্ত্রও আয়রন এজের তাই শরীরও তেমন হয়। এখানে রোগ ইত্যাদি হয়ে যায়, ওখানে শরীর কখনোই রোগগ্রস্ত হয় না। এ সমস্তও বোঝার মতো কথা। ওখানে তোমাদের শরীরও নতুন হয়। প্রকৃতিও সতোপ্রধান হয়ে যায়। ওখানে এইসব ওষুধপত্র কিছুই থাকবে না। তোমাদের শরীরে দিব্য চমক থাকবে। কায়া একদম কাঞ্চন তুল্য হয়ে যাবে, ওই যুগকে স্বর্ণ যুগ বলা হয়। শরীর তো আর সোনার হয় না। লক্ষ্মী - নারায়ণকে পারসনাথ - পারসনাথিনী বলা হয়। তাঁদের শরীর দেখো কতো সতোপ্রধান। তাঁদের কতো মহিমা। এখন তো এই পাঁচ তন্ত্রও তমোপ্রধান, বিকার বিষের দ্বারাই এই শরীরের জন্ম হয়। সেখানে থাকে যোগবলের কথা। স্বর্গে অবশ্যই নির্বিকারী বাচ্চারাই থাকবে। মহাশত্রু কাম সেখানে থাকে না। বাবা বলেন, এই কাম তোমাদের আদি - মধ্য - অন্ত দুঃখ দেয়। ওই দুনিয়াকে বলাই হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া আর এই দুনিয়াকে সম্পূর্ণ বিকারী দুনিয়া বলা হয়। প্রত্যেকের ভিতরই এই পাঁচ আছে। তোমরা এই পাঁচ ভূতের উপর বিজয় তখনই পাও যখন সর্বশক্তিমান বাবার সঙ্গে যোগ লাগাও, যেই যোগবলের দ্বারা তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও। তাই তোমরা হলে ছদ্মবেশী শিবশক্তি সেনা। সেনারা শিব বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে শক্তি প্রাপ্ত করছে। সেই সর্বশক্তিমান বাবা হলেন স্বর্গের রাজধানী স্থাপনকারী, গড ফাদার। তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাতেই আসেন। এখন কিন্তু তোমরা স্বর্গের উপযুক্ত নও। বাচ্চার, আমি কল্পে - কল্পে এসে তোমাদের স্বর্গের রাজধানীর যোগ্য করে গড়ে তুলি। এখন তোমরা হলে এই নরকের মালিক। যদিও মানুষ বলে থাকে, অমুকে মারা গেছেন, স্বর্গবাসী হয়েছেন। তারা একদম বুঝতে পারে না যে, আমরা এই নরকেই আছি। বাস্তবে স্বর্গের খবর কেউই জানে না। মানুষ বলে, যাদের কাছে ধন - দৌলত বেশী আছে, তাদের কাছে এই দুনিয়াই স্বর্গ। আরে, এতো রোগ আদি যদি থাকে তাহলে তাকে কিভাবে স্বর্গ বলা যাবে? স্বর্গ তো সত্যযুগকে বলা হয়। কলিযুগে খোড়াই স্বর্গ আছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই দুনিয়া হলো বিকারী দুনিয়া। প্রত্যেক নারী হলো দ্রৌপদী আর পার্বতী। এই প্রত্যেক নারীকেই অমরনাথ অমরকথা শোনান। তাই প্রত্যেক দ্রৌপদীই গল্প হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই কথা বেহদের বাবা বসে বোঝান। ওই দুনিয়া হলো পাপমুক্ত, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া, সেখানে একদম বিকার নেই। আত্মা যখন এসে গর্ভে প্রবেশ করে তখন

সম্পূর্ণ পবিত্র থাকে। আত্মা যেহেতু পবিত্র আসে তাই তাকে গর্ভে কোনো সাজা ভোগ করতে হয় না। এখানে তো সবাই সাজা পায়। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এই দুনিয়াতে নিজেকে অতিথি মনে করতে হবে। দেহী - অভিমানী হয়ে পুরানো দুনিয়া আর পুরানো দেহ থেকে উর্ধ্ব থাকতে হবে।

২) যোগের দ্বারা আত্মা এবং শরীর রূপী বাসনকে স্বচ্ছ করতে হবে। এই শরীর কোনো কাজের নয় তাই এর প্রতি মমত্ব রেখো না।

বরদান :- খুশীর সম্পদে অনেক আত্মাকে ভরপুর করে সদা খুশীর ভাগ্যের অধিকারী হও

খুশীর ভাগ্যের অধিকারী তাদের বলা হয় যারা সদা খুশীতে থাকে আর খুশীর সম্পদে অনেক আত্মাকে ভরপুর করে দেয়। আজকাল প্রত্যেকেরই বিশেষ খুশীর সম্পদের আবশ্যিকতা আছে, তাদের আর সবকিছুই আছে কিন্তু খুশী নেই। তোমরা তো খুশীর খনির সন্ধান পেয়েছো। খুশীর বিভিন্ন রকম সম্পদ তোমাদের কাছে আছে, কেবল এই সম্পদের মালিক হয়ে যা পেয়েছো তা নিজের প্রতি এবং সকলের প্রতি ব্যবহার করো তাহলেই ভরপুরতার অনুভব করবে।

স্লোগান :- অন্য আত্মাদের ব্যর্থ ভাবকে শ্রেষ্ঠ ভাবে পরিবর্তন করে দেওয়াই হলো প্রকৃত সেবা।